ঐতিহাসিক-রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত

ও

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"Not to invent, but to discover, * * * has been my sole object; to *see* correctly, my sole endeavour."—LUDWIG FEUERBACH.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

उत्सर्ग पत्रम्

सर्वशास्त्रपारंगत-गम्भीरप्रकृति श्रीहरि-भक्तमहाशयस्य

श्रीश्रीनन्दकुमार महोदय

श्रीकरकमलोपान्ते

ग्रन्थमिदं विनयादुपहृतं

ग्रन्थकारेण ।

THIS WORK

IS DEDICATED

TO

PROFESSOR MAXMÜLLER

AS A TESTIMONY OF RESPECT AND ADMIRATION

BY

THE AUTHOR.

1874.

বিজ্ঞাপন।

"ঐতিহাসিক-রহস্য," প্রথম ভাগ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে ভাগবত-সম্বন্ধীয় সমালোচন রহস্য-সন্দর্ভে ও অপর প্রস্তাবগুলিসমুদয় "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পরম সুহৃদ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার করত নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি, পুনর্ব্বার তাঁহার এবং কতিপয় বান্ধবের বিশেষ উদ্যোগে প্রস্তাব-নিচয় সংশোধনানন্তর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম॥

"ভারতবর্ষের-পুরাবৃত্ত সমালোচন" এবং "মহাকবি কালিদাস" ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও এই গ্রন্থ মধ্যে এবারে সংশোধনানন্তর প্রকাশ করা গেল।

ইহার পরিশিষ্টে আমার কোন কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন

তাঁহাদিগকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি তাহাই পুনর্মুদ্রিত হইল। এক্ষণে প্রাচীন-পুরাবৃত্ত-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি এক একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে আমার অধ্যাপক মহাভারত-অনুবাদক ও "অকাল-কুসুম"-গ্রন্থকার পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ লিখিবার সময় আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার প্রযত্নেই এই প্রবন্ধটী সঙ্কলিত হইয়াছে।

বহরমপুর।
১ বৈশাখ, ১২৮১ সাল।

শ্রীরামদাস সেন।

সূচি-পত্র।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত
সমালোচন।

Let all the ends thou aim'st at be thy country's !
SHAKESPEARE.

মাতর্ভারতভূমি ! সর্ব্বসুকৃতস্যাভূঃ প্রসূতিঃপুরা
ত্বন্নামাখিললোকবিশ্রুতমভূদ্বিদ্যাযশোভিস্তদা ।
যাতাস্তে দিবসাস্তথা সুখময়াঃস্মৃত্বাম্ব ! তান্‌সাম্প্রতম্‌
হা হা ! কস্য ন মানসং বদ মহাশোকাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ১ ॥—পদ্যমালা ।
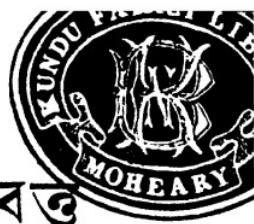
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত

সমালোচন*।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোমক এবং গ্রীকগণ পুরাবৃত্ত রচনায় অতীব নিপুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা সমুহ অলৌকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে তাহা হইতে সারভাগ উদ্ধৃত করা দূর-পরাহত। ইতিহাস-নিচয় গদ্যে রচনা করাই বিধেয়, পদ্যে কোন প্রস্তাব রচিত হইলে তাহা নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হয়, সুতরাং তাহা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতি-হাস প্রভৃতি যে সকল প্রস্তাব গদ্যে রচনার যোগ্য,

* লঘু ভারত। কলীতিহাস -১।২ খণ্ড। শ্রীগোবিন্দকান্ত বিদ্যা-ভূষণ প্রণীত। বোয়ালিয়া ও তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

তাহা সমুদায় কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য শ্লোকে রচনা করিয়া গিয়াছেন। গদ্যে যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম হয়, পদ্যে তাহা হয় না। পুরাণনিচয় আমাদিগের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাহা এত অসার, অযৌক্তিক এবং কাম্পনিক বিবরণে পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অণুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, এবং পুরাণের পরস্পর মতভেদ ও অনৈক্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস হইবার পথ নাই। হিন্দুরা প্রকৃত ইতিহাস রচনা প্রণালী জানিতেন না বলিয়া আমরা মহাবীর ও পণ্ডিতগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চৈতন্যদেব, জয়দেয় গোস্বামী, গৌড়েশ্বর সেন রাজগণ আমাদিগের দেশে কয়েক শত বৎসর হইল বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের জীবনচরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি।

প্রাচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজাকেও “সাগরাম্বরা ধরণীমণ্ডলের অধীশ্বর” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদব্যাস যদি একালে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ও ইংরাজ জাতির কিরূপ প্রতাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইলে প্রথমে "ঋগ্বেদসংহিতার" উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলে নাই। বেদে মানবজাতির রচনাকুসুম প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এ জন্য হিন্দুরা চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং এজন্যই জর্ম্মনদেশোদ্ভব সর্ব্ব-শাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায়গণ একমাত্র বেদাধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত—চ্ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং সূত্র। ইয়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ মাক্ষমুলর স্থির করিয়াছেন যে, চ্ছন্দঃ ভাগ ১২০০ হইতে ১০০০, মন্ত্র ভাগ ১০০০ হইতে ৮০০, ব্রাহ্মণ ভাগ ৮০০ হইতে ৬০০, এবং সূত্র ভাগ ৬০০ হইতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই চারি অংশের রচনা পরস্পর বিভিন্ন। ছন্দোভাগে ভারতবর্ষীয় সমাজের শৈশবাবস্থার প্রতিকৃতি ও বৈদিক ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা, এবং মন্ত্রভাগে বৈদিক উপাসনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে উপাসনার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং সূত্র ভাগে বেদার্থ প্রকাশক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় অংশ "শ্রুতি" নামে প্রসিদ্ধ মন্ত্র ভাগ পদ্যে, ও ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত।

বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, উষা, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, আর্য্যেরা মধ্য এসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অতীব সাহস সহকারে আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সম্বর নামক তাহাদিগের জনৈক প্রধান সেনাপতি একশত নগরীর অধিপতি হইয়া পরম সুখে পার্ব্বতীয় প্রদেশে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় নিবিড় অরণ্যমালা অগ্নি সংযোগদ্বারা ক্রমে ভস্মসাৎ করত প্রাচীন অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কৃষিকার্য্য দ্বারা উদর পোষণ করিতেন, এবং বেদুইন আরবগণের ন্যায় দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। মেষ পালন ও পশুহনন তাঁহাদিগের প্রধান ব্যবসা ছিল, এবং দৈনিক কার্য্য সমাধা করণানন্তর কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই বেদ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইবামাত্র বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করত অস্ত্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ব্বরজাতির সহিত মহাসমরে নিযুক্ত

হইতেন। পরে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পোতারোহণে নানা দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভারতবর্ষের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল; ভীষণশ্বাপদপূর্ণ অরণ্যানি সকল পরিষ্কৃত হইয়া জনপদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম অষ্টক, সপ্তদশ অনুবাক, অষ্টম বর্গের প্রথম সূত্রে লিখিত আছে, তুগ্ররাজ দ্বীপবাসী কোন শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হও-য়াতে তাহার দমনার্থ তৎপুত্র ভুজ্যকে সুসজ্জিত রণ-পোতারোহণে প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্রমগ্ন হইয়া যায়, এবং কুমার ভুজ্য মহাকষ্টে প্রাণধারণ করিয়া উপকূলে নীত হয়েন; এতৎপ্রমাণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ ফিনিসিয়ানদিগের পূর্ব্বে পোত-নির্ম্মাণ-কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব রাজ্যে বাস করিতেন। "মনুসংহিতা" পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিছুকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া সরস্বতী নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন; এই সময় তাঁহা-দিগের দ্বারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিমবাসিগণ সমরে পরাজিত হইয়া স্ব স্ব আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া-

ছিল। প্রথমে তাঁহারা সরস্বতী হইতে গঙ্গার উপকূলস্থ ব্রহ্মর্ষি বেশে বাস করত মধ্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ আর্য্যগণের বাসস্থল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে কোন জাতিভেদ ছিল না; পরে সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ ঋগ্বেদ পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি প্রকাশ করিলেন। মনুসংহিতায় প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য ও উপাস্য দেবতার বিষয় সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। বেদ ও মনুসংহিতা পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নৃপতিগণের রাজ্যশাসনপ্রণালী কিছুই উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্মীকির "রামায়ণ" অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছে। "মহাভারত" কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও বহুজনপদের বিবরণে পরিপূর্ণ। এ সময় হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থের সুচারু প্রাসাদবর্ণনা হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই অবগত আছে। বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া পাণ্ডবেরা স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, পুরোচন নামক যবন (গ্রীক) জতুগৃহ নির্ম্মাণ করে, এবং সৈনিক কার্য্যেও এই সকল শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক ক্রোশ ব্যবধানে পুরাণ কেল্লা নামক দুর্গ সন্নিকটে ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর ভগ্নাবশেষে পূরিত রহিয়াছে। হিন্দু ভূপতিগণের প্রাসাদাদির কিছু মাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে এই মহাতেজা কুরুপাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকলাপ একেবারে লোপ হইল। এক্ষণে বোধ হইতেছে—

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে, কে জানিত যুধিষ্ঠিরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরাণে কোন কোন হিন্দু নৃপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। "শ্রীমদ্ভাগবত" ও "বিষ্ণুপুরাণে" শূদ্ররাজা নন্দবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ লিখিত আছে, "মহানন্দির ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ভে মহাবীর্য্যবান্ কুমার মহাপদ্ম নন্দির জন্ম হইবে। তাঁহার সময় হইতে ক্ষত্রিয় ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমে ক্রমে ভারত রাজ্য শূদ্র নৃপবর্গের করকমলস্থ হইবেক। তিনি স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভাবে একচ্ছত্র ধরণীমণ্ডলে অধীশ্বর হইয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া এক শত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। কৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ক্রোধ-হুতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নব নন্দবংশ ধ্বংস হইবে এবং তৎকর্ত্তৃক মৌর্য্য বংশীয় নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।" "বৃহৎকথা" নামক গ্রন্থে পাটলীপুত্রের ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ সোমদেব ভট্ট কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহীর

মনোরঞ্জনার্থ রচনা করেন। বিশাখদত্ত "মুদ্রারাক্ষস" নামক নাটকে, চাণক্য পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধি-প্রভাবে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ ও নন্দবংশের ধ্বংস এবং রাক্ষসের প্রভুপরায়ণতার অতি উত্তম বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের মুরানাম্নী নীচজাতীয়া দাসী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মগধদেশস্থ পাটলীপুত্র নগরী ইহাঁর রাজধানী ছিল। মুদ্রারাক্ষসে পাটলীপুত্রের অপর নাম 'কুসুমপুর' লিখিত আছে। "বায়ুপুরাণের" মতানুসারে কুসুমপুর বা পাটলী-পুত্র, অজাতশত্রুর পৌত্র রাজা উদয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু "মহা-বংশের" বর্ণনানুসারে উদয় অজাতশত্রুর পুত্র ছিলেন। এই নগরী শোণ বা হিরণ্যবাহু নদ-তীরে স্থাপিত ছিল।* সুতরাং আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলীপুত্র নামের অপভ্রংশ মাত্র। প্রথমাবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেন, ও এই প্রদেশে তক্ষশিলানিবাসী চাণক্য পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত অগণ্য হিন্দু-নৃপতিগণের সহযোগে আলেক্‌জণ্ডারের গ্রীক্ সৈন্য গণকে এককালে ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে

---

* শোণো হিরণ্য বাহুঃস্যাৎ ইত্যমরকোষঃ।

দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু-ভূপালবর্গের একতা নিবন্ধন আলেক্‌জণ্ডরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষের কোন প্রধান নগরাধিকার করিতে পারেন নাই। কেবল পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ করিলে চাণক্যকে প্রধান অমাত্য পদাভিষিক্ত করেন। তাঁহার উপদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহাবীর আলেক্‌জণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিল্যুকস্ সিরিয়া হইতে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে চন্দ্রগুপ্তকে দমন করণার্থ মগধাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত অসীম সাহস সহকারে তাঁহার গতি অবরোধ করায় তিনি সসৈন্য আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করেন, এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। তাঁহার একটি রূপলাবণ্যবতী দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করাতে হিন্দু গ্রন্থকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু গ্রীক পুরাবৃত্ত-লেখক স্ত্রাবো এ বিষয় প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনিস্ গ্রীক রাজদূত স্বরূপ পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার দ্বারায় গ্রীক্‌গণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্ব ক্রমে বদ্ধমূল

হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বাবিলন নগরীতে সিলুকসের সমীপে সর্ব্বদা বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। এ বিষয় সুবিখ্যাত যবন ইতিহাস-লেখক জস্তিন প্লুতার্ক, আরিয়ান প্রভৃতি স্ব স্ব ইতি-হাসে লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত তৎকালে ভারত-বর্ষীয় সকল নৃপতির শিরোরত্নস্বরূপ ছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৯১ খ্রীঃ পূঃ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্যকালে গ্রীকরাজদূত ভোনিসস্, নৃপতি টলমি ফিলেদেলফস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৮০ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসার স্বীয় উপযুক্ত তনয় অশোকবর্দ্ধনকে তক্ষশিলায় নিয়োজিত করেন। তিনি 'খস' নামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতার আজ্ঞা-নুসারে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসারের মৃত্যু হইল; এবং অশোক রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর তিষ্য ভিন্ন সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করত মগধাধিপতি হইয়া নিষ্ক-ণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্য করায় তাঁহাকে সকলে "চণ্ডাশোক" বলিত। মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসরকাল যাবৎ হিন্দুধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে প্রত্যহ ৬০,০০০ যষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ

ভোজন করাইতেন। অশোক বৌদ্ধযতিগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, এবং প্রত্যহ ৬০,০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ৬৪,০০০ বৌদ্ধ গুরুকে অতীব ভক্তিসহকারে ভোজন করাইতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎকালের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম ক্রমে তিরোহিত হইল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সমুন্নতি হইতে লাগিল। কথিত আছে. তিনি ৮৪,০০০ বিহার এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সকল স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা কাশী, প্রয়াগ এ ং দিল্লীতে তাঁহার স্তম্ভগুলি দর্শন করিয়াছি। এক এক খণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভের অঙ্গে, পালি ভাষায় পশুহিংসা নিবারণ ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, প্রভৃতি সৎকার্য্য করিতে প্রজাবর্গের প্রতি নৃপতি অশোকের আজ্ঞা খোদিত রহিয়াছে। অশোককে প্রজাগণ অসীম ভক্তি করিত এবং তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। তিনি সমুদয় ভারতবর্ষ এবং তাতার দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার খোদিত পালিভাষা লিপি কাবুলে "কপর্দ্দগিরি" নামক অদ্রি অঙ্গ

শোভিত করিয়াছিল। এই লিপি মধ্যে আন্তোকস্, টলেমি, অন্তিগোনস্ এবং মগাযবন নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এত উন্নতি হইয়াছিল যে, সৈবিরিয়া, চীন, গ্রীক, প্রভৃতি বিদেশীয়-গণও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। গ্রীক্ যতিগণকে "যবনধর্ম্ম রক্ষিত" বলিত। ধর্ম্ম প্রচারকগণ অকুতো-ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হওয়াতে পাপকার্য্য এককালে ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। পাণ্ডবগণ কিম্বা অন্য কোন ভূপতির সময়ে ভারতভূমির এতাদৃশ উন্নতি কখনই হয় নাই। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত এবং জলাশয়, প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত রথ্যা সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। এক্ষণে অশোক, পালি ভাষায় "দেবানাম্ পিয় পিয়দশি," অর্থাৎ দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী, এবং "ধর্ম্মাশোক" নামে খ্যাত হইলেন। "দ্বীপবংশে" এবং "মহাবংশে" লিখিত আছে, অশোকপুত্র মহামহেন্দ্র ঈত্তেয়, উত্তেয়, সম্বুল, ভাদ্রশাল নামক স্থবির সমভি-ব্যাহারে সিংহলদ্বীপে পোতারোহণে গমন করিয়া তাঁহার খুল্লতাত নৃপতি তিষ্য এবং সমুদয় প্রজাকে বৌদ্ধ-

ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে মগধদেশে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের তিনটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শাক্যসিংহের উপদেশসূত্রনিচয় সটীক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগ্রহের নাম "ত্রিপেটক"। বুদ্ধ-ঘোষ নামক জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার "অর্থ কথা" পালি ভাষায় সিংহলদ্বীপবাসিগণের জন্য প্রস্তুত করেন।

২২২ খ্রীঃ পূঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৪১ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, বায়ুপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণে ইহাঁর বিবরণ লিখিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ময়ূরীয় সপ্তজন বৌদ্ধ নৃপতি সুখস্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনবল হইয়া আসিলে সঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ পাটলীপুত্রের সিংহাসনারূঢ় হয়েন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পমিত্র ১৮৮ খ্রীঃ পূঃ একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধস্তূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেবাভূতি সঙ্গবংশের শেষ নৃপতি, ও তাঁহার মৃত্যুর পর কণ্ববংশীয় ভূপালগণ ৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এ সময় হিন্দুধর্ম্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীর্ণ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। মগধরাজ্য কিছুকাল

গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজ গুপ্ত, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ৩১৯ খ্রীঃ অঃ গুপ্ত অব্দের প্রথম বর্ষ গণনা করা যায়। এলাহাবাদ ও ভিটারীর লাট প্রস্তরে প্রখোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, "মহারাজ অধিরাজ" সমুদ্র গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গুপ্তবংশীয় চতুর্থ নৃপতি। সমুদ্রগুপ্ত শত্রুবর্গের কৃতান্ত স্বরূপ এবং সজ্জনের সাক্ষাৎ জনিতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ অসীম ভুজবলে সিংহল, সৌরাষ্ট্র, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এসময় হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির শাসনাধীনে ছিল।

উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক প্রচারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়াছে; তিনি ৭৮ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে যে সকল হিন্দু-নৃপতি আসীন ছিলেন, তাহার মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের নাম ভুবনবিখ্যাত। জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক হিয়াঙ্থ সাঙ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আপন

ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্দ্ধন প্রায় ৩৫ বৎসর সুখে রাজ্য করিয়া ৩৫০ খ্রীঃ অঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থকার ধারানগরাধিপতি ভোজ-রাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজরাজ বিবিধ বিদ্যা বিশারদ ছিলেন, এবং স্বীয় অসীম কবিত্ব শক্তি প্রভাবে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লালকৃত "ভোজ প্রবন্ধে" লিখিত আছে, "ধারানগরে কোন মূর্খ ছিল না। শ্রীমন্ ভোজরাজকে সতত বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, বাম-দেব, হরিবংশ, শঙ্কর, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র প্রভৃতি ৫০০ শত বিদ্বান ব্যক্তি বেষ্টন করিয়া থাকিতেন।" পালবংশীয়, এবং গঙ্গাবংশীয় ভূপালবর্গ গৌড় ও উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন তাম্রশাসন, প্রস্তরফলকে প্রখোদিত বংশাবলী বর্ণন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি হইতে এই সকল বংশের বিবরণ কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিয়াঙ্থ সাঙ ভারতবর্ষের সকল প্রসিদ্ধ

স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিতেছি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাম্র-শাসন পত্র হইতে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, "সোম বংশীয়" গৌড়দেশস্থ সেনরাজদিগের বংশাবলীর প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভ্রম নিরসন করিয়াছেন। এক্ষণে সেন রাজারা বৈদ্য বলিয়া কাহার ভ্রম হইবে না। কলীতিহাস ১০৭ পৃষ্ঠায় সেনবংশোপাখ্যানে, তাঁহাদিগকে গ্রন্থকার মহাশয় বৈদ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাম্র-শাসন মধ্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এ বিষয় স্পষ্ট সপ্রমাণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস মধ্যে "রাজতরঙ্গিণী" অতীব প্রামাণিক। এখানি কাশ্মীর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রথমাংশ, ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরেতিহাস কহ্লণ পণ্ডিত বিরচিত। দ্বিতীয়াংশ "রাজাবলী" যোণরাজ-কৃত। এই অংশ খণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়াংশ যোণরাজ-ছাত্র শ্রীবর পণ্ডিত বিরচিত, এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্যভট্ট প্রণীত। শেষাংশে আকবর প্রেরিত কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীর জয় ও শাহা আলমের রাজ্য শাসন

পর্য্যন্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাশ্মীরদেশীয় রাজকীয় ইতিহাস মৃত মূর্করাফট* সাহেব কাশ্মীর-নিবাসী শিবস্বামীর নিকট হইতে বহু যত্নে সংগ্রহ করেন। পরে আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারি অংশ একত্রে মুদ্রিত হয়। পারীস নগরীতে ট্রয়র সাহেবও ইহার কিয়দংশ ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছেন। কহ্লণ প্রণীত প্রথমাংশে বিখ্যাত হিন্দু নৃপতিগণের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ১১১৫ খ্রীঃ অব্দে কহ্লণ, চম্পকতনয় সিংহদেব ভূপতির কাশ্মীর শাসনকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "নীলপুরাণ" ও অপর একাদশ খানি প্রাচীন গ্রন্থ ধর্ম্ম শাস্ত্র, তাম্র-শাসনপত্র প্রভৃতি হইতেএই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর প্রথমে পৌরাণিক বিবরণ,তৎপরে ২৪৪৮ খ্রীঃপূঃ গোনর্দ্দভূপতির রাজ্যকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংগ্রামদেবের রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। কাশ্মীররাজশ্রীহর্ষদেব"রত্নাবলী" ও"নাগানন্দ"রচনাকরেন। রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ললিতাদিত্য মধ্য আসিয়া পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন এবং গোপাদিত্য,

---

* Moorcroft.

নরেন্দ্রাদিত্য, রণাদিত্য প্রভৃতি হিন্দু ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক অতি সুনিয়মে কাশ্মীর রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের একখানিমাত্র সংস্কৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা-সদ জনৈক ব্রাহ্মণের রচিত "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত।" কবিবর ভারতচন্দ্র এইগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া"মানসিংহ" রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালিগ্রন্থে তথা প্রস্তরফলক ও তাম্র-শাসনে যে সকল প্রধান ভারতবর্ষীয় নৃপতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

মহাকবি কালিদাস।

"কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে।"

"यस्या श्चोरश्चिकुर निकरः कर्णपुरोमयुरो-
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासोविलासः ।
हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चवाणस्तुवाणः
केषांनैषाकथय कविताकामिनी कौतुकाय॥"

प्रसन्नराघव नाटकं ।

'Káledása, the celebrated author of the Sakoontalá, is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the mind of the lovers.

* * * * * * *

Tenderness in the expression of feeling and richness of creative fancy, have assigned to him his lofty place among the poets of all nations."—ALEXANDER VON HUMBOLDT.

কালিদাস।

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন-বিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। শেক্ষ-পিয়র যেরূপ সুমধুর কবিতায় নির্ম্মল প্রস্রবণে জাগতিক মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন, কালিদাসের কবিতাও তদ্রূপ সকলের হৃদয়কন্দরে প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি এক বার কালিদাসের মধুমাখা অমূল্য কবিতাকলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে জাতিভেদ ভুলিয়া তাঁহাকে " আমা-দিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি

---

* " মেঘদূতম্ " মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্। মল্লিনাথ সূরি বিরচিত সঞ্জীবনী টীকা সমেতম্। বহুল গ্রন্থ সঙ্কলিত সদৃশ ব্যাখ্যা সহিতম্ পাঠান্তরৈশ্চ কাশ্মীরীয় দ্বিজ শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ ভাষা-ন্তরিতঞ্চ। কলিকাতা।

" কুমার-সম্ভবম্।" সপ্তমসর্গান্তম্। মহাকবি কালিদাস কৃতম্। শ্রীমল্লি-নাথ সূরিবিরচিতয়া সঞ্জীবনী সমাখ্যয়া ব্যাখ্যয়া গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালাধ্যাপক শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যকৃত তট্টীকাধৃত ব্যাকরণসূত্র বিবরণোদ্ভাসিতয়ান্বিতম্ তেনৈব সংস্কৃতম্। কলিকাতা।

প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ অত্যল্পকালের মধ্যে ইংরাজী, জর্ম্মণ, ফরাসীশ, দেন, এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদ সাদরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং অনুবাদকগণ আমাদিগের চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্যগণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাস্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ জোন্স্, উইলসন, লাসেন, উইলিয়মস্, ঈএটস্, ফসি, ফোককৃস্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্ম্মণ কবি ও পণ্ডিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হম্‌বোল্ট কালিদাসকে কবিশ্রেষ্ঠ-পদ প্রদান করিয়া ইয়ুরোপ খণ্ডে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। গেটে—জর্ম্মণদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্ম্মণদেশের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডে কারলাইলের ন্যায় লেখক-চূড়ামণি তাঁহার গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার মতে শেক্ষপিয়রের "হামলেট্" অপেক্ষা গেটের "ফষ্ট" এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক। বায়রণ তাহার ছায়ামাত্র লইয়া "ম্যানফ্রেড" রচনা করিয়াছেন; সুতরাং গেটে এক জন সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্ব

শক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলিয়ম্ জোন্স কৃত ইংরাজী অনুবাদের জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী, এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"* এক জন বিদেশীয় কবি শকুন্তলার এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্ব-রস-পানে এককালে বিমূঢ়—তাঁহারা নস্য লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিবেন, "মাঘ উৎকৃষ্ট কাব্য।" † তাঁহারা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাসকৃত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে "ভট্টী" ও "নৈষধ" পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এক্ষণে

* সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

" Willst du die Blüthe des frühen, die Früchte des spateren Jahres,
Willst du was reizt und etzückt, willst due was sättigt und nährt,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen begreifen ;
Nennich Sakontala, Dich, und so ist Alles gesagt."—GOETHE.

† উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তিত্রয়োগুণাঃ ||

প্রায় পাঁচশত বৎসর বিগত হইল, কোলাচল মল্লিনাথ স্থরি কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন ; তাঁহার টীকা, দক্ষিণাবর নাথের টীকা দৃষ্টে রচিত হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ লাসেন কহেন, কালিদাস দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রস্তর-ফলকে সমুদ্রগুপ্তের "কবিবন্ধু" "কাব্যপ্রিয়," প্রভৃতি প্রশংসাবাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ্ বিবেচনা করিয়াছেন।

বেনট্‌লি, মস্থর পাভির "জর্নেল এসিয়াটীক" নামক পত্রিকায় "ভোজপ্রবন্ধের" ফরাশীস অনুবাদ ও "আইন আকবরী" দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজরাজার ৮০০ শত বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বেনট্‌লি স্বীয় গ্রন্থে এরূপ অনেক প্রলাপ বাক্য লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে হিন্দুদিগের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ মূঢ় বিবেচনা হয়। কর্ণেল উইলফোর্ড, প্রিন্সেপ ও এলফিনিষ্টন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

"ভোজপ্রবন্ধের" প্রমাণানুসারে গুজরাট, মালওয়া এবং দক্ষিণের পণ্ডিতগণ কহেন, কালিদাস ১১০০

খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র উজ্জয়িনী নিবাসী ভোজ রাজের সভাসদ্ ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিত্য ও ভোজ আসীন হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শেষ ভোজ নৃপতির রাজ্যকাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত, ও তাঁহার নবরত্নের সভা ছিল। আমরা স্বয়ং "ভোজপ্রবন্ধ" পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে, মালব দেশান্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ, সিন্ধুলের পুত্র এবং মুঞ্জের ভ্রাতৃপুত্র। শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃব্য মুঞ্জ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ভোজ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জ্জন করেন। ভোজ ক্রমে বিখ্যাত হওয়াতে তাঁহার খুল্লতাত তদ্দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই ভয়ানক চিন্তা তাঁহার হৃদয়-কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নৃপতি বৎসরাজকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন দুষ্ট অভিসন্ধি জ্ঞাপন করতঃ ভোজকে অচিরে অরণ্য মধ্যে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ভোজকে গোপন রাখিয়া পশু শোণিতে লোহিতবর্ণ

অসি, মুঞ্জ ভূপকে উপহার দিলেন। তদ্দৃষ্টে তিনি সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে? বৎসরাজ তচ্ছ্রবণে একটি পত্রোপরি লিখিয়া দিলেন—"মান্ধাতা, যিনি কৃতযুগে নৃপকুলের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাবণারি রামচন্দ্র, যিনি সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করেন, তিনি কোথায়? এবং অন্যান্য মহোদয়গণ এবং রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী কাহার সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি আপনার সহিত রসাতলগামিনী হইবেন।" ইহা পাঠ করিবামাত্র মুঞ্জের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া, ধারা রাজ্য প্রদান করণানন্তর, ঈশ্বরারাধনা নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃসিংহাসন পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। আমরা "ভোজপ্রবন্ধে" কালিদাসের নামসহ নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি:—কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র, গোপাল-দেব, জয়দেব,(প্রসন্নরাঘব গ্রন্থকার) তারেন্দ্র, দামোদর সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মন্ত্রি-

নাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত, হরিবংশ, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববসু, বিষ্ণুকবি, শঙ্কর, সম্ব-দেব, শুক, সীতা, সীমন্ত, সুবন্ধু ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন "ভোজপ্রবন্ধ" ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বিবেচনায়, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির জন্য কালিদাস, ভব-ভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কেবল অনুমান করিয়াই ভোজের সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন। "ভোজপ্রবন্ধে" এই সকল কবির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং উহা প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে বলিব? এই ভোজরাজ "চম্পূরামায়ণ," "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ," "অমরটীকা," রাজ-বার্ত্তিক," "পাতঞ্জলিটীকা," এবং "চারুচার্য্য" রচনা করেন, এই গ্রন্থের একখানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই।

"বিশ্বগুণাদর্শ" গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্য কালিদাস, শ্রীহর্ষ এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন লিখিয়াছেন, যথা;—

মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ।
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ॥

কিন্তু ইহাতে তিনিও "ভোজপ্রবন্ধ" প্রণেতা বল্লালের

ন্যায় মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেননা শ্রীহর্ষ কালিদাস, এবং ভবভূতি এককালে বর্ত্তমান ছিলেন না ; এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য যে ৫৭ খ্রীঃ পূঃ শক-দিগকে সমরে পরাজিত করিয়া সম্বৎ স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না, দেখিতে হইবে। হম্‌বোল্‌ট বলেন, কবিবর হোরেশ এবং বর্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন ; এ কথা অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতে স্বীকার করেন। কর্ণেল টড "রাজস্থানের ইতিহাস" মধ্যে লিখিয়াছেন, "যত দিবস হিন্দুসাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল ভোজ প্রমর ও তাঁহার নবরত্নের কখন লোপ হইবেক না।" কিন্তু বহুগুণ-মণ্ডিত তিন জন ভোজ রাজের মধ্যে কাহার নবরত্ন সভা ছিল, একথা বলা দুরূহ। কর্ণেল টড তিন জন ভোজ রাজের সম্বৎ ৬৩১। ৭২১ এবং ১১০০, এই তিন পৃথক পৃথক কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

"সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি," "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ও "বিক্রম চরিত" মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কোন

সত্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্ল্লভ। মেরু তুঙ্গকৃত "প্রবন্ধ চিন্তামণি" এবং রাজ শেখরকৃত "চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধ" মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌর্য্য বীর্য্যশালী, মহাবল, পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবরত্নের ও কালিদাসের বিশেষ বিররণ কিছুই নাই।

জৈনগ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে জনৈক সিদ্ধসেন স্থরি নামক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। একথা কতদূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্য এক জন জৈন-লেখক কহেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজ রাজের সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে বহু সংখ্যক লোক বসতি করে। ইনি এবং বৃদ্ধ ভোজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এসকল জৈন গ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইল। সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থে এসকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বৃদ্ধ ভোজ মনাতুঙ্গ স্থরির শিষ্য ছিলেন। মনাতুঙ্গ,—বাণ ও ময়ূরভট্টের সমসাময়িক জৈনাচার্য্য ছিলেন। বাণ-কৃত "হর্ষচরিত" পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টীয় অব্দে শ্রীকণ্ঠাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এবং ইহাঁর নিকট চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ আহূত হইয়াছিলেন। কবি বাণ,

হিয়াঙসিয়াঙ কৃত গ্রন্থ পাঠে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত চৈনিকাচার্য্যের সাক্ষাৎ "যবন প্রোক্তপুরাণ" হইতে "হর্ষ-চরিতে" সংগৃহীত হইয়াছে।

"কথা সরিৎসাগরের" ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কণ্ব নর-বাহন দত্তকে বিক্রমাদিত্যের উপন্যাস বলিয়াছেন। তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, বিক্রমাদিত্য পাঁচ শত খ্রীষ্টীয় অব্দে নরবাহন দত্তের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন। নরবাহন দত্ত জৈনগ্রন্থ, "কথা সরিৎ-সাগর" ও "মৎস্য পুরাণের" মতানুসারে শতানিকের পৌত্র।

নাসিক প্রস্তরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ইহাঁকে নভাগ নহুষ, জনমেজয়, যযাতি এবং বলরামের ন্যায় বীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখুন, বিক্রমাদিত্যকে লইয়া কি রূপ গোলযোগ উপস্থিত। লোকে এক জন বিক্রমাদিত্য জানিত, এক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে কত জন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমাদিগের শক-প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহার সহিত নবরত্নের অমূল্য রত্ন, কবিচক্র-চূড়ামণি কালিদাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে হইবে; সেটি বড় সহজ ব্যাপার

নহে, কাজে কাজে ঐতিহাসিক অন্যান্য কথা উত্তম রূপ সামঞ্জস্য করিয়া লিখিতে হইতেছে।

শ্রীদেবকৃত "বিক্রমচরিতে" লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্থঙ্কর বৰ্দ্ধমানের নির্ব্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। ইনিই শকাব্দা স্থাপন করেন। এ গ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখ মাত্র নাই।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কহেন, "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক কাল-জ্ঞান-শাস্ত্র, মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, এবং মেঘদূত রচনার পরে, ৩০৬৮ কলি গতাব্দে লিখেন। এ বিষয়টি "মেঘদূত" প্রকাশক বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু "জ্যোতির্বিদাভরণ" যে রঘুকার কালিদাস প্রণীত, এ বিষয় অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত-পরিপোষক "জ্যোতির্বিদাভরণের" কতিপয় শ্লোক হইতে কালিদাসের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি;—

"আমি এই গ্রন্থ শ্রুতি-স্মৃতি অধ্যয়নে প্রফুল্লকর এবং ১৮০ নগরীসমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে রচনা করিয়াছি। ৭।

"শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি,

ঘটকর্পর, অমরসিংহ এবং অন্যান্য কবিগণ তাঁহার সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ৮।

"সত্য, বরাহমিহির, শ্রীত সেন, শ্রীবাদ রায়ণী, মণিত্থ, কুমার সিংহ এবং আমি ও অপর কয়েক ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম। ৯।

"ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, কটকর্পর, কালিদাস, ও সুবিখ্যাত বরাহ মিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী। ১০।

"বিক্রমের সভায় ৮০০ শত মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজা আগমন করিতেন এবং তাঁহার মহাসভায় ১৬জন বাগ্মী, ১০ জন জ্যোতির্ব্বেত্তা, ৬ ব্যক্তি চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১।

"তাঁহার সৈন্য অষ্টাদশ যোজক ব্যাপক স্থলে বাস করিত। তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল; এবং ২৪৩০০ হস্তী এবং ৪০০০০০ নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন ভূপতির তুলনা করা অসম্ভব। ১২।

"তিনি ৯৫ শক নৃপতিকে সংহার করিয়া পৃথ্বীতলে বিখ্যাত হইয়া, কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন। এবং তিনি প্রত্যহ মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, এবং হস্তী দান করিয়া ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতেন। ১৩।

"তিনি দ্রাবিড়, লতা, এবং গৌড়দেশীয় রাজাকে পরাজিত, গুজ্জর দেশ জয়, ধারানগরীর সমুন্নতি এবং কাম্বোজাধিপতির আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৪।

"তাঁহার ক্ষমতা ও গুণাবলী ইন্দ্র, অম্বুধি, অমরক্রু, সর, এবং মেরুর ন্যায় ছিল। তিনি প্রজাগণের প্রীতিপ্রদ ভূপতি ছিলেন ও শত্রুগণ জয় করিয়া, দুর্গ পুনঃ প্রদান করত তাহাদিগকে বাধ্য করিতেন। ১৫।

"প্রজাবর্গের সুখকরী, ও মহাকালের অধিষ্ঠানে সুবিখ্যাতা উজ্জয়িনী নগরী তিনি রক্ষা করেন। ১৬।

"তিনি মহাসমরে রুমাধিপতি শক নৃপতিকে পরাজয় করণানন্তর বন্দীরূপে উজ্জয়িনী নগরীতে আনয়ন করত পরে স্বাধীন করেন। ১৭।

"এই রূপ বিক্রমাদিত্যের অবন্তী শাসন সময়ে প্রজাবর্গ সুখ সচ্ছন্দে বৈদিক নিয়মানুসারে কাল অতিবাহিত করিত। ১৮।

"শঙ্কু ও অন্যান্য পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার পাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৯।

"আমি প্রথমে রঘু প্রভৃতি তিন খানি কাব্য রচনা

করিয়া, বৈদিক "শ্রুতি কর্ম্মবাদ" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করতঃ এই "জ্যোতির্বিদাভরণ" প্রস্তুত করিলাম। ২০।

"আমি ৩০৬৮ কলি গতাব্দে, বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপন করি। বহুবিধ জ্যোতির্ব্বিবরণ উত্তম রূপে পরিদর্শনানন্তর আমি এই গ্রন্থ জ্যোতির্ব্বিদগণের মনোরঞ্জনার্থে সংকলন করিলাম। ২১।"

পুনরায় গ্রন্থকার ২০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন,"এ পর্য্যন্ত কাম্বোজ, গৌড়, অন্ধ্র, মালব ও সৌরাষ্ট্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের যে উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গ্রন্থ ১৩২৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং তদ্দৃষ্টে বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৫৬ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, ও কালিদাস স্বীয় তিন খানি কাব্য ৩২ খ্রীঃ পূঃ কিছু দিবস অগ্রে এবং "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ৩২ খ্রীঃ পূঃ ও নাটক সমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা যে ১০ সংখ্যক শ্লোক "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" হইতে

অবিকল কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই শ্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন্ গ্রন্থের শ্লোক, এ বিষয় অতি অল্প লোকে জানেন। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থে যখন জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্য গ্রন্থ দেখিবার প্রয়োজন কি? এ কথা সত্য; কিন্তু এখানি কি মহাকবি কালিদাসপ্রণীত!—কখনই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা তর্কবাচস্পতি মাহাশয় অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে তাঁহার প্রমাণ অগ্রাহ্য করি—এ স্পর্দ্ধা আমাদিগের নাই। আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এক বার "রঘু," "কুমার" রচনার সহিত "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচনা-প্রণালীর তারতম্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, মহাকবি কালিদাসের লেখনী এ গ্রন্থ কখনই প্রসব করে নাই। উহা অপর কোন কালিদাসকৃত। তিনি আপন গুণগরিমা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থের অবতরণিকায় আপনাকে "নবরত্নের"

অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিতীয় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইনি জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী। পুনশ্চ, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণে" লিখিত আছে জিষ্ণু* (ব্রহ্মগুপ্তের পিতা) বিক্রমাদিত্যের "নবরত্নের" সঙ্গে একত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার উজ্জয়িনী নগরীতে ৬০০ শত খ্রীঃ অঃ যে হর্ষ বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভ্রমক্রমে সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন, এবং ঘটকর্পর যে একজন কবি ছিলেন প্রকাশ আছে, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, ঘটকর্পর নামে কোন কবি ছিলেন না। এবং "ঘটকর্পর" নামে যে

---

* ১৮৭৩ সাল ডিসেম্বর মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পুস্তকে বাঙ্গালা পুস্তক সমালোচন মধ্যে, একজন কৃতবিদ্য সমালোচক আমাদিগের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, যে জিষ্ণু শব্দের এস্থলে আভিধানিক অর্থ জয়ী বলিলে কোন গোলযোগ থাকে না, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদাভরণে শঙ্কু, বররুচি, মনি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু প্রভৃতি কবিগণের নাম লিখিত আছে। ইহাতে জিষ্ণু ও অন্যান্য কবির ন্যায় এক ব্যক্তির নাম স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে। এই জিষ্ণু ব্রহ্মগুপ্তের পিতা তথাহি ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধান্ত ——

"জিষ্ণুসুত ব্রহ্মগুপ্তেন।"

ক্ষুদ্র কাব্য বর্ত্তমান আছে, তাহা কালিদাসকৃত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে,"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার কালি-দাসের, মহাকবি কালিদাসের ও শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমা-দিত্যের পরিচয়ের সহিত পরস্পর অনৈক্য, এবং কাল নিরূপণও ঠিক হইতেছে না। সুতরাং এ কালিদাস, আমাদিগের আলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর এক জন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি "শক্র পরাভব" নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্র-প্রণেতা। ইহাঁর গণক উপাধি ছিল।

"বৃত্তরত্নাবলী," "প্রশ্নোত্তরমালা," কালিদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনা-প্রণালী দৃষ্টে কালিদাসের কৃত বলিয়া কখনই বোধ হয় না।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "হাস্যার্ণব" নামক প্রহসন মহাকবি কালিদাসকৃত; কিন্তু উহা বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জগদীশ্বর তর্কালঙ্কার-প্রণীত। আমরা অন্যত্রে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

মান্দ্রাজের পুস্তকালয়ে কালিদাসকৃত "নানার্থ-শব্দরত্ন" নামক কোষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহা মহাকবি কালিদাসের কৃত নহে। কেননা "মেদিনী-কোষে" মেদিনীকর সমুদয় প্রাচীন কোষের নাম

* *Vide* The Indian Antiquary, page 380, Vol. I.

উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "নানার্থ শব্দরত্নের" নাম পাওয়া যায় না। যথা—

"উৎপলিনী শব্দার্ণব সংসারাবর্ত্তনা মমালাখ্যান্।
ভাগুরিবররুচি শাশ্বত বোপালিত রন্তিদেব হরকোষান্॥
অমরশুভাঙ্ক হলায়ুধ গোবর্দ্ধন রভসপালকৃত কোষান্।
রুদ্রামরদত্তাজয় গঙ্গাধর ধরণি কোষাংশ্চ।
হারাবল্যভিধানং ত্রিকাণ্ডশেষঞ্চ রত্নমালাঞ্চ॥
অপিবহুদোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ সুবিচার্য্য॥
বাভটমাধব বাচস্পতি ধর্ম্মব্যাড়িতার পালাখ্যান্।
অপি বিশ্বরূপ বিক্রমাদিত্য নামলিঙ্গানি সুবিচার্য্য॥
কাত্যায়ন বামনচন্দ্রগোমিরচিতানি লিঙ্গশাস্ত্রানি।
পাণিনি পদানুশাসনপুরাণ কাব্যাদিকঞ্চ সুনিরূচ্য॥"

"নানার্থ শব্দরত্ন" যদি কালিদাসকৃত বোধ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই "অমর," "বিশ্বপ্রকাশ," ও "শব্দার্ণব" প্রভৃতি কোষে এবং "অমর কোষের" বিবিধ টীকায় তথা মল্লিনাথকৃত "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," প্রভৃতি কোন কাব্যের টীকায়, তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইত। "নানার্থ শব্দরত্নের" একখানি "তরলা" নাম্নী টীকাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহা নিচুল যোগীন্দ্র-প্রণীত। ইনি ভোজরাজের আজ্ঞায় টীকা রচনা করিয়াছেন। যথা—

"ইতি শ্রীমন্ মহারাজ ভোজরাজ প্রবোধিত নিচুল

কবি যোগীন্দ্র নির্ম্মিতায়াং মহাকবি কালিদাস কৃত "নানার্থশব্দরত্ন" কোষরত্ন দীপিকায়াং তরলাখ্যায়াং প্রথমং (দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং) নিবন্ধনং।"

এই নিচুলযোগীন্দ্র যদি কালিদাসের সহধ্যায়ী নিচুল হয়েন, তাহা হইলে "নানার্থশব্দরত্ন" কবি কালিদাসের কৃত বলিলেও শোভা পায়। কিন্তু আমরা নিচুলের নামগন্ধও "ভোজচরিত" মধ্যে পাইতেছি না। ইহাতে কিপ্রকারে তাঁহাকে ভোজরাজের পার্ষদ বলিব?

"ভাগার্থচম্পূ" গ্রন্থকার একজন কালিদাস। ইনি আপনাকে "অভিনব কালিদাস" নামে পরিচয় দিয়াছেন।

কর্ণেল উইলফোর্ড বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য" হইতে কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই। "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য" জৈন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর স্থরিবল্লভীরাজ শিলাদিত্য নৃপতির অনুমত্যনুসারে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, "আমার (মহাবীর) তিন বৎসর পাঁচ মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নির্ব্বাণের পরে ইন্দ্র নামক এক জন ধর্ম্মবিরোধী জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পঞ্চমমর খ্যাতি হইবে। তাহার ৪৪৬ বৎসর ৪৫ দিবস

পরে বিক্রমার্ক রাজ জন্মগ্রহণ করিয়া জিনের ন্যায় সিদ্ধসেন সূরির উপদেশ গ্রহণ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক চলিত অব্দ স্থগিত হইয়া নব অব্দ স্থাপিত হইবেক।” ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, বর্দ্ধমান বা মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরে সম্বৎ স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ শ্বেতাম্বর জৈনেরা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কর্ণেল উইলফোর্ড ও তাঁহার পণ্ডিত-গণ বীর বা বীরবিক্রমকে বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়া-ছিলেন। তাহাতে ৪৭০ বৎসরের ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। “শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের” মতানুসারে বল্লভীরাজ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অঃ) সৌরাষ্ট্র হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া শত্রুঞ্জয় এবং অন্যান্য তীর্থ স্থান পুনঃগ্রহণ করতঃ জৈন মন্দির সমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইলফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সকল কথা এক্ষণকার ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন।

“রাজতরঙ্গিণীতে” লিখিত আছে, খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতা-ব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসন-কর্ত্তার পদ প্রদান করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে,

বিক্রমাদিত্য একশত বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৪১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গত হয়েন।

উইলসন সাহেব হর্ষ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "আশী-য়াটিক রিসার্চেস" পুস্তকে লিখিয়াছেন, শকারি বিক্র-মাদিত্যের পূর্ব্বে এই নামধেয় আর এক জন ভূপালের নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমা-দিত্যের পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন ঐতিহাসিক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না।

রাজপুত্রকুলকবি চন্দবর্দাই তৎকৃত "পৃথীরাজ চৌহান-রাস" মধ্যে শেষ নাগ, বিষ্ণু, ব্যাস, শুকদেব, এবং শ্রীহর্ষকে বন্দনা করিয়া কালিদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

ছ্ঠং কালিদাস সুভাষা সুবন্ধং।
জিনৈ বাগবাণী সুবাণী সুবদ্ধং॥
কিয়ৌ কলিকা মুষ্য বাসং সুসুদ্ধ।
জিনৈ সেতবন্ধৌ তিভোজন প্রবন্ধ॥

এই কবিতায় কালিদাসকে ষষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহাতে হিন্দী কবিতার রসগ্রাহী গ্রাউস সাহেব কহেন যে শ্রীহর্ষের পরে কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন কিন্তু আমা-দিগের বিবেচনায় কবিচন্দ্র ভট্ট শব্দালঙ্কারে ভূষিত নৈষধের কবিতায় মোহিত হইয়া শ্রীহর্ষের নাম কালি-দাসের পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণকার অনেক

আধুনিক কবি রঘুবংশ অপেক্ষা নৈষধের মান্য করিয়া থাকেন। পুনরায় কবিচন্দ্র শ্রীহর্ষের সমসাময়িক, এজন্য তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত কালিদাসের পূর্ব্বে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন প্রতীয়মান হয়।*

কহ্লণপণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণীর" তৃতীয় তরঙ্গে যে বিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকাব্দা স্থাপনের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁকে কবিবন্ধু ও বিবিধ গুণমণ্ডিত বলা হইয়াছে। তাঁহার মাতৃগুপ্ত, বেতালমেন্থ, এবং ভর্ত্তৃমেন্থ সভাসদ্ ছিলেন। "মেন্থ" নিঃসন্দেহ ভট্টশব্দবাচক, তাহা হইলে বেতালমেন্থ এবং ভর্ত্তৃমেন্থ, বেতালভট্ট, ও ভর্ত্তৃভট্ট। কোন কোন জৈন গ্রন্থে "মেন্থ" শব্দ মেন্ধ লিখিত আছে। "বিশ্বকোষ" অনুসারে সংস্কৃতভাষায় মেন্ত্র অর্থ প্রধান। বেতালভট্ট বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং ভর্ত্তৃহরি "নীতিবৈরাগ্য" ও "শৃঙ্গার শতক" গ্রন্থকার। ইনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে? "রাজতরঙ্গিণীর"

* উদ্ধৃত কবিতার শেষপংক্তি পাঠে বোধ হয় চন্দ্র কবি কালিদাসকে সেতু কাব্য এবং ভোজ প্রবন্ধ রচয়িতা বিবেচনা করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থখানি বল্লালকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার মধ্যে গ্রন্থকার কালিদাসের মুখে কতিপয় সুমধুর কবিতা প্রদান করাতে. চন্দ্র কবির উহা কালিদাসকৃত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবেক। আমরা এ বিষয় ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুয়ারী পত্রের দুই সংখ্যায় সপ্রমাণ করিয়াছি।

তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৫২ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃগুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি সু-প্রসিদ্ধকবি এবং কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা। মাতৃগুপ্ত কালি-দাসের অপর একটি নাম। কিন্তু পুরুষোত্তমকৃত "ত্রিকাণ্ড শেষ" মধ্যে কালিদাসের—রঘুকার, কালিদাস, মেধা-রুদ্র এবং কোটিজিত্ এই ৪টি মাত্র নাম লিখিত আছে। মাতৃগুপ্তকৃত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই, অথচ তাঁহাকে কহ্লণ প্রধান কবি বলিয়াছেন। রাঘবভট্ট শকুন্তলার টীকা মধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রধান কবি রচিত এবং কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত হইলেও শোভা পায়। রাজা প্রবরসেনের মনোরঞ্জনার্থ কালিদাস "সেতু-কাব্য" নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন।

"সেতুপ্রবন্ধ" কাব্যের টীকাকার রামদাস কহেন, বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞানুসারে কালিদাস উক্ত কাব্য রচনা করেন। যথা—

"বীরাণাং কাব্য চর্চ্চা চতুরিমবিধয়ে বিক্রমাদিত্য বাচায়ঞ্চক্রে কালিদাসঃ কবি মকুটবিধুঃ সেতুনাম প্রবন্ধং। তদ্যাসব্যা সৌষ্ঠবার্থং পরিষদি কুরুতে রামদাসস্য এব গ্রন্থঞ্জল্লাল দীন্দ্রক্ষিতিপতিবচসা রামসেতুপ্রদীপং।"

সুন্দরকৃত "বারাণসী দর্পণ" টীকাকার রামাশ্রম কালি-দাসকে "সেতুকাব্য" রচক বলিয়াছেন; বৈদ্যনাথকৃত

"প্রতাপরুদ্র," দণ্ডীপ্রণীত "কাব্যাদর্শ" এবং "সাহিত্য-দর্পণ" গ্রন্থে "সেতুকাব্যের" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "সেতুকাব্য" বিতস্তা নদীর উপরে প্রবরসেন নৃপতি যে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি "অভিনব" বা দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইহাঁর পিতামহ শ্রেষ্ঠসেন "রাজ-তরঙ্গিণীর" মতে "প্রথম প্রবরসেন" নামে বিখ্যাত। পিন্সেপ এই দুইজন ভিন্ন অন্য কোন প্রবরসেনের নাম লেখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্য-কুব্জের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলা-দিত্যের সভাসদ্ কবিবাণ "হর্ষচরিতে" প্রবরসেনের ও "সেতুকাব্য" প্রণেতা কালিদাসের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন যথা;—

কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা
সাগরস্য পরং পারং কোপিসেনেবসেতুনা।
নির্গতাসুন বাকস্য কালিদাসস্য সুক্তিষু
প্রীতির্মধুরসার্দ্রা সুমঞ্জরীম্বিবজায়তে॥

এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, তাহা "রাজ-তরঙ্গিণীর" প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং ইনিই মহা-কবি কালিদাস—একথা ভাওদাজী লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে

আমাদিগের মহা সংশয় উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহা প্রমাদ উপস্থিত। বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি—তাহার মধ্যে উপরের লিখিত বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণে শকারি বিক্রমাদিত্য, একজন পৃথক ব্যক্তি। কথিত আছে, মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মুলতানের নিকটস্থ কারার নামক স্থানে শকগণকে পরাজিত করতঃ "শকাব্দা" স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে বিষয় খণ্ডন হইতেছে, এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা পাওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমরা বিচারমল্ল হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় হয়। এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। "রাজ-তরঙ্গিণীর" মতে হর্ষ বিক্রমাদিত্য

মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন; তাহা হইলে মাতৃগুপ্ত আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত জনশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পরলোক গত হইলে, উক্ত রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রবরসেনকে উহা প্রত্যর্পণ করতঃ যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন; এবং প্রবরসেনের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া "সেতু-কাব্যে" তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, এটি মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও হয়। তিনি আপন শোক যক্ষমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং রামগিরির শৃঙ্গে বসিয়া আষাঢ়ের একখানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়সীর নিকট বার্ত্তা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কবি প্রিয়াবিরহ মেঘদূতে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এজন্য স্বভাবতঃ তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল। কালিদাস যেরূপ হিমালয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনই এতাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত না; ইহাতে বোধ হয়, তিনি কাশ্মীর প্রদেশে, অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য, যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত এক মাত্র প্রামাণিক পুরাবৃত্ত "রাজ-তরঙ্গিণী" হইতে গ্রহণ করিলাম।

মল্লিনাথ সূরি "মেঘদূতের" চতুর্দ্দশ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, কালিদাস দিঙ্‌নাগাচার্য্য এবং নিচুলের সমকালিক ছিলেন। দিঙ্‌নাগাচার্য্য কালিদাসের সহাধ্যায়ী এবং প্রিয়বন্ধু ও ন্যায়সূত্র বৃত্তিকার। কালিদাস "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," "মেঘদূত," "ঋতুসংহার," "অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক," "বিক্রমোর্ব্বশী-ত্রোটক," "মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক," "নলোদয়," "শৃঙ্গারতিলক," "শ্রুতবোধ" এবং "সেতুকাব্য" প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," "মেঘদূত," "ঋতুসংহার," "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "মালবিকাগ্নিমিত্র" এবং "শ্রুতবোধ," বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

"পুষ্পেষু জাতী, নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণু।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌচ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ, কবি কালিদাসঃ!"

বররুচি।

"সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

বররুচি।

আমরা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্রমশঃ নব নব প্রবন্ধ প্রাচীন পুরাবৃত্তপ্রিয় পাঠকবর্গের করকমলে উপহার প্রদান করিতেছি। এ সকল অনুসন্ধান ভ্রমবিহীন হইবেক, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না। তবে, বিশেষ অনুসন্ধানের পর, প্রস্তাব সমূহ লিপিবদ্ধ করিব, তাহাতেও যদি ঐতিহাসিক কোন ভ্রম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব। গতবারে কালিদাসকে আধুনিক স্থির করায় কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ন নহি। ঐতিহাসিক সত্য গোপন রাখা কোন মতেই উচিত নহে। সে যাহা হউক, এক্ষণে "প্রকৃতমনুসরামঃ——"

নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত একখানি পুস্তকে † নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, লার্ড বায়রণ, থ্যাকারী প্রভৃতি বিখ্যাত

---

* সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্। মহাকবি বররুচি বিরচিতম্। সংস্কৃত ব্যাখ্যানুগতম্। কলিকাতা রাজধান্যাম্। প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিতম্॥

† "Strange Visitors."

ব্যক্তিগণের ভূতযোনিবিরচিত প্রস্তাব কলাপ প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদিগেরও সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টে বোধ হইতেছে, বররুচির ভূতযোনি এখানি রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা এই আধুনিক আদি-রস ঘটিত গল্প "নবরত্নের" রত্ন বিশেষ বররুচিকৃত কথনই হইতে পারে না। ইহার রচনাচাতুর্য্য কিছুই নাই। বরং স্থানে স্থানে কুৎসিত ভাব সম্পন্ন আধুনিক কবিগণের প্রীতিকর সংস্কৃত অশ্লীল কবিতা দৃষ্টে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রধান কবির রচিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এক জন বঙ্গদেশীয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রতীয়মান হইল। ইহাতে ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যা-সুন্দরের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের শেষ ভাগে যে "চোরপঞ্চাশৎ" আছে, তাহা চোর কবি বিরচিত। বররুচি দুই ব্যক্তি। কাত্যায়ন বররুচি ও বররুচি। ভট্ট মোক্ষমূলর এই দুই বররুচিকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার "ইষ্টিণ্ডিয়া হাউসের" পুস্তকালয় স্থিত আত্মানন্দকৃত ঋক্‌বেদ ভাষ্যে, "সর্ব্বানুক্রমণি" মধ্যে "অত্র শৌন-কাদি মতসংগৃহীতুর্বররুচেরনুক্রমণিকা" এই পংক্তি পাঠে ভ্রম হইয়াছে। "সর্ব্বানুক্রমণি" কাত্যায়ন বররুচিকৃত, তৎকৃত মাধ্যান্দিন প্রাতিশাখ্যও প্রসিদ্ধ।

ইনি পাণিনির বার্ত্তিককর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্র প্রণেতা। "কথাসরিৎসাগরে" লিখিত আছে, পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের অনুচর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্য-লোকে কাত্যায়ন বা বররুচি* নামে কৌশাম্বী নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় "এই বালক শ্রুতধর হইবে এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাভ হইবে; বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং সমুদায় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্য ইহার নাম বররুচি হইবে"† যথা মূল সংস্কৃত গ্রন্থে ;—

এক শ্রুতধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষদবাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥
নাম্না বররুচি লোকে তত্তদস্মৈ হি রোচতে।
যদ্যদ্বরং ভবেৎকিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগু পারমৎ॥

তিনি অতি শৈশবাবস্থায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া সেই নাটক খানি তাঁহার মাতার সমীপে অবিকল

---

* ততঃ সমর্ত্যবপুষা পুষ্পাদন্তঃ পরিভ্রমৎ। নাম্না বররুচি কিঞ্চ-কাত্যায়ন ইতিশ্রুতঃ॥ হেমচন্দ্র কোষে কাত্যায়ন এবং বররুচি এক নাম স্থির হইয়াছে।

† "বৃহৎ কথার" বাঙ্গালা অনুবাদ, পৃঃ ১২, প্রথম ভাগ।

কণ্ঠস্থ বলিয়াছিলেন, এবং তখন তিনি তাদৃশ শ্রুতধর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ব্যাড়ির নিকট একবার প্রাতিশাখ্য শ্রবণ করতঃ গ্রন্থ না দেখিয়াই তাহা সমুদায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণিনিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবের কৃপায় পাণিনি অবশেষে জয় লাভ করিলেন। কাত্যায়ন, পাণিনিব্যাকরণ অধ্যয়নান্তর তাহার বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন। এই "কথাসরিৎসাগরের" মতানুসারে তিনি নন্দের মন্ত্রীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তিন শত খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ "বৃহৎ কথার" রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন,* কিন্তু মিথ্যা গল্পের পুস্তকের এত মান্য করিতে হইলে "আরব্যোপন্যাসও" প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিতে হয়। বিশেষতঃ পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন বররুচির সমকালবর্ত্তী ছিলেন না। এ জন্য "বৃহৎ কথার" প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতেছে। আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকরের মতে তিনি পতঞ্জলির সমসাময়িক এবং ১৪০ ও ১২০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান

---

* শ্রীরামায়ণ ভারত বৃহৎ কথানাং কবীন্নমস্কুমঃ ত্রিস্রোতা ইবসরসা সরস্বতী স্ফুরতিযৈর্ভিন্না ॥—গোবর্দ্ধণঃ।

ছিলেন। এই বররুচি, সদ্গুরু শিষ্যের মতে "কর্ম্ম-প্রদীপ" প্রণেতা। উহা আদ্যোপান্ত অনুষ্টুপচ্ছন্দে রচিত। এক্ষণে বিক্রমের বররুচির পরিচয় সন্ধান করা আবশ্যক। আমরা শকারি বিক্রমাদিত্য, সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য, এবং উজ্জয়িনীর অধীশ্বর নবরত্ন সভা সংস্থাপক বিক্রমাদিত্য, এই তিন জন বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য পাইয়াছি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নৃপতিদ্বয় শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য; তৃতীয় বিক্রমাদিত্য "রাজতরঙ্গিণীর" মতে যদিও শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত নহেন। পুরাকালে শক জাতিরা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করিত, এ জন্য হিন্দু ভূপালবর্গ সর্ব্বদা সসজ্জিত থাকিতেন। কাজেই আমাদিগের তৃতীয় বিক্রম, যিনি হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত, তিনিও তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্য্য করিয়া তিনি স্বীয় অব্দ প্রচলিত করেন নাই। আমরা এই সকল কারণে প্রথমোক্ত দুই বিক্রমাদিত্যকে "কালিদাসের" বিবরণে শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য বলিয়াছি। "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক কালজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে বররুচি সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের সভার "নবরত্নের" অন্তর্ব্বর্ত্তী, কিন্তু যখন উহা এক জন জাল কালিদাস কৃত, এবং ঐতিহাসিক

ঘটনা সকল অনৈক্য প্রমাণ হইতেছে, তখন উক্ত গ্রন্থ প্রামাণ্য বোধ করা অন্যায়। "ভোজ-প্রবন্ধে" লিখিত আছে, "অথ ধারানগরে ন কোপি মূর্খো নিবসতি। ক্রমেণ পঞ্চশতানি সেবন্তে বিদুষাং শ্রীভোজম্। বর-রুচি সুবন্ধুবাণ ময়ূর রামদেব হরিবংশ শঙ্কর কলিঙ্গ কর্পূর বিনায়ক মদন বিদ্যাবিনোদ কোকিল তারেন্দ্র প্রমুখাঃ।"

এই ভোজ মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীসাহসাঙ্ক নামে খ্যাত, যথা রাজশেখর ;—

"ভাসো রামিল সৌমিলৌ বররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্কঃ কবি র্মেযো ভারবি কালিদাস তরলাঃ স্কন্ধঃ সুবন্ধুশ্চয়ঃ।"

এক্ষণে মীমাংসা করা আবশ্যক। বররুচি বিক্রমা-দিত্যের নবরত্নের সভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুবন্ধু তাঁহার ভাগিনেয় *। ইহাঁদিগের উভয়ের নাম এবং কালি-দাসের নাম বল্লাল মিশ্র এবং রাজশেখর লিপিবদ্ধ করিয়া ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্কের পার্ষদ স্থির করি-য়াছেন। ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্ক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবর সেনের সমসাময়িক, উজ্জয়িনীর শ্রীমন্ বিক্রমাদিত্য বা হর্ষ বিক্রমাদিত্যও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রাজ্য করিয়া-

---

* ইতি শ্রীবররুচি ভাগিনেয় সুবন্ধুবিরচিতা বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।

ছিলেন। ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্থির হইয়াছে। সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, ও তাঁহাই রাজা লোকান্তরগত হইলে বাসবদত্তা রচনা করেন* এবং বাসবদত্তার প্রারম্ভে বিক্রমাদিত্য মানব-লীলাসম্বরণ করাতে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন ; যথা—

সারসবত্তা নিহতা নবকা বিলসন্তিচরনোতিনোকঙ্কঃ।
সরসীবকীর্ত্তি শেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে ॥

এই সকল প্রমাণে বোধ হইতেছে, হর্ষ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু, কালিদাস, এবং বররুচি বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান্ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বররুচি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তিনি ভোজরাজের পৌরোহিত্য করিতেন এবং তাঁহার এক মাত্র আশ্রয়-পাদপ ভোজের মৃত্যুর পর তৎকৃত "ভোজ-চম্পু" সম্পূর্ণ করেন। বররুচি প্রণীত "প্রাকৃত প্রকাশ" এক খানি উপাদেয় প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ। তাঁহার কৃত "লিঙ্গ বিশেষ বিধিকোষ" অতি প্রসিদ্ধ। মেদিনীকার এবং হলায়ুধ তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নামে "নীতিরত্ন" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত আছে।

---

* কবিরয়ং বিক্রমাদিত্য সভ্যঃ। তস্মিন রাজ্ঞি লোকান্তরং প্রাপ্তে এতন্ নিবন্ধং কৃতবান।—নারসিংহবিদ্যা।

नरंहव पंचम्म श्रो दर्ष सारं ॥
नेलैराय कंठं दिनै षद्द हारं ॥

শ্রীহর্ষ।

ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষ নামা দুইজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব ইহাঁদিগের উভয়কে এক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুমানে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। তাহা, পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত প্রস্তাবে দুইজন শ্রীহর্ষের পৃথক পৃথক জীবন চরিত পাঠে, উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে বঙ্গদেশে আদিসুর নামা ন্যায়পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটী গৃধ্র পতিত হওয়াতে, রাজা ভাবিবিঘ্ন আশঙ্কায় পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন; তচ্ছ্রবণে বুধগণ সকলেই গৃধ্রের মাংস দ্বারা হোম করিতে কহিলেন। রাজা গৃধ্র ধৃত করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই নীরব হইলেন। কিন্তু সভাস্থিত জনৈক ভূসুর কহিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কান্যকুব্জ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; তথায় এতাদৃশ রাজভবনে গৃধ্রপতিত হওয়াতে, রাজা ভট্ট নারায়ণাদি

দ্বারা মন্ত্র বলে গৃধ্র ধৃত করতঃ তাহার মাংসে যজ্ঞাদি করিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ আদিসুর এই কথা শুনিয়া কিয়দ্দিবস মধ্যেই কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামা বেদপারগ পঞ্চবিপ্রকে সস্ত্রীক স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ৯৯৯ শকাব্দায় নির্ম্মিত একটী ভবনে বাস করিতে অনুমতি করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ সৎকবি।

শ্রীহর্ষদেব শ্রীহীর ঔরসে এবং মামল্ল দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত কবি-গণের ন্যায় আপন পরিচয় গোপন করেন নাই। নৈষধ চরিতের প্রত্যেক সর্গের শেষে তিনি গর্ব্বোক্তি সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা প্রথম সর্গের শেষ শ্লোক:—

> শ্রীহর্ষং কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কারহীরঃসুতং
> শ্রীহীরঃ সুযুবে জিতেন্দ্রিয় চয়ংমামল্ল দেবীচয়ং
> তচ্চিন্তামণি মন্ত্র চিন্তন ফলে শৃঙ্গার ভঙ্গ্যামহা-
> কাব্যে চারুনি নৈষধীয় চরিতে সর্গোঽয়-
> মাদির্গতঃ।

অর্থাৎ "কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কারহীরস্বরূপশ্রীহীর এবং মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয়চয় শ্রীহর্ষকে তনয়

লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণি মন্ত্র চিন্তাফল স্বরূপ অথচ শৃঙ্গার রস প্রাধান্য জন্য অতি মনোহর নৈষধীয় কাব্যের প্রথম সর্গ গত হইল।”*

পুনর্ব্বার গ্রন্থের শেষে কান্যকুব্জাধিপতির সমীপ হইতে শ্রীহর্ষ তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লিখিয়াছেন যথা “তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাদ্।” পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ “নৈষধ” এবং “খণ্ডন খণ্ড খাদ্য” মধ্যে আমরা এই মাত্র কবি বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইলাম।

“বিশ্বগুণাদর্শ” গ্রন্থকর্ত্তা বেদান্তাচার্য্য এবং বল্লাল মিশ্র উভয়েই শ্রীহর্ষকে ভোজ দেবের পারিষদ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বোধ হইতেছে; এবং শ্রীহর্ষ স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত ঐক্য হইতেছে না।

সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে “প্রবন্ধ কোষ” রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীরপুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধ চরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর জয়ন্তচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ

* শ্রীজগচ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক অনুবাদিত নৈষধচরিত। ৪৭ পৃষ্ঠা।

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পত্তনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইহাঁর বংশ এক কালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলার সাহেব কহেন, এই জয়ন্ত চন্দ্র কাষ্ট্র-কূট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেন না, তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।

শ্রীহর্ষ এক জন অসাধারণ কবি। তাঁহার নৈষধ চরিত দ্বাবিংশ সর্গে সম্পূর্ণ, বৃহৎ গ্রন্থ। তাহার স্থানে স্থানে কবি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া-ছেন। দ্বাদশ সর্গে সরস্বতী কর্ত্তৃক পঞ্চানল বর্ণনে কাব্যালঙ্কারের এক শেষ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শেষ সর্গে "নলস্য সন্ধ্যা বর্ণনং" "তমো বর্ণনং" "চন্দ্র বর্ণনং" প্রভৃতি বর্ণন গুলি অতীব মনোহর। এই সকল দৃষ্টে শ্রীহর্ষ এক জন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, বিবেচনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচনা অত্যন্ত অত্যুক্তি দোষে দূষিত। এতদ্বিধায় আমরা বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক গণের ন্যায় "উদিতে নৈষধে

কাব্যে ক্ক মাঘঃ ক্ক চ ভারবিঃ” বা “নৈষধে পদলালিত্যং” বলিতে পারিলাম না। তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার “নৈষধ” “কাব্য প্রকাশ” রচনার কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইত, ‘ তাহা হইলে তিনি এক নৈষধের শ্লোক লইয়া সমুদায় দোষ পরিচ্ছেদটি লিখিতেন। এ রূপ কিংবদন্তী আছে যে শ্রীহর্ষ তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া কাব্য লিখিতেন এবং একটী শ্লোক রচনা করিয়াই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিতেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহার মাতুল ভাবিলেন যে, এরূপ করিলে এক খানি কাব্য বহুকাল মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে কি না, সন্দেহ; এজন্য তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধি জনিত সন্দিগ্ধচিত্ত যাহাতে আর না থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ মাসকলাই ভোজন করিতে দিতেন, ইহাতে শ্রীহর্ষের বুদ্ধি ক্রমে স্থূল হইয়া উঠিল এবং কাব্য গুলির রচনা সংশোধন আবশ্যক হইল না। শ্রীহর্ষ তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা হ্রাস হওয়ায় আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “অশেষ শেমুষী মোষ মাস মশ্নামি কেবলং” অর্থাৎ সকল বুদ্ধি বিনাশক মাসকলাই মাত্র খাইতেছি। মাসকলাই খাইয়া যে বুদ্ধি নাশ হয়, ইহা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন এবং তাহা হইলে নিত্য মাস-

কলাইভোজী রাঢ় দেশীয় অধ্যাপকগণ ঘোর মুর্খ হইতেন।

শ্রীহর্ষ কবি এবং দার্শনিক। একাধারে এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" গোতমীয় ন্যায় শাস্ত্রের খণ্ডন গ্রন্থ। এখানি অতি কঠিন। বঙ্গদেশীয় অতি অল্প ব্যক্তি ইহার অধ্যাপনা করেন। শ্রীহর্ষ "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" ব্যতীত "স্থৈর্য্য বিবরণ," "গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি," "অর্ণব বর্ণন," "ছন্দ প্রশস্তি," "বিজয় প্রশস্তি," "শিব শক্তি সিদ্ধি বা শিবভক্তি সিদ্ধি" এবং "নবশাহ সঙ্ক চরিত" রচনা করিয়াছেন। এ গুলি অত্যন্ত বিরলপ্রচার।

শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব। ইহাঁর বংশজাত ধুরন্ধর মুখটী বঙ্গদেশীয় মুখোপাধ্যায় বংশের আদি-পুরুষ, যথা—

ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশজাতঃ
ধুরন্ধর মুখয়টী স চ মুখ্যঃ।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব "রত্নাবলী নাটিকা" প্রণেতা। কেহ কেহ বলেন, ধাবক শ্রীহর্ষ দেবের নিকট অর্থ লইয়া তাঁহার নামে "রত্নাবলী" প্রতিষ্ঠিত করেন, যথা ;—

শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্। কাব্য প্রকাশ শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাং তন্নামা কৃত্বা বহুধনং লব্ধম্। ইতি প্রকাশাদর্শে মহেশ্বরঃ। ধাবক কবিঃ। সহি শ্রীহর্ষ নাম্না রত্নাবলীং কৃত্বা বহুধনং লব্ধবান্। শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞো নাম্না রত্নাবলী নাটিকা কৃত্বা নাগেশ ভট্টঃ। ধাবকাখ্য কবির্ব্বহুধনং লব্ধবান্ ইতি প্রসিদ্ধম্। প্রকাশ প্রভায়াং বৈদ্যনাথঃ তথা "ধাবকনামা কবিঃ স্বকৃতাং রত্নাবলীং নাম নাটিকাং বিক্রীয় শ্রীহর্ষ নাম্নো নৃপাৎ বহুধনং প্রাপেতি পুরান বটত্তম্" ইতি প্রকাশ তিলকে জয়রাম।

এ সকল গুরুতর প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা "রত্নাবলী" ধাবক কৃত বলিতে অপারক হইতেছি; কেননা ধাবক মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; যথা কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রের" প্রস্তাবনায়—

—প্রথিতযশসাং ধাবক সৌমিল্ল কবি পুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রমস্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।

ধাবক একজন আলঙ্কারিক। তাঁহার কৃত কোন গ্রন্থ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। সাহিত্যসার প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। সাহিত্যসারে লিখিত আছে, ধাবক মন্ত্রবলে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াও অতি দরিদ্র ছিলেন; তৎপরে এক শত সর্গে "নৈষধীয়" রচনা করিয়া শ্রীহর্ষরাজ সমীপ হইতে পুরস্কার

স্বরূপ নিষ্কর ভূমি লাভ করেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদিগের এক মাত্র মুক্তিদায়িনী "রাজতরঙ্গিণীর" মতে শ্রীহর্ষ নানাদেশভাষাজ্ঞ ও সৎকবি, যথা ৮ তরঙ্গে—

> সোঽশেষ দেশ ভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাস্বসৎকবিঃ।
> কৎশ্র বিদ্যানিধিঃ প্রাপখ্যাতিং দেশান্তরেষপি।

শ্রীহর্ষের গ্রন্থের নাম "রাজতরঙ্গিণী" মধ্যে নাই। তথাপি তিনি যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। বাণভট্টকে কেহ কেহ "রত্নাবলী"-রচক বলেন। তাহার এই মাত্র কারণ তৎকৃত "হর্ষচরিতের" প্রারম্ভে এবং "রত্নাবলীর" সূত্রধর মুখে "দ্বীপাদন্যস্মাদপি" এই এক রূপ শ্লোকারম্ভ দেখিয়াই সংশয় হইয়াছে। ইহাতে বাণভট্টকে রত্নাবলী-প্রণেতা বলা কতদূর সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। মহা মহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন; কিন্তু এই কাল নিরূপণ আমাদিগের যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না, কেননা মালবেশ্বর মুঞ্জের সভাসদ ধনঞ্জয় কৃত "দশরূপ" এবং ভোজদেব প্রণীত "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ

হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অলঙ্কার গ্রন্থদ্বয় ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, সুতরাং তাহা হইলে শ্রীহর্ষের দৃশ্য কাব্যদ্বয় উইলসন সাহেবের আনুমানিক কালে রচিত হয় নাই।

শ্রীহর্ষ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" এবং "শ্রীহর্ষোদেবেনাপূর্ব্ববস্তু রচনালঙ্কৃতা রত্নাবলী।"

তথা শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ব্ববস্তুরচনালঙ্কৃতং বিদ্যাধর-
চক্রবর্ত্তীপ্রতিবদ্ধং নাগানন্দং নাম নাটকং।

এ কথা যথার্থ—

"নাগানন্দ দৃশ্য কাব্য অতি চমৎকার।
কাব্য-প্রিয়গলে বহু মূল্য রত্নহার॥
রত্নাবলী—(যার কিবা সুচারু গ্রন্থন!)
কোথা রয় তার কাছে হীরক রতন॥"

রত্নাবলীর নান্দীমুখে গ্রন্থকার হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরে নাগানন্দ রচনা করেন। তাহাতে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, শ্রীহর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time;"

LONGFELLOW.

হেমচন্দ্র।

"রাসমালা" নামক গুজরাটের পুরাবৃত্ত মধ্যে লিখিত আছে, হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য্য মহারাজ কুমার-পালের রাজ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ওদায়নের জৈনাচার্য্যগণ তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধীয় যে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই "রাসমালায়" সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম। হেমচন্দ্রের পিতার নাম চাচিঙ্গ এবং মাতার নাম পাহিনী। ইহাঁরা উভয়ে গুজরাটে বাস করিতেন; হেমচন্দ্রের প্রকৃত নাম চংদেব। তাঁহার পিতার হিন্দুধর্ম্মে অটল ভক্তি ছিল, কিন্তু পাহিনী দেবী গোপনে জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা দেবচন্দ্র আচার্য্য, তাঁহার অনুপম মুখশ্রী, এবং দেবতুল্য কান্তি সন্দর্শনে তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানে পাহিনী দেবীর সম্মতি ক্রমে, তাঁহাকে করুণাবতী মন্দিরে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লইয়া গেলেন। চাচিঙ্গ বাটী প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া

গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে জৈন ধর্ম্মের অনেক রহস্য কহিলেন, এবং ক্রমে কুমারপালের হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস হ্রাস হইয়া আসিল। গুজরাটের মধ্যে তিনি পশুহিংসা নিবারণ করিলেন, এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত দেবদেবীর নিকট পশ্বাদি বলিদানের পরিবর্ত্তে শস্যাদি উপহার দিত। কুমারপালের জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইয়া উঠিল। তিনি অনিহীলপুরে "কুমারবিহার" নামক পার্শ্বনাথের মন্দির স্থাপন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক দেবপত্তনে একটী সুদৃশ্য জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইল। কুমারপাল জৈন ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ আজ্ঞানুসারে দীক্ষিত হইয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে স্বীয় অকৃত্রিম দয়া ও ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বলদীধিতি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে রঘু, নহুষ, ও ভরতের সমকক্ষ বলিতে লাগিল। "প্রবন্ধ চিন্তামণি" মধ্যে কুমারপালের অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল হেমচন্দ্রের বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বোধে গ্রহণে বিরত হইলাম। কুমারপালের ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যকালে হেমাচার্য্য আপনাকে অত্যন্ত প্রাচীন বোধ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় আহারাদি এক কালে পরিত্যাগ করিলেন। এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ৮৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু

হইল। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অলৌকিক নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা সমুদায় অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় গ্রহণ করিলাম না। "রাসমালার" মতানুসারে তিনি ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ পূজ্যপাদ এবং জৈন জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তা অমিত যতির পরে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে তাঁহার সময়ে "জৈন কল্পসূত্র" রচিত হয়।

হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য এবং তদ্দ্বারা জৈন ধর্ম্মের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। "সময়ভূষণ" গ্রন্থে লিখিত আছে, তিনি পাটলীপুত্র নিবাসী এবং তথাহইতে গুজরাটে গমন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনচরিত সংক্রান্ত অন্য কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হেমচন্দ্র "অভিধান চিন্তামণি," প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং "ত্রিষষ্ঠী শলকাপুরুষ* চরিত" রচনা করেন। "অভিধান চিন্তামণি" অতি প্রসিদ্ধ জৈনকোষ। "শব্দ কল্পদ্রুমে" ইহার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন অভিধান চিন্তামণির নানার্থ

* এই জৈন মহাকাব্য একখানি মাত্র বিলাতের "রএল এসিয়াটিক সোসাইটীর" পুস্তকালয়ে আছে।

ভাগ, “বিশ্বকোষ” হইতে সঙ্কলিত কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করি না, কেন না, কোলাচল মল্লীনাথ সূরি এই নানার্থ ভাগের অনেক প্রমাণ তাঁহার টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং “বিশ্বকোষ” তাহার পরে রচিত হয়, এ বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক।

অভিধান চিন্তমণি সংস্কৃত জৈন অভিধান। ইহাতে জৈন ধর্ম্মের সমুদায় শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন “অনেকার্থ শব্দসংগ্রহ” অভিধান চিন্তামণির অন্তর্গত, কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ; কেননা প্রতিজ্ঞা বাক্যে লিখিত আছে “আর্হতদিগের নিমিত্ত আমি এই অনেকার্থ শব্দ সংগ্রহ করিব, ইহা এক স্বরাদি ক্রমে ছয়কাণ্ডে বিভক্ত হইবে।”

“ধ্যাত্বার্হতক্বতৈকার্থ শব্দ সন্দোহ সংগ্রহঃ। এক স্বরাদি ষট্ কাণ্ড্যা কুর্ব্বেঽনেকার্থ সংগ্রহম্”—অনন্তর “ইত্যাচার্য্য হেমচন্দ্র বিরচিতেঽনেকার্থ সংগ্রহেঽব্যয়া নেকার্থাধিকারঃ” এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন।

তথা—“প্রণিপত্যার্হতঃ সিদ্ধ সাঙ্গ শব্দানুশাসনঃ।
রূঢ় যৌগিক মিশ্রাণাং নাম্নাং মালাং তনোম্যহম্।”

এই প্রতিজ্ঞায় হেমচন্দ্র অভিধান চিন্তামণির আরম্ভ করেন। অতএব অনেকার্থ সংগ্রহ অভিধান চিন্তা-মণির অন্তর্গত হইলে উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিজ্ঞা-বাক্য লক্ষিত হইত না এবং অনেকার্থ সংগ্রহের সমাপ্তি বাক্যও উক্ত প্রকার হইত না, অভিধান চিন্তা-মণির অন্তর্গত হইলে এইরূপ হইত "ইত্যভিধান চিন্তা-মণৌ অনেকার্থ সংগ্রহঃ।" টীকাকার অভিধান চিন্তা-মণির প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায় "সিদ্ধ সাঙ্গ শব্দানুশাসনঃ" এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শ্রীসিদ্ধ হেম-চন্দ্রাভিধং ব্যাকরণং যস্য সোহহং" শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র নামক ব্যাকরণ যাহার সেই হেমাচার্য্য আমি এই নামমালা বিস্তার করিতেছি। এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে হেমচন্দ্রের কৃত একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থও ছিল, এক্ষণে তাহার আর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়না। হেমচন্দ্রকৃত "লিঙ্গানুশাসন" এবং "শীলোঞ্ছ" অর্থাৎ স্বকৃত অভিধানের প্রত্যেক কাণ্ডের পরিশিষ্ট বর্ত্তমান আছে। আমরা হেমকোষ অচিরে মুদ্রিত করিব তাহার ভূমিকায় গ্রন্থের সার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

হেমচন্দ্রকৃত একখানি রামায়ণ আছে। এই গ্রন্থে তিনি তাদৃক্ কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব হেমচন্দ্রকৃত দেশী শব্দসংগ্রহ নামক প্রাকৃত বোধ অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৫৮৭ সম্বৎ মধ্যে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে চারি সহস্র প্রাকৃত শব্দ আছে এবং ৩৩২৫ শ্লোকে সম্পূর্ণ। পাঠকবর্গকে ইহার রচনা প্রণালী দেখাইবার জন্য নিম্নে প্রথম ৪টী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে দেশী কোষের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন।

গমণয় পমান গহির সহিয় যহিয় যহি যংগম রহরসা।
জয়ই জিনিং দান অশেষ ভাস বরিনামিনী বাণী ১।
ণীসেসদে শিপরমল পল্ল´বি অকুজহলাউলত্তেন।
বিরইজ্জই দেশী সদ্দসংগহো বন্নক্ক মস্সুহও। ২।
জে লক্কনে ন সিদ্ধানয় সিদ্ধা সক্কয়াভি হানেস্সু।
ণয় গত্তন লক্ষণা সত্তিসম্ভবা তে ইহ নিবদ্ধা। ৩।
দেশ বিশেষ ভূসিদ্ধিহ পন্নমানা অনংতয়া হুণ্ডি।
তম্হা অনাই পাইয় পয়ট্টু ভাষা বিশেসত্ত দেসী। ৪।

বোধ হয় ভানুদীক্ষিত অমরকোষের টীকায় এই দেশী কোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একখানি জৈন গ্রন্থে দৃষ্ট হইল হেমচন্দ্র বৈশ্য ছিলেন।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

———নাট্যপ্রথা মনোহর।
চিরদিন হিন্দুগণ করিবে আদর॥
চতুর্দ্দশপদী-কবিতা মালা।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

মনুষ্য স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপনান্তে একজন বিষয়ী ব্যক্তিরও কোন প্রকার আমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে বাসনা হয়; কালক্রমে সমাজের সংস্কার ও অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত্ত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে তৌর্য্যত্রিক সর্ব্বপ্রধান, এবং কি সভ্য বা অসভ্য সকল জাতির আদরণীয়। সুসভ্য ইয়ুরোপীয়েরা যন্ত্রসহযোগে বীটোবন বা বেলীনির সঙ্গীতে, হিন্দুগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর সংযোগে সুমধুর "গীতগোবিন্দ" গানে, এবং অসভ্য আদিম বাসিগণ ঢক্কা বা দামামা বাদন দ্বারা স্ব স্ব অবকাশ কাল অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে বীণাবাদনকারী এবং ঢক্কাবাদ্যকার উভয়েই সমান আমোদে প্রবৃত্ত, কেবল সমাজের সংস্কারে রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। আদিমবাসীর কর্ণকঠোর কণ্ঠস্বর, এবং অদ্যতনীয় সুসভ্য ব্যক্তির বাক্যালাপ যেরূপ প্রভেদ, সঙ্গীতেও তাদৃশ

প্রভেদ প্রতীয়মান হইবেক। ভাষার ও মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে।

সঙ্গীত মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। দুগ্ধপোষ্য বালক কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলেই মস্তকে হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য ও গান করিবে এবং দুর্ব্বলমনা বঙ্গীয় কামিনী প্রিয়জন বিয়োগে নানামত খেদগানে প্রতিবাসিগণের মন, করুণরসে আর্দ্র করে। সভ্যতার প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য পদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে নাট্যাভিনয়ে যেরূপ কবিতায় বাক্যালাপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাচীনকালে অসভ্যগণ তারস্বরে কথা বলিয়া তাহা "হো" বা "ও" শব্দে শেষ করিত। মনুষ্যপ্রণীত প্রথম গ্রন্থ পদ্যে রচিত। আর্য্যজাতির বেদ, মনুষ্যের প্রথম রচনাকুসুম। উহার মন্ত্রভাগ আদ্যোপান্ত কবিতায় রচিত এবং পরে ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত হয়। যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ যদিও গদ্যের ন্যায়, তথাপি তাহা স্বর দ্বারা গেয়। সঙ্গীতে মনোমধ্যে কোন বিষয় শীঘ্র ধারণা হয় এজন্য ঈশ্বরের প্রেমে সহজে লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রাচীন কালে ঈশ্বর বিষয়ক বিবরণ গীতস্বরে পাঠ হইত। পরে সঙ্গীত পৃথক শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইল, এবং কালক্রমে এই গীত বা কবিতাশাস্ত্রের উন্নতি হইতে লাগিল।

সঙ্গীতে মনকে শীঘ্র আর্দ্র করিতে পারে ; এজন্য ঈশ্বর-প্রেমিক ও নাস্তিক সকলেই সঙ্গীত-প্রিয়। ইয়ুরোপে ফরাশীশ বিজ্ঞানবিৎ কোমৎ মতাবলম্বিগণ, প্রত্যক্ষ-দর্শন বাদী সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে " হার্মোনিয়ম " যন্ত্র সহকারে নানারস সমাকীর্ণ কবিতাকলাপ গান করিয়া উপস্থিত সভ্য নিকরের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সর্ব্বমনোরঞ্জক বিদ্যা এবং এজন্যই শাস্ত্রকারেরা কহেন "গানাৎ পরতরং নহি"। আমরা অদ্য এই প্রস্তাবে কেবল হিন্দুদিগের প্রাচীন নাট্যাভিনয়ের বিষয় লিখিব। পরে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের বিষয় লিখিতে ইচ্ছা আছে।

সঙ্গীত দ্বিবিধ, দৃশ্য এবং শ্রাব্য, যথা "সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ" ইহার মধ্যে গীত এবং বাদ্য শ্রাব্য, ও নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। এই রূপ কাব্যও দ্বিবিধ, যথা সাহিত্য দর্পণে "দৃশ্যশ্রব্যত্ব-ভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তত্।" নাটকের অভিনয় ক্রীড়া হইয়া থাকে এজন্য তাহার অপর নাম দৃশ্য-কাব্য। অভিনয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান অঙ্গ এবং তাহার সহিত কুশীলবগণের অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্য চাতুরী বিশেষ আবশ্যক। মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। কথিত আছে, তিনি

উহা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে শিক্ষা দিতেন। মহাদেব স্বয়ং তাণ্ডব ও পার্ব্বতী লাস্য নৃত্য কবিতেন, যথা দশরূপম্—

"উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য সারং যমখিল নিগমান্ নাট্য বেদং বিরিঞ্চিশ্চক্রে যস্য প্রয়োগং মুনিরপি ভরতস্তাণ্ডবং নীলকণ্ঠঃ। শর্ব্বাণী লাস্য মস্য প্রতিপদমপরং লক্ষকঃ কর্ত্তুমিষ্টে নাট্যানাং কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রগুণরচনয়া লক্ষণং সঙ্ক্ষিপামি।"

লাস্য ও তাণ্ডব চারি অংশে বিভক্ত, যথা পেবলি, বহুরূপ, যৌবত এবং ছুরিত। অভিনয় কালে পুরুষেরা বহুরূপ, ও রূপলাবণ্যবতী নটীগণ যৌবত এবং ছুরিত নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল নৃত্য মাত্রই তালের অধীন,যথা দশরূপম্ "নৃত্যং তাললয়াশ্রয়ম্।" পূর্ব্বকালে দেবতারাও নৃত্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এবং মহাভারত ও সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় রাজা ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ নৃত্য শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নৃত্য একবারে লোপ হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়েরা নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণ। "বলে" যদি কোন ব্যক্তি বা কামিনী নৃত্য করিতে না পারেন, তবে তাঁহার সমাজ মধ্যে বাস করা ভার হইয়া উঠে।

রাজা, রাজ্ঞী, মন্ত্রী, সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। অশীতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষকেও নৃত্যে নিপুণতা দেখাইতে হয়; এবং এই নৃত্যেই যুবক যুবতী পরস্পরের মন হরণ করিয়া পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রথম সূচনা করেন। শুক্লকেশধারী প্রশান্তমূর্ত্তি প্রাড্‌বিবাকের লম্ফ দিয়া দ্রুতবেগে নৃত্য এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু ইংরাজ সভ্যতায় সকলই শোভা পায়—কাহার সাধ্য ইহার প্রতিবাদ করে? সূর্য্যবংশীয় মহাতেজা জয়পুরাধিপতিকেও ইংরাজের অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতে হইল। বোধ হয় কালে স্ত্রী-স্বাধীনতার একজন প্রধান উত্তরসাধক রামকৃষ্ণ বসু, স্বীয় প্রণয়িনী নৃত্যকালী বসুর হাত ধরিয়া প্রকাশ্য "বলে" নৃত্য করত ইংরাজগণের প্রীতিভাজন হইবেন। কালে সকলই ঘটিতে পারে!

নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদূষক, সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক, ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক, যথা সাহিত্যদর্পণে ভাষা বিভাগঃ—

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাং॥

আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধীভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাং॥
চেটীনাং রাজপুত্রানাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দিব্যতাং।
শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষা দীব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু।
আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।
তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটীনামপ্যনীচানামপিস্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং যণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাং॥
উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ॥
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপস্কৃতস্য চ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ॥
সংস্কৃতং সম্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীযুত্তমাসু চ।
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতং॥
যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতং।
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাবিপর্য্যয়ঃ॥
যোষিৎসখীবালবেশ্যা কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥

উচ্চপদবীস্থ ভদ্র পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। তাদৃশা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে "শৌর-

সেনী ” এবং তাদৃশ ভদ্রস্ত্রীজাতীয় গাথা সম্পর্কে “মহারাষ্ট্রী” ভাষা প্রযুক্ত হইবে।

রাজান্তঃপুরচারী জনগণের “মাগধী।” রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেষ্ঠীদিগের সম্বন্ধে “অর্দ্ধ-মাগধী।” বিদূষকের “প্রাচ্য,” ধূর্ত্তের “অবন্তিকা,” যোদ্ধা ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে “দাক্ষিণাত্য” ভাষা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শকার এবং শক প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির প্রতি “শাকারী,” এবং বাহ্লিকের “বাহ্লিকী,” দ্রাবিড়ের দ্রাবিড়ী,” আভীর দেশীয়ের “আভীরী,” পহ্লবের ও তৎসদৃশ জাতিতে “চাণ্ডালী” রীতির ভাষা ব্যবহার্য্য।

কাষ্ঠ বা পত্র পর্ণাদিজীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে “আভীরী” বা “চাণ্ডালী,” অঙ্গারকারক প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ি-গণেরও “আভীরী বা চাণ্ডালী” ভাষা গ্রাহ্য। কুৎসিত-বাক্ মূর্খদিগের পক্ষে “পৈশাচী’ এবং উচ্চ পদাভি-ষিক্ত চেটচেটীদিগের “শৌরসেনী,” বালক, উন্মত্ত, ষণ্ড, নীচ গ্রহগণকের ও আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের “শৌরসেনী,” স্থলবিশেষে “সংস্কৃত”ও ব্যবহার্য্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত এবং দারিদ্র্যব্যাকুল, ভিক্ষু, বন্ধধারী জনগণের “প্রাকৃত” প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। উত্তমাশয় ব্যক্তি, লিঙ্গ-

ধারী (চিহ্নধারী যথা কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতি) ব্যক্তি, দেবী, মন্ত্রিকন্যা ও বেশ্যা—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে "সংস্কৃত" ভাষাই শোভনীয়। অন্য প্রকার হইলেও হানি নাই।

পরন্তু, যে দেশ নীচপ্রধান সে দেশ বা সে দেশীয় সম্বন্ধে তত্তৎ ভাষা (অর্থাৎ নীচ হইলে নীচ শ্রেণীগত ভাষা ইত্যাদি) প্রযুক্ত হইবে। উত্তমাধম মধ্যম জাতীয় ব্যবহার্য্য ভাষার বিভাগ তত্তৎ কার্য্যানুসারে ভাষার বিপর্য্যয় বা পর্য্যয় হইয়া থাকে। স্ত্রী, সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত্ত, অপ্সরাদিগের সম্বন্ধে ভাষা ব্যবহার কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আলঙ্কারিকেরা নাটক দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন, যথা রূপক ও উপরূপক। রূপক দশ ও উপরূপক অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত। যথা সাহিত্য দর্পণ—

নাটকমথ প্রকরণং ভাণ ব্যায়োগ সমবকার ডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্ক্ষণং রাসকং তথা॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশোভাণিকেতিচ॥

অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতং॥

১। দৃশ্যকাব্য মধ্যে নাটক সর্ব্ব প্রধান। উহার গল্প পৌরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত বা কিয়দংশ কবির মনঃকল্পিত হইবেক। ইহার নায়ক দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা, বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেবতা। শৃঙ্গার বা বীররস নাটকের বর্ণিত বিষয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তলা," "মুদ্রারাক্ষস" "বেণীসংহার" "অনর্ঘরাঘব" প্রভৃতি নাটকশ্রেণীভুক্ত।

২। প্রকরণ, লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার গল্পে সমাজের প্রতিকৃতি এবং প্রেমবিষয়ক বর্ণন থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সঙ্কীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক। "মৃচ্ছকটিক," "মালতী মাধব" প্রভৃতি প্রকরণ।

৩। ভাণ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানা স্বরে ও ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে

সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। "লীলা মধুকর" এবং "সারদা তিলক" ভাণ শ্রেণীভুক্ত।

৪। ব্যায়োগ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধ বর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। "জামদগ্নেয়জয়," "সৌগন্ধিকাহরণ" এবং "ধনঞ্জয় বিজয়," ব্যায়োগ গ্রন্থ।

৫। সমবকার, তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আদ্যোপান্ত বীররস ব্যঞ্জক এবং উষ্ণী ও গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। অভিনয় কালে হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম, এবং নগরাদি ধ্বংস, অতি উত্তমরূপ দৃষ্টি হইয়া থাকে। "সমুদ্রমন্থন" নামক একখানি সমবকার সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাহাও এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

৬। ডিমা, বীর ও ভয়ানক রসসংযুক্ত রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। "ত্রিপুরদাহ" নামক একখানি ডিমা বর্ত্তমান আছে।

৭। ইহমৃগ, চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, এবং দেবদেবী ইহার নায়ক নায়িকা। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য। "কুসুমশেখরবিজয়" একখানি ইহমৃগ।

৮। অঙ্ক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুণ রসপ্রধান রূপক। কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয়ে কবি ইহার গল্প রচনা করিবেন। "শর্ম্মিষ্ঠা যযাতি" একখানি অঙ্ক।

৯। বীথ্য, ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। কিন্তু "দশরূপের" মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিবে।

১০। প্রহসন, হাস্যরসপ্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে সম্পুর্ণ। এবং সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য, এবং বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। "হাস্যার্ণব," "কৌতুকসর্ব্বস্ব" এবং "ধূর্ত্তনাটক" প্রসিদ্ধ প্রহসন।

এই দশ প্রকার রূপক। এক্ষণে অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের বিবরণ সংক্ষেপে বক্তব্য।

১। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় এক প্রকার। শৃঙ্গাররস উহার জীবন। "রত্নাবলী নাটিকা" অতি প্রসিদ্ধ।

২। ত্রোটক, পাঁচ, সাত, আট বা নয় অঙ্কে সম্পুর্ণ। পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য, যথা 'বিক্রমোর্ব্বশী।"

৩। গোষ্ঠী, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি ৯। ১০ জন পুরুষ এবং ৫। ৬ টী স্ত্রী। "রৈবত মদনিকা" একখানি গোষ্ঠী।

৪। সট্টকে একটী আশ্চর্য্য গল্প আদ্যোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইবে, যথা "কর্পূরমঞ্জরী।"

৫। নাট্যরাসক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিত বিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয় কালে নৃত্য ও সঙ্গীতে সম্পন্ন হইবেক। "নর্ম্মবতী" ও "বিলাসবতী" এই দুইখানি নাট্য-রাসক।

৬। প্রস্থান, নাট্য রাসকের ন্যায় কিন্তু ইহার নায়ক নায়িকা এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ অতীব নীচ-জাতীয়। ইহাও তাল লয় স্বর সংযোগে নৃত্য গীত পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

৭। উল্লাপ্য, এক অঙ্কে গ্রথিত এবং প্রেম ও হাস্য ইহার জীবন। ইহার বিষয়টী পৌরাণিক এবং নাট্যো কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীতগেয়। "দেবী মহাদেবম্" এই শ্রেণীভুক্ত।

৮। কাব্য, প্রেম বিষয়ক বর্ণন এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং কবিতা থাকিবে। "যাদবোদয়" একখানি কাব্য।

৯। প্রেঙ্ক্ষণ, বীররস প্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক নীচশ্রেণীর ব্যক্তি। "বালিবধ" প্রেঙ্ক্ষণ প্রসিদ্ধ।

১০। রাসক, হাস্যরস উদ্দীপক উপরূপক এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি এবং নায়ক মূর্খ তথা নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবেক। "মেনকাহিত" একখানি রাসক।

১১। সংলাপক, এক, দুই, তিন, বা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। ইহার অধিকাংশ যুদ্ধাদি বর্ণন। "মায়াকাপালিক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১২। শ্রীগদিত, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং ইহার নায়িকা লক্ষ্মী। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীত। "ক্রীড়া-রসাতল" একখানি শ্রীগদিত।

১৩। শিল্পক, চারি অঙ্কভুক্ত। শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল, এবং নায়ক ব্রাহ্মণ ও প্রতিনায়ক চণ্ডাল। ঐন্দ্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা শিল্পকের বর্ণনোদ্দেশ্য। "কণকা-বতীমাধব" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৪। বিলাসিকা, এক অঙ্কে গ্রথিত। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য।

১৫। দুর্ম্মল্লিকা, হাস্যরস প্রধান উপরূপক এবং চারি অঙ্কে সমাপ্ত, যথা "বিন্দুমতী।"

১৬। প্রকরণিকা, নাটিকার ন্যায়।

১৭। হল্লীশা, ইংরাজী "অপেরা" বা গীতাভিনয়-সদৃশ। অভিনয়ে আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং অভিনয় কার্য্য এক জন পুরুষ এবং ৮ বা ১০ জন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। "কেলীরৈবতক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৮। ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং হাস্যরসময়, যথা "কামদত্তা।"

রূপক ও উপরূপক লক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদিগের ইয়ুরোপীয়গণের ন্যায় সকল প্রকার দৃশ্য কাব্য বর্ত্তমান ছিল। সেক্ষপীয়র, করণীল, মলিএর, ভলটেয়ার প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় কবিনিকর যদিও বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকর্ত্তব্য। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে যে সকল নাটকের

উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত নাটকের তাদৃক্ আদর করিতেন না। এমন কি স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌কে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই; তৎপরে অনেক কষ্টে রাধাকান্ত নামক জনৈক ভূসুর তাঁহারে নাটক যে ইংরাজী "প্লের" সদৃশ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশীয়গণ পূর্ব্বে অন্যান্য নাটকাপেক্ষা"প্রবোধচন্দ্রোদয়" মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ ভক্তি-রসপ্রধান "চৈতন্য চন্দ্রোদয়," "জগন্নাথ বল্লভ," "ললিত মাধব," বিদগ্ধমাধব," "দান কেলিকৌমুদী," প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃশ্য কাব্যের অধ্যাপনায় এক কালে পরাঙ্মুখ ছিলেন। মাননীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের একটি প্রস্তাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক কণ্ঠস্থ ছিল,—তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে নাটকের অত্যন্ত

আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ হইতেছে না। এখানে যদি নাটকের বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে সহজে এই বঙ্গদেশ হইতেই সংস্কৃত কালেজ ও এসিয়াটীক সোসাইটীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ নাটক গুলি সংগৃহীত হইত এবং তাহা হইলে কি জন্য এখানকার শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও উইলসন সাহেব বহ্বায়াস স্বীকার করিয়া কাশী কাঞ্চী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করত "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "মৃচ্ছকটিক," "উত্তর চরিত" প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন।

ইয়ুরোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে এজন্য তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদিগের দেশে অভিনয় প্রথা একালপর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলে সকল প্রকার দৃশ্য কাব্যের লোপ হইত না। প্রায় প্রসিদ্ধ নাটক সমূহ অভিনয়ের জন্য রচিত। ভবভূতি নটগণের অনুরোধে, কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রা মহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত উত্তরচরিত রচনা করেন, "হয়গ্রীববধ" নাটক মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনীত হইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত জগন্নাথের জন্মযাত্রা উপলক্ষে ও মদন মহোৎসবে বিবিধ নাটক রচিত হইত।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়

হইয়া থাকে। "এডিলফি" "হেমারকেট" এবং "থিয়েটার ফ্রান্সে" নাট্যগৃহে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি প্রতিবার অভিনয় দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, ইহাতে নাটকরচকগণেরও খ্যাতি বিস্তার হয় এবং এক এক জন সুবিখ্যাত নট কিয়ৎকালের মধ্যে বিলক্ষণ ধন-সঞ্চয় করেন। অতি অল্প দিবস হইল পারিসের থিয়েটরে ভিকৃতর হ্যুগোর একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে অভি-নয় সমাধা হইলে সকলেই কবিকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র ব্যক্তিরা তাঁহার প্রশংসা ধ্বনি করিল। "ইতালীয় অপেরা" অর্থাৎ গীতাভিনয় ইউরোপীয়গণের অধিক প্রিয়। সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা, সুমধুরভাষিণী, প্রিয়দর্শনা পাটীর সঙ্গীত শুনিতে এক এক বার সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এবারে কলিকাতায় ইতালীয় "অপেরা" আগমন না করায় সাহেব সমাজ যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়াছিলেন, যদি লুইসের থিয়েটর শীত ঋতুতে না আসিত তবে কলিকাতার ন্যায় অমরা-বতীতে তাঁহাদিগের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। নাটকের অভিনয় দর্শন বিশুদ্ধ আমোদ। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা মনোমধ্যে উত্তমরূপ অঙ্কিত হয় এবং

সমাজের কুরীতি সংশোধন প্রহসনদ্বারা যেমত হইয়া থাকে, এমত কিছুতেই হয় না। নীতিশাস্ত্রবিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা সমাজের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। "উভয়সংকট" ও "চক্ষুদান" প্রহসনের অভিনয় দর্শনে অনেক বহুবিবাহপ্রিয় এবং লম্পটের চৈতন্য হইয়াছে।

আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে দিন দিন বিদ্যার বিমল বিভা বিস্তারিত হইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুসভ্যগণের ন্যায় রুচির পরিবর্ত্ত না হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। যে আর্য্যজাতি উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত স্বরে সামবেদ গান করিয়া কাননস্থ পশু পক্ষীকেও মোহিত করিতেন, যাহারা সঙ্গীত শাস্ত্রে অতি প্রবীণ, যাহাদের সুধাসমকাব্যরস দিগ্‌দিগন্তবাসী মানবেরা পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, যে আর্য্যজাতির নাট্য প্রথা চিরপ্রসিদ্ধ, অদ্য সেই আর্য্যজাতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম তেজোরাশি, যবন গণের পদবিমর্দ্দনে এককালে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বুদ্ধি নাই, সে বিদ্যা নাই, কাজেই আমরা দুর্ব্বল, ক্ষীণ, "কুখ্যাত জগতে" অথবা

"—সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা———"

কাজেই আমাদিগের রুচির পরিবর্ত্ত হইতেছে। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার নাট্যাভিনয় পরিবর্ত্তে, যাত্রার কুৎসিত আমোদে অনুরক্ত হইয়াছি। একি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! কোথা অভিনয় কালে ভবভূতির উত্তরচরিতে বৈদেহীবিলাপ শ্রবণে হৃদয় বিলোড়িত হইবে, মালতীমাধবে নির্ঝরমালায় সুশোভিত পর্ব্বতের বিচিত্র চিত্রপট সন্নিকটে চিরযোগিনী সৌদামিনীকে দেখিয়া মনোমধ্যে শান্তিরসোদয় হইবে, এবং কোথা মুদ্রারাক্ষসে নীতি, শাস্ত্রবেত্তা চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলের একশেষ উদাহরণ পাইয়া আধুনিক মেকায় ভেলীকেও তুচ্ছবোধ হইবে, তাহা না হইয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় মানভঞ্জন গানে অনুপ্রাসচ্ছটা এবং অর্থশূন্য মধুকাইনের গীত শ্রবণে, রামযাত্রায় শীর্ণকায় "কাগজের মুখসে" মুখাবৃত রাবণের বীরত্ব প্রকাশ এবং কালুয়া ভুলুয়ার কুৎসিত মুখভঙ্গী দর্শনে, বিরক্ত না হইয়া আনন্দজনক বোধ করিয়া থাকি। বঙ্গসমাজের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি এ সকল দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। যাত্রার ন্যায় কুৎসিত আমোদে মনের ভাব কলুষিত হইয়া যায়। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের এ সকল আমোদ সন্দর্শন করা কখনই উচিত নহে। আজি কালি আমাদিগের

জাতীয় বিশুদ্ধ আমোদের হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণ ইংরাজী থিয়টর বা "অপেরায়" গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় সম্প্রতি একটী জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে আমাদিগের মনঃকষ্ট অনেক নিবারণ হইয়াছে, এক্ষণে ইহার শৈশবাবস্থা এজন্য কার্য্যপ্রণালীর দিন দিন ঔৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই কবির এই খেদগান সফল হইবে—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধুবলে জাগ মাগো, (ভারত ভূমি) বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।"

প্রস্তাবের উপসংহার কালে নাট্যামোদী ও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতাকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রযত্নে বোধ হয় সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করিবে।

বেদ-প্রচার।

"सत्ये नास्ति भयं क्वचित्"

বেদ-প্রচার।

বেদের অপর নাম "ত্রয়ী" অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম, এই তিন বেদ; এবং অর্থর্ব্ববেদ সংহিতাবেদ পরিশিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু আধুনিক কালে "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ব বেদঃ" এই চারি বেদ মান্য এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত। পূর্ব্বে বেদ-জ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিগণ মনে করিতেন অথর্ব্ববেদ কোরানের এক অংশ মাত্র, এজন্য আর্য্যগণের মান্য নহে। বিষ্ণু পুরাণে এই চারি বেদের বিষয় লিখিত আছে।

গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃহৎ স্তোমংরথন্তরম
অগ্নি ষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্ মুখাৎ।
যজুংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিনাদসৃজন্মুখাৎ।
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপ মতি রাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।
একবিংশ মথর্ব্বাণি মাপ্তোর্য্যামানমেবচ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্মুখাৎ।

অনন্তর ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ছন্দঃ, ঋগ্বেদ,

ত্রিবৃহৎ স্তোম অর্থাৎ স্তোত্র সাধন ঋক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সামবেদ ও অগ্নিষ্টোম যাগ এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৃহৎ সাম, ও উক্থম্ অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায় উদ্ভূত হইল।

সামবেদ জগতী চ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৈরূপ নামক সাম গান, অতি রাত্র যাগ, ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে এতৎসমুদায়ের উৎপত্তি হয়। একবিংশ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যাম নামক যাগ, অনুষ্টুপ ছন্দ; ও বৈরাজ সাম ইহারা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।*

প্রজাপতির চতুর্মুখ হইতে চারি বেদ উৎপত্তি পৌরাণিক মত। এ বিষয় বিষ্ণু পুরাণের ন্যায় ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং হরিবংশে লিখিত আছে কিন্তু প্রাচীন মত মান্য করিতে হইলে বেদত্রয়ী ঋক্, যজু, সাম। নাস্তিক চূড়ামণি বৃহস্পতি কহেন "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।" বৈদিক গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে তিনবেদের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে

* পুরাণ প্রকাশ। বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ ৫ অধ্যায়। কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

লিখিত আছে, পূর্ব্বে একমাত্র প্রজাপতি ছিলেন, তিনি সৃষ্টির কামনা করিলেন এবং তাঁহার কঠোর তপস্যার ফল স্বরূপ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং বায়ু এই তিন লোকের সৃষ্টি হইল। তিনি এই তিন লোকে তাপ প্রদান করিলে অগ্নি, বায়ু সূর্য্য এই তিনটী জ্যোতিঃ উদ্ভূত হয়। পুনরায় এই তিন জ্যোতিতে ভগবান প্রজাপতি উত্তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে ঋক্, যজু, সাম বেদোৎপত্তি হইল। তাহাতে পুনর্ব্বার উত্তাপ প্রদত্ত হইলে এই তিন বেদের সার স্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে "ভূঃ," যজুর্ব্বেদ হইতে "ভুবঃ" এবং সামবেদ হইতে "স্বঃ" (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) সমুদ্ভূত হইল। ঋগ্বেদিগণ হোত্রী, যজুর্ব্বেদিগণ অধ্বর্য্য, এবং সামবেদিগণ উদ্‌গাতা নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপে তিন বেদের জ্যোতি হইতে ব্রাহ্মণগণের সকল কর্ম্মের বিধি নিরূপিত হইল।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ মধ্যেও এইমত তিন বেদের উল্লেখ আছে। পুরুষসূক্ত মধ্যেও লিখিত আছে—পুরুষ হইতে তিন বেদের সৃষ্টি হইল, ইহাতে অথর্ব্ব বেদের নাম উল্লেখ নাই। সায়নাচার্য্য কহেন যজুর্ব্বেদ ভিত্তি স্বরূপ, তাহাতে ঋক্, সামবেদ চিত্রিত হইয়াছে। এসকল পাঠে বোধ হয় ঋক্, যজু, সাম, বেদের পরে অথর্ব্ববেদ রচিত হয় এবং এক্ষণে যে

অথর্ব্ববেদ পাওয়া যায় তাহা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ শ্রীমদথর্ব্ব বেদ সংহিতা নামে খ্যাত। পৌরাণিক কালে চারি বেদ প্রচলিত ছিল, সুতরাং সকল পুরাণেই চারি বেদের উল্লেখ আছে।

বেদ নিত্য, মনু কহেন—

—সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

হিরণ্যগর্ব্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা সকলের নাম অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মনুষ্য, গোজাতির গো ইত্যাদি; ও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বেদোক্ত অধ্যয়নাদি কর্ম্ম এবং অন্যান্য জাতির লৌকিক কর্ম্ম অর্থাৎ কুলালের ঘট নির্ম্মাণ কুবিন্দের পট নির্ম্মাণ ইত্যাদি প্রথমত বেদ শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া পূর্ব্ব কল্পে যাহার যে রূপ ছিল এ কল্পেও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেন।*

বেদ নিত্য হইল এবং ঈশ্বর তাহাই পাঠ করিয়া দ্বিতীয় কল্পে সৃষ্টি করিলেন। আশ্চর্য্য বিশ্বাস! আশ্চর্য্য কৌশল! মনু লিখিয়াছেন, কাহার সাধ্য অবিশ্বাস করে। কপিল ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন "প্রমাণাভাবাৎ নতৎসিদ্ধিঃ" অথচ বেদ মানিলেন। দার্শনিকগণ সকলেই বেদ ঈশ্বর প্রণীত স্বীকার করিয়া-

---

* মনুসংহিতা। শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

ছেন, কেবল গৌতম তাহার প্রতিবাদ করিয়া বেদ পৌরুষেয় বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বেদ মনুষ্য-প্রণীত বলা ন্যায়-সূত্রকারের ইচ্ছা ছিল কি না তাহা ভাল জ্ঞাত হওয়া যায় না। বেদ নিত্য বলিয়াও শেষ হইল না, তাহা আবার ঈশ্বরের "গাইড"! আর বলিতে সাহস হয় না, যে টুকু লিখিলাম তাহাতেই প্রাচীন সম্প্রদায় আমার উপর বিলক্ষণ কোপ প্রকাশ করিবেন। সে দিন আমারে একজন কহিলেন "কায়স্থ হইয়া বেদের আলোচনা করিলে কখনই নিরোগী হইতে পারিবেন না।"

বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ "জ্ঞান" কিন্তু সোমরস এবং গোমাংসের প্রশংসাযুক্ত মন্ত্রে কিরূপ জ্ঞান লাভ হয় বলিতে পারি না। বৈদিক কালে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই বেদকে মান্য করিতেন। যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুরতার একশেষ পশু হিংসা ঘটিত। এ সময় বুদ্ধদেব—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহশ্রুতি জাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতম্।"

তিনি পশু হিংসার নিন্দা করিয়া ভারতবর্ষীয়গণকে "অহিংসা পরমোধর্ম্মে" দীক্ষিত করিলেন এবং ক্রমেই আর্য্যগণ বৈদিক নিষ্ঠুর ভয়াবহ কার্য্যকলাপ হইতে নিবৃত্ত হইল। পুরাণে তাঁহাকে ভগবানের অবতার

স্থির করিল, এবং ক্রমেই তাঁহার যশোঘোষণা হইতে লাগিল। তথাহি কল্কি পুরাণে—

পুনরিহ বিধিকৃত বেদধর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত নানা দর্শন সংঘৃণঃ।
সংসার কর্ম্ম ত্যাগ বিধিনা ব্রহ্মাভাস বিলাস চাতুরীং।
প্রকৃতি বিমান নাম সম্পাদয়ন বুদ্ধাবতার স্ত্বমসি॥

পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃ-বিহিত-বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ যাগাদি করণে নানা প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই। *

বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, কেবল নির্ব্বাণ কামনাই তাঁহার মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি আর্য্যগণকে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" সাধন করিতে উপদেশ দিলেন, সকলেই তাঁহার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈদিক যাগযজ্ঞে ও কর্ম্মকাণ্ডে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং কিয়ৎ কালের মধ্যে ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দুগ্ধফেননিভ শয্যা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় বনে গমন করিলেন। ধর্ম্মের আশ্চর্য্য কুহক! বিচিত্র বিশ্বাস! কল্য বেদে

* কল্কি পুরাণ। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত॥

লোকের অটল ভক্তি ছিল, অদ্য নবধর্ম্মের আবির্ভাবে তাহা লোপ পাইল।

বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় তাহার বিশেষ তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই, কেন না বৈদিক স্থক্তের উল্লিখিত ঋষিগণ সেই সেই স্থক্ত প্রণেতা, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি কেহ কৌশল করিয়া কহেন যে ঋষিগণ যোগবলে স্বস্ব নামে প্রচারিত স্থক্ত নিচয় ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে এক একটি স্থক্ত তাঁহাদিগের স্বীয় অবস্থাজ্ঞাপক হইবে কেন? যথা ঋগ্বেদসংহিতা প্রথম মণ্ডলস্থ, পঞ্চ দশানুবাকে দ্বাদশ স্থক্তং *

কুৎসঋষি পংক্তি ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১২০৭

১। চন্দ্রমা অপ্স্ব১। ন্তরা স্থপর্ণো ধাবতে দিবি। নবো হিরণ্য নেময়ঃ পদং বিন্দতি বিদ্যুতো বিত্তংমে। অস্য রোদসী।

১। ১ জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান, সূর্য্য রশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন। হে দীপ্তিমান

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সপ্তম কল্প। চতুর্থ ভাগ। শ্রাবণ ১৭৯২ শক। কুৎস ঋষি কূপে পতিত হইয়া এই স্থক্ত দ্বারা চন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির স্তব করিয়াছেন।

রমণীয় প্রান্ত—চন্দ্র—রশ্মি সকল! আমার ইন্দ্রিয়গণ তোমাদিগের প্রান্তভাগও জানিতে পারিতেছে না। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

এদিগে এই পর্য্যন্ত! ইহার আর তর্ক নাই। বেদকে সমস্ত জগতের মুলীভূত কারণ বল বা মহাভূতের নিশ্বাস কি প্রজাপতি শ্মশ্রু বল কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। তর্কের প্রবল তরঙ্গে সকল শেষ হইয়া যাইবেক।

বেদ প্রচার লিখিতে গিয়া তৎ সম্বন্ধে নানা কথার তরঙ্গ উঠিল কিন্তু কি করা যায়, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনের কথা গোপন রাখা অন্যায়, এজন্য এতৎ সম্বন্ধে কিছুই পাঠক মহাশয় গণের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিলাম না। ইহাতে তাঁহারা আমাকে যাহা মনে করেন করিবেন। যখন ইয়ুরোপে ডারুইন বানর হইতে মনুষ্য উৎপত্তি বিষয়ক মত প্রচার এবং ব্যাকনরের ন্যায় পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের স্থায়িত্ব লোপ করিবার মানসে গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন, তখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রচলিতধর্ম্মবিরুদ্ধ দুই চারিটী কথায় আর কি হইতে পারে?

উপসংহার কালে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা আবশ্যক। বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ

বলিয়া তৎসম্বন্ধে দোষ অনুসন্ধান করা হইতেছে কিন্তু তাহা না হইলে উহা অতি প্রাচীন কালের একমাত্র গ্রন্থ এবং তাহার ভাষাও অতি প্রগাঢ় সুতরাং সকলের মাননীয়। বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে শ্রুতি গানে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কবিতা সরস-কবিত্বসম্পন্ন এবং তাহাতে আদিম কালের মনুষ্যের মনের ভাব উত্তমরূপ ব্যক্ত করিতেছে। এজন্যই বেদ জর্ম্মননিবাসী পণ্ডিতগণের কণ্ঠহার হইয়াছে এবং এজন্যই কি স্বদেশে কি বিদেশে ইহার মান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। এতাদৃশ ভূমণ্ডলের মধ্যে এক মাত্র প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার অতীব আনন্দজনক। পূর্ব্বে বেদের নাম মাত্র ছিল। সমুদয় ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলে এক খানি পরিশুদ্ধ বেদ পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" অধ্যাপক রসেনকে ঋগ্বেদসংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ঋগ্বেদ দর্শন করেন নাই। কর্ণেল পলিয়র প্রথমে সমুদয় বেদ সংগ্রহ করিয়া "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" প্রেরণ করেন। উহা ১৭৮৯ খৃঃ অঃ স্যর জোসেফ ব্যাঙ্ক সাহেব দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থের বিশেষ বিদ্বেষী। তাহারা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানায় সকল তীর্থস্থান এবং ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় সমুদায় ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু জয়-পুরাধিপতি মির্জ্জারাজ জয়সিংহ দিল্লীশ্বরের নানা বিষয়ে উপকার করাতে মুসলমানগণ জয়পুরের কোন অনিষ্ট করে নাই, এজন্য তথায় হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া সুলভ বিবেচনায়, কর্ণেল পোলিয়র মহারাজ প্রতাপসিংহকে রাজচিকিৎসক ডন পেদ্রো ডি সিল্‌ভার দ্বারা এক্ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি পত্র পাঠে সানন্দ চিত্তে চতুর্ব্বেদের প্রতিলিপি এক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া কর্ণেল পোলি-য়রকে প্রদান করেন। ইয়ুরোপে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বেদ লোপ হইয়াছে, সুতরাং এবেদও অনেকে কাল্পনিক মনে করিতে পারেন, এই ভাবিয়া কর্ণেল পোলিয়র সে সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত রাজা আনন্দ রামের নিকট সমুদায় গ্রন্থ পরিদর্শনের জন্য প্রদান করেন, তিনি তাহা অকৃত্রিম দৃষ্টে বহু পরিশ্রম করত চারি ভাগের পারস্য ভাষায় সূচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোলব্রুক বেদসংগ্রহের চেষ্টা করিলে, ম্লেচ্ছকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করা অন্যায় বিবেচনায় জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রী তাঁহাকে বৈদিক

ছন্দে দেব দেবীর স্তবপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়া-ছিল, তিনিও তাহা বেদভ্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিচারির রোমান ক্যাথলিক পাদ্রি বারথালমির নিকট Ezur Vedam নামক একখানি কৃত্রিম যজুর্ব্বেদ ছিল। উহা ফাদার রবার্ট ডি নোবিলী নামক জেস্থইট পাদ্রির উপদেশানুসারে কোন সুচতুর মান্দ্রাজি শাস্ত্রীর দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই গ্রন্থখানি সুবিখ্যাত লেখক ভল্‌টেয়ার প্রাপ্ত হইয়া সাদরে ১৭৬১ খৃঃ অঃ রএল লাইব্রেরী অব ফ্রান্স নামক পুস্তকালয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের আজি কালি বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বঙ্গদেশের বিষয়ী ব্যক্তির ত কথাই নাই, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে অতীব কৌতুকাবহ ভ্রম হইয়া থাকে; কেহ নারদপঞ্চরাত্রের রাধিকাস্তোত্র * সাম-বেদোক্ত এবং কেহ বা গোপাল, নৃসিংহ, তথা রাম-তাপনী গ্রন্থ প্রকৃত শ্রুতি মনে করিয়া থাকেন।

* স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং প্রপঠেদ্ভক্তি সংযুতঃ।
রাধে রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ ॥
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
কৃষ্ণপ্রাণাধি দেবী চ মহা বিষ্ণোঃ প্রসূরপি ॥ ইত্যাদি ॥

এক্ষণে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রযত্নে চারি বেদ প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য আমরা তাঁহাদিগের অধ্যবসায় এবং পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৭ সালে আসিয়াটিক সোসাইটীর উত্তেজনায় একটি সভা হয়। ঐ সভায় বেদপ্রচারের প্রস্তাব হইলে মৃত অধ্যাপক রোএর সাহেবের প্রতি, বেদ বারাণসীস্থ পণ্ডিতগণের সাহায্যে উত্তমরূপ পরিদর্শনান্তর মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ভার অর্পিত হয় এবং এজন্য গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে ৫০০ পাঁচ শত টাকা বার্ষিক ব্যয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একালপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে;—

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের দুই অধ্যায়, ভাষ্য সহিত।

সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (প্রকাশ হইতেছে)।

সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (সম্পূর্ণ)।

সটীক সামবেদ (প্রকাশ হইতেছে)।

গোপথ ব্রাহ্মণ—সম্পূর্ণ।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ সটীক (প্রকাশ হইতেছে)

ইয়ুরোপ খণ্ডে নিম্নলিখিত বেদ প্রকাশিত হইয়াছে;—

রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদ সংহিতার কিয়দংশ—অধ্যাপক অফ্রেক্ট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৬১ সালে বারলিনে মুদ্রিত।

ঋগ্বেদ সংহিতা, সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্যসহ—ভট্ট মোক্ষমূলর দ্বারা প্রকাশিত, সম্পূর্ণ।

রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদমরুতের স্তোত্র, ইংরাজী অনুবাদসহ—ভট্ট মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক ইংরাজী অনুবাদিত এবং প্রকাশিত।

সামবেদ—অধ্যাপক বেন্‌ফি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১ খণ্ড।

ঐ—মহামহোপাধ্যায় উইলসন এবং ডাক্তার ষ্টিভন্‌সন্‌ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ খণ্ড।

সামবেদোক্ত বংশ ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সামবিধান ব্রাহ্মণ, ইংরাজী অনুবাদ সহ—বর্ণেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা সটীক—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ সটীক—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অথর্ব্ববেদ—অধ্যাপক রথ এবং হুইট্‌নী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঋগ্বেদের ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, অনুবাদ সহ—অধ্যাপক হগ কর্ত্তৃক বোম্বাই নগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২ খণ্ড।

সামবেদের বংশব্রাহ্মণ, সায়ণাচার্য্য কৃত টীকা-সহ—বর্ণেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ খণ্ড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কিয়দংশ ঋগ্বেদ সংক্ষিপ্ত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। "প্রত্নকম্রনন্দিনী"-সম্পাদক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ সামবেদ ঐন্দ্র পর্ব্ব।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক অনুবাদ সহ সাম-বিধান ব্রাহ্মণ সটীক, সামসূচি, আরণ্যসংহিতা, মন্ত্র ব্রাহ্মণ, এবং ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ সটীক (কিয়দংশ), দৈবত ব্রাহ্মণ (কিয়দংশ), "প্রত্নকম্রনন্দিনী" পত্রিকায় প্রকা-শিত হইয়াছে।

অস্মতদীয় সুবিখ্যাত সামবেদাচার্য্য সামশ্রমী মহা-শয় বৈদিক গ্রন্থনিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অগণ্যধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের

গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

ब्रह्मानन्दस्य भित्त्वा विलसति शिखरं यस्य चात्यन्तनीढं
राधाकृष्णाख्य लीलामयखग मिथुनं भिन्नभावेनन्दीनम् ।
यस्यच्छाया भवाब्धिश्रमनकरी भक्तसङ्कल्पसिद्धेर्हेतु-
श्चैतन्यकल्पद्रुम इह भुवने कश्चन प्रादुरासीत् ॥

चैतन्यचन्द्रोदय नाटकम् ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের

গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

অনেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থমালার সার মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসুক, এজন্য তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এতৎ প্রস্তাব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলিলেই, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাসকে বুঝায়, কিন্তু আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণপরায়ণ অন্যান্য সাধু সচ্চরিত্র গ্রন্থকারের বিবরণও লিখিলাম। এই প্রস্তাব অতি সংক্ষেপে এবং অতি স্বল্প কালের মধ্যে সংকলিত হইয়াছে এজন্য যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয় তবে পণ্ডিতমণ্ডলী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

(বৈষ্ণবতোষিণী হইতে অনুবাদিত)

ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদরূপ মধুকরী, যাহার অমৃতনিস্যন্দিনী জিহ্বাস্বরূপ কল্পলতিকাতে বিশিষ্ট

মনোজ্ঞ পদ ক্রমাদি আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়াছিল; রাজ-সভার সভ্যেরা সর্ব্বদা যে মহাত্মার পদসেবা করিত; সেই ভরদ্বাজ কুলপ্রবর কর্ণাট-রাজ, যিনি এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, (৪) তাঁহার অনিরুদ্ধ নামে একটী পুত্র হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ যশো-বিষয়ে শশধর স্পর্দ্ধী, প্রভাবে ইন্দ্রের তুল্য, ভূপাল বর্গের পূজ্য, সমগ্র যজুর্ব্বেদের বিশ্রামভূমিস্বরূপ, এবং লক্ষ্মীর আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। (৫) এই সুবি-খ্যাত রাজার দুই মহিষী ছিল। রাজপত্নীদ্বয় অনিরুদ্ধ হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার একের নাম শ্রীরূপেশ্বর, অপরের নাম হরিহর, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শাস্ত্রবিদ্যায় এবং কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। (৬) অনিরুদ্ধ দেব যৎকালে বৃন্দাবনে গমন করেন, তৎকালে স্ব-রাজ্যকে বিভাগ করিয়া রূপেশ্বর ও হরিহরকে প্রদান করিয়া যান। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ হরিহর স্বজ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। (৭) এখন রূপেশ্বর শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আটটী অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে পৌরস্ত্য দেশে প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বর তাঁহার সখা ছিলেন, রূপেশ্বর তাঁহারই আবাসে সুখে বাস করিতে

লাগিলেন। ক্রমে তথায় বাস করিতে করিতে তাঁহার একটী পুত্র হইল। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখিলেন।(৮)। গুণনিধান ও সুকৃতিমান পদ্মনাভের রসনায় সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ—সবিস্তর উপনিষদ সকল তাণ্ডবিত হইয়াছিল। এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণহৃদয় হইয়াছেন, এইরূপ সকল মনুষ্যের কর্ণপথে ধ্বনিত হইল।(৯)। এক্ষণে, শিখরেশ্বরের অধিকারে বাস করিতে, পদ্মনাভের অস্পৃহা জন্মিল, তিনি গঙ্গাতটে বাস করিবার জন্য সমুৎসুকচিত্ত হইলেন। অনন্তর নরহট্ট নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। (১০)। তথায় বাস করিয়া যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি, পঞ্চম মুকুন্দ। (১১)। মহাত্মা মুকুন্দের এক পুত্র। নাম কুমার। এই শ্রীমান কুমার শত্রুকর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কুমারেরও অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। যে মহাত্মার বংশপরম্পরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য। (১২)। দ্বিজবর কুমারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন,

তদনুজ শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ বল্লভ। এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের কৃপায় সামান্য রাজ্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমাখ্য ভক্তিরাজ্যের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। (১৩)। যিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ বল্লভ তিনিই আমার পিতা। পিতা গঙ্গাসলিলে সঙ্গত হইয়া শ্রীরাম পদ প্রাপ্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদ্বয় বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। এই মহাত্মাদ্বয় কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে মাথুর গুপ্ত প্রভৃতি তীর্থ আবিষ্কৃত হয়। এবং ইহাঁরা ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (১৪)। বিখ্যাত রঘুনাথ দাস ইহাঁদিগের সখা ছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমার্ণব তরঙ্গে বিলাস করত ইহাঁরা আর্য্যগণের আশ্চর্য্যাস্পদ হইয়াছিলেন। (১৫)। প্রথিত আছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাহরণচ্ছলে গোপালবালকের রূপ ধারণ করিয়া ইহাঁদিগের দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (১৬)। এই প্রভুদ্বয় নানাবিধ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরূপস্বামীর হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, ছন্দোঽষ্টাদশ, এই তিন কাব্য গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। উৎ-কলিকাবল্লী, গোবিন্দ বিরুদাবলী, প্রেমেন্দু সাগর, প্রভৃতি স্তোত্র গ্রন্থ। বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই দুই নাটক গ্রন্থ। দানকেলি প্রভৃতি ভানিকা।

মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ। (১৬—২০)।

জ্যেষ্ঠ সনাতনস্বামিকৃত বহুতর গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবতামৃত ও হরিভক্তিবিলাস এবং দিক্-প্রদর্শিনী নাম্নী ভাগবত টীকা। (২১)। এবং লীলাস্তব টীপ্পনীও প্রসিদ্ধ বটে। আমি তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে যাহাকে সংক্ষিপ্ত করিলাম। ইহার নাম বৈষ্ণব-তোষিণী।

জীবগোস্বামী স্বকৃত বৈষ্ণবতোষিণীর সমাপ্তিকালে এই রূপ পরিচয় দিয়াছেন।

৩

উজ্জ্বল নীলমণি।—সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ। রচয়িতা শ্রীরূপগোস্বামী। গদ্য ও পদ্যে সঙ্কলিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গার রস নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ীভাব নির্ণয়, কৃষ্ণপ্রেম বিবৃতি প্রভৃতি নানাবিধ আলঙ্কারিক বস্তুনির্ণয়। পঞ্চদশ প্রকরণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্লোক সংখ্যা অন্যূন ৬১০০। টীকার নাম "লোচন রোচনী।" প্রারম্ভ বাক্য—

—নামাকৃষ্ট রসজ্ঞঃ শীলে নোপয়ন সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥
মুখ্য রসেষু পুরায়ঃ সংক্ষেপেনোজিতোরহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তি রসরাট্ সবিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥

ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

—অয়মুজ্জ্বল নীলমণির্গহন মহাঘোষ সাগর প্রভবঃ।
জয়তু তব মকর কুণ্ডল পরিসবাসবৌ চিত্রীং দেবঃ।
ইতি সমাপ্তোঽয়মুজ্জ্বল নীলমণি নাম গ্রন্থঃ।

হংসদূত।—খণ্ড কাব্য। গ্রন্থকার রূপগোস্বামী।

শিখরিণী চ্ছন্দে রচিত। শ্লোক সংখ্যা ১০১। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের অবস্থা বর্ণন, রাধিকার অবস্থা, তদনন্তর এক হংস সন্দর্শন করিয়া গোপীগণ তাহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

আরম্ভ শ্লোক—"দুকূলং বিভ্রাণো দলিত হরিতাল দ্যুতিহরং" ইত্যাদি। সমাপ্তি বাক্য—কদাইত্যাদি।

উদ্ধব সন্দেশ।—খণ্ড কাব্য। রচয়িতা রূপগোস্বামী। মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে গ্রথিত। গ্রন্থসংখ্যা ১৩১, বিষয়—রাধিকাবিরহে শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি বর্ণন, তদনন্তর উদ্ধব দ্বারা বৃন্দাবনে গোপ গোপী বিশেষতঃ রাধিকার নিকট বার্ত্তা প্রয়োগ বর্ণন। প্রারম্ভ——"সান্দ্রীভূতের্ণব বিটপিনাং" ইত্যাদি। সমাপ্তিবাক্য—"শ্রীদামাদ্যৈঃ শিশু সহচরৈঃ ইত্যাদি।

বৃন্দাদেব্যষ্টক।—অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরূপ গোস্বামী। বিষয়—বৃন্দাগুণকীর্ত্তন। গ্রন্থ-সংখ্যা ৮। প্রারম্ভ বাক্য—

> বৃন্দাবনাধি দেবীত্বং সচ্চিদানন্দ রূপিণী।
> সতৈশ্বর্য্যসংযুক্তাং বৃন্দাদেবীং নমাম্যহম্।

সমাপ্তি বাক্য—

> যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় বৃন্দাদেব্যষ্টকম্ শুভম্।
> রাধাগোবিন্দ পাদাব্জে প্রেমভক্তি লভেদ্ধ্রুবং॥

শ্রীরূপ চিন্তামণি।—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত চ্ছন্দে বিরচিত। শ্রীরূপ গোস্বামি কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—শ্রীভগবদ্রূপ বর্ণন। গ্রন্থসংখ্যা ৩২ শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য—

চন্দ্রার্দ্ধং কলশংত্রিকোণ ধনুষ্ঠীখং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং" ইত্যাদি॥

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীরূপচিন্তামণিঃ পূর্ণঃ।

মথুরামাহাত্ম্য।—সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীরূপ গোস্বামী ইহার সংগ্রহকর্ত্তা। বিষয়—মথুরা তীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণন ও স্তুতি। শ্লোকসংখ্যা অন্যূন ১৫০০। প্রারম্ভ বাক্য—

—হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদাতি নতুভক্তিং।

বিহিত তদুন্নতি সত্রাং মথুরে ধন্যাং নমামি ত্বাং।

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি মথুরা মাহাত্ম্য সংগ্রহঃ।

ললিতমাধব নাটক।—গ্রন্থকার শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী। ১০ দশ অংশে বিভক্ত। অংশের নাম অঙ্ক। অবলম্বিত বিষয় শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলামাহাত্ম্য বর্ণন। সংখ্যা গদ্য পদ্যে অন্যূন ৩০০০ তিন সহস্র শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য নান্দী—

সুররিপু সুদৃশাম্মুরোজ কোকান্ মুখকমলানিব খেদয়ন্নখণ্ডঃ।

চিরমখিল সুহৃচ্চকোর নান্দীশতু মুকুন্দ যশঃ শশীমুদংবঃ।

ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

যাতে লীলা + + + পরিমলোদ্গারি বন্যা পরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরিভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপীবাভ মুগ্ধান্ত রাভিঃ।
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণুর্ব্বিহারং।
কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তথাস্ত—তদেহিস্যস্তু স্তবাভ্যর্থনা মবন্ধ্যাং।
করবা বেতি সর্ব্বে কল্পতো নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।
খণ্ডের নাম বিভাগ। পূর্ণ মনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ পূর্ণঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।—সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামী। চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম, পূর্ব্ব বিভাগ। দ্বিতীয়, দক্ষিণ বিভাগ। তৃতীয়, পশ্চিম বিভাগ। চতুর্থ, উত্তর বিভাগ।

পূর্ব্ব বিভাগও চারি ভাগে বিভক্ত। বিভাগের নাম লহরী। প্রথম, সামান্য ভক্তিলহরী। দ্বিতীয়, সাধন-লহরী। তৃতীয়, ভাবলহরী। চতুর্থ, প্রেমনিরূপণ লহরী।

দক্ষিণ বিভাগে পাঁচ লহরী। বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব, ও স্থায়ী ভাবাখ্য লহরী।

পশ্চিম বিভাগে পাঁচ লহরী। শান্তাখ্য, দাস্যাখ্য, বাৎসল্যাখ্য, মাধুরাখ্য, সখ্যাখ্য লহরী।

উত্তর বিভাগে নয় লহরী। গৌণ রসাখ্য, মৈত্রীরসাখ্য,

বৈর, সংযোগ, রসাভাসাখ্য লহরী; রস, হাস্যাখ্য লহরী।

পূর্ব্ব বিভাগে বিষয়—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়।

দক্ষিণ বিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারীভাব, ও স্থায়ী ভাব, প্রভৃতির নির্ণয়।

পশ্চিম বিভাগে—শান্ত দাস্যাদি ভাব নির্ণয় ও তাহার উপযোগ।

উত্তর বিভাগে—গৌণ রস ও মুখ্য রস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস, রসাভাসাদি নির্ণয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য রস ভাবাদির অঙ্গ বিচার।

গ্রন্থসংখ্যা সমুদায়ে ৬৯৬৯। তন্মধ্যে টীকা ৩৬৪৪, মূল ৩৩২৫। টীকার নাম দুর্গম সঙ্গমনী। ১৩৬৩ শকে এই গ্রন্থ রচিত। প্রারম্ভ বাক্য—

অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমর রুচিরুদ্ধ তারকা পালিঃ।
কলিত শ্যামা ললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ উত্তর ভাগে গৌণভক্তি নিরূপণে
রসাভাসঁ লহরী নবমী। সমাপ্তোহয়ং চতুর্থো বিভাগঃ।
রামাঙ্ক শক্র গণিতেশাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং।
ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর্ব্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্র রূপেণ।
ইতি শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃসমাপ্ত॥

টীকাকার জীব গোস্বামী।

শ্রীনন্দ নন্দনাষ্টকং।—শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র। প্রারম্ভ শ্লোক—

সুচারু বক্ত্র মণ্ডলং শ্রুতিঞ্চ রত্ন কুণ্ডলং।
সুচর্চ্চিতাঙ্গ চন্দনং নমামি নন্দনন্দনং।

চাটু পুষ্পাঞ্জলি।—শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত। শ্রীরাধা স্তোত্রং। ২৩ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক—

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দি বরাম্বরাং।
মনিস্তব কবিদ্যোতীং বেণী ব্যালাঙ্গণা ফণাং॥

শ্রীমুকুন্দ মুক্তাবলিস্তবঃ।—শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র। ৩১ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

নবজলধর বর্ণ চম্পকোদ্ভাসি কর্ণ
বিকসিত নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দ হাস্যম্।
কণক রুচি দুকূলং চারু বর্হাবচূলং
কমপি নিখিল সারং নৌমি গোপী কুমারম্।

স্তবাবলীর শ্লোক সমুহ মালিনী, চিত্র, জলধর মালা, রঙ্গিণী, তূণক, পজ্ঝটিকা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, স্রগ্বিণী, জলোদ্ধতগতি, শালিনী, ত্বরিতগতি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত চ্ছন্দে রচিত।

বিদগ্ধ মাধব নাটক।—শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন গ্রন্থ। দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

গীতাবলী।—শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত। নন্দোৎসব, দোল, রাস প্রভৃতি সংগীতে বর্ণিত।

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু।—অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চুম্বক রসাভাসলহরী নামক গ্রন্থ।—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। এখানি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে সংক্ষেপে সংকলিত।

পদ্যাবলী।—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ। ৩৮০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্ম্মুকুন্দ সম্বন্ধ বন্ধুর পদাপ্রমদোর্ম্মি-সিন্ধুঃ। রম্যাম সমস্ত তমসাং দমনীক্রমেণ সংগ্রহ্যতে ঋতিকদম্বক কৌতুকায় (১)

সমাপ্তি বাক্য—

জয়দেব বিল্ল মঙ্গল মুখৈঃ হৃতায়েত্র সন্তিসন্দর্ভাঃ। তেষাং পদ্যানি বিলাস সমাহৃতানীতরাণ্যত্র। ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিনা সংগৃহীতা পদ্যাবলী সমাপ্তাঃ।

নাটক চন্দ্রিকা।—শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত। নাটকাদির লক্ষণ তথা নায়িকাদি ভেদ কথন। ভরত মুনি প্রণীত নাট্য শাস্ত্র এবং সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ হইতে সংকলিত। যথা—

বীক্ষ্য ভরতমুনি শাস্ত্রং রসপূর্ব্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ং।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্বিলিখ্যাতে নাটকস্যেদং।
নাতীব সঙ্গতত্বাস্তুরতমুনের্ম্মতং বিরোধাচ্চ।
সাহিত্য দর্পণীয়া নগৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ।

গোবিন্দ বিরুদাবলী।—শ্রীরূপকৃত। স্তব গ্রন্থ।
প্রারম্ভ শ্লোক—

ইয়ং মঙ্গল রূপাস্যা গোবিন্দ বিরুদাবলী।
যস্যাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দ প্রসীদতি॥

শেষ শ্লোক—

যস্তৌতি বিরুদাবল্যা মথুরামণ্ডলে হরিং।
অনয়া রম্যয়া তস্মৈ তূর্ণ মেষ প্রতুসতি॥

গোপাল চম্পূ।—জীবরাজ কৃত। গোপাল-লীলা-বর্ণন-গ্রন্থ। প্রারম্ভ বাক্য—

অম্ভোজম্বরমত্যনল্প করকা ভৃঙ্গাবলী মেকতঃ পঙ্কেষৌঃ শরমন্যতোহর্দ্ধশশিনং সুতে নবপন্নবং। ইত্যাদি—

পরিসমাপ্তি বাক্য—

মদয়তি মনো মদীয়ং তনুজঘন ভারতীরস বিলাসঃ।
কিমু সুতনু নীর বিহারী নহি নহি চম্পূ বিহারোহয়ং॥

(২য়) **ষট্ সন্দর্ভ**।—এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্থানীয়। ছয়টী মহা প্রকরণে বিভক্ত। বিভাজক প্রকরণের নাম সন্দর্ভ। যথা— (১ম) তত্ত্ব সন্দর্ভ। (২য়) ভগবৎ সন্দর্ভ। (৩য়) পরমাত্ম সন্দর্ভ। (৪র্থ) কৃষ্ণ-

সন্দর্ভ। (৫ম) ভক্তি সন্দর্ভ। (৬ষ্ঠ) প্রীতি সন্দর্ভ। গ্রন্থকার জীব গোস্বামী।

বিষয়—

তত্ত্ব সন্দর্ভে—প্রমাণ সমুদায়ের মধ্যে ভাগবতের প্রধানতা,—ভাগবতের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য,সামান্যাকারে তত্ত্ব নির্ণয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিবরণ।

ভগবৎ সন্দর্ভে—ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব, ব্রহ্মাদি দেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব যোগ্যতা, বৈকুণ্ঠাদি স্থান নির্ণয়, বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিরূপণ, ব্রহ্ম স্বরূপের সশক্তিকতা, বিশুদ্ধ শক্তির আশ্রয়তা, শক্তির অচিন্ত্যতা, তাদৃশ শক্তির স্বাভাবিকতা, শক্তির নানাত্ব, শক্তির আন্তরঙ্গাদি নিরূপণ, মায়া শক্তি, স্বরূপ শক্তি, গুণস্বরূপতা, স্থূল সূক্ষ্মাতিরিক্তত্ব, প্রত্যক স্বরূপতা, স্বপ্রকাশ রূপতা, জন্ম কর্ম্মাদির অপ্রাকৃতত্ব, শ্রী বিগ্রহের পূর্ণ রূপতা, বৈকুণ্ঠ, পরিচ্ছদ ও পার্ষদ প্রভৃতি বর্ণনা, ত্রিপাৎবিভূতি, অনুভাবানুসারে ঋষিদিগের ব্রহ্মে আনন্দোৎকর্ষতা, ভগবানের লক্ষণ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ বেদ ও ভক্তি প্রাপ্য প্রভৃতি।

(৩য়) পরমাত্ম সন্দর্ভে।—পরমাত্মা ও তৎস্বরূপ ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ ও তৎপরিণামিত্ব, বিবর্ত্ত সমাধান, পরমাত্মা হইতে জগতের

অভেদ এবং জগৎ হইতে পরমাত্মা ভিন্ন, জগতের সত্যতা, স্বামির অভিপ্রায় প্রকাশ, নির্গুণ ঈশ্বরে কর্তৃত্বাদির সমন্বয়, লীলাবতারের প্রয়োজন, ভগবানের প্রতি শাস্ত্র তাৎপর্য্য কথন প্রভৃতি।

(৪র্থ) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, অংশবোধক বাক্যের সমন্বয়, তাঁহার পূর্ণতা, ভগবান স্বামিত্ব যোজনা, অবতার প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্র মাত্রের তাৎপর্য্যতা, অভ্যাস, প্রতিনিধি বাক্য, গতি শাস্ত্রের ভগবানই গতি, মতান্তরের অপবাদ, নাম-মহিমা, গীতাদি শাস্ত্রের গতি, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্র সমন্বয়, অংশ প্রবেশ যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণ রূপের নিত্যতা, দ্বিভুজাদি সত্বেই নিত্যতা, গোলোক নিরূপণ, বৃন্দাবনাদির নিত্যতা, গোলোক বৃন্দাবনের অভেদ, এতৎপক্ষে প্রমাণ বাক্য প্রদর্শন, যাদবগণ ও গোপালগণ তাঁহার নিত্য পরিবার, প্রকট ও অপ্রকট লীলাব্যবস্থা, বিভুত্ব সত্বেই বৃন্দাবনে স্থিতি, দুই প্রকার লীলার সমন্বয়, গোকুল মণ্ডলে তাঁহার প্রকাশাতিশয়, কৃষ্ণমহিষীগণের স্বরূপ শক্তিত্ব, মহিষী অপেক্ষা গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের নাম, গোপীগণের মধ্যে রাধিকার শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি।

(৫ম) ভক্তি সন্দর্ভে—ভগবান ভক্তমাত্রের গম্য বা বোধ্য, নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব নিশ্চয়, অন্বয়

ব্যতিরেক প্রদর্শন দ্বারা তত্ত্ব প্রদর্শন, কৃষ্ণ বহির্মুখের নিন্দা, কৃষ্ণে অনর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞান মার্গ, ভক্তির নিত্যতা, ভক্তির দশবিধ লক্ষণ, তাঁহার সর্ব্বফল দাতৃত্ব, ভক্ত্যাভাসের অপরাধতা, উল্লিখিত ফলের অপ্রাপ্তি বিষয়ে সমাধান, ভগবানের নির্গুণত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, পরমানন্দত্ব কথন, নিষ্কাম ভক্তির প্রশংসা, অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা প্রভেদ, সৎসঙ্গতা, ভগবৎ প্রাপ্তির নিদান, মহত্ত্বের লক্ষণ ও তৎপ্রভেদ, সৎ বিশেষ লক্ষণ, গুর্ব্বাশ্রয় বিবেক, ভক্তিভেদে জ্ঞান-ভেদ, অহংগ্রহ উপাসনা, ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, গুরু সেবা, মহাভাগবৎ প্রসঙ্গ, তৎপরিচর্য্যা, সামান্যতঃ বৈষ্ণব সেবা, শ্রবণাদি জ্ঞানাঙ্গে বিচার, অপরাধ ও অনুরাগ বিচার, ভজনাবিশেষ, সিদ্ধিক্রম ইত্যাদি।

(ষষ্ঠ) প্রীতি সন্দর্ভে—ভগবৎ প্রীতির পুরুষার্থতা, তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরম পুরুষার্থতা, তদ্দ্বারা মুক্তি, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উৎ-ক্রান্ত্যাদি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বর্ণন, মুক্তি অপেক্ষা প্রীতির শ্রেষ্ঠতা, সদ্যোমুক্তি, ও ক্রম মুক্তি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের লক্ষণ, জীবন্মুক্তের লক্ষণ, ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নামান্তর মুক্তি, অন্তর্বাহ্য ভেদে সাক্ষাৎকারের দ্বৈবিধ্য, উৎক্রান্তি ও মুক্তি, সালোক্যাদি মুক্তিভেদ, সামীপ্য

মুক্তির আধিক্যতা, ভক্তির মুক্তি সাধনতা, ভক্তিই উপদেশ্য, উপগতি, সমাধান, ভগবৎ প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ, আবির্ভাব বিশেষ, প্রীতি লক্ষণ, বাক্যের নিষ্কর্ষ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও তাঁহার পূর্ণত্ব, রতি প্রভৃতির লক্ষণ ভেদ, অভিমান ভেদে প্রীতি ও ভক্তি প্রভেদ, ব্রজদেবীগণের শুদ্ধ প্রেমতা, জ্ঞান-ভক্তির ব্যবস্থা, ভক্তির তারতম্য, উৎকর্ষতারতম্য, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদির অনুভব তারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠত্ব, তন্মধ্যে সখীগণের শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে গোপাঙ্গনারা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাধিকা শ্রেষ্ঠা, ভগবৎ প্রীতির রসত্ব স্থাপন, অবলম্বন বিভাব, সন্দেহ নিরাস, উদ্দীপন বিভাব, গুণ কথন, বিরোধিগুণকথন, প্রেম, ধীরোদাত্তাদি-প্রভেদ, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি, ধর্ম্মজ্ঞান লীলার সমাধান, উদ্দীপক দ্রব্য ও কালাদি, প্রকাশলীলার আধিক্য, অনুভাব ও সঞ্চারি ভাব বিচার, রসের পাঞ্চবিধ্য, গৌণ রসের সপ্তকত্ব, রসাভাস, মুখ্যরস, শান্তাখ্য ভক্তিরস, দাস্য ভক্তিরস, প্রশ্রয় ভক্তিরস, বাৎসল্য, মৈত্রী, বল্লভ ভেদ, মদ মানাদি, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, সম্ভোগাত্মক ও মোদাত্মক ভাব বিচার, ভাবভেদ, বিপ্রলম্ভাদি বিভাগ, পূর্ব্বরাগাখ্য বিপ্রলম্ভ

সংভোগ, স্থায়িভাব, প্রেমবৈচিত্তাখ্যসংভোগ, প্রবাসাখ্যসংভোগ, সম্ভোগভেদ, মানাখ্যসংভোগাদি।

গ্রন্থ সংখ্যা।

১ম সন্দর্ভে—৪৭৫, ২য় সন্দর্ভে—২৭৪০, ৩য় সন্দর্ভে—১৭৬৮, ৪র্থ সন্দর্ভে—৪৬২৬, ৫ম সন্দর্ভে—৩১৭৫, ৬ষ্ঠ সন্দর্ভে—৪০০০ শ্লোক।

বাক্য সংখ্যা।

১ম ২৫, ২য় ১২২, ৩য় ১০৯, ৪র্থ ১৯৯, ৫ম ৩৪০, ৬ষ্ঠ ৪২৯।

গোপাল ভট্ট।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম বঙ্কট ভট্ট। শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্মাস্যা করিয়া চারিমাস গোপাল ভট্টের আবাসে অবস্থিতি করেন এবং সেই সময় তাঁহার সহিত অতীব সখ্যতা হওয়াতে তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সতত শ্রীচৈতন্যদেবের মুখকমলনিঃসৃত উপদেশমালা শ্রবণে তাঁহার হৃদয়কন্দরে বৈরাগ্য বীজ সংরোপিত হইল, এবং অচিরকাল মধ্যে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; পথি মধ্যে কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার নিকট শিষ্য

হইয়া যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

গোপাল ভট্ট, রূপ, সনাতন, এবং শ্রীজীব কর্ত্তৃক বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য বিস্তারিত হয়। সনাতন গোবিন্দ দেবের, শ্রীজীব রাধাদামোদরের এবং গোপাল ভট্ট রাধারমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল ভট্ট, ভক্তদাসকে পূজারি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র সন্তানেরা অদ্যাপি রাধারমণ বিগ্রহের সেবায় নিযোজিত আছেন।

গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন গোস্বামীর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করেন। তাঁহার কৃত অন্য কোন গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

ভক্তি বিলাস।—নামান্তর হরিভক্তিবিলাস।—ধর্ম্ম-কার্য্য ব্যবস্থা গ্রন্থ। শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বিংশ বিলাসে গ্রন্থ সমাপ্তি। বিষয়—বৈষ্ণব দিগের যাবৎ কর্ত্তব্যতা অনুষ্ঠান নির্ণয় প্রভৃতি। টীকার নাম দিগ্‌দর্শিনী। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৮০০০ শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য—

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽঞ্জ সালিখন্। আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ সাঙ্গং সমাহৃত্য সমস্ত শাস্ত্রতঃ।

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীনন্দসুন্দরমুকুন্দপদারবিন্দ প্রেমামৃতাব্ধিরস তুন্দিন মানসায় নানার্থবৃন্দমনুসন্দধতে নচস্বং তেষাং পদাব্জ মকরন্দ মধুব্রতঃ স্যাম্। ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তি বিলাসে প্রাসাদিকো নাম বিংশো বিলাসঃ। সমাপ্তোঽয়ং ভক্তিবিলাসঃ।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব ইহাঁকে ভ্রমক্রমে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ স্থির করিয়াছেন, এবং তৎপাঠে সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়েরও এতৎ সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধিত হয় নাই; তথাহি হরিভক্তি বিলাস টীকা—"শ্রীরঘুনাথ দাসো নাম গৌড় কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ।" রঘুনাথ দাস অতীব ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র। "ভক্তমালে" লিখিত আছে ইহাঁর পিতার নবলক্ষের সম্পত্তি ছিল কিন্তু তিনি সমুদায় তুচ্ছ বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কৃপাকণা প্রাপ্তি জন্য অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তথায় চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দাস গোস্বামীকে যৌবনাবস্থায় ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত সন্দর্শনে যাহার পর নাই স্নেহ করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ দাস শেষাবস্থায় বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। তথায় শ্রীরূপ, সনাতন, এবং গোপালভট্টের সঙ্গে বৈরাগ্যাবস্থায় কালাতিপাত করিতেন। চৈতন্য-দেব জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার অন্যান্য ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের ন্যায় ইহাঁর প্রতিও স্নেহের কিছু মাত্র ত্রুটি হইত না। এজন্য দাস গোস্বামীকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের ন্যায় পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যা ও ভক্তির জন্য ইনি আচার্য্যপদবাচ্য হইয়াছেন। রঘুনাথ দাস বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তব রচনা করেন। ষড়-গোস্বামিনামাষ্টকে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর এইরূপ স্তব লিখিত আছে যথা—

> কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনমগ্ন নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী ধীরৌ ধীরজনপ্রিয়ৌ প্রিয় করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভরৌ ভারাবহন্তারবৌ বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।

বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তোত্র।—পদ্যময় গ্রন্থ। রঘুনাথ দাস গোস্বামিকর্ত্তৃক বিরচিত। সংস্কৃত, বসন্ততিলক ও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বহুবিধচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে সংসারতপ্ত ভক্তের বিলাপ। আনু-ষঙ্গিক শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন। শ্লোকসংখ্যা ১০১।

প্রারম্ভ বাক্য—

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতাপুরেঽস্মিন্ পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি।

সমাপ্তি বাক্য—

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি হৃদিনিধায় পাদাম্বুজে
মায়াবত সমর্পিত স্তব স্তনোতু তুষ্ণীম্ মনাক্।
ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীবিলাপ-কুসুমাঞ্জলি স্তব সমাপ্তিঃ॥

মনোশিক্ষা।—শিখরিণী প্রভৃতি চ্ছন্দে নির্ম্মিত উপদেশ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। বিষয়—কৃষ্ণভক্তিরসে মনোমজ্জন করা। গ্রন্থ সংখ্যা ১২ শ্লোক। প্রারম্ভ—

অথ মনোশিক্ষা। গুরোগোষ্ঠে গোষ্ঠাল ইত্যাদি।

কবিকর্ণপূর।

১৫২৪ খৃঃ অঃ নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্যকুলোদ্ভব শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইহাঁর পূর্ব্বনাম পরমানন্দ দাস, তৎপরে চৈতন্যদেব তাঁহার কাব্য রচনার অসীম চাতুর্য্য সন্দর্শনে কবিকর্ণপূর নাম প্রদান করেন। কবিকর্ণপূর-কৃত কাব্য ও নাটক সমুদায় ভক্তি-রস-প্রধান এবং তাহা বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত। ইনি প্রথমে অলঙ্কার-

কৌস্তুভ, তৎপরে চৈতন্যচরিত নামক কাব্য রচনা করেন, কিন্তু আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ রচনা করাতেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তার হইল। ইহার রচনাপ্রণালী অতীব প্রগাঢ় এবং মনোহর। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবিকর্ণপুর।

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে,
রাধিকা-রমণে ঘেরি গোপিকা সকলে,
বাজান মধুর বীণা, রবাব মোচঙ্গ,
কেহবা সঙ্গীতে মগ্না, কেহ করে রঙ্গ,
পেয়ে শ্যামগুণমণি গোকুল রতন,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা মুর্ত্তি সুমোহন।
শ্যামবামে শ্রীরাধিকা (ব্রজের রূপসী)।
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমার শশী ॥
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায়।
মানসের পটে তুমি এই সমুদায় ॥
হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত,
"আনন্দ শ্রীবৃন্দাবন" করিলা রচিত।
গদ্য পদ্য ময় তব চম্পূ মনোহর।
শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর ॥

কবিকর্ণপূর কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। শেষোক্ত নাটকখানি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনু-রূপ এবং ইহার বিষয় রূপগোস্বামীর "করচা" হইতে গৃহীত।

কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায়জীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন।

অলঙ্কার কৌস্তুভ।—অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীকবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—ধ্বনিস্বরূপ ও কাব্যস্বরূপ প্রভৃতি কাব্য গত সাধারণ তত্ত্বনির্ণয়, গুণীভূত ব্যঙ্গাদি নির্ণয়, রসভাবাদি নির্ণয় প্রভৃতি।

চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্তি। গ্রন্থ সংখ্যা অন্যূন ২০০০ শ্লোক। টীকার নাম কিরণ, টীকা-কর্ত্তা গ্রন্থ-কার স্বয়ং।

চৈতন্য চন্দ্রোদয়।—নাটক গ্রন্থ। কবিকর্ণপূরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎসহচরগণের লীলা ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন। ১০ দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ পূর্ণ। ১ম পরিচ্ছেদে—কল্যধর্ম্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে—ভক্তিবৈরাগ্যাভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে—প্রেমমৈত্রী অভি-নয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে—শচীদেব্যভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে—

ভগবন্নিত্যাদির অভিনয়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—মুকুন্দাদ্য-ভিনয়, ৭ম পরিচ্ছেদে—সার্ব্বভৌম রাজাদ্যভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বভৌমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে—কিন্নরাদ্যভিনয়, ১০ ম পরিচ্ছেদে—রাজা রাজমহিষী ঘটিত অভিনয়। পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক বা অভিনয়। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৩০০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

নিধিষু কুমুদ পদ্ম শঙ্খ মুখ্যেম্বরুচিকরো নবভক্তি চন্দ্র-কান্তৈর্ব্বিরচিত কলিকোক শোক শঙ্কু র্ব্বিনয়—তমাংসি হিনস্তু গৌরচন্দ্রঃ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

আকল্পং কবয়স্তু নাম কবয়ো যুষ্মদ্বিলাসাবলীং,
তামেবাভিনয়ন্তু নর্ত্তকগণা শৃণ্বন্তু পশ্যন্তুতাঃ।
সন্তোমৎসরতাং ত্যজন্তু কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা
সন্তু ক্ষৌণিভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্ত্যাপ্রজাঃ পান্তু চ।
ইতি মহামহোৎসবো নাম দশমোঽঙ্কঃ।
সমাপ্ত মিদং চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাম নাটকং।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।—খণ্ডকাব্য। কবি-কর্ণপূর ইহার প্রণেতা। মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ও তাঁহার পারিষদ-বর্গের মহিমা বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ২২৪।

প্রারম্ভ বাক্য—

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবিপুরা সচ্চিতানন্দ সান্দ্র ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

শাকে * * গ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে।

গ্রন্থোয় মারিরভবৎ কথমস্য * *।

ইতি শ্রীকবিকর্ণপূর বিরচিতা শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্তা।

শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকা রচিতা ময়া।

দীপ্যতাং পরমানন্দ সন্দোহোভক্ত বেশ্মনি।

বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা।—সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকবিকর্ণপূর। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ ও তৎ সখীগণের পরিবারাদি বর্ণন। সংখ্যা—অনধিক ৫০০, আরম্ভ—

যে বিশ্রুতাং পরীবারাঃ রাধা মাধবয়োচিহ।

তন্বিয়োগশ্চ লীলাশ্চ তথা পরিকরা দয়ং। ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

কলাবতী রসবতী শ্রীমতীচ সুধামুখী।

বিশখা কৌমুদী মাধ্বী শরদাশ্চাষ্টমীস্মৃতা।

ইতি বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্তা।

আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ।—গদ্য পদ্যময় কাব্য গ্রন্থ। রচয়িতা কবিকর্ণপূর। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা ও শিখরিণী প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণলীলারস বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ৪৫০০ শ্লোক, তদ্ভিন্ন গদ্য প্রায় ১০০ হইবেক। ইহার পরিচ্ছেদের নাম স্তবক।

দ্বাবিংশ স্তবকে গ্রন্থ সমাপ্তি। টীকার নাম সুখবর্দ্ধনী। টীকাকারের নাম শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী। টীকার সংখ্যাও প্রায় গ্রন্থসংখ্যার তুল্য।

আরম্ভ বাক্য—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ যুগলং যস্মিন কুরঙ্গীদৃশাং
বক্ষোজ প্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোঽঙ্গ রাগে স্বতঃ।
কাশ্মীরং তল শোণিমোপরিতনঃ কস্তূরিকা নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তি লহরী নির্ব্ব্যাজমাতন্বতে॥

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ করুণোদিত বাক্‌বিভূতিস্তন্মাত্র জীবনধনস্য পুত্রঃ।
শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতি শুদ্ধ বুদ্ধিশ্চম্পূমিমাং রচিতবান কবিকর্ণপূর॥

বিবেক শতক।—শ্রীগোপাল ভট্টের গুরু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত। মন্দাক্রান্তা এবং শিখরিণী চ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—বৈরাগ্যোদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণভক্তি বর্ণন। শ্লোক সংখ্যা ১০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

দেহঃ প্রাপ্তোবিরস সরসং ক্ষীণ মায়ুর্ম্মমাভুৎ।
স্বল্পা শক্তির্বিষম বিষয়গ্রাহিণী যেন্দ্রিয়াণাম্।
দূরে বৃন্দাবন তটভুবং স্বেদ ভেদ প্রদায়াঃ কিং কুর্ব্বোঽহং * * * *

সমাপ্তি বাক্য—

বংশীনাদ বিমোহিতা হিতাখিল জগজ্জন্তৌ কিশোরাকৃতৌ
শ্রীকৃষ্ণে রতিরস্তু * * * * * *

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতং বিবেক শতকং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থঃ।—প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত। শচীনন্দন গৌরাঙ্গের স্তবগ্রন্থ। শ্লোক-সংখ্যা ১৪৩ এবং দ্বাদশ বিভাগে সম্পূর্ণ।

প্রথম শ্লোক—

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতি বিমর্য্যাদ পরমদ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতি কুমারং রসয়িতুম। বিশুদ্ধ স্বপ্রেমোন্মদ মধুর পীযূষ-লহরীং প্রদাতুং চান্যেভঃ পরপদ নবদ্বীপ প্রকটম্॥

টীকার নাম—রসিকাস্বাদিনী।

শ্রীমদ্ভাগবত।

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং।
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ॥
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং।
মুহরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥
ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীভাগবত অতি আদরণীয় মহাপুরাণ এবং ভক্তি-মার্গের কল্পতরু স্বরূপ। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে স্নানান্তে অতি পবিত্র হৃদয়ে সচন্দন তুলসী পত্রে এই মহদ্গ্রন্থের পূজা করেন এবং পৌরাণিকগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর-সংযোগে কথকতা দ্বারা ধনাঢ্য আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী মহোদয়গণের নিকট হইতে বিপুল বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা ইহার রচনা অতি প্রগাঢ়; সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থ-বোধ হওয়া দুষ্কর; এজন্য কেহ কেহ ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহেন যে পুরাণ সমুহ অতি সরলভাবে রচিত হইয়াছে, সে স্থলে বেদব্যাসের লেখনী কি জন্য এই কঠিন গ্রন্থ প্রসব করিবে ও অন্য পুরাণনিচয়ের রচনার সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, সুতরাং এক জন পৃথক ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কতিপয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন এই গ্রন্থ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকর্ত্তা বোপদেব গোস্বামীকৃত। বোপদেব দেব-

গিরি * নগরাধিপ হেমাদ্রির সভাসদ্ ছিলেন। ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ বর্ণুফ্ ফরাশীশ ভাষায় অনুবাদিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে বোপদেব ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল প্রমাণে ভাগবতকে ঋষি-প্রণীত না বলিলে অবশ্যই প্রাচীন সম্প্রদায়েরা খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু ভাগবত ঋষিপ্রণীত নহে বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাণী ভবানীর সভায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুস্তকালয়ে এতৎ সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম গ্রন্থের নাম "দুর্জ্জনমুখ-চপেটিকা"—এখানি রামাশ্রমকৃত; ইহাতে ভাগবতের প্রাচীনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তক প্রথম গ্রন্থের প্রত্যুত্তর, কাশীনাথ ভট্ট কৃত "দুর্জ্জনমুখমহা-চপেটিকা", ইহাতে ভাগবত আধুনিক গ্রন্থকারের প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তদুত্তরে "দুর্জ্জন-মুখপদ্ম পাদুকা" রচিত হইয়াছিল; ইহাতে গ্রন্থকার বিপক্ষ বর্গকে অত্যন্ত শ্লেষোক্তি করিয়া ভাগবত বেদ-ব্যাস প্রণীত প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম ত্রয়োদশ প্রমাণ দ্বারা ও মিতাক্ষরার টীকাকার বালভট্ট পুরাণ শব্দের সমালোচনায় ভাগবত ঋষিপ্রণীত

* দেওঘর বা দৌলতাবাদ।

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল তর্ক বিতর্ক সত্ত্বেও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগবতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের সুমধুর রসপানে মোহিত হইয়া রূপ, সনাতন, জীব, প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-বৃন্দ বহুবিধ নানারস সমাকীর্ণ নাটক ও চম্পূ প্রণয়ন করত সংস্কৃত সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়া চৈতন্যদেব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবোদ্দীপক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বস্থ কোকিলকণ্ঠ জয়-দেব শ্রীভাগবত পাঠে মোহিত না হইলে কখনই ভাব-সিন্ধু মন্থন করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না। গারুড় পুরাণে লিখিত আছে * যে ভাগ-বত ১৮০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে বেদ বেদান্তের সার অংশ সমুদ্ধৃত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ইহার সুধা পান করিয়াছেন তিনি আর অন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে বিরত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীভাগবতের উৎকৃষ্ট গদ্য অনুবাদ ৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রচারিত

---

* গ্রন্থোঽষ্টাদশ সহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ব বেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত মূল, শ্রীধর স্বামীর টীকা ও অনু-
বাদসহ কেহই প্রচার করেন নাই; সেই অভাব পূর-
ণার্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ভাগবত তত্ত্ব-
বোধিকা সংখ্যাক্রমে প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র।

"গানের সমান আর নাহিক ভজন।"

"Is there a heart that Music cannot melt?"

BEATTIE.

ট

ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র।

শশধরের বিমল রশ্মিজালে বিভূষিত, চতুর্দ্দিক শুভ্রময়। উদ্যানে নানাবিধ প্রসূন প্রস্ফুটিত, চতুর্দ্দিক সৌগন্ধে আমোদিত, স্বভাব যেন রজনীদেবীর সহিত কৌতুক করিতেছেন। উদ্যানে মাধবীলতার বিটপী সম্মুখে ভরতমুনি বীণা বাদন করিয়া সমস্ত স্বভাবের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন; শুনিয়া বনদেবীও বিমোহিতা। এতাদৃশ দৃশ্য কাহার না প্রীতিকর! এমত সময়ে সঙ্গীতের প্রধান অধ্যাপকের নিকট বীণাধ্বনি শুনিয়া কাহার না হৃদয় অপূর্ব্ব রসে গলিয়া যায়। অরফিউসের সঙ্গীতে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হইত, সুতরাং মানব-হৃদয় যদি সঙ্গীতে দ্রব না হয়, তবে সে ব্যক্তিকে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হয়; কাজেই শাস্ত্রকারেরা কহেন—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

প্রাচীনকালে কবি ও গায়ক একব্যক্তি ছিলেন, যিনি কবিতা প্রস্তুত করিতেন তিনিই উহা নানাবিধ স্বরে

গান করিতেন, পরে লিখিবার প্রণালী সৃষ্টি হইলে ঐ সকল কবিতা লিপিবদ্ধ হইল। প্রাচীন ঋষিগণ বৈদিক-সূক্ত প্রণয়নানন্তর গান করিতেন, তাহার মধ্যে সাম-বেদ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎস্বর দ্বারা গেয়। সামগান দ্বিবিধ, গ্রাম্য ও আরণ্যগান। এই সকল গানাদির বিধি ও স্বরাদি নিরূপক প্রাচীন গ্রন্থের নাম নারদীয় শিক্ষা। সামবেদের গান্ধর্ব্ববেদ উপবেদ। উহা ভরত-মুনিকৃত তথাহি প্রস্থান ভেদ :—

গান্ধর্ব্ববেদ শাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতং। তত্রগীতবাদ্য নৃত্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ। নানা মুনি-ভিঃ প্রণীতং তৎসর্ব্বমস্য চ সর্ব্বস্য লৌকিকবৎ প্রয়োজন ভেদোদ্রষ্টব্যঃ।

ভরতের গান্ধর্ব্ববেদ এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু এই গ্রন্থের মতাদি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের সঙ্গীত-শাস্ত্র বেদ-মূলক। ঋষিগণ, দেবতাগণ সকলেই এই সঙ্গীত গান করিতেন। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুদিগের সঙ্গীতশাস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত জনপদের সঙ্গীত বিদ্যা অপেক্ষা প্রাচীন। সামবেদীয় আরণ্য সংহিতার ন্যায় সদ্ভাবব্যঞ্জক মনোহর প্রাচীন সঙ্গীত আর কোন্ জাতির আছে? এক্ষণে সঙ্গীত বিদ্যার যেরূপ হতাদর

হইয়া উঠিয়াছে, আর্যকালে সেরূপ ছিল না। ঋষিগণ সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা স্বশিষ্যবর্গকে অতীব যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন। মহামুনি ভরত সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, তিনি স্বর্গে নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। তৎকৃত নাট্য শাস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আলঙ্কারিকেরা সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। ভরতের পরে সোমেশ্বর, কল্লিনাথ এবং হনুমন্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। ইহাঁদিগের পরস্পরের মত বিভিন্ন। সোমেশ্বর ব্রহ্মার মত, ভরত মত, হনুমন্ত মত, এবং কল্লিনাথ মত, এই চারি মত স্বকৃত রাগবিবোধ গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন। শব্দ-কল্পদ্রুমে লিখিত আছে অধুনা হনুমন্ত মত প্রচলিত। হনুমন্তকৃত গ্রন্থ সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম স্বরাধ্যায়, দ্বিতীয় রাগাধ্যায়, তৃতীয় তালাধ্যায়, চতুর্থ নৃত্যাধ্যায়, পঞ্চম ভাবাধ্যায়, ষষ্ঠ কোকাধ্যায়, সপ্তম হস্তাধ্যায়। এই গ্রন্থ এক্ষণে লোপ হইয়াছে। পূর্ব্বে অসংখ্য সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে শুভঙ্করকৃত সঙ্গীত দামোদর, বীরনারায়ণ কৃত সঙ্গীত নির্ণয়, হরিভট্ট কৃত সঙ্গীতসার, সঙ্গীতার্ণব, সঙ্গীত রত্নাবলী, পুরুষোত্তম কৃত সঙ্গীত নারায়ণ, নারদপঞ্চমসারসংহিতা, শিহ্লন

কৃত রাগ সর্ব্বস্বসার, শার্ঙ্গদেব কৃত সঙ্গীতরত্না-
কর, সিংহভূপালকৃত সঙ্গীত সুধাকর, হরিভট্টকৃত
সঙ্গীতদর্পণ, রাগমালিকা, হরিনারায়ণ কৃত সঙ্গীতসার,
নারদ সংবাদ, নাদপুরাণ, রত্নমালা, সঙ্গীত কৌস্তুভ,
অন্ধুকভট্টকৃত তাণ্ডবতরঙ্গেশ্বর, গীতসিদ্ধান্ত ভাস্কর,
বিশ্ববসুকৃত ধ্বনিমঞ্জরী, রাগার্ণব, প্রভৃতি বহু অনু-
সন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন
খানি সম্পূর্ণ এবং কোন খানি বা খণ্ডিত। ইহার অধি-
কাংশ টীকাবিহীন এবং কোন কোন গ্রন্থ মূর্খ লিপিকর-
দিগের দোষে এতাদৃশ কদর্য্য ভাবে লিখিত হইয়াছে
যে, তাহার মধ্যে দন্তস্ফূট হওয়াও কঠিন, সুতরাং সে
গুলি এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক;
কোন কোন গ্রন্থ রাগ রাগিণীর রূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ,
অন্য সার কথা কিছুই নাই, এবং কোন খানি বা
অলঙ্কার গ্রন্থের ছায়া মাত্র। আমরা বহু অনুসন্ধানের
পর সঙ্গীতদামোদর সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে ভাবিয়া-
ছিলাম যে ইহার মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় গুহ্য
কথা প্রাপ্ত হইব, কিন্তু গ্রন্থ পাঠে এককালে হতাশ হই-
লাম। এখানি এক প্রকার অলঙ্কার গ্রন্থ মাত্র, ইহার
মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। শুভঙ্কর
ইহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

ভাবো হাবানুভাবৌ গতিসময় দশা স্থান দূতী বিভাবাঃ।
স্ত্রী পুংসৌ নাদগীত স্বরগমকগণা মূর্চ্ছনাবর্গতালাঃ।
গ্রামো রাগাঙ্ঘ্রিতাল শ্রুতি সচিবকলা বাদ্য মাত্রাঙ্গহারা।
নৃত্যন্ নির্দোষ গানানভিনয় রসাঃ কৃষ্ণলীলা বহন্তু॥

এ দিকে আড়ম্বর অনেক কিন্তু কাজে কিছুই করেন নাই।

মহর্ষি বাল্মীকির সমকালজন্মা ভরতমুনির পূর্ব্বে সংগীত ছিল বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়ন প্রথা বা উপদেশ কৌশল ছিল না—ইহাও প্রমাণ করা যায়। ভরতের সময় হইতেই সংগীতের গ্রন্থাদি প্রচার ও উপদেশ কৌশল আরম্ভ হয়। ক্রমে সংগীতাচার্য্য অনেক হইলেন, তন্নিবন্ধন অনেক মতভেদও উপস্থিত হইল। ফল, মতভেদের সূত্রপাত ঐ ভরতের সময়েই হইয়াছিল। আর্ষকাল অতীত হইলে, আচার্য্যকালেও অনেক গ্রন্থ, অনেক মত, অনেক রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, অতঃপরেই অর্ব্বাগ্ আচার্য্য—এই কালেও অনেক গ্রন্থ অনেক মত জন্মে। এই অর্ব্বাগাচার্য্য কালের অবসান সময়েই সংগীতদর্পণের জন্ম।

পূর্ব্বের লিখিত সংগীতগ্রন্থের মধ্যে সংগীতদর্পণ অতি প্রাঞ্জল এবং এখানি সঙ্গীতাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে অতি যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা

অন্যান্য সঙ্গীতগ্রন্থ বর্ত্তমান সত্ত্বেও ইহা হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

> প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ মহেশ্বরৌ।
> সংগীত শাস্ত্র সংক্ষেপঃ সারতোঽয়ং ময়োচ্যতে॥
> ভরতাদি মতং সর্ব্বমালোড্যাতিপ্রযত্নতঃ।
> শ্রীমদ্দামোদরাখ্যেণ সজ্জনানন্দ হেতুনা।
> প্রচরদ্রূপ সংগীত সারোদ্ধারোঽভিধীয়তে।
> গীতং______________________

সংগীতদর্পণের এই প্রতিজ্ঞাংশ পাঠে জানা যায় ইহার প্রণয়নকর্ত্তা দামোদর; দামোদরের দ্বারা কোন অভিনব সংগীতের উদয় হয় নাই, গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য কেবল সাধারণের অগোচর সংগীতের সাধারণতঃ শিক্ষা দেওয়া মাত্র।

গীত শব্দে যেমন 'গান' বুঝায়, সংগীত শব্দে আবার অন্য প্রকার বুঝায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই ত্রিতয়কে লক্ষ্য করিয়া সংগীত শব্দটি প্রযুক্ত হয়। যথা—

> গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ঃ সংগীতমুচ্যতে।

এই সংগীত আবার দুই প্রকার। মার্গ সঙ্গীত ও দেশী সংগীত। যথা—

> মার্গদেশী বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতম্।

এই স্থলের মর্ম্ম কি? বুঝি না। কোন্ রীতিতে ঐ দুই প্রকার ভাগ নিষ্পত্তি হইল, তাহাও বুঝি না।

বর্ত্তমান যে কিছু সঙ্গীত ব্যবহার প্রচার আছে, তাহা সব দেশী, তবে আবার “মার্গ সঙ্গীত” কোথায় পাইব? কি দিয়াই বা বুঝিব?

বর্ত্তমান সঙ্গীতাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন “দেবলোকে যাহা গীত হইত, তাহাই মার্গ সঙ্গীত”—এ উপদেশে আমাদের মনস্তুষ্টি হয় না। অনুসন্ধান করিয়া স্বরূপ বিজ্ঞান লাভেও সমর্থ হই না। তবে,

> দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেনচ (৪)
> মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদং।
> ততোদেশস্থয়া রীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জকং।
> দেশে দেশেতু সংগীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।

দর্পণকারের এই মার্গদেশীর লক্ষণ ব্যঞ্জক শ্লোক এবং “মার্গ” এই নাম—এতদুভয় অনুসারে এই প্রতীতি হয় যে, প্রথম প্রচারিত গীতি অর্থাৎ যৎকালে গীত সকল কোন রীতির অনুগত হয় নাই, কেবল ৭টী স্বর মাত্র অবলম্বন করিয়া গান হইত, আর তাল (কাল পরিচ্ছেদক আঘাত) মাত্র প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই মার্গ সঙ্গীত বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। “মার্গ” এই শব্দের সাধারণ অর্থ পথ। যে সঙ্গীত প্রাথমিক—প্রথম স্বরূপ অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিয়া অনন্তর জাত

লোকেরা নানাদেশে নানা রীতিতে নানা প্রকারে বিস্তৃত করিয়া সঙ্গীতকে উন্নত করিয়াছে—ঐ অবলম্বিত বস্তুই মার্গ। ফল, মার্গসঙ্গীত যাহাই হউক, তাহা লইয়া অধিক প্রয়াস প্রকাশ করা অনর্থক। যাহা দেশী তাহারই সাঙ্গোপাঙ্গ বস্তু আমাদের জ্ঞাতব্য ও শ্রোতব্য।

উপরোক্ত শ্লোকের অক্ষরার্থ এই যে,—"দ্রুহিণ মুনি মহাদেবের নিকট যাহা অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ভরত-মুনি যাহা প্রয়োগ. অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে বিস্তৃত ও বিভূষিত করিয়াছেন, সেই মুক্তিপ্রদ সঙ্গীত মার্গ নামে অভিহিত হইল, অনন্তর, দেশ বিশেষের রীত্যনুযায়ী পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া লোকের চিত্তরঞ্জক হইয় দেশে দেশে গীত হইয়াছে—এই নিমিত্ত ইহাকে দেশী নামে উল্লেখ করা হয়।" অপিচ, গীতসিদ্ধান্তভাস্কর নামক গ্রন্থেও অবিকল এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা—

অযুতানিচ ষট্ ত্রিংশৎ সহস্রাণি শতানিচ।
স্বরাণাং তাল যোগেন জ্ঞাতবান্ মুনি সত্তমঃ।
কোটয়ঃ পঞ্চ লক্ষাণি পঞ্চ তদ্বৎসহস্রকং।
রাগিণ্যশ্চাথ রাগাশ্চ শিবকণ্ঠে বসন্ত্যমী।
প্রথমং মার্গরূপেণ প্রাপ্তবন্তো মহর্ষয়ঃ।
দ্রুহিণাদ্যাশ্চ তান্যেব————————

সঙ্গীতের সাধারণ শক্তি অনুরক্তি। যাহাতে অনু-রক্তি জন্মে না, তাহা সঙ্গীত বলিয়া গণ্য হয় না যথা—

গীত বাদিত্র নৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ।

সঙ্গীত শাস্ত্রে অনুরক্তি জন্মিবার ৭টী হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ শারীর ব্যাপার (১), অনন্তর নাদোৎপত্তি (২),তালাদি স্থান (৩),শ্রুতি (৪),শুদ্ধ (অবিকৃত) সপ্তস্বর (৫), বিকৃত দ্বাদশ স্বর (৬),বাদ্যাদি প্রভেদ চতুষ্টয় (৭) যথা—

শারীরং নাদ সম্ভূতিঃ স্থানাদি শ্রুতয় স্তথা।
ততঃ শুদ্ধাঃ স্বরাঃ সপ্ত বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী। (৭)
বাদ্যাদি ভেদাশ্চত্বারো রাগোৎপাদন হেতবঃ।

এই সকল সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে অবশ্য জ্ঞাতব্য সাঙ্গীতিক বস্তু।

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সপ্ত স্বরে পশু ও পক্ষীর অনুকরণ করিতে হইবেক। ষড়্জে ময়ূরের ন্যায়, ঋষভে বৃষের ন্যায়, গান্ধারে অজের ন্যায়, মধ্যমে ক্রৌঞ্চ সদৃশ, পঞ্চমে বাসন্তীয় কোকিলের ন্যায়, ধৈবতে কুঞ্জর, এবং নিষাদে অশ্বের ন্যায়, স্বর অনুকরণ করা বিধেয়। যথা—

ষড়জ রৌতি ময়রস্ত গাবোনর্দ্দন্তি চর্ষভং
অজো রৌতিতু গান্ধারং ক্রৌঞ্চঃ কণতি মধ্যমং॥
পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলা রৌতি পঞ্চমং।
ধৈবতং কুঞ্জরো রৌতি নিষাদং হ্রেষতে হয়ঃ॥

এই সপ্তস্বর। এই স্বর শ্রুতিমূলক এবং ইহা হইতে

সপ্তস্বরের আদ্যাক্ষর স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, ইহাতে স্বরালাপ হইয়া থাকে। যথা—

শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরা ষড়্জর্ষভ গান্ধার মধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চাপি নিষাদ ইতি সপ্তবে।
তেষাং সংসরিগমপধনিত্য পরামতা।

নাদ হইতে শ্রুতি, এবং শ্রুতি হইতে ষড়্জাদি সপ্ত স্বরের সৃষ্টি। যদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা যায় তাহাকেই রাগ বলে যথা—

যস্য শ্রবণ মাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ
সর্ব্বায রঞ্জনাদ্ধেতো স্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ।

ঋষিগণ স্বর সাধন করিয়া নিরবয়বের নানারূপ প্রদান করিলেন, সে গুলি একটি একটি রাগ রাগিণী হইল। ইহাতে তাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে; দার্শনিক ঋষিগণ পদার্থ স্থির করিয়া তাহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণ কেবল চিন্তার কৌশলে অবয়ব বিহীন স্বর লইয়া নানা রাগের মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের দার্শনিক আচার্য্যগণাপেক্ষাও ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। ভরত এবং হনুমন্ত মতে ছয় রাগ, যথা ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘ। ইহার অন্তর্গত পাঁচটী করিয়া

রাগিণী প্রত্যেকের প্রণয়িনী। কল্লিনাথ এবং সোমেশ্বর মতে এই ছয় রাগ যথা—

শ্রীরাগো বসন্তস্য পঞ্চমো ভৈরব স্তথা।
মেঘ রাগস্তু বিজ্ঞেয়ো যষ্ঠো নট নারায়ণঃ।

এই ছয় রাগের অন্তর্গত রাগিণ্যাদি যথা—

—গৌরী কোলাহলংধারী দ্রাবিড়ী মালব কোশিকা।
যষ্ঠোস্যাদ্দেব গান্ধারী শ্রীরাগাচ বিনির্ম্মিতা।
আন্দোলী কৌশিকী চৈব তথাচ পট্টমঞ্জরী।
গুণকরী চৈব দেশাখ্যা রামকরীচ বসন্তজা॥
ত্রিগুণা স্তং ভতীর্থীচ আভেরী কুকুভাতথা।
বিয়রাড়ী তথা চেরী যড়েতে পঞ্চমেমতাঃ।
ভৈরবী গুজ্জরী চৈব ভাষা বেলায়লী তথা।
কর্ণাটী রক্ত হংসাচ যড়েতে ভৈরবে মতাঃ॥
বঙ্গুলা মধুরা চৈব কামোদা চোথ সাটিকা।
দেবগিরি চ দেবালা যড়েতে মেঘ রাগজাঃ॥
ত্রোটকী মোটকী চৈব ডুম্বিনট্ট বিরাটিকা।
মল্লারী সৈন্ধবী চৈব এতা নট নারায়ণে॥

এই সকল রাগ, রাগিণী; ইহা হইতে নানাবিধ উপরাগ সৃষ্ট হইয়াছে। আদিমকাল কবিতার সময়, বেদে বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যের রূপ কল্পিত হইয়া স্তোত্র রচিত হইল—সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে হৃদয় আকর্ষিত হইল, সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণের আনন্দের সীমা রহিল

না—কবিত্বের বিমল তরঙ্গে হৃদয় ভাবে গদ্‌গদ, তখন নানারাগ রাগিণীর রূপ কল্পিত হইতে লাগিল, কোন রাগ বা বীরবেশধারী কোন রাগিণী বা মনোহর লাবণ্যবতী। সঙ্গীত তরঙ্গে মেঘের রূপ বর্ণন—

মেঘ রাগ অতি বীর্য্যবন্ত শ্যাম অঙ্গ।
ব্রহ্মার মস্তকে জন্ম রূপেতে অনঙ্গ॥
জটা জূট জড়াইয়া উষ্ণীষ বন্ধন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ॥

তথাহি পটমঞ্জরীর ধ্যান—

—সখীকলাপৈঃ পরিহাসামানা
বিয়োগিনী কান্ত বিয়োগদেহা।
পীনস্তনী চৈব ধরা প্রসুপ্তা
শ্যামা সুকেশী পটমঞ্জরীয়ং।

এই সকল রাগিণ্যাদি গান করিবার সময় নিরূপিত আছে এবং কোন রাগ আনন্দোৎসবে, বা কোন রাগ শোক সময়ে কোন রাগ বা বীরোৎসবে, গান করা বিধেয়। এসকল বিষয় কল্পনাসম্ভূত। রাগ ত্রিবিধ ওড়ব, খাড়ব, সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ওড়ব রাগ পাচঁ, খাড়বে ছয়, এবং সম্পূর্ণ রাগে সপ্তস্বর লাগে। হিন্দোল, মালকোষ প্রভৃতি ওড়ব; মেঘ, পুরিয়া, প্রভৃতি খাড়ব; ভৈরব, শ্রী,

পঞ্চম, প্রভৃতি সম্পূর্ণ রাগ। এই রাগ পুনরায় শুদ্ধ, সালঙ্ক, এবং সঙ্কীর্ণ এই তিন শ্রেণীভুক্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে কোন রাগের ছায়া লাগে না, যথা কানাড়া, মল্লারী প্রভৃতি ; সালঙ্ক যাহাতে কোন রাগের আভা লাগে, যথা ললিত, ধনাশ্রী প্রভৃতি ; সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ দুই, তিন, বা তাহা হইতেও অধিক রাগে নির্ম্মিত, ইহাকে মিশ্র রাগ কহে, যথা—মঙ্গল, বিহঙ্গ বিহাগ, প্রভৃতি। রাগ রাগিণী অসংখ্য। তাহা একজন গায়কের জানিবার সম্ভাবনা নাই। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় পূর্ণিমায় রাস লীলার সময় ষোড়শ সহস্র রাগের উৎপত্তি হয়। আর্ষকালেও অনেক সঙ্কীর্ণ রাগের সৃষ্টি হয়। ভরত মুনি রাজহংস, হনুমন্ত মঙ্গলাষ্টক নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করেন, এমন কি স্বয়ং মহাদেব শঙ্কর বিজয়, এবং মহাবীর কর্ণ মধু মিথুন নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন ; এতদ্ভিন্ন কলহংস, গান্ধারী, গোপীকামোদী, জয়াবতী, মনোহর, প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক সংকীর্ণ রাগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাগ রাগিণীর সৃষ্টির পরে ঋষিগণ তাল ও লয় যুক্ত সঙ্গীতের সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্ব কালের রাসক, বীর শৃঙ্গার, চতুরঙ্গ, সরভ লীল, সূর্য্যপ্রকাশ, তৌর্য্যত্রিকাদি,

চন্দ্রকপ্রকাশ, রণরঙ্গ, নন্দন, নবরত্নপ্রবন্ধ প্রভৃতি কয়েক বিধ সঙ্গীত প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কতিপয় তাল যথা—

অতোপি কথিতাঃসন্তি দেশীতালা বিশেষতঃ
প্রসিদ্ধ লক্ষমার্গেষু কথ্যন্তে তেন বিস্তরাৎ।

চিত্র তাল (১) কন্দুকশ্চ (২) ইড়বান্ (৩) সন্নিপাতকঃ (৪)। ব্রহ্মতাল (৫) শ্চতুস্তালঃ (৬) কুম্ভতাল (৭) স্তথৈবচ। লক্ষ্মীতাল (৮) শ্চার্জুনশ্চ (৯) কুম্ভ নাভি (১০) রতঃপরং। সন্নিশ্চাপি (১১) মহাসন্নি (১২) র্যতিশেখর (১৩) সংজ্ঞকং। কল্যাণ (১৪) পঞ্চ ঘাতৌচ (১৫) চন্দ্র তালো (১৬) দ্রুতালিকা (১৭)। জগতো (১৮) মল্লক শ্চৈব (১৯) কতালী (২০) পরিকীর্ত্তিতা ইত্যাদি। তাললয় স্বর সংযোগে সঙ্গীত শুনিতে অতীব মধুর, সুতরাং ইহা ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইল। এই সঙ্গেই নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্রের সৃষ্টি।

সচরাচর বাদ্য চারিজাতি। তত (১), সুষির (২), অবনদ্ধ (৩), ঘন (৪)। তন্মধ্যে—তন্ত্রী অর্থাৎ তার ঘটিত বাদ্য প্রথম জাতি (বীণা প্রভৃতি)। বংশ বা তৎসদৃশ কোন অন্তশ্ছিদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র বাদ্য দ্বিতীয় জাতি। চর্ম্মাবনদ্ধ যন্ত্র বাদ্য (ঢাক, ঢোল, পাকওয়াজ প্রভৃতি) তৃতীয়। চতুর্থ—কাংস্য বা অন্য কোন লৌহময়

যন্ত্রবাদ্য। যথা—ঘণ্টা, নূপুর, মন্দিরা, করতাল, ইত্যাদি।*

তত জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বীণা অতি উৎকৃষ্ট এবং পুরাকালের অতি প্রসিদ্ধ। বীণাও আবার দুই প্রকার, স্বরবীণা ও শ্রুতিবীণা।†

একতন্ত্রী (একতারা) স্বর মণ্ডল (সারঙ্গ) আলাপিনী (আঘাটী নামে পশ্চিমে প্রসিদ্ধ), কিন্নরী, ইহা দুই প্রকার—লম্বী ও বৃহতী। বৃহৎ কিন্নরী তিন তুম্বী দ্বারা নির্ম্মিত হয়। পিনাক [ইহাও এক তুম্ব ঘটিত—অশ্ব-পুচ্ছ লোমের ধনুকাকার যষ্টি দ্বারা বাদিত হয়] ইত্যাদি নানা প্রকার বীণা জাতীয় বাদ্য আছে। তন্মধ্যে এক তন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রী, পঞ্চতন্ত্রী, সপ্ততন্ত্রী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।‡

* চতুর্ব্বিধং তৎকথিতং ততং সুষির মেবচ। অবনদ্ধং ঘনঞ্চেতি ততং তন্ত্রী গতং ভবেৎ। বীণাদি সুষীরং বংশ কাহলাদি প্রকীর্ত্তিতং। চর্ম্মাবনদ্ধ বদনং বাদ্যতে পটহাদিকম্। অবনদ্ধঞ্চ তৎপ্রোক্তং কাংস্য তালাদিকং ঘনম্।—সঙ্গীত দর্পণ।

† বীণাতু দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্রুতিস্বর বিশেষণাৎ শ্রুতি বীণা পুরা প্রোক্তা—সঙ্গীত দর্পণ।

‡ "একতন্ত্রী ত্রিতন্ত্র্যাদ্যা—" "আলাপনী কিন্নরীচ পিণাকী সংজ্ঞকাপরা। তন্ত্রীভিঃ সপ্তভিঃ কাপি দৃশ্যতে পরিবাদিনী।" —"এবৈব কীর্ত্যতে লোকে স্বরমণ্ডল সংজ্ঞয়া" "—আলাপিন্যেক তুম্বীস্যাৎ—" "আঘাটী সংজ্ঞয়া লোকে আলাপিন্যেব কীর্ত্যতে—" "কিন্নরী দ্বিবিধা প্রোক্তা লম্বীচ বৃহতীচ সা—"।

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শততন্ত্র-সংযুক্ত বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এই বীণার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বীণার নির্ম্মাণ বিষয়ে অঙ্গুলি, অঙ্গুলি স্থান প্রমাণ, দণ্ড, তন্ত্র, তুম্বী পরিমাণ, তুম্বীর অভ্যন্তরাবকাশ ধারণ, হস্ত ব্যাপার প্রভৃতি সকলই বিশেষ বিশেষ গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ কার্য্যকুশলী ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। *

বীণা মাত্রেই দুইটী তুম্ব দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কেবল কিন্নরী বীণার তিন তুম্বী। ঐ তুম্বীত্রয় তির্য্যক্ ভাবে যোজিত হয়। †

লৌহ অথবা কাংস্য দ্বারা নির্ম্মিত সারিকা (পর্দা) সকল কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত করিয়া বীণাদণ্ডের পৃষ্ঠভাগে যোজিত হইয়া থাকে। সারিকা যোজনা সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ স্বর অনুসারে চতুর্দ্দশ সংখ্যক, ক্রমে স্বর স্থানে হইয়া থাকে, পরন্তু স্বর গ্রামের

---

* অঙ্গুল্যাদি প্রমাণন্তু বীণা দণ্ডাদি বাদনং [নির্ম্মিতং] তন্ত্রী ককুভ তুম্ব্যাদি লক্ষণং ধারণং তথা। তদ্বদন্যেচ ব্যাপারা বাম দক্ষিণ হস্তয়োঃ—ইত্যাদি।—সঙ্গীত দর্পণ।

† তুম্বানাং ত্রিতয়ঞ্চাত্র তীর্য্যক্ যোজ্যং। [ঐ]

আধিক্য ইচ্ছা থাকিলে ২১ সংখ্যা করিতে হয়, ততোধিক অনাবশ্যক। *

বীণাদণ্ড, রক্ত চন্দন কাষ্ঠে উত্তম হয়, নচেৎ লঘু—কঠিন এমন কোন কাষ্ঠেও নির্ব্বাহ হইতে পারে। †

সুষীর জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বংশীই উত্তম। বংশী নির্ম্মাণের উপাদান নানাবিধ। বেণু (বাঁশ), খদির কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠ, লৌহ, কাংস্য, রৌপ্য, কাঞ্চন প্রভৃতি উত্তম উপাদান। ‡

বংশী যে কোন উপাদানে নির্ম্মিত হউক না কেন, সকল বংশী বর্ত্তুল (গোল) সরল (সোজা) গ্রন্থিভেদ, এবং ছিদ্রহীন হওয়া আবশ্যক। §

তাদৃশ বংশদণ্ডের শিরঃস্থানে ৩ বা ৪ অঙ্গুলি স্থান ত্যাগ করিয়া একটি রন্ধ্র করিতে হয়—[একটি ফুৎকার রন্ধ্র—ইহা এক অঙ্গুলি অগ্রভাগ পরিমিত] অনন্তর অঙ্গুলির দ্বারা চাপা যাইতে পারে এরূপ

---

* লৌহ কাংসময়া যদ্বা কর্ত্তব্যা সারিকাখ্যয়া '——দণ্ড পৃষ্ঠে চতুর্দ্দশ। চতুর্দ্দশ স্বর স্থানে সারিকাস্তা নিবেশয়েৎ—সঙ্গীত দর্পণ।

† রক্ত চন্দনজান্ সর্ব্বান্ বীণা দণ্ডান্ পরে জগুঃ——লঘু কাঠিন্য যুক্তেন—সঙ্গীত দর্পণ।

‡—বৈনবোদণ্ডঃ খাদিরশ্চন্দনোঽথবা। আয়াসঃ কাংস্যজো রৌপ্যঃ কাঞ্চনোপ্যথবা ভবেৎ। [ঐ]

§ বর্ত্তুলঃ সরলঃ শ্লক্ষ্ণো গ্রন্থিভেদ ব্রণাঙ্কিতঃ। [ঐ]।

করিয়া অৰ্দ্ধ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর অন্য সপ্ত রন্ধ্র করিতে হয়। তদ্দারা স্বর সকলের রূপ প্রকাশ পায়। [স্বর বিন্যাস প্রকার শিক্ষকের নিকট শিখিতে হয়।] *

বংশী, সাধারণতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। পরন্তু ১৮, পর, ১৪ অঙ্গুল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।† তাম্রাদি ধাতুতে কাহল নামক বংশী উত্তম হয়। কাহলের অবয়ব ধুস্তূর কুসুমের ন্যায়। বোধ হয় ইহাই শানাই বা টোটা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বংশীর আকার প্রকার গঠন প্রণালী নানাপ্রকার। পরন্তু আকার প্রকার গঠন ও শব্দাদির তারতম্য নিবন্ধন নামেরও তারতম্য অর্থাৎ নানাবিধ নাম।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। সোমেশ্বর কৃত রাগবিবোধ মধ্যে স্বরলিপির প্রণালী পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। আর্ষকালে এবং অর্ব্বাগাচার্য্যদিগের সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে সমালোচিত হইল। এ

---

* ত্যক্ত্বাত্রিচতুরঙ্গুলানি শিরঃন্দলাৎ। ত্যক্ত্বা ফুৎকার বন্ত্রন্তু কাষ্ঠ মঙ্গুল সম্মিতং। অর্দ্ধাঙ্গুলান্তর রাণিস্থ্য রন্ধ্রা ন্যন্যানি সপ্তচ * * * তেষুচ স্বর বিন্যাস প্রকারো বাদনস্যচ। ভেদাশ্চ সর্ব্বমেবৈতৎ বিজ্ঞেয়ং গ্রন্থ লোকতঃ ;—সঙ্গীত দর্পণ।

† অষ্টাদশাঙ্গুলো।......একৈকাঙ্গুলি বর্দ্ধিত। বংশীশ্চতুর্দ্দশান্তস্য —সঙ্গীত দর্পণ।

প্রবন্ধে নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না; তৎসম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে।

মুসলমানেরা হিন্দুদিগের যেরূপ অন্যান্য কীর্ত্তি-কলাপ ধ্বংস করিয়াছিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে সেমত দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই; এমন কি ইহাঁরা যদি সংগীতের চর্চ্চা না রাখিতেন তাহা হইলে একালের মধ্যে সংগীতবিদ্যা একবারে লোপ হইত। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা যে সংগীতের আলোচনা করেন তাহা এক প্রকার সাধারণ সংগীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আর্য্যদিগের সংগীত শিক্ষা করিয়াই বিখ্যাত হইয়াছেন। মৃজাজান "তোফ্‌তুলহেন্দ" নামক একখানি বিবিধ বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, ইহার মধ্যে এক পরিচ্ছেদে হনুমন্ত সঙ্গীতের জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে; তাহার স্বরাধ্যায়ে স্বর, শ্রুতি, মূর্চ্ছনার বিষয়, রাগাধ্যায়ে রাগ রাগিণী বর্ণন, তালাধ্যায়ে তাল, লয়ের প্রকরণাদি। এই গ্রন্থ যবন গায়কেরা অত্যন্ত মান্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঠান নৃপতি গায়েশউদ্দীন বালবীনের রাজ্যকালে পারস্য-দেশীয় কবি আমীর খসরু সঙ্গীতবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছিলেন। আমীর খসরুর সহিত গোপাল

নায়কের সঙ্গীত বিষয়ের বিতণ্ডা হয়, ইহাতে বাদসাহের বিচারে উভয়েই সমতুল্য স্থির হইয়াছিল। আমীর খসরু কচ্ছপবীণা বা সেতারের সৃষ্টি করেন। ইহাভিন্ন ইহাঁদ্বারা কতিপয় রাগের সৃষ্টি হয়। ইনি পারস্থ রাগের সহিত সংস্কৃত রাগ মিশ্রিত করিয়া ইমন কল্যাণ, পারস্থ এরাক রাগের সহ তোড়ী মিশ্রিত করিয়া মোহিয়র, ইহা ভিন্ন সাজগিরি, সেফর্দ্দা প্রভৃতি, পারস্থ রাগযোগে সৃষ্টি করেন। এ সময় গোপাল নায়ক কর্ত্তৃক ও কতিপয় রাগ সৃষ্টি হয়। আকবর বাদসাহের সময় সঙ্গীত বিছ্যার যাহার পর নাই উন্নতি হইয়াছিল।

আবুল ফজলকৃত "আইন আকবরীতে" লিখিত আছে তিনি গায়কগণকে গোয়ালিয়র, মসাড, টব্রিশ, কাশ্মীর, এবং ট্রানসক্সিয়ানা হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের গায়কগণ তথাকার শাসনকর্ত্তা জৈনলউদ্দীন ইরাণী এবং তুরাণী যে সকল গায়ক স্ব অধীনে রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়র বহুকাল হইতে সঙ্গীতের আকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা মান তুনায়র তথাকার সঙ্গীত বিছ্যার উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রাজসভায় বিখ্যাত নায়ক বক্সু উপস্থিত ছিলেন। আমরা ব্লকমান সাহেব দ্বারা অনুবাদিত আইন

আক্‌বরী হইতে আক্‌বরের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ গায়ক-গণের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

গোয়ালিয়র নিবাসী মিঞা তানসেন গায়কমণ্ড-লীর শিরোরত্ন স্বরূপ। ইনি হরিদাস স্বামীর ছাত্র। তানসেনের ন্যায় অদ্বিতীয় গায়ক ভারতবর্ষে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। রামচাঁদ ইহার সঙ্গীতে মোহিত হইয়া এক কোটী মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম সুর বহু অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াও তাঁহাকে আশ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। তান-সেনের এক পুত্রের নাম তান তরঙ্গ। "পাদসা-নামাতে" তাঁহার বিলাস নামক অপর পুত্রের উল্লেখ আছে। ইহাঁরা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন।

বাবা রামদাস গোয়ালিয়র নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক ইনি প্রায় তানসেনের সমকক্ষ। বাদাওনি কহেন ইনি ইস্‌লামসার রাজসভা হইতে লক্ষ্ণৌতে বৈরাম খাঁর নিকট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৈরাম খাঁর কোষাগার অর্থশূন্য সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাকে একবার লক্ষমুদ্রা পারি-তোষিক প্রদান করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা সুরদাস ইহাঁর পুত্র, তাঁহারা উভয়েই আক্‌বরের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

সোভন খাঁ, সৃগ্গন খাঁ, মিয়ান চাঁদ, বিকিতর খাঁ, মহম্মদ খাঁ, রাজ বাহাদুর, বীর মণ্ডল খাঁ, চাঁদ খাঁ, প্রভৃতি আক্‌বরের প্রসিদ্ধ পার্ষদ। ইহাঁরা সকলেই সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী।

"তোজুক," এবং "ইক্‌বাল নামায়" লিখিত আছে জাহাঙ্গীর বাদসাহের ছত্তর খাঁ, পারউইজদাদ, খরামদাদ, মক্ষু এবং হামজা নামক কতিপয় সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। সাজাহানের রাজসভায় জগন্নাথ নামক হিন্দু গায়ক "কব্‌রাই" খ্যাত হয়েন এবং দিরাং খাঁ ও লাল খাঁ, "গুণ সমুদ্র" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা বাদসাহ জগন্নাথ ও দিরাং খাঁকে তুলাদণ্ডে রজত মুদ্রাসহ পরিমাণ করিয়া উভয়কেই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

মুসলমানেরা ধ্রুপদ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, চতুরঙ্গ, খেয়াল, টপ্পা গান করিতেন এবং সে সময় চৌতাল, ধামার, তেওরা, ঝাঁপতাল, রূপক, সুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মযোগ, লক্ষ্মীতাল, দোবাহার, সাত্তিতাল, রাসতাল, খামসাতাল, বীরপঞ্চ, মোহনতাল, ঢিমাতেতালা, পটতাল, মধ্যমান, একতালা, আড়া, তেহট, সওয়ারী, প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। সংগীত সকল গওরহার, নওহার, খাণ্ডার, ডাগর, এই চারি বাণীতে গেয়।

মুসলমানেরা কতিপয় সুমধুর যন্ত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাঁরা রুদ্র বীণার পরিবর্ত্তে রবাব, সরস্বতী বীণার পরিবর্ত্তে শরদ, ইহা ভিন্ন সুর বাহার, সারঙ্গ, সপ্তস্বরা, কানুন প্রভৃতি সুমধুর যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। মুসলমানেরা সংগীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তৌর্য্যত্রিক আমোদ পৃথিবীর সার স্থির করিলেন। নৃপতিগণের রাজকার্য্য বিরক্তিজনক বোধ হইতে লাগিল এবং ক্রমেই বিদেশীয় শত্রুগণ নগরতোরণ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, কিছুতেই তানভঙ্গ হইল না এবং বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরহস্তগত হইল। হিন্দুনৃপতিগণ যবনদিগের বহুদিবসাবধি নির্যাতন সহ্য করিয়া, স্বাধীন হইবার মানসে সকল বিদ্যা পরিত্যাগ করত যুদ্ধবিদ্যা সর্ব্বাদরণীয় বোধ করিলেন। এ সময় সঙ্গীত, সাহিত্য কিছুরই আদর রহিল না। সকলেই বীররসে উন্মত্ত, কে সঙ্গীত শুনিবে এবং কেই বা কাব্য পড়িবে। যাঁহারা সে সময় কাব্য ও সংগীতের আদর করিতেন, তাঁহারা কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং সংগীতের আদর ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। যাঁহারা সংগীতব্যবসায়ী তাঁহারা অল্প শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ্" হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহার পরে

ইংরাজদিগের রাজ্য—বঙ্গদেশে সমাজের বিপ্লব উপস্থিত। এ সময় কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি নানাপ্রকার গান প্রচলিত হওয়াতে বিশুদ্ধ সংগীত প্রণালী ক্রমেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিল। অধিকাংশ লোক অর্দ্ধ শিক্ষিত, সমাজ নানা কুসংস্কারে আবৃত, কাজেই কুরীতি সুরীতি হইয়া উঠিল; কালাবাতি গান লোকের ভাল লাগিল না, "কবির" আদর বৃদ্ধি হইল। ইহার পরে ইংরাজীবিদ্যা উত্তমরূপ অধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে বাঙ্গালিগণ সুসভ্য হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেশীয় বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ তাঁহাদিগের নিতান্ত ঘৃণাকর বোধ হইল। এখন সংগীত নিতান্ত প্রভাহীন এবং অসহায়। যাঁহারা সংগীত আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহারা বিদ্যাহীন মূর্খ, এবং অহরহ মাদক সেবনে অনুরক্ত, ইহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ!" এ সকল লোককে সাধারণে "আতাই" কহে, এই শ্রেণী সংগীতের পরম শত্রু। বঙ্গদেশেই "আতাই" অধিক, এ জন্য এখানকার সঙ্গীত ক্রমেই বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। নায়কদিগের সংগীতে পশু পক্ষীও বিমোহিত হইত, ইহাঁদিগের গানে বানরেও হাস্য করে! একালে সংগীতের অবস্থা অতীব শোচনীয়,—চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজী

ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ "নেটিভ মিউসিক্" বলিয়া সংগীতের আদর করিলেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজগণ যাঁহারা আর্য্যদিগের শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত, তাঁহারা আমাদিগের সংগীতের নিন্দা করা দূরে থাকুক, ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তবে ক্লার্ক সাহে-বের কথা স্বতন্ত্র, তিনি ভারতবর্ষের কিছুই জানেন না; নাবিকদিগের "শারিগান" শুনিয়া প্রকৃত সংগীত মনে করেন, তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ সংগীতের প্রশংসা প্রত্যাশা করা বৃথা। ইহাতে. আমাদিগের ইয়ুরোপীয় সংগীতের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। ইয়ুরোপীয় সং-গীতের সুস্বরানুক্রমতা এবং স্বরৈকতা প্রশংসনীয়, তথাপি তাহার আমাদিগের মূর্চ্ছনা, কৃন্তনাদিযুক্ত সংগীতের সহিত তুলনা হয় না। ইয়ুরোপীয়গণ Harmony অর্থাৎ স্বরৈকতার ঔৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত, তাঁহাদিগের সংগীতে ইহা ভিন্ন আর কিছুই মধুর নহে। আমাদিগের উদারা, মুদারা, তারা, সপ্তকের ন্যায় ইয়ুরোপীয়গণের Bass, Tenor, Soprano তিন সপ্তক এবং আমাদিগের সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, ন্যায় তাঁহাদিগেরও ডো, রি, মি, ফা, সল, লা, সি, সপ্তসুর আছে। কিন্তু সুরসাধনপ্রণালী আমা-দিগের সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। আমরা "ইতালীয়

অপেরায়” বিবিধযন্ত্র সহযোগে মধুরকণ্ঠ সিগনোরা বোসেসিও এবং রিবল্‌ডীর সংগীত, তথা প্রোফেশর হেলর এবং জনসনের পিয়ানোবাদন শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য পুলকিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কিয়ৎকালের জন্য মাত্র, অবশেষে তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই না থাকায় বরং বিরক্তি বোধ হইয়াছিল। আমাদিগের সংগীত সেরূপ নহে, একটি রাগিণী অনেকক্ষণ শুনা হইল তাহার পরেই আর এক একটি সময়োচিত নূতন নূতন রাগ গান হওয়াতে শ্রোতার ক্রমেই হর্ষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ কথায় যদি কেহ বলেন আমাদিগেরও অধিকাংশ রাগ, রাগিণী প্রায় একপ্রকার, কানাড়ার পরে বাগিশ্রী, মুলতানের পরে ভীমপলাশ, সোহিনীর পর পরজ, ভৈরবের পর রামকেলী ইত্যাদি প্রায় একপ্রকার বোধ হয়; এমন কি কোন কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নই বোধ হয় না। যাঁহারা সংগীত শাস্ত্রে অজ্ঞ, তাঁহারা এ কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সংগীত কিছু বুঝেন তাঁহারাও উল্লিখিত রাগিণীনিচয়ের পরস্পরের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। আমাদিগের সংগীতবিদ্যা বড় কঠিন। না বুঝিয়া নিন্দা করিলে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিব না। এই সংগীতে সপ্তসুর,

তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি তাহাতে নানাবিধ রাগ রাগিণী সহ, তাললয় স্বর-সংযোগে গান করিলে, মনোমধ্যে অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়।

আর্য্যজাতীয় সংগীতবিদ্যা ক্রমে বঙ্গদেশে শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া সহৃদয় মাত্রেই দুঃখিত ছিলেন। এক্ষণে কৃতবিদ্যগণ পুনরায় সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। ইহার আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে সংগীত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, একখানি মাসিকপত্র কেবল সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত, এতদ্ব্যতীত সংগীত শিক্ষো-পযোগী কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত সংগীতসার প্রথম গ্রন্থ, ইহার পূর্ব্বে বহুকাল হইল পদ্যে মৃত কবি রাধামোহন সেন "সংগীত তরঙ্গ" প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ও পারস্য গ্রন্থ হইতে সংগীত সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির কবিতাগুলিও সুমধুর এবং অনেকগুলি সদ্ভাবপূর্ণ গীতও আছে, কিন্তু উহা সংগীত শিক্ষার উপযোগী হয় নাই। "সংগীতসার" অভিনব প্রণালীতে সঙ্কলিত,

প্রথমে সংগীত সম্বন্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য বিবরণ, তৎপরে নানা রাগ রাগিণীর স্বরলিপি, তাহাতে তিন সপ্তকের মধ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া এক একটী রাগিণীর সারিগম লিখিত আছে। ইহাতে সহজে কণ্ঠে ও যন্ত্রে রাগাদি শিক্ষা করা যাইতে পারে। প্রথম শিক্ষার জন্য গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবেক। আমরা গোস্বামী মহাশয়কে রাগালাপের একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করি, তাহা প্রকাশ হইলে সকলেই সাদরে এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামক সেতারশিক্ষার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহাতে সেতার শিক্ষার বহুবিধ প্রণালীর স্বরলিপি আছে। সংগীতপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সেতারশিক্ষা" একখানি অভিনব গ্রন্থ। এখানি ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে সঙ্কলিত। স্বরলিপির " গৎ " সমূহ, হার্মোনিয়ম ও " পিয়ানো " যন্ত্রে অতি সহজে বাজাইতে পারা যায়। কৃষ্ণধন বাবু ইয়ুরোপীয় সংগীত যে উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই গ্রন্থের তালাধ্যায় অতি বিশদ হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজে প্রচলিত তালগুলি শিক্ষা করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত সংগীতরত্নাকর নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানিও সংগীত শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ।

আজি কালি কলিকাতায় ঐকতান বাদনের অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ সংগীতবিদ্যার কোন উন্নতি হইতেছে না, তবে অল্প-ক্ষণ সিন্ধু, কাফী, খাম্বাজ ও মিশ্র সামান্য রাগিণীর "গান ভাঙ্গা গৎ" অর্থাৎ কোন প্রচলিত গানের সুরে "গৎ" নানা যন্ত্র সহযোগে শুনিতে ভাল লাগে মাত্র।

প্রথমে পাথুরিয়াঘাটার নাট্যামোদী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সংগীত পাঠশালা সংস্থাপিত হয়, তৎপরে কিয়ৎকালের মধ্যে কয়েকটী তাহার শাখা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া অতীব সুখী হইলাম। এই সংবাদে সংগীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই আমাদিগের ন্যায় সুখী হইবেন। এ সময় সংগীতের উন্নতি করিতে যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু কেহ কেহ সাময়িক পত্রে সংগীত শাস্ত্রের তর্ক করিবার ভাণ করিয়া কোন সম্প্রদায় বা কোন মান্য ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত

পরিতাপিত হইতেছি। এতাদৃশ ব্যবহার কখনই প্রশংসনীয় নহে, এ উদ্যমের সময়—প্রকৃত বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট।

সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

আমি বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখিয়া পরে বান্ধবগণের অনুরোধে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ প্রস্তাব মধ্যে সেনবংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় স্থির করায়, গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু" মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় এবং রহস্যসন্দর্ভে দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন; তাহা পাঠ করিলেই সেন রাজাদিগকে বৈদ্য বোধ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। উমাপতি ধর * কৃত কবিতা মধ্যে সেন বংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বর্ণন করা হইয়াছে, যথা সামন্ত সেন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "তস্মিন্ সেনাণ্বায়ে প্রতি সুভটশ তোত্সাদন ব্রহ্মবাদী-মব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ানামজনিকুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ।" এরূপ অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ" বলা হইয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না। পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু মহাশয় রাজেন্দ্রবাবুর লিখিত প্রবন্ধদ্বয় পাঠে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।

তাং ২২ কার্ত্তিক।
১২৭৯ সাল। } শ্রীরামদাস সেন।

---

* ইনি লক্ষণ সেনের সভাসদ ছিলেন যথা—
গোবর্দ্ধনশ্চ শরণোজয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষণস্যচ॥

মধ্যস্থ হইতে উদ্ধৃত।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সাল।

বররুচি।

আমি মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে বররুচি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম "আর্য্য প্রবর" পত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ যতই উত্তমরূপ সামঞ্জস্য করিয়া সমালোচিত হয় ততই মঙ্গল; কিন্তু প্রস্তাবলেখক যে যে বিষয়ে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। বররুচি সম্বন্ধে উইলসন, হল, মূলার, কাউয়েল এবং গোল্ড-ষ্টুকরের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছি, এজন্য যে যে সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণগুলি আবশ্যক বোধ হইয়াছে তাহাই প্রস্তাবের প্রমাণোপযোগী বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নতুবা মূলগ্রন্থ হইতে বহুল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম। আমার নিকট মূল "বৃহৎ কথা" বা "কথা সরিৎসাগর" আছে, তাহা হইতে বররুচি চরিত কথা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে প্রস্তাবটী অনর্থক সুদীর্ঘ হইয়া উঠিত, কাজেই তৎপাঠে সকলে বিরক্ত হইতেন।

আমি আধুনিক অমরু, চোর এবং বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করিয়া "কুটিল ইঙ্গিত বিন্যাস" করি নাই, কিন্তু আধুনিক অশ্লীল বঙ্গদেশীয় কবিগণ যাহারা আদিরসের প্রবর্ত্তক তাঁহাদিগকেই শ্লেষ করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং আমার

মতে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দররচয়িতা তাহার মধ্যে একজন। ইহা কখনই সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বররুচি প্রণীত নহে।

"বৃহৎ কথা" উপন্যাস গ্রন্থ, সুতরাং তাহার প্রমাণ গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কাত্যায়ন বররুচি নামটী সোমদেব ভট্টের কল্পিত হইতে পারে না এবং হেমচন্দ্রও এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ভট্ট মোক্ষমুলারের দোষ কি? "বৃহৎকথা" নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে, উহা ১০৫৯ খৃঃ অঃ সঙ্কলিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতিও বৃহৎকথার প্রমাণ যাহা প্রামাণিক বোধ করিয়াছেন তাহা সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভূমিকায় গ্রহণ করিয়াছেন। কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্তা, ইহা প্রস্তাবলেখক কোন প্রমাণ না দিয়া কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি নহে কি প্রকারে খণ্ডন করিতে সাহসী হইলেন? প্রস্তাবলেখক কহেন "স্থল বিশেষে রাজতরঙ্গিণী যে বিশেষ মান্য গ্রন্থ, ইয়ুরোপীয় দূরদর্শিগণ ইহাকে সম্ভ্রমযোগ্য জ্ঞান করেন, উহা ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক, রামদাস বাবু তাহা করেন নাই, "ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। রাজ-তরঙ্গিণী কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত, তাহার মধ্যে বররুচির প্রসঙ্গ মাত্র নাই, সুতরাং তাহার নাম উল্লেখের আবশ্যক কি! ইহাতে বোধ হয় প্রস্তাবলেখক রাজতরঙ্গিণীর নাম মাত্র শুনিয়াছেন, পাঠ করেন নাই; সুতরাং "তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত জানা থাকিলে এরূপ হইত না।" "রাজতরঙ্গিণী" মান্য গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও অসম্ভব কথা আছে। রণাদিত্য ৩০০ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তথাপি এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রমাণ সাদরে উদ্ধৃত করিয়া থাকি, কেন না ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই।

প্রস্তাবলেখক কহেন "কাত্যায়ন গোত্রীয় নাম" তাহাতে তাঁহার অপর নাম বররুচি হইবার বাধা কি? শাক্যসিংহের গৌতম গোত্রীয় নাম, তাহাতে তিনি গৌতম এবং শাক্য উভয় নামেই প্রসিদ্ধ।

আমি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্রপ্রণেতা কাত্যায়ন বা বররুচি এবং সুবন্ধুর মাতুল বররুচির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জনকপুরোহিত কাত্যায়ন ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষি। সরিপুত্র, কাত্যায়ন এবং মৌদ্গাল্যায়ণ বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য। এই কাত্যায়ন পালিভাষার ব্যাকরণকর্ত্তা। ইহাঁর উল্লেখ মহাবংশে আছে এবং ইহাঁকে পালিভাষায় বৌদ্ধেরা কচ্ছয়ণ বলে।

শ্রীরামদাস সেন।
বহরমপুর।

সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

২৬এ চৈত্র ১২৭৯।

গত ১৯এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মল্লিখিত শ্রীহর্ষাখ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আমি "বঙ্গদর্শনে" পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুসন্ধান ভ্রমশূন্য হইবে এরূপ সম্ভাবিত নহে। তবে আমার যদি কোন প্রস্তাবে ভ্রম থাকে, তাহা কৃতবিদ্য পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়া দিলে অতীব আহ্লাদিত হইব; কিন্তু শ্রীহর্ষ বিষয়ে প্রস্তাবলেখক মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর।

সংস্কৃত গ্রন্থে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রামাণিক বোধে আমি সকল প্রস্তাবের প্রমাণোপযোগী বিবেচনায় গ্রহণ করিয়াছি। "ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত" একখানি সংস্কৃত পুরাবৃত্ত। তাহাতে শ্রীহর্ষের বিষয় যে টুকু পাইয়াছি তাহাই অবিকল প্রস্তাবের প্রারম্ভে লিখিয়াছি। আদিশূরের বিবরণ আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং তাঁহার কাল নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাই নাই। তজ্জন্য প্রস্তাবলেখক আমাকে কোন মতেই দোষী করিতে পারেন না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দর এবং বেদগর্ভ নামক পঞ্চ বিপ্রকে নৃপতি ৯৯৯ শকাব্দায় নির্ম্মিত ভবনে বাস করিতে দিয়াছিলেন। যথা—

"ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান প্রেষ্য বহুমান পুরঃসরং ভট্টনারায়ণদক্ষশ্রীহর্ষচ্ছান্দরবেদগর্ভ সংজ্ঞকান্ যজ্ঞোপকরণসামগ্রী সংভূতানানীয় নব নবত্যধিক নবশতী শকাব্দে প্রাগুপকল্পিত বাসে নিবেশয়ামাস।"

আমি জৈনলেখক রাজ শেখরের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছি, তাঁহার মতে শ্রীহর্ষ জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চন্দ্রের সমসাময়িক। তিনি ১১৬৮ এবং ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কাণ্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। জয়চন্দ্রের মাতা তূয়ার বংশীয়া এবং তিনি পৃথ্বীরাজের মাতার সহোদরা।

কবিচন্দ্র বর্দাই পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরার সভাসদ। তাঁহার "পৃথ্বীরাজ চৌহান রাসৌ" মধ্যে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে এই লিখিত আছে—

"নরহরুব পংচম্ম শ্রীহর্ষসারং।
নেলৈরায় কণ্ঠ দিনৈ যদ্বহারং॥"

নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, কবিচন্দ্র, কুমার পাল, এবং হেমাচার্য্যের সমকালবর্ত্তী।

লেখক মহাশয় বলেন, যে বীরসিংহের বিষয় লিখি নাই। ইহার অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। কেননা শ্রীহর্ষের জীবন চরিত মধ্যে বীরসিংহের কিছুই উল্লেখ নাই; সুতরাং তাঁহার বিষয় লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হয়।

নৈষধকর্ত্তা ও রত্নাবলী নাটিকাপ্রণেতা শ্রীহর্ষের বিষয় যতদূর পারা গিয়াছে তাহা "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা যদি কেহ তাঁহাদিগের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিতে পারেন তবে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইব; নতুবা বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া প্রকাশ্য সম্বাদ পত্রের ছয় কলম "কিছুই ঠিক নাই" বলিয়া অসার প্রস্তাবে পরিপূর্ণ করাতে কিছু মাত্র লাভ নাই। তাঁহার নিরুৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রকৃত পুরাবৃত্তসন্ধায়িগণের কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না; বরং তাহাতে তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

OPINIONS OF THE PRESS.

VARATHABARSAR PURABRITHA SAMALOCHANA, by Ramdas Sen.—This essay has been re-printed from the *Banga Darsana.* It displays research and is well written.—*Hindoo Patriot.*

KALIDASA in Bengali, by Ramdas Sen.—This is a critique on the works of Kalidasa, the prince of Sanskrit poets. It has been re-printed from the *Banga Darsana.* It is the first attempt at a complete criticism of Kalidasa's works in Bengali, and has been ably executed. The writer is an enlightened zemindar of the Moorshedabad District.—*Hindoo Patriot.*

IN his notices Baboo Ramdas professes his faith with all humility. We find him inclined to be guided by the authority of the author of *Rája Târanginê.* It is asserted by the latter that *Kálidasa,* otherwise named *Mátri Gupta,* lived in the sixth century after Christ. This opinion is not quite new; it has found friends in Germany and Bombay. We need not discuss the soundness of the theory; it suffices to say that it well accords with the general tendency of the present day to regard our greatest master of the lyre as a modern poet, rather than one who lived in the obscure ages.—*The Calcutta Review.*

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন।

বঙ্গদর্শনে এই শিরোনামের একটী সুচারু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, ম্যাগেজিনের প্রস্তাব ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় আমাদিগের দেশে প্রায় অক্ষয় হয় না, এই নিমিত্ত বহরমপুরের সাহিত্যানুরাগী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন এই প্রবন্ধ বহুবাজারের ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করাইয়া প্রচার করিয়াছেন। দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকালয়ে এতৎ খণ্ড পুস্তিকা সংরক্ষিত হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদিগের পক্ষে উত্তম আদর্শ হইবে। রামদাস বাবুর স্বদেশানুরাগিতা ও বিদ্যানুরাগিতার নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ করিলাম।—সংবাদ প্রভাকর।

প্রবাদ আছে বামন দেখিলে ভক্তি করিতে হয়, কেন না বামনের মধ্যে বামনদেবও থাকিতে পারেন। আমরাও বলি খর্ব্বাকৃতি হইলেই কিছু গ্রন্থের প্রতি অভক্তি করিতে হয় না, কেন না উহা সদ্‌গ্রন্থও হইতে পারে। অথবা পুষ্প যেমন লঘুকায় হইলেও আনন্দজনক হয়, বাবু রামদাস সেন প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনও সেইরূপ পৃষ্ঠায় অল্প হইয়াও আমাদের আনন্দকর হইয়াছে। রামদাস বাবুর অভিরুচি অতি সৎপাত্রেই পতিত হইয়াছে। এলফিনষ্টোন প্রভৃতি মহাশয়েরা বহুল যত্ন পুরঃসর পুরাতন ভারতবর্ষের যে সকল বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, রামদাস বাবুর সমালোচনকে তাহার সারোদ্ধার বলিলেও বলা যায়। অবশ্য রামদাস বাবুর পুস্তককে পদ্মের সহিত উপমা দেওয়া যায় না কারণ উহা

ততদূর স্থূলকায় বা পূর্ণাবয়ব নহে, আর উহাতে রচনাবিলাসও ততদূর নাই। রামদাস বাবুর সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা আছে, কিন্তু আকর্ষণী শক্তি নাই, বিষয় আছে কিন্তু বাগ্মিতা নাই অর্থাৎ গুণ আছে কিন্তু রূপ নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে রামদাস বাবু পণ্ডিতের নিকট গ্রহণীয় বটেন। বাঙ্গালা ইস্কুলের নিমিত্ত যে সকল মহাশয় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন তাঁহাদের উচিত রামদাস বাবুর সমালোচন তাঁহাদের গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযোজন করিয়া দেন।—সমাজ দর্পণ।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই। হিন্দু কবিগণের কাব্য গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রকৃত বিষয় উদ্ভাবন করা অতীব কঠিন। তৎসমুদায় কেবল অলৌকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সুতরাং রামদাস বাবু যথার্থ বিষয় প্রকটন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহাতে আমারা সন্তুষ্ট হইলাম।—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন। বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বঙ্গদর্শন হইতে এখানি উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। এখানি পাঠ করিলে হিন্দুদিগের পুরাবৃত্তের অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।—সোমপ্রকাশ।

ইহা প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের নখদর্পণ স্বরূপ বলিলে হয়। ইহাতে আমরা কতকগুলি বিষয় নূতন দেখিলাম, ইহাতে বোধ হইতেছে যে সচরাচর লোকে কোলব্রুক ও উইলসন দেখিয়া যেমন এইরূপ

গ্রন্থ প্রণয়ন করে রামদাস বাবু সেরূপ করেন নাই; মূল সংস্কৃত গ্রন্থও দেখিয়াছেন।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"এই ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনাখ্য" গ্রন্থখানি যদিও অতি ক্ষুদ্রকায়, তথাপি ইহার মধ্যে রচয়িতার অসাধারণ অনুসন্ধান ও শ্রমের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। নানা গ্রন্থ দর্শন ও তাহার মতামত সকল আলোচনান্তে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।—তমোলুক পত্রিকা।

সদ্বিদ্বান ও প্রসিদ্ধ লেখক বহরমপুরস্থ বাবু রামদাস সেন মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রচার করিয়াছেন। প্রথমে বঙ্গদর্শনে তিনি উক্ত নামাখ্যাত একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পুরাবৃত্তমূলক ভূরি জ্ঞান ও অনুসন্ধান সুচারু বাঙ্গালায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।—মধ্যস্থ।

পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র, এমন কি একখানি সাময়িক পত্রের একটী প্রস্তাব স্বরূপ, কিন্তু তিনি যে বহুপুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া এই সার উত্থিত করিয়াছেন এই পুস্তকখানি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার তত পরিশ্রমের সার সঙ্কলনকে আমরা সাহিত্য সমাজের একটী অবিনশ্বর ভূষণ বলিয়া স্বীকার করি।—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

মহাকবি কালিদাস, শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

বহরমপুরের বিদ্যানুরাগি ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন "মহাকবি কালিদাস" নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, উহার একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য নাই। গ্রন্থকার এই পুস্তক তদীয় বন্ধু বান্ধবগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে কালিদাসের জীবন চরিত সংকলিত হইয়াছে। রামদাস বাবু এ বিষয়ে যে বহু অনুসন্ধান ও বহুশ্রম করিয়াছেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত অনুসন্ধান ও শ্রমের ফল পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের একজন প্রধান কবির জীবনবৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াও সাহিত্যসংসারের আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে, এতৎ পুস্তক পাঠে তাহাও বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে।— সংবাদ প্রভাকর।

এই পুস্তক দেখিতে ক্ষুদ্র-কলেবর, কিন্তু কেবল সার পরিপূর্ণ।— জ্ঞানাঙ্কুর।

মহাকবি কালিদাস। ইত্যাখ্য যে আর একখানি ক্ষুদ্রদেহ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রথমতঃ "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়। * * * * * অনেক ইয়ুরোপীয় ভাষাবিৎ মহাত্মার মতাদি প্রদান ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে নানানু-সন্ধানান্তে সেন মহাশয় একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কালিদাস

কাশ্মীর দেশায় রাজবিশেষের অমাত্য ছিলেন, এবং রাজতরঙ্গিণীতে তাঁহাকেই মাতৃগুপ্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রচয়িতার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেকে অনেক দোষারোপ করিতেছেন কিন্তু অদ্যাবধি প্রকৃত রূপে কেহই তাঁহার মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সেনজ নানা গ্রন্থ দর্শন ও বহুশ্রম সহকারে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন ও তাঁহার মতপ্রতিপোষক অনেক প্রমাণ দিয়াছেন।—তমোলুক পত্রিকা।

রামদাস বাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

এই পুস্তকে বিখ্যাত মহাকবি কালিদাসের জীবনচরিত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংগ্রহেও বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর দর্শন এবং বিস্তর পর্য্যালোচনের পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি দিগের প্রকৃত বিবরণ যতই প্রকাশ হইবে ততই মঙ্গল সন্দেহ নাই। রামদাস বাবুর এই অধ্যবসায় এবং অনুশীলনে আমরা যার পর নাই প্রীত হইলাম।—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

রামদাস বাবু অতিশয় পরিশ্রম সহকারে মতামত ও প্রমাণাপ্রমাণ সংকলন করিয়াছেন।—মধ্যস্থ।

কালিদাস ভারতবর্ষের (এমন কি ভূমণ্ডলের) একটি বিশেষ অলস্কার। তাঁহার কবিতা পাঠে সকলেই মোহিত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ কবিকুলচূড়ামণির যথার্থ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার, এবং এতৎ সম্বন্ধে কাহাকেও যত্ন ও চেষ্টা

করিতে দেখা যায় না। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি সেক্‌সপিয়রের জীবনবৃত্তান্ত অনুসন্ধানার্থ ইংলণ্ডীয় অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জীবন সঙ্কল্প করিতেছেন। আমাদের মধ্যে এরূপ লোক কোথায়? বাবু রামদাস সেন আয়াস স্বীকার করতঃ যে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা।

ইংরাজদিগের বক্তৃতা সকল পাঠ করিলে আমার মনে কেমন হিংসার উদয় হয়; অথবা যেমন ইতিহাসলেখক গীবন কহিয়াছেন যে হিউমের আকর্ষণী রচনা পাঠ করিলে আমার মনে একদাই আহ্লাদ ও নৈরাশ্যের উপচয় হয়, ইংরাজদিগের বক্তৃতা সকল পাঠ করিলে আমার সেইরূপ নৈরাশ্য ও হিংসার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয় আমাদের দেশীয়েরা কত দিনেই না জানি রচনাস্থলে এরূপ বিদ্যা বুদ্ধি সহকারে তর্ক বিতর্ক করিতে শিখিবেন। ইংরাজেরা বক্তৃতাস্থলে শত শত গ্রন্থের নাম এবং শত শত জাতির নাম উল্লেখ করিতে পারেন। শত শত তাম্র শাসন ও শত শত স্মরণস্তম্ভের ইতিহাস বিবরণ মুখস্থ বলিতে পারেন, কোন স্থলেই শ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশেও এককালে এইরূপ জীমূতবাহন মল্লিনাথ প্রভৃতি শত শত তার্কিকের আবির্ভাব হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কাল সহকারে সমুদায়ই লোপ পাইয়াছিল। সম্প্রতি কালের কাগজ পত্র দেখিয়া আবার সেইরূপ চেষ্টার আবির্ভাব হইতেছে বলিয়া সুখবোধ হয়। রামদাস বাবুর পুস্তকসকলেও ঐরূপ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমার বোধ হয় রামদাস বাবু কালিদাস

বিষয়ে যতদূর বলিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন দেশের কোন গ্রন্থকারই ততদূর বলিতে পারেন নাই।

* * * * * *

রামদাস বাবু কালিদাসের অনুসন্ধানে নানাগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তর্ক বিতর্ক সহকারে সকলের মত খণ্ডন করিয়া গ্রন্থশেষে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। রামদাস বাবু অনুমান করেন কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। হর্ষ বিক্রমাদিত্য ইহাঁকে কাশ্মীরের রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি তথায় ৪ বৎসর ৯ মাস ১ দিন রাজ্য করিয়া বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। আমরা কালিদাসের রচনা দেখিয়া যেরূপ বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে কালিদাস ঐরূপ সময়েরই লোক। তাঁহার রচনা দেখিলে তাঁহাকে প্রাচীন অপেক্ষা নব্য বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ কালিদাস অবশ্য এরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে একান্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।—সমাজ দর্পণ।

এইখানি বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। সেন মহোদয় ইতিপূর্ব্বে "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন" প্রকাশ করিয়াছিলেন, ক্রমে অত্রত্য প্রধান প্রধান অনেকানেক কবি প্রভৃতির জীবনচরিতাদির প্রকটন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, এই অধ্যবসায়টি কার্য্যত পরিণত হইতে থাকিলে কেবল যে দেশীয় পুস্তকাবলির প্রার্থিত ভূষণসামগ্রী সম্পাদিত হইতে চলিল এরূপ নহে, ইহাদ্বারা অনেকানেক সহৃদয় অনাস্বাদিত তুষ্টিচন্দ্রিকার উদয় এবং সামান্যদৃষ্টি সাধুগণেরও বহু-

দর্শিতা অপূর্ব্ব লাভ হইবে, বলিতে কি, এইরূপ পরিশ্রম আমাদের সর্ব্বথা অভিনন্দনীয় এবং উক্ত পুস্তীদ্বয়ে তদীয় অনুসন্ধিৎসার যাদৃশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে তাঁহাকে ঈদৃশ সাধু কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াও বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।—প্রত্ন-কম্র-নন্দিনী।

বহরমপুরনিবাসী বাবু শ্রীযুক্ত রামদাস সেনমহোদয়ো বিবিধ যত্নেন বহুবিধসংস্কৃতগ্রন্থানালোক্যাস্য কবের্জীবনচরিতং সংগ্রহায় প্রবৃত্তঃ।

*　　*　　*　　*　　*

উপসংহার সময়েবয়মেতং মহোদ্যোগিনং মহাত্মানমনুরুদ্ধ্বোয়ত্ যথা স মহাকবেঃ কালিদাসস্য জীবনচরিতসংগ্রহায় মহোদ্যমং কৃতবান্ সর্বেষাং প্রাচীনকবিনাং চারিত্য সংগ্রহায় তথৈব যত্নঃ করণীয়স্তেনৈব হি ভারত বাসিনাং মহোপকারো ভবিষ্যতি। যতঃ কস্মিন্নপিকালে ভারতবাসিনামেতদ্বিষয়কো যত্নো নবৃত্তঃ এবমনেনৈব কারণেন সম্বয়ং বহুয়ত মানোঽপি ভারত ভূষণস্য সম্যক্ জীবন চরিতং সংগ্রহায় ন কৃতকর্ম্ম বভূব।—বিদ্যোদয়ঃ।

রামদাস বাবু যে প্রকার অধ্যবসায় সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে অমূল্য সত্য সমুদায় নির্ব্বাচন করিতেছেন, "কালিদাস" "বররুচি" "শ্রীহর্ষ" প্রভৃতির অভ্যুদয় কাল নির্ণয় ও তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলী প্রণয়ন বিষয়ক ঘটনাদি সংগ্রহ করিতে তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের সহস্র ধন্যবাদের পাত্র। রামদাস বাবুর বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, প্রাচীন

পুরাবৃত্ত তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ আমাদিগের বাক্যের পোষকতা করিবেন সন্দেহ নাই।—সোমপ্রকাশ, প্রেরিত পত্র।

বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

পৌষ মাস।—

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর" বিবরণটী লেখকের পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দিতেছে। এই প্রকার প্রস্তাব যত অধিক পরিমাণে থাকে, ততই আহ্লাদের বিষয়। আমাদিগের লেখকগণের মধ্যে অনুসন্ধান কম আছে; কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবের ন্যায় প্রস্তাব লিখিতে হইলে অনেক পাঠ ও অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এতদ্দেশীয়দিগের এই অভ্যাসটী যত দিন না হইতেছে তত দিন সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গহীনতা থাকিতেছে।—সহচর।

—আমরা রামদাস বাবুর প্রস্তাব সকল পড়িয়া অনেক সময়েই তাঁহাকে "বাহবা" না দিয়া থাকিতে পারি না। বাঙ্গালীর মধ্যে ও কোন কোন লোক যে বেদ, কালিদাস, প্রাচীনভারত, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতির উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে আন্দোলন করিতে পারেন ইহা আমরা ভাবিলেই আহ্লাদে অজ্ঞান হই।—সমাজ দর্পণ, সন ১২৮০ সাল, ২৪ পৌষ।

সমাপ্ত।

Prnted bu I. C. Bose & Co.. Stanhope Press. Calcutta

সূচি-পত্র।

বাণভট্ট।

"श्रीदण्डी-डिण्डिमाख्यः श्रुतिकुटकगुरुर्भल्लटोभट्टवाणौ ।
ख्यातश्चान्ये सुवन्ध्वादय इति कृतिभिर्विश्वमाह्लादयन्ति ॥"

वेदान्ताचार्य्यः ।

বাণভট্ট।

বিখ্যাতনামা বাণভট্টকৃত কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারমধ্যে একখানি অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থের প্রথম পূর্ব্বভাগ বা বাণভাগ; দ্বিতীয় উত্তরভাগ বা তত্তনয়-ভাগ। গ্রন্থকার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই এজন্য তিনি লোকান্তর গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র শেষভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। চারলস্ ডিকেন্স "Mystery of Edwin Drood" নামক তাঁহার শেষ উপন্যাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারাতে, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তাঁহার উপযুক্ত জামাতা বিখ্যাত লেখক উইল্কী কলিন্স্‌ও উহার শেষভাগ রচনা করিয়া সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন নাই; ফলে সংস্কৃত

সাহিত্যভাণ্ডারমধ্যে এতাদৃশ ঘটনা অতি বিরল। কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং বাণপুত্র দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা; এজন্য তিনি কাদম্বরীর শেষভাগ লিখিয়া গ্রন্থখানি চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। উত্তরভাগের রচনা যদিও পূর্ব্বভাগের ন্যায় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট নহে, তথাপি উপন্যাসভাগ অসংলগ্ন হয় নাই এবং রচনাপ্রণালীরও স্থানে স্থানে বিশেষ মধুরতা আছে। বাণতনয়ের গ্রন্থরচনা দ্বারা যশঃস্পৃহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প করেন নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধে অতি বিনীতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পিতৃকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য উত্তরভাগ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এমন কি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিয়া উদারতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শেষভাগ রচনা না করিলে গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত বোধ করি এতদিন লোপ পাইত; সুতরাং এতাদৃশ কুলপাবন পুত্রের জন্মগ্রহণ, বাণভট্টের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। কাদম্বরীর প্রারম্ভ শ্লোকমধ্যে বাণভট্ট স্বীয় বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

বভূব বাৎস্যায়নবংশসম্ভবো
দ্বিজো জগদ্গীতগুণোহগ্রণীঃ সতাম্।
অনেকভূপার্চ্চিতপাদপঙ্কজঃ
কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ॥
উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে
সদা পুরোডাসপবিত্রিতাধরে।
সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে
সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে॥
জগুর্গৃহে গ্রস্তসমস্তবাঙ্ময়ৈঃ
সসারিকৈঃ পঞ্জরবর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ।
নিগৃহ্যমানা বটবঃ পদে পদে
যজূংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতাঃ॥
হিরণ্যগর্ভো ভুবনাণ্ডকাদিব
ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব।
অভূৎ সুপর্ণো বিনতোদরাদিব
দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ॥
বিবৃন্বতো যস্য বিসারি বাঙ্ময়ং
দিনে দিনে শিষ্যগণা নবা নবাঃ।
উষস্সু লগ্নাঃ শ্রবণেহধিকাং শ্রিয়ং
প্রচক্রিরে চন্দনপল্লবা ইব॥

বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ
স্ফুরন্মহাবীরসনাথমূর্ত্তিভিঃ।
মখৈরসংখ্যৈরজয়ৎ সুরালয়ং
সুখেন যো যূপকরৈর্গজৈরিব ॥
স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং
সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং
ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভৃতাম্ ॥
মহাত্মনো যস্য সুদূরনির্গতাঃ
কলঙ্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিষঃ।
দ্বিষন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতান্তরা
গুণা নৃসিংহস্য নখাঙ্কুশা ইব ॥
দিশামলীকালকভঙ্গতাং গত-
স্ত্রয়ীবধূকর্ণতমালপল্লবঃ।
চকার যস্যাধ্বরধূমসঞ্চয়ো
মলীমসঃ শুক্লতরং নিজং যশঃ ॥
সরস্বতীপাণিসরোজসম্পুট-
প্রমৃষ্টহোমে শ্রমশীকরাম্ভসঃ।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপা-
স্ততঃ সুতো বাণ ইতি ব্যজায়ত ॥

অর্থাৎ অশেষগুণসম্পন্ন কুবের নামক এক ব্রাহ্মণ বাৎস্যায়নবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অদ্ভুত যাজ্ঞিক ও নিরতিশয় পণ্ডিত ছিলেন, [তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যাজ্ঞিকতার বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে] সেই কুবের হইতে অর্থপতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহাত্মারও প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। অর্থপতি কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে, অতিশয় যাজ্ঞিক ও বদান্য ছিলেন। অর্থপতির অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রভানু অতি ধীর ও গুণবান্ হইয়াছিলেন। ৮,৯ শ্লোকদ্বয়োক্ত বিশেষণসম্পন্ন চিত্রভানুর যে তনয় জন্মে তাঁহার নাম বাণ——

বাণভট্ট গ্রন্থমধ্যে এইমাত্র আপন পরিচয় দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কবি-বৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না, কেবল তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম জানিতে পারিলাম। শারঙ্গধরপদ্ধতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখরধৃত এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় যথা—

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গ দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণ-ময়ূরয়োঃ।

এই শ্লোকে মাতঙ্গ, দিবাকর, বাণ ও ময়ূরকে শ্রীহর্ষরাজের সভ্য বলা হইয়াছে। বিলোচন কহেন, বাণ ও ময়ূর সমসাময়িক; পরন্তু মাতঙ্গ ও দিবাকরের নাম অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতবর হলসাহেব তাঁহাকে জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরি স্থির করিয়াছেন, এটী প্রামাণিক হইতেও পারে; কেন না মনাতঙ্গ বাণভট্টের সমকালিক ইহা জৈন গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক্ষণে এই তিন জনের আশ্রয়দাতা শ্রীহর্ষ কোন স্থানের নৃপতি তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে।

বাণভট্ট হর্ষচরিতপ্রণেতা। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-সখিতা ছিল; এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

রাজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতন্‌-লিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসনসময়ে কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান কহেন, এই হর্ষবর্দ্ধনকর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াঙসিয়াঙের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পার্ষদ, সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তশতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভদ্র এবং নারায়ণ বাণভট্টের সহাধ্যায়ী। তাঁহার গণপতি, অধিপতি, তারাপতি, এবং শ্যামল নামক পিতৃব্য-পুত্র ছিল। তিনি কিছু দিবস যষ্টীগৃহ এবং মণিপুরে বাস করিয়া কান্যকুব্জ গমন করেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্টের জামাতা। ইহাঁদিগের উভয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ময়ূরভট্ট উজ্জয়িনী-বাসী। তিনি এবং বাণভট্ট উভয়ে বৃদ্ধ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, এজন্য পরস্পর বিদ্যাবিষয়ে ঈর্ষা করিতেন। একদা তাঁহারা বিদ্যা-বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে

কাশ্মীরে বিদ্যাপরীক্ষার জন্য গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহারা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ৫০০ শত বলীবর্দ্দ গ্রন্থভার বহন করিয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিচালককে ঐ সকল গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে কহিল এই ৫০০ শত বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; এতৎশ্রবণে তাঁহারা গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে দেখেন পুনরায় ২০০০ সহস্র বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের আর একখানি টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তদ্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে শত শত ধিক্কার দিয়া পরস্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তাঁহারা বিশ্রামশালায় উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, ময়ূরভট্ট সরস্বতী কর্ত্তৃক জাগরিত হইলেন। দেবী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা জন্য প্রশ্ন করিলেন "শতচন্দ্রং নভস্তলং" ময়ূর নিমেষমধ্যে তাহার পদ পূরণ করিয়া কহিলেন—

দামোদরকরাঘাত-বিহ্বলীকৃতচেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্তলম্॥

এইরূপ সমস্যা পূরণ করিবামাত্র বাণ হুঙ্কার করিয়া সগর্ব্বে ভ্রূকুটি কুটিল করতঃ ঐ সমস্যা ভিন্ন কবিতায় পূরণ করিলেন। দেবী কহিলেন "তোমরা উভয়েই

সৎকবি এবং সুপণ্ডিত; কিন্তু বাণ তুমি গর্ব্বে হুঙ্কার-ধ্বনি করাতে পণ্ডিতোচিত কার্য্য কর নাই। তোমার গর্ব্ব হ্রাস করিবার জন্য 'ওঁ' শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইলাম। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, উক্ত টীপ্পনীকার অপেক্ষা তুমি বিদ্যাবিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনার সমালোচনসময়ে তোমার বিদ্যাগৌরব খর্ব্ব হইল; অতএব পণ্ডিতগণের বিদ্যার গর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।" সরস্বতীর বাক্য শ্রবণে উভয়ের চেতন হইল এবং সেই অবধি রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর প্রগল্‌ভতাবশতঃ সমস্ত রাত্রেই প্রায় বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। ময়ূরভট্ট তাঁহার কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া হঠাৎ গবাক্ষদ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন, বাণ তাহার স্ত্রীর পদযুগল ধারণ করিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও কামিনীর ক্রোধের শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাণ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, তিনি এতাদৃশ অপমানেও দুঃখিত না হইয়া নানাবিধ বিনম্রবাক্যে ও শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ময়ূরভট্ট গোপনে

এ সকল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার কন্যাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বাণের স্ত্রী পিতার কথায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার অঙ্গে চর্ব্বিত তাম্বূল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "এই চর্ব্বিত তাম্বূলের সঙ্গে তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ নির্গত হউক।" প্রভাত হইবামাত্র ময়ূরভট্টের অঙ্গে কুষ্ঠ হইল। ময়ূরভট্ট রাজসভা ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জন্য সূর্য্য-দেবের মন্দিরে স্তব আরম্ভ করিলেন এবং একান্তচিত্তে "জম্ভারাতীভকুম্ভোদ্ভবমিব দধতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে স্তবারম্ভ করিলে, ষষ্ঠ শ্লোক—"শীর্ণ ঘ্রাণাঙ্ঘ্রি পানিন্" ইত্যাদি পাঠমাত্র ভগবান্ অংশুমালী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে নির্মুক্ত করিলেন। এইরূপে সূর্য্যশতক গ্রন্থের জন্ম হইল। এইরূপ অসার এবং অলৌকিক গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাণভট্ট বিদ্যাবিষয়ে ময়ূরভট্টের প্রতিদ্বন্দ্বী, ময়ূর-ভট্ট অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে রোগমুক্ত হইয়া রাজ-সভায় প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈর্য্যায় জর্জ্জরিত হইল। রাজা ময়ূরকে আদর করিতে লাগি-লেন এবং সভাসদ্গণও তাঁহার প্রত্যাগমনে সুখী হইলেন, ইহা দেখিয়া বাণভট্টের অসহ্য বোধ হইল।

তিনি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় হস্ত পদ অস্ত্রদ্বারা খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, কায়মনোবাক্য চণ্ডীকা-শতকে চণ্ডী-স্তব করাতে ভগবতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় হস্তপদবিশিষ্ট করিলেন। এই গল্প একজন জৈন টীকাকারের লিখিত, তাঁহার হিন্দুগণা-পেক্ষাও জৈনদিগের অলৌকিক ক্ষমতা ইহাই বর্ণন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য ময়ূর ও বাণভট্টের বিষয় লিখিয়াই তাঁহাদিগের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক। জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরির বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি ইচ্ছানুসারে ৪৪টী লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ৪৪টী "ভক্তামর স্তোত্র" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়াছিলেন। মনাতঙ্গ সূরি এই অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বৃদ্ধ ভোজকে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এগুলি যদিও গল্প কিন্তু ইহাতে এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে মনাতঙ্গ, ময়ূর, এবং বাণ, ইহাঁরা এক সময়ে এক রাজার আশ্রয়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্য্যশতকের টীকাকার মধুসূদনও এইরূপ বাণ ও ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই।

মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয়ে দৃষ্ট হয় যে খণ্ডনকার কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর, উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করা-

চার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে বাণ ও ময়ূর অবন্তীদেশবাসী।

বাণভট্ট হর্ষচরিত, চণ্ডীকাশত, এবং কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তা। হর্ষচরিতে শ্রীহর্ষরাজের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার শঙ্করভট্টকৃত টীকা আছে কিন্তু তাহা সুপ্রাপ্য নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য হইতে চণ্ডীকাশতক বিরচিত। উহা আদ্যো-পান্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে গ্রথিত। সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণে লিখিত আছে বাণভট্ট পদ্য অপেক্ষা গদ্য লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাদম্বরী তাঁহার উৎকৃষ্ট গদ্য কাব্য। কবি ইহার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন "দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাণ স্বীয় অকুণ্ঠিত বুদ্ধি দ্বারা এই কথাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন।" * এ গর্ব্বোক্তি তাঁহার নিতান্ত অর্থশূন্য হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা এবং কাদম্বরী, এই তিনখানি প্রসিদ্ধ গদ্য কাব্য। তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুমারভার্গবীয়, চম্পূভারত, চন্দ্রশেখর-

* দ্বিজেনতেনাক্ষতকণ্ঠকৌণ্ঠ্যয়া
মহামনোমোহমলীমসান্ধয়া।
অলব্ধ বৈদগ্ধ্য বিলাসমুগ্ধয়া
ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা।

চেতোবিলাস-চম্পূ প্রভৃতির গদ্য রচনা কাদম্বরীর রচনার নিকট কোন গুণেই সমকক্ষ লক্ষিত হয় না। দীর্ঘ সমাসঘটিত বাক্য প্রয়োগ করাতে গ্রন্থখানির রচনা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় একখানি কাদম্বরী-কথাসার নামক কাব্য গ্রন্থ আছে। উহা আট সর্গে বিভক্ত এবং উপন্যাসভাগ অবিকল বাণভট্টকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত।

সম্প্রতি বাণভট্টকৃত পার্ব্বতী-পরিণয় নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; উহা কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তার লেখনীপ্রসূত কি না, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। কোন অলঙ্কারগ্রন্থমধ্যে পার্ব্বতী-পরিণয়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না কিন্তু ইহার প্রস্তাবনার শ্লোকের সহিত কাদম্বরী-গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ের ঐক্য আছে যথা—

অস্তি কবি সার্ব্বভৌমো বাৎস্যান্বয়জলধিসম্ভবো বাণঃ।
নৃত্যতি যদ্রসনায়াং বেধোমুখলাসিকা বাণী॥

ইহাতেও স্পষ্ট বাৎস্যায়নবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। রচনাদৃষ্টে নাটকখানি কাদম্বরী-প্রণেতার লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার কিছুই কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহার অধিকাংশ ভাব কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত

এবং কোন কোন কবিতার কুমারসম্ভবের কবিতার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

জৈন-ধর্ম্ম।

The Jina or 'conquering saint,' who, having conquered all worldly desires, declares the true knowledge of the Tattvas, is with Jainas what the Buddha or 'perfectly enlightened sain is with Buddhists.

MONIER WILLIAMS.

জৈন ধর্ম্ম।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবসানেই জৈনধর্ম্মের সমুন্নতি। শাক্য-সিংহের উপদেশমালা অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্ম্মপরিব্রাজকগণ গ্রহণ করিয়া তত্তৎকালীন ভূমণ্ডলের সুসভ্য জনপদে অভিনব ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করত বৌদ্ধধর্ম্মের উৎস চতুর্দ্দিগে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই মহা বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের তাহাই ঘটিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষে উহা হীনপ্রভা ধারণ করিল। এই অবসরে জৈনধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে মহাজনের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। সদ্‌বিদ্বান্‌গণ আচার্য্যের উপদেশ মুলভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া জৈনধর্ম্মের নানা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমেই ধর্ম্মের সমুন্নতি হইতে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্ম প্রগাঢ় কল্পনা-প্রসূত নহে, সুতরাং ইহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে আদৃত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া লইয়া ইহা নির্ম্মিত

এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিমালা ইহাতে গৃহীত হইয়াছে তথাপি উহার মূলপত্তন সারহীন এবং নিস্তেজঃ। জৈন-ধর্ম্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্ম, ইহাতে পৌত্ত-লিক উপাসনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র পরিত্যক্ত হয় নাই; এজন্য ইহার অভিনবত্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈনগ্রন্থসকল রচিত হই-য়াছে। প্রথম সূত্র গ্রন্থ; ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায়; তাহার মধ্যে কল্পসূত্র, দশ-বৈকালিক সূত্র, ক্ষেত্রসমাস সূত্র, চতুর্ব্বিংশতি সূত্র, নবতত্ত্ব সূত্র, প্রতিক্রমণ সূত্র, সংগ্রহণী সূত্র, স্মরণ সূত্র ও পক্ষীসূত্র অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন একবিংশতি স্থান, উপদেশমালা, বাল-বিবোধ, উপাধানবিধি, প্রশ্নো-ত্তর রত্নমালা, আত্মানুশাসন, আরাধনাপ্রকার প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে। শান্তিজিনস্তব, বৃহৎশান্তিস্তব, মহাবীরস্তব, ঋষভস্তব, পার্শ্বনাথস্তব, কল্যাণমন্দিরস্তোত্র প্রভৃতি স্তবগ্রন্থ। পুরাণ অনেক-গুলি এবং সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের প্রণালীতে রচিত; তাহার মধ্যে এক্ষণে পদ্মপুরাণ, মহাবীরচরিত নেমিরাজর্ষিচরিত, চিত্রসেনচরিত, মৃগাবতী-চরিত, গজসিংহচরিত, সাধুচরিত প্রভৃতি সুপ্রাপ্য। অধি-কাংশ জৈন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধধর্ম্মের

ন্যায় সাধারণের বোধাধিকারার্থ প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ-নিচয় এই ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকাও সংস্কৃত ভাষায় আছে। সুপ্রসিদ্ধ জৈন কোষকার হেমচন্দ্রও প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার টীপ্পনী লিখিয়া দিয়াছেন। জৈনদিগের গ্রন্থ মধ্যে কল্পসূত্র অতীব আদরণীয়। এই গ্রন্থ মহাবীরের পর-লোক গমনের ৯৮০ বৎসর পর অর্থাৎ ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে উহা ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ভদ্রবহু গুজ-রাট্-নিবাসী, তিনি ধ্রুবসেনের রাজ্যশাসন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাতে ষ্টীভিন্সন সাহেব অনুমান করেন, তিনি চারিশত খ্রীষ্টাব্দের লোক। কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত। যশোবিজয়কৃত সংস্কৃত টীকা অতি বিশদ। দেবীচন্দ্র কল্পসূত্রের গুজরাটী অনুবাদ করিবার সময় জ্ঞানবিমল ও সময়-সুন্দর নামক টীকাদ্বয় ব্যবহার করি-য়াছিলেন। ভাদ্র মাসের অষ্ট দিবস জৈনাচার্য্যগণ প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্যে পঞ্চদিবস কেবল কল্পসূত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কল্প-সূত্রে লিখিত আছে, যেমন বিশ্বমধ্যে অর্হতের ন্যায়

পরম দেবতা ও মুক্তির ন্যায় পরম পদ আর নাই, (নার্হতঃ পরমো দেবো ন মুক্তেঃ পরমং পদং) তদ্রূপ শ্রীকল্প সূত্রের ন্যায় ভূমণ্ডলে ধর্ম্মগ্রন্থ আর বর্ত্তমান নাই। কল্পসূত্র সর্ব্বগ্রন্থের শিরোরত্নস্বরূপ। এই কল্পদ্রুমের শ্রীবীরচরিত্র বীজ, শ্রীপার্শ্বচরিত্র অঙ্কুর, শ্রীঋষভচরিত বৃক্ষমূল এবং শাখা, শ্রীনেমিচরিত বৃন্ত, স্থবিরাবলী মুকুল, সমাচারিজ্ঞান সুগন্ধ, এবং মোক্ষ ইহার ফল; অধিক কি ইহার অধ্যয়নে জীব জরা মরণ প্রভৃতি সাংসারিক কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ-মার্গে গমন করে। এইরূপ কল্পসূত্রসম্বন্ধে অনেক ফলশ্রুতি আছে, তাহা সঙ্কলন করিতে হইলে প্রস্তাব-বাহুল্য হইয়া উঠে। ভদ্রবহু এই গ্রন্থ দশ শ্রুত স্কন্ধ অষ্টমাধ্যায় এবং প্রত্যাখ্যান হইতে সঙ্কলন করেন। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম হইতে শেষ জিনচরিত কথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থবিরাবলী বর্ণন, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাচারী সূত্র ব্যাখ্যান। আমরা কল্পসূত্র হইতে এই প্রস্তাবে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

মহাবীর কর্ত্তৃক জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইনি জৈন-দিগের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর;* এজন্য হেমচন্দ্রের মতে

* "তীর্য্যতে সংসারসমুদ্রাদনেনেতি তীর্থং, তৎ করোতীতি তীর্থ-ঙ্করঃ" হেমচন্দ্রটীকা।

ইহার অপর নাম অন্তিম জিন। মহাবীরচরিত অনু-
সারে ইনিই প্রথমে শক্রমর্দ্দনের রাজ্যশাসনকালে
বিজয় নগরের একটী গ্রামে নয়সার নামে প্রধান গ্রাম্য
লোক ছিলেন। তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম জন্য মায়াময় মনুষ্য
দেহ পরিত্যক্ত হইলেই সৌধর্ম্ম নামক স্বর্গলোকে
গমন করিয়া বহুকাল পরে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের
পৌত্র মরীচি নামে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহণ করত
ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তৎপরে কয়েকবার
বিলাসপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করত ক্রমে কয়েক
লক্ষ বৎসর জৈন স্বর্গে বাস করিয়া অবশেষে রাজ-
গৃহের নৃপতি বিশ্বভূত নামে ধরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া-
ছিলেন। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে ত্রিপৃষ্ট, চক্রবর্ত্তী,
প্রিয়মিত্র এবং তৃতীয়বার সন্ন্যাসধর্ম্মরত নন্দন নামে
জন্মগ্রহণ করেন। নন্দনের মৃত আত্মা কুন্দ গ্রামের
কোদলবংশোদ্ভব ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের সহ-
ধর্ম্মিণী দেবনন্দীর গর্ভে প্রবেশ করিলে, তিনি এক
অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। এই স্বপ্নে তিনি হস্তী,
বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য্য, সৈনিক, কুম্ভ,
পদ্ম-শোভিত সরোবর, 'সাগর, ঋষ্যাশ্রম, মুক্তাবলী
এবং নির্ধূম পাবক দেখিতে পাইলেম, যথা।—

গয়, বসহ, সীহ, অভিসেয্য, দাম, সসি, দিনয়রং,

জম্বুং, কুম্ভ, পউমসর, সাগর, বিমান, ভবন, রয়নুঞ্চয়, সিহিচ।

জলন্ধারবংশোদ্ভবা দেবনন্দী এই স্বপ্নদৃষ্টে অতীব চিন্তাকুলচিত্তে স্বামীর নিকট সমুদয় বিজ্ঞাপন করিলেন। ঋষভদত্ত তপস্বী, জ্ঞানবান্, তিনি যোগবলে স্বপ্নবিবরণ সমুদয় জ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, তোমার গর্ভে এবারে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন; তিনি রূপে শশধরের ন্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য। সেই বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই বেদচতুষ্টয় এবং ইতিহাস, পুরাণ (ইহাও বেদের অংশবিশেষ) নিঘণ্টু (বৈদিক শব্দ সংগ্রহ) শিক্ষাকল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গনিচয়ের স্মারক ও ধারণক্ষম হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ বিশেষরূপে অবগত হইবেন। ষষ্টিতন্ত্র কাপিল শাস্ত্রে (অর্থাৎ ষষ্টি পন্থা সাংখ্য দর্শনে) পণ্ডিত হইবেন। গণিতশাস্ত্রে কুশল হইবেন। যজ্ঞবিদ্যায়, ব্যাকরণবিদ্যায়, ছন্দঃশাস্ত্রে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, এবং ব্রাহ্মণবাক্যে (বেদভাগবিশেষ) সন্ন্যাসশাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হইবেন।* এতচ্ছ্রবণে

* জুবন গমনুপ্যত্তে। রিউব্বেয়। জউব্বেয়। সামবেয়। অথর্ব্বণবেয়। ইতিহাস পঞ্চমাণং। নিঘংটুচ্ছট্টনং। সঙ্গোবং গগানং। চউহ্নু বেয়ানং। সারই। বারই। ধারই। সডংগবী। সট্‌ঠি তন্ত্র বিসারই।

ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না কিন্তু দেব-লীলা মনুষ্যের বোধগম্য নহে। দেবরাজ মহেন্দ্র দেখিলেন, পূর্ব্ব পরম্পরা অর্হত, চক্রবর্ত্তী এবং বাসুদেবের জন্ম, ইক্ষাকু এবং হরিবংশ মধ্যে হইয়াছে। তাহাতে এপ্রকার দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তীর্থঙ্করের জন্মগ্রহণ অতীব লজ্জাকর; এজন্য মায়াবলে দেবনন্দীর গর্ভ হইতে শেষ তীর্থঙ্করকে ভারত ক্ষেত্রের রাবণ নগরের অধীশ্বর কাশ্যপ বংশোদ্ভব সিদ্ধার্থ নৃপতির রাজ্ঞী ত্রিশলার গর্ভে সঞ্চালন করিলেন। পুত্রপ্রসবে রাজ্ঞী ত্রিশলার আনন্দের সীমা রহিল না। স্বর্গে বিদ্যাধরী-গণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্যে স্থাবর জঙ্গম আনন্দে পুলকিত হইল। নৃপতি পুত্রের নাম বর্দ্ধ-মান রাখিলেন এবং শক্র তাঁহার দেবতা ও মনুষ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব জন্য তাঁহার মহাবীর আখ্যা প্রদান করি-লেন।

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর নৃপতির কন্যা যশোদার পাণিপীড়ন করিলেন। এই উদ্বাহের অল্প-কাল পরেই তাঁহার প্রিয়দর্শনা নাম্নী একটী কন্যা

সিখানে। সিখাকপ্যে। বাগরণে। চ্ছন্দে। নিরুত্তে। জোঁই সামরণে। অণসুয়। বংভন্ন এসু। পরিবায়ত্রসু। সুপরি নিব্বিটটিএ। আবি-ভবিস্মই॥

জন্মিল। কুমার জামলি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মহাবীরের পিতামাতার মৃত্যু হইল ; ইহাতে তিনি সংসার অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর স্থির করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধনকে রাজ্যভার প্রদান করতঃ যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রমাগত দুই বৎসর ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার বহু দর্শনে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল এবং ৬ বৎসর কাল যোগাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলেন। সিদ্ধার্থ নামক যক্ষ গোপনে তাঁহার সহায় হইয়া বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নতি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহের নলন্দ নামক গ্রামে মহাবীরের গোশল নামক নীচকুলোদ্ভব এক শিষ্য হইল। এব্যক্তির আচার ব্যবহারে পল্লীর অনেক লোকের সহিত বিবাদ ঘটিত। একদা পার্শ্বনাথ জিনের মতাবলম্বী বর্দ্ধন সুরির শিষ্যগণের সহিত বসন পরিধানসম্বন্ধে বিবাদ ঘটিল। গোশল মহাবীরের মতাবলম্বী দিগম্বর, তিনি পার্শ্বনাথের মতাবলম্বী শ্বেতাম্বর জৈনগণকে তাড়না করাতে, তাহারা কহিল, "নির্গ্রন্থাঃ পার্শ্বশিষ্যাঃ বয়ং" তাহাতে গোশল প্রত্যুত্তর করিল—

"কথন্তু যূয়ং নির্গ্রন্থা বস্ত্রাদিগ্রন্থধারিণঃ।
কেবলং জীবিকাহেতোরিয়ং পাষণ্ডকল্পনা॥

বস্ত্রাদিসঙ্গরহিতা নিরপেক্ষা বপুষ্যপি।
ধর্ম্মাচার্য্যো হি যাদৃগ্মে নিগ্রন্থা স্তাদৃশাঃ খলু॥”*

মহাবীর এইরূপ সশিষ্য ৬ বৎসর মগধে ও অযোধ্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বজ্রভূমি, সুহ্মিভূমি এবং লাট বা লাড় দেশীয় গোন্দগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধচিত্ত হয়েন নাই। এ সময় তাঁহার এক শিষ্য (তেজঃ লেশ্য) যোগশিক্ষা করিয়া, স্বয়ং জিনত্ব † প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় কেহই পূর্ণমনোরথ হয় নাই। তিনি কৌশাম্বীতে গমন করিলে নৃপতি শতানীক তাঁহার বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। এই সময় দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপবাসাদি শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার বৈশাখ মাসে ঋজু-

* আমরা ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য, আমরা নিগ্রন্থ অর্থাৎ কোন বন্ধন আমাদের নাই। তদুত্তরে গোশল কহিল “তোমাদের কোনও বন্ধন নাই এ কেমন কথা? বিলক্ষণ বস্ত্রগ্রন্থি দেখিতেছি। হায়! হায়! কোন পাষণ্ড ব্যক্তি এই কল্পনা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য যেমন বাহ্য শরীরে বস্ত্রাদিসঙ্গরহিত, তেমনি অন্তরেও সঙ্গরহিত। আমাদের অন্তর্বহিঃ কোথাও বন্ধন অপেক্ষা করে না।

† জয়তি রাগদ্বেষ মোহানিতি জিনঃ। হেমচন্দ্রটীকা॥

পালিকা নদীতীরস্থ শালবৃক্ষমূলে জপ করিতে করিতে কেবলীজ্ঞান লাভ হইল। এই জ্ঞানই জৈন ধর্ম্মের চরম সীমা। এক্ষণে মহাবীর জিনপদবাচ্য হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিষ্য তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইল। তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের মোক্ষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা করত মগধের অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিলেন। মহাবীরের জ্ঞানের ইয়ত্তা রহিল না, তিনি মুক্তিপ্রদ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখ, দুঃখ, স্বাধীনতা, সাংসারিক জ্ঞান হইতে "সিদ্ধ বুদ্ধে মুত্তে অন্তগড়ে পরিনিব্বুউ সব্বদুঃখপহিণে" "অর্থাৎ সর্ব্ব সন্তাপাভাবাৎ" সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন, "যথা অণংতে অণুত্তরে নিব্বধাই নিরাবরণে কসিনে কেবল বরণানন্দ সনা সমুপ্যন্নে।"

মহাবীরের চতুর্দ্দশ শিষ্য সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা যদিও জিন নহেন, তথাপি জিন-তুল্য মহা পণ্ডিত। যথা,—
"অজিনাণং জিনসংকাসং সর্ব্বাখর সন্নি পাইন"
(অজিনা অপি জিনসদৃশাঃ সর্ব্বাক্ষরসমূহজ্ঞাতারঃ।)

মগধের গোতমবংশীয় বসুভূতির ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি এবং বায়ুভূতি নামক তিন পুত্র। হেমচন্দ্র ইহাদিগের

সকলকে গৌতম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* ব্যক্ত, সুধর্ম্ম, মন্দিত, মৌর্য্যপুত্র, অকম্পিত, অচলভ্রাতা, মৈত্রেয়, মহাবীরের একাদশ শিষ্য গণধর নামে খ্যাত। এই সকল আচার্য্য দ্বারা জৈন ধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। মহাবীর সসানিক এবং শ্রীণিক নামক কৌশাম্বী এবং রাজগৃহের নৃপদ্বয়কে জৈনমতাবলম্বী করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, মহাবীর ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ কহিয়াছিলেন, কুমারপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি করিবেন; এতৎসম্বন্ধে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যে এই মাত্র লিখিত আছে যথা—

"ততঃ কুমারপালস্তু বাহড়ো বস্তুপালবিৎ।
সমায়াস্থা ভবিষ্যন্তি শাসনেঽস্মিন্ প্রভাবকাঃ॥"

মহাবীর বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে সময় তাঁহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র সাধু, ৩৬০০০ সহস্র সাধ্বী, চতুর্দ্দশ পূর্ব্বশাস্ত্রে †

---

* ইন্দ্রভূতিরগ্নিভূতির্ব্বায়ুভূতিশ্চ গোতমঃ।

† সূত্রিতানি গণধরৈ রঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ। পূর্ব্বানীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ। ইতি মহাবীরচরিতম্। জৈনদিগের অঙ্গ শাস্ত্রের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে পূর্ব্বাঙ্গ বা পূর্ব্বতন্ত্র বলে। পূর্ব্ব নামক শাস্ত্র চতুর্দ্দশ সংখ্যায় বিভক্ত।

পণ্ডিত, ৩০০ শত শ্রমণ, ১৩০০ শত অবধি জ্ঞানী, * ৭০০ শত কেবলী,† ৫০০ শত মনোবিৎ ৪০০ শত বাদী, এক-লক্ষ ঊনষষ্টিসহস্র শ্রাবক, এবং এই সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা, এবং গোতম ও সুধর্ম্মা নামক দুইজন গণধর সঙ্গে ছিল। মহাবীর এই সকল প্রগাঢ়চিন্তাশীল শিষ্য-গণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্শ্বনাথের ২৫০ শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয়। ইউরোপীয় পুরাবিৎগণের মতানুসারে শেষ তীর্থঙ্করের খৃষ্ট জন্মাইবার ৫৬৯ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল।

মহাবীর চতুর্ব্বিংশতি জিন। তাঁহার পূর্ব্বে ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপর্শ, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতলা, শ্রেয়াংস, বাসুপূজ্য, বিমলা, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্তু, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি, ও পার্শ্ব নামক তীর্থঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে প্রচ-

---

* "অসম্যক্‌দর্শনাদি গুণজনিতক্ষয়োপশম নিমিত্তমবিচ্ছিন্ন বিষয়ং জ্ঞানমবধিঃ।" ইতি জৈনসুত্রবিবরণম্। ভ্রমাদিদোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহী) বিষয়ক জ্ঞানকে অবধি জ্ঞান বলে।

† সর্ব্বথাবরণবিলয়ে চেতনস্বরূপ আবির্ভাবঃ কেবলং তদস্যাস্তি ইতি কেবলী।—হেমচন্দ্র টীকা।

লিত। শক্রঞ্জয়মাহাত্ম্য মধ্যে পার্শ্বনাথসম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যথা——

"তত্রাসীদশ্বসেনাখ্যো জিনাজ্ঞাকলনো নৃপঃ।
অভিরামগুণোদ্দামা বামা বামাশয়াজনি॥
সর্ব্ববামাশিরোরত্নং শীলধ্যানাস্থ বল্লভা॥
সান্যদা যামিনী যামে তূর্য্যে বর্য্যসুখাকরান্॥
শয়ানা শয়নীয়ে প্রাপশ্যৎ স্বপ্নাংশ্চতুর্দ্দশ॥
চৈত্রে সিতৌ চতুর্থ্যাং ভে বিশাখায়াং জিনেশ্বরঃ।
তদ্গর্ভে প্রাণতামগাদুদ্দ্যোতশ্চ জগত্রয়ে॥
পূর্ণেঽথকালে পৌষস্য দশম্যাং মিত্রভে সুতম্।
সাঽসূত শ্যামলং সর্পধ্বজমিজ্যং সুরাসুরৈঃ॥"

অর্থাৎ পার্শ্বনাথ কাশীধামের অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র। ইহাঁর মাতার নাম বামা। বামাদেবী একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন চৈত্র শুক্ল চতুর্থীতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জৈনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পৌষ মাসের দশমী তিথিতে মিত্র দৈবত নক্ষত্রে তাঁহাকে প্রসব করিলেন। তিনি শ্যামবর্ণ এবং সর্পচিহ্নযুক্ত ও সকলের পূজ্য। পার্শ্বদেব যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করেন, তখন তাঁহার মাতা বামাদেবীর এই-

রূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তাঁহার পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন। এ কথা মুখেও বলিতেন, অতঃপর ঐ কারণে তাঁহার পিতা "পার্শ্ব" এই নামে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রমে পার্শ্বনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন যথা——

অন্বস্মিন্ গর্ভগে পার্শ্বে সর্পং সর্পন্তমৈক্ষত।
ইতীব নির্মমে তস্য পার্শ্ব ইত্যভিধাং পিতা॥

পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল উভয়কালই নির্দ্দোষে অতিবাহিত হয়। পরে বার্দ্ধক্যে তিনি কাশী-বাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশ প্রদান, ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হয় যথা——

"আয়ুর্বর্ষশতং প্রপাল্য ভগবান্ সম্মেত শৈলং গতো।
মাসেনানশনেন কর্ম্ম বিলয়ং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা॥
সার্দ্ধং তৈঃ শ্রমণৈঃ সিতাষ্টমদিনে মাসে শুচৌ নির্বৃতে।
রাধায়াং ত্রিদশৈঃ কৃতান্তকরণঃ শ্রীপার্শ্বনাথো জিনঃ॥

জৈনদিগের আচার্য্যেরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দর্শন-গ্রন্থ, বস্তুনির্ণয়, ও তর্কপ্রণালী উদ্ভাবন করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইবার কারণ

এই যে, তাঁহারা আত্মার স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহ্য বস্তুর পৃথক্ বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। আদি জৈনাচার্য্যদিগের উহা রুচিকর না হওয়াতেই তাঁহারা ভিন্ন হইলেন। ভিন্ন হইয়া আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্য নানা গ্রন্থ নানা যুক্তি উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই মতের দর্শনগ্রন্থ এই সকল—

সিদ্ধসেন বাক্য। প্রমেয় কমল মার্ত্তণ্ড, (গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র) আপ্ত নিশ্চয়ালঙ্কার (অহং চন্দ্র সূরি গ্রন্থকার) তৌতাতিক (তুতাতভট্ট গ্রন্থকার) বীতরাগস্তুতি। অর্হৎ প্রবচন সংগ্রহ। পরমাগম সার। যোগদেব (ইনি গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না) তত্ত্বার্থ সূত্র। অর্হত (ইনিও গ্রন্থনির্ম্মাতা, গ্রন্থের নাম উল্লেখ নাই) পদ্মনন্দি। বাচকাচার্য্য (ইনিও গ্রন্থকার) স্বরূপ সম্বোধন। বাচকাচার্য্যের টীকাকার বিদ্যানন্দ। হেমচন্দ্রাচার্য্য। সিদ্ধান্ত। অনন্তবীর্য্য (গ্রন্থকার) স্যাদ্বাদ মুঞ্জরী। (জিনদত্ত সূরি প্রভৃতি গ্রন্থকার)।

জৈন দুই প্রকার। শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্ম্মপ্রভেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত সূরি বলিয়াছেন যথা—

জিনদত্তসূরিণা জৈনং মতমিত্থমুক্তম্।
বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দানলাভয়োঃ।

অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ধী-রজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্।
হিংসারত্যহরতী রাগদ্বেষৌ রতিরতি স্মরঃ।
শোকো মিথ্যাত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা ন যস্য সঃ।
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ।
জ্ঞান দর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্তিনি।
স্যাদ্বাদস্য প্রমাণে দ্বেপ্রত্যক্ষ মনুমাপি চ।
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা।
জিবাজীবো পুণ্যপাপে চাশ্রবঃ সংবরোঽপিচ।
বন্ধো নির্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে।
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ।
সৎকর্ম্ম পুদ্গালাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ।
আশ্রবঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জরস্তদ্বিযোজনম্॥
অষ্টকর্ম্মক্ষয়ান্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন।
পুণ্যস্য সংশ্রবে পাপস্যাশ্রবে ক্রিয়তে পুনঃ॥
লব্ধানন্তচতুষ্কস্য লোকা গূঢ়স্য চাত্মনঃ।
ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নিব্যাবৃত্তির্জিনোদিতা॥
সরজোহরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলাঃনিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধাশিনোগৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যু র্জিনর্ষয়ঃ॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রীং মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ॥ ইতি

মর্ম্ম এই—এই মতের উপাস্য দেবতা জিন। বল, ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রা. ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ মনুষ্য সংক্রান্ত দোষ যাঁহার নাই তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয় ইহাদের সম্মত। তর্করীতির নাম স্যাদ্বাদ। ইহাদিগের মতে জগতের মুল তত্ত্ব এক মতে ৯টী, এক মতে ৭টী। তন্মধ্যে নিত্যানিত্য সম্মিশ্র। ঐ সকল তত্ত্বের নাম জীব(১) অজীব(২) পুণ্য(৩) পাপ(৪) আশ্রব(৫) সম্বর(৬) বন্ধ(৭) নির্জ্জরণ(৮) মুক্তি(৯)। চেতন বস্তু জীব—অচেতন পদার্থ অজীব—সৎকর্ম্মসমূহ পুণ্য—তদ্বিপরীত পাপ—কর্ম্মের বন্ধনজনকতা আশ্রব—কর্ম্মত্যাগ নির্জ্জর—অষ্ট-কর্ম্মক্ষয় মুক্তি। সপ্ত তত্ত্ববাদীর মতে মোক্ষ পদার্থটী নির্জ্জরণের অন্তর্ভূত—পুণ্য সংশ্রবের ও পাপ আশ্রবের অন্তর্গত। এই মতের সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গরহিত, কেশ সংস্কার করে না ও ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ। শ্বেতাম্বরেরা উহা করে না। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, দিগম্বরেরা রত।

নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্য্যলিঙ্গক ঈশ্বরানুমান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ" ক্ষিত্যাদি-পদার্থের কোন না কোন কর্ত্তা আছে, যে হেতু ক্ষিত্যাদি বস্তু জন্য। যে বস্তু জন্য হয়, সেই বস্তুর কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। এইরূপ ঈশ্বরানুমান জৈনেরা করে না। তাহাদের মতে জগৎ জন্যই নহে। তাহারা এই মাত্র বলে, যে, কোন সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর।

"সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদীচ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ॥" ইতি—
অহং চন্দ্র সূরি।

উহাদের ঈশ্বরানুমানপ্রণালী এই যে, সর্ব্ব পদার্থ সাক্ষাৎকারী কোন এক আত্মা আছেন; কারণ, যখন দেখা যায় যে আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, কোন আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অল্প, কোন আত্মার অধিক। এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক একবারে নাই হইতেও পারে। যাহার জ্ঞান-প্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর। এই প্রতিজ্ঞার উপর অনেক তর্ক কৌশল আছে, তত্তাবতের অবতারণ করা নিষ্প্রয়োজন।

জৈনমতে জীব দুই প্রকার। সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব দুই প্রকার,—সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষা-ক্রিয়াকলাপাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক, আর তদ্রহিত জীব অমনস্ক। এই অমনস্ক জীব দুই প্রকারে বিভক্ত।—ত্রস ও স্থাবর। শঙ্খ গণ্ডলক প্রভৃতি দ্বি-ইন্দ্রিয় ত্রি-ইন্দ্রিয় ভেদে ত্রস ৪ প্রকার। পৃথিবী-জল-বৃক্ষাদি ভেদে বহু-বিধ স্থাবর। তত্ত্বজ্ঞান জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপা-বগতি। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চ্চা এবং জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান। মুক্তি—জ্ঞানা-বরণ ও কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে সুখস্বরূপে অবস্থান। কাহারও মতে সতত ঊর্দ্ধ গমন।

"গত্বাগত্বা বিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বালোকাকাশমাগতাঃ॥"

ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙ্গী নয় অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত।

কল্প সূত্রের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্ত্তব্যানু-ষ্ঠানের বিবিধ নিয়ম লিখিত আছে, সাধারণতঃ তাহা-দের পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র যথা—"ওঁম্ শ্রীং—ঋষভেয় স্বস্তি—ওঁম্ হ্রীংহম্,—ওঁম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য আদি গুরুভ্যোনমঃ—ওঁম্ হ্রীং হ্রীম্ সমজিন চৈত্যালেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যোনমঃ" ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা—

"নমো অরীহন্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আয়রীয়াণং নমো উজ্জয়াণং নমো লোইসর্ব্বসাহূণং।"

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহেন। তাঁহারা ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম এইমাত্র জানে যে—ধর্ম্মো জগতঃ সারঃ। সর্ব্বসুখানাং প্রধানহেতুত্বাৎ। তস্যোৎপত্তির্মনুজাঃ। সারং তেনৈব মানুষ্যো। অর্থাৎ ধর্ম্মই জগতের সার, যেহেতু ধর্ম্মই সুখমাত্রের প্রধান কারণ। এবম্ভূত ধর্ম্মের উৎপত্তিকারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্যকে জীবমধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন "স্বর্গাপবর্গপ্রদঃ" স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্ম্মের ফল, ও "সাধুনাং আচারঃ" অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচরণ করেন, তাহাই ধর্ম্মকে জানিবার পথ এবং ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে "পুরুষপ্রধানত্বাৎ ধর্ম্মস্য" অর্থাৎ যদ্দারা মনুষ্যেরা ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারে। যতিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (অষ্টম তপস্যা) যথা——

চৈত্যে পরিপাঠো সমস্ত সাধুবন্দনং সাম্বৎসরিক প্রতিক্রমণং মিথঃ সাধর্ম্মিকং শমনং অষ্টমং তপশ্চ।

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) স্থানে পরিপাঠ [১] সাধুদিগের বন্দনা করা [২] বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার তীর্থ পরিভ্রমণ [৩] পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান [৪] ইন্দ্রিয়দমন [৫] এই পাঁচটী অষ্টম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অশোকের ন্যায় তাহাদিগেরও এইরূপ রাজ ঘোষণা আছে—"অমারী—ঘোষনাদ" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিওনা। জৈনধর্ম্মের এই মাত্র সার নীতি যথা——

"ত্যজ হিংসাং কুরু দয়াং ভজ ধর্ম্মং সনাতনম্।
স্বদেহেনাপি সত্ত্বানাং বিধেহ্যুপকৃতিং তথা॥
তদ্বৈরিণ্যপি মা বৈরং কুর্য্যাঃ স্বস্য হিতায় চ॥
উবাচ চ জিনো দেবো গুরুর্মুক্তপরিগ্রহঃ।
দয়াপ্রধানো ধর্ম্মশ্চ ত্রয়মেতৎ সদাস্তুমে॥" ইতি
শক্রঞ্জয়মাহাত্ম্যম্।

যে সকল নীতি উদ্ধৃত হইল তাহা সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের সারভাগ, সুতরাং ইহা যে কেবল জৈনদিগের ধর্ম্ম তাহা কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে, তাহাতেই উদয়নাচার্য্য কহেন—

"যস্ত্বসাধারণো মুখমণ্ডলী করণাদিঃ কেশোল্লুঞ্চনাদিশ্চনাসৌ সর্ব্বৈ রনুষ্ঠীয়তে।" "অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটী জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম্ম; তাহা অন্য কোন জাতির নাই।

অমরসিংহ এবং হেমচন্দ্র (সংস্কৃত কোষকার) জৈনধর্ম্মাবলম্বী। অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ সুতরাং

তিনি খৃষ্টীয় ৫০০ পঞ্চশত শতাব্দীর ব্যক্তি। বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির অমরসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি জৈনগ্রন্থের মতানুসারে মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহাবীরের পরে সুধর্ম্ম, যতীশ্বর, বজ্রসেন, চন্দ্র, মনাতুঙ্গ, জয়দেব, শ্রীমন্, বিজয়, সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলি জৈনধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্ক তরঙ্গে জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধিই জৈনধর্ম্ম হীনপ্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে। জৈনদিগের আবু, গির্ণার, শত্রুঞ্জয় এবং পার্শ্বনাথ পর্ব্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে জৈনাচার্য্য ধনেশ্বর সূরি সুরাষ্ট্র দেশের শত্রুঞ্জয় নামক গিরির স্তোত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুর্দ্দশ সর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থ সুরাষ্ট্রাধিপতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বর

সূরি ৪৭৭ শকে প্রস্তুত করেন। তিনি বলভীরাজ শিলা-দিত্যের পার্ষদ এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা।*

জগৎশেঠের সঙ্গে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ওসয়ালগণ বঙ্গ-দেশে আগমন করেন। এক্ষণে সুবিখ্যাত শেঠবংশ-ধরেরা জৈন ধর্ম্মত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছেন কিন্তু তাঁহাদিগের ওসয়ালগণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কলিকাতা ও মুরসিদা-বাদ ওসয়ালদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের আকর স্থান। তাঁহারা বঙ্গদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন, ইহার মধ্যে রায় লছ্মীপৎ সিংহ বাহাদুরের মন্দির বহুব্যয়ে নির্ম্মিত। এই সকল মন্দিরে ভোজক ব্রাহ্মণগণ পুজারি রূপে নিযুক্ত আছে।

---

* "সপ্ত সপ্ততিমব্দানামতিক্রম্য চ৲.
বিক্রমাব্দাচ্ছিলাদিত্যো ভবিতা ভিক্ষুবুদ্ধিকৃৎ।
"সপ্ত সপ্ত চতুঃ সরে ‡ গতে বৈক্রমবৎসরে।
"শ্রীশক্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যং বক্তি ভক্তি প্রণোদিতঃ।
বলভ্যাং শ্রীসুরাষ্ট্রেশ শিলাদিত্যস্য চাগ্রহাৎ।"
ইতি শক্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যং।

‡ সরে—শতে। অয়মব্যয়শব্দঃ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

"दिव्याविमलचक्षुः पश्यसि बुद्धान् दशदिशि लोके ।
धर्म्मं शृणोषि———————————"

(ललित विस्तर, २य अध्याय ।)

বৌদ্ধ ধর্ম্ম

বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যজাতির প্রাথমিক ধর্ম্ম। বেদ হিন্দু-গণের বিশ্বাসের মূলভিত্তি এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহক সমস্ত কার্য্যকলাপ বৈদিক ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বেদে কাহার অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেন না বেদ ঈশ্বরের বাক্য—মানবীয় বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই সুতরাং যিনি বেদে অবিশ্বাস করেন তিনি নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড,—সমাজশত্রু। বৈদিক আচার ব্যবহারে হিন্দুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রত্যহ অসংখ্য অসংখ্য পশুর প্রাণ বধ হইতে লাগিল। সোমরস পান এবং পশু বধ করা প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। আর্য্যগণ ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দূরপরাহত। সাধারণে ধর্ম্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচারে

প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এ সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। এ সময় মহাতেজা বিপ্লবকারী অতিদুর্ল্লভ। সাধারণ লোকে তাঁহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্য্যকলাপ-অনুষ্ঠানে আর্য্যগণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের একমাত্র কর্ত্তা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই পথে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং ভারত সমাজের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারবৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্যসিংহ উদয় হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিতে তথা সমাজের অভিনব প্রণালী বদ্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় জ্ঞানের শাণিত অসিহস্তে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ইহাঁর প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডীয় নবোত্তরশততম সর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
ন নাস্তিকে নাভিমুখো বধঃ স্যাৎ॥

অর্থাৎ বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না।* এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ গণেশ ও শম্ভু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্য সিংহ শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ। ইহাঁর পূর্ব্বে ৫৫ জন বুদ্ধ বর্ত্তমান ছিলেন; তাহার মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপূজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্বভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্য-লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্য সিংহ "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" মর্ত্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি

* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনু-বাদিত।

মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বশুভপ্রদ ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক; যথা, ললিত বিস্তরে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

জ্ঞানপ্রভং হততমস্থপ্রভাকরং
শুভপদং শুভবিমলাগ্রতেজসম্।
প্রশান্তকায়ং শুভশান্তমানসং
মুনিং সমাশ্লিষ্যত শাক্যসিংহম্॥
জ্ঞানোদধিং শুদ্ধমহানুভাবং
ধর্ম্মেশ্বরং সর্ব্ববিদং মুনীশম্॥ ইত্যাদি।

অভিধান মধ্যে শাক্যসিংহের নামান্তর যথা—খজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবী সুত ও গৌতম। হেমচন্দ্র তাঁহার এই কয়েকটী নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলেয়, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, গৌতমানেয়, মায়াসুত, শুদ্ধোদনসুত।

অমরকোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অনুবাদ যথা "শুদ্ধোদনিচ গৌতম, শাক্য সিংহো তথা শাক্য মুনিচ অরিচ বন্ধুচ।"

শাক্য সিংহ এই নামটী নামকরণের নাম নহে। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। "শাক্যবংশ" ইহাও আভিজনিক সংজ্ঞা নহে। ইক্ষাকু

বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক শাক বৃক্ষের (শেগুন) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ ইক্ষ্বাকু বংশীয় পুরুষের নাম শাক্য বলিয়া প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরাও তদবধি শাক্য বলিয়া বিখ্যাত। আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তিস্থলে লিখিয়াছেন, যথা "শাক্যবংশ্যত্বাৎ শাক্যঃ;—শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ, তথাহি—শাকো নাম বৃক্ষবিশেষঃ, তত্র ভবো বিদ্যমানঃ শাক্যঃ,পিতুঃ শাপেন কশ্চিদিক্ষ্বাকুবংশীয়ো গোতমবংশজ-কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসশ্চ শাক্য উচ্যতে;—তদুক্তং, "শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।" শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্য সিংহ প্রকৃত ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা গৌতমবংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িতভাবে শাকবৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাক্য ও গৌতম উভয় নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া ঐ নামে খ্যাত।

শাক্য সিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিল বস্তু* নগরের রাজা ছিলেন। আর্য অভিধানে লিখিত আছে, শুদ্ধোদন রাজা অতি ন্যায়বান্ ছিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন যথা "শুদ্ধোদনো যতো ভুঙক্তে ন্যায়বান্ শুদ্ধমোদনম্।" ললিত বিস্তরে লিখিত আছে শাক্য সিংহ জম্বুদ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য কুলকে নির্দ্দোষ জানিয়াছিলেন—মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশালা নগরে, প্রদ্যোতন কুল, মথুরা, হস্তিনায় পাণ্ডব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডব বংশকেও সদোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন—"পাণ্ডবকুলপ্রসূতৈঃ কৌরববংশোহতি ব্যাকুলীকৃতো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়ন্তি; ভীমসেনো-বায়োঃ— ইত্যাদি—" একুলের দোষ হইল যে পাণ্ডবেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এইরূপ সকল বংশেই দোষ, কেবলমাত্র শাক্যবংশ নির্দ্দোষ।

শাক্যসিংহ কপিলবস্তু নগরে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

---

* নেপাল দেশের পর্ব্বতসন্নিকটে।

ভগবান্ বোধিসত্ত্ব যে কালে তুষিত পুরী পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষে প্রবেশ করেন, মায়াদেবী সেই সময় নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যথা—

"হিমরজতনিভশ্চ ষড়্বিষাণঃ সুচরণ চারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষা উদরমুপগতো গজো প্রধানো ললিতগতি দৃঢ়বজ্রগাত্রসন্ধিঃ।" অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দন্তযুক্ত, সুরক্ত মনোজ্ঞ কর ও শীর্ষদেশ একটি গজ, মনোহর গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন, তাহা বর্ণন করা যায় না "নচ মম সুখং জাতু এব রূপং দৃষ্টমপিশ্রুতং নাপি চানুভূতম্।" ভাবিলেন একি! কখন আমর এরূপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং ধারণও করি নাই। নিদ্রাভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্নবিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন। রাজা গণকদিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার সকল প্রাণীর হিতকারী একটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে এইরূপ দৈব বাণী হইল; যথা—"তুষিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্বো মহাত্মা নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ।" অর্থাৎ হে নৃপতি! তুমি শঙ্কিত হইও না,

মহাত্মা বোধিসত্ত্ব তুষিত পুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া এই মায়া দেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন। মায়াদেবী সুখে বিবিধ সুলক্ষণা-ক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্ট প্রকার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, যথা, — তৃণকণ্টকাদির কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশকা-দির দৌরাত্ম্য ছিল না—হিমালয় পর্ব্বতের সমস্ত বিহঙ্গ-গণ আসিয়া রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে রব করিয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের আগারে সর্ব্বকালীন ফল পুষ্প একদা প্রকাশ হইয়াছিল— শুদ্ধোদনের গৃহে আহার করি-লেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার অন্তঃ-পুরে যে সকল বাদ্য যন্ত্র ছিল তাহা সমুদায় আপনা আপনি বাদিত হইয়াছিল ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ ললিত বিস্তরে লিখিত আছে, এখানে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্য সিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মায়াদেবীর তাঁহার জন্মের এক সপ্তা-হের পরে মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার ভগিনী দ্বারা অতিযত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্রমুখ নিরীক্ষণে দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি

হইতে লাগিল এবং শাক্য সিংহ অচিরকালমধ্যে বহুবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে এক দণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালসুলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে সময়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে সংসার সুখে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য, রাজা শুদ্ধো-দনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে "যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথাগতো ভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ।—উত নাভি নিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তীচ বিজেতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্ন সমন্বাগতঃ" (১২ অধ্যায় ললিত বিস্তর দেখ—)

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং আর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর লোপ হইবে না।

অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন কন্যা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলে শত শত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। কুমারকে তদ্‌বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্যসিংহ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম-ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যান নিমীলিত নেত্রে ধ্যেয় সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব; সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহা আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্বগুণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কর্দ্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়, জল মধ্যেই শোভা পায়; অতএব যদি কোন বোধিসত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে থাকিয়াও কদাচিৎ বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধি-সত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকেও ভার্য্যাগ্রহণ স্বীকার করা আবশ্যক। ইহার মূল এই—"বিদিতংময়ানন্তকাম-দোষাঃ শরণ সর্ব্ববাস শোক দুঃখমূলা ভয়ঙ্কর বিষপত্র সন্নিকাসা জ্বলননিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ, কামগুণে নমেস্তি চ্ছন্দং রাগো নচাহং শোভে স্ত্র্যাগার মধ্যে

বোন্বহমুপবনে বসেয়ং তুষ্ণীম্ ধ্যানসমাধিসুখেন শান্ত-চিত্ত।" ইতি। অপিচ,

"সঙ্কীর্ণ পঙ্কি পদুমানি বিবৃদ্ধিমেন্তি,
আকীর্ণ রাজ্জুজলমধ্যে লভাতি পূজ্যাম্, [শোভাম্]
যদি বোধিসত্ব পরিবার বলং লভন্তে,
তদসত্ত্ব কোটি নিযুতান্যমৃতে বিনেন্তি ॥

যেচাপি পূর্ব্বক অভূদ্বিদুবোধিসত্বাঃ,
সর্ব্বেভি ভার্য্যসুত দর্শিত ইস্ত্রীগারাঃ
নচ রাগ রক্ত নচ ধ্যান সুখেভিভ্রষ্টা
হন্তানু শিক্ষয়ি অহংপিগুণেষু তেষাং। (১২ অঃ দেখ)

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন,

"ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈবচ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয় ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্য, যে কোন জাতির কন্যা হউক, যাহার পূর্ব্বোক্ত গুণ [সে সকল গুণ ল, বি, ১২অ, দেখ] আছে, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও। অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন, নিজ নগরে প্রচার করিলেন,

"ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ,
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।"

আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত

হন না। গুণ, সত্য, ও ধর্ম্মেই কুমারের মন,—ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণিশাক্যের দুহিতা গোপা নাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবতী হইলেন। সুতরাং ভগবান শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন। "অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য দুহিতা শাক্য কন্যা বা দাসী শত পরিবৃতা," ইত্যাদি ল, বি, দেখ।

শাক্যসিংহ কিছুকাল দাম্পত্য সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষু-দ্বারা দেখিতেন, "সর্ব্ব অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবা নচ শাশ্বতাপি, ন নিত্য কল্পা মায়ামরীচি সদৃশা, বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলা॥"

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসার বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সংসারের সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগ-রের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতে-ছিলেন; এমত সময়ে পথিমধ্যে এক জন দন্তহীন

জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স জন্য এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে মনুষ্য-শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা একবারও চিন্তা করি না। সারথি! রথ-বেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের দুরন্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্ কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য এক দিবস শাক্যসিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সম্মুখে স্বজন পরিত্যক্ত বন্ধুহীন, বহুরোগগ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার তাদৃক অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি করযোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল; তাহা শুনিয়া রাজ-কুমার কহিলেন, "হায়! শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তনশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যের এতাদৃক্ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানী এই সকল

দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করে? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন না করিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ তৃতীয়বার রথারোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃতশরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে স্বজন বান্ধবেরা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি সারথিকে কহিলেন, যৌবন-গর্ব্ব বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু কালের মধ্যে বিনষ্ট হইবে। এ সকল দেখিয়া সংসারের সুখে কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে? যদি বৃদ্ধ বয়স, রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হই-লেই এইস্থান চিরসুখের হইত।” তাহার পর মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, “সারথি! নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।”

অবশেষে চিন্তা করিতে করিতে নগরের উত্তরাভি-মুখে বিলাস ভবনে গমন করিবার সময় এক শান্তমূর্ত্তি রোগ শোক বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" সারথি কহিল, "রাজকুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়া, আনন্দ চিত্তে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।" রাজকুমার কহিলেন, "সংসারের মধ্যে এইব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানিগণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের ক্রমেই সংসারের বিরাগ হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্ত হইল না। তিনি সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, জীবনে ধিক্; জরাগ্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্; ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয়, এমত স্বাস্থ্যে ধিক্; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এমত জীবনকেও ধিক্—হায়!"

"ধিগ্‌যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন।
আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধি পরাহতেন॥
ধিগ্‌জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গে॥"

তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি মৃত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ স্কন্ধ* জন্য একমাত্র দুঃখস্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জরা ব্যাধি মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে, এজন্য দুঃখ হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় করা কর্ত্তব্য। যথা—

যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধি র্ন মৃত্যু।
স্তথাপিচ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিংপুনর্জ্জরা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধা
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং॥

এইরূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজল-নেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য নানা অনুনয় করিতে

---

* "দুখং সংসারিণঃ স্কন্ধা স্তেচ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপ মেবচ।" বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং রূপ, এই পঞ্চ স্কন্ধ, ইহাই সাংসারিক আত্মার দুঃখ হেতু।

লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন, যথা,—

"ইচ্ছামি দেব জ্বর মহুনমাক্রমেয়া।
শুভ্রবর্ণ যৌবন স্থিতো ভবি নিত্য কালং॥
আরোগ্য প্রাপ্ত ভবিনোচ ভবেত ব্যাধি।
রমিত আয়ুশ্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যু॥"

রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন; "পুত্র! যে চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।" রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ আননে পুত্রকে অভীষ্ট সিদ্ধি-জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

এক গভীর রজনীযোগে শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু পুত্র রাহুল'কে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত কালে ঘোটক পরিত্যাগ করত 'অনোমা' নদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগি-

লেন। প্রথমে বৈশালীতে* আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে, অগত্যা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্য্য শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এস্থান হইতে পঞ্চজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উর্ব্বিলব নামক গ্রামে ছয় বর্ষকাল অতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত বিশুদ্ধ সমাধি, ও মহাপ্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। ক্রমে তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বুদ্ধিদ্রুমমুলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, এবং তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন।

---

* বৈশালী—বিশালা বদরী অর্থাৎ এক্ষণে যাহা হরিদ্বারের উত্তর পূর্ব্বাংশে বদরিকাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিকটবর্ত্তী নগরের নাম বৈশালী। কিন্তু কনিঙ্‌হ্যাম্ সাহেব তাঁহার প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূগোলে লিখিয়াছেন, “বৈশালী পাটলীপুত্রের উত্তরে স্থাপিত ছিল। তিনি আধুনিক বিসার নামক স্থানকে ‘বৈশালী’ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রমাণে অনেকের তাদৃশ আস্থা নাই।’

৫৮৮ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া প্রথমতঃ বারাণসীতে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ জন সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভারত-বর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিল। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বসরের প্রযত্নে রাজ-গৃহের বক্তৃতাকালে বহুব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কালান্তকবিহার তাঁহার উদ্দেশে এক ধনাঢ্য বণিক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; তথায় তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদ-বিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময় শাক্যসিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মৌদ্গাল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভিব্যাহারে কিছু-কাল মগধেশ্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে উক্ত নৃপতি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তিনি শ্রাবস্তীতে বাস করেন। তথায় অনাথ পিণ্ডদ নামক বণিক তাঁহার জন্য একটী সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী

শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধিপতি এবং প্রসন্নজিৎ নৃপতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ পরে তিনি কপিলবস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে ৫৪৩ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব বৎসরে কুশীনগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এসময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্যবর্গকে ধর্ম্মের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর করিল না। সে সময় কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যু-কালে ভগবান্ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল;

কিন্তু আর্হতগণ পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকবেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নববস্ত্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্যপ, তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিন-বার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। নশ্বর শরীর ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশিষ্ট হইল, ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে করিতে নগর-মধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উশ্থদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর, এই ৮ স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর আটটি স্তূপ নির্ম্মিত করিল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং এত অনুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হই-য়াছে। ঐ সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং একাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্য দেবের ন্যায় তাঁহার মত, শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক

মৃত্যুর অন্তে জগতের হিতের জন্য প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিতয় "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধর্ম্ম কাশ্যপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালী দ্বারা। ইহা খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্য্যগণ ধর্ম্মের গুহ্য কথা সকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থনিচয় প্রচার করেন। আষাঢ় মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ মায়াময় মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে আমাদিগকে কহিয়াছিলেন যে, "আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে।" এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এতদ্বাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন; এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণিশিখরমূলে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালা-

শোক কর্ত্তৃক আহুত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হয়। এ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈদিক কার্য্যকলাপে ক্রমেই হতাদর হইতে লাগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই অবরুদ্ধ হইল।

অশোক নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈর-নির্য্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাঁকে সকলে প্রচণ্ডা-শোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্ত্তমানে ২৬৩ খৃঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি করাতে সকলেই ইহাঁকে ধর্ম্মাশোক বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চারি বৎ-সরের মধ্যে অশোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়া-ছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্য্যন্ত ইহাঁর করতলস্থ হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডবেরাও অশোকের ন্যায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া-

ছিল। ইনিই বৌদ্ধগণের "দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।" অসংখ্য প্রচারকেরা ইহাঁর অনুজ্ঞানুসারে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এবং পুরস্ত্রীবর্গের নিকটও ধর্ম্মপ্রচার করতঃ অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অশোক ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহেব নামে বিখ্যাত লাটটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিবিধ অনুজ্ঞা খোদিত আছে।* ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলী, গুজরাটে গির্ণারে শিখরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ্দ গিরির অঙ্গে, অশোকের যশোঘোষণা খোদিত ছিল। এই সকল লিপি আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্ব্বতীয় লিপিমধ্যে আন্তিয়োকস্, টলেমী, আন্তি-গোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত

---

* মহারাজ অশোক তাহ[illegible] পালি-লিপিতে লিখিয়াছিলেন; যথা,—"হেবংচ হেবংচ মে পালি[illegible] বা দেয়ো—" অর্থাৎ এইরূপে এইরূপে আমার পালি অনুজ্ঞা সকল [illegible] করিবে।

হওয়া গিয়াছে। অশোকের খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আর উন্নতি হয় নাই। অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খৃঃ পূঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।" সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর অর্থবান্ এবং সুপরিপাটী। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্য্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"ইদম্প্রত্যয়ফলমিতি। উৎপাদাদ্বা তথাগতানা মনুৎপাদাদ্বা স্থিতেবৈষাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্য সমুৎপাদানুলোমতা ইতি—অথ পুনরয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ, যদিদং বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডান্নালং নালাদ্‌গর্ভো গর্ভাচ্ছূকং শূকাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি; অসতি বীজেঽঙ্কুরো ন ভবতি যাবদসতি পুষ্পে ফলন্ন-

ভবতি, সতিতু বীজেঽঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলমিতি তত্রবীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি, অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানমহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি ফলস্যাপি নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেনাভিনির্ব্বর্ত্তিতমিতি, তস্মাৎ সত্যপি চৈতন্যে বীজাদীনা মসত্যপি চান্যোন্যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি কার্য্য কারণ ভাব নিয়মোদৃশ্যতে, ইত্যুক্তো হেতূপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্য সমুৎপাদস্য উচ্যতে প্রত্যয়ো হেতূনাং সমবায়ঃ, হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রতীত্য সমবায় ইতি যাবৎ। যণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়ং বীজহেতু রঙ্কুরো জায়তে তত্র পৃথিবী ধাতুর্বীজস্য সংগ্রহে কৃত্যং করোতি, যথাঙ্কুরঃ কঠিনোভবতি, অপ্‌ধাতুর্বীজং স্নেহয়তি, তেজো ধাতুর্বীজং পরিপাচয়তি, বায়ুর্ধাতুর্বীজমভিনির্হরতি যতোঽঙ্কুরো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশ ধাতু বীজস্যানাবরণং কৃত্যং করোতি, রূপ ধাতুরপি বীজস্য পরিণামং করোতি, তদেতেষাং অবিকৃতানাং ধাতূনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যাঙ্কুরো জায়তে নান্যথা। তত্র পৃথিবী ধাতো নৈবং ভবত্যহং বীজস্য পরিণামং করোমীতি; অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবত্যহমেভিঃ প্রত্যয়ৈ র্নির্ব্বর্ত্তিত

ইতি। তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্য সমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি, হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। তত্রাস্য হেতূপনিবন্ধো যথা, যদিদমবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতিঃ প্রত্যয়ং জরা মরণাদীতি। অবিদ্যাচেন্নাভবিষ্যৎ নৈবং অঙ্কুরো অজনিষ্যত এবং জরা মরণাদয় উদপৎস্যন্ত। যাবজ্জাতিশ্চেন্নাভবিষ্য ন্নৈবং তত্রাবিদ্যায়া নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভি নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি, সংস্কারাণামপি নৈবং ভবতি বয়মবিদ্যয়া নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা অপি নৈবং ভবত্যহং জরা মরণাদ্যভিনির্ব্বর্ত্তয়ামীতি জরামরণাদীনামপি নৈবং ভবতি বয়ং জাত্যা অভি নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি, অথচ সৎস্ববিদ্যাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপি সংস্কারাদীনা মুপৎত্তির্বীজাদিষ্বিব সৎস্বচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপ্যঙ্কুরাদীনাং, ইদং প্রতীত্যং প্রাপ্যেদ মুৎপদ্যন্ত ইতি। এতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাধিষ্ঠানস্যানুপলব্ধেঃ। সোয়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্য সমুদায়স্য হেতূপনিবন্ধঃ। অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথিব্যপ্তেজো বায়্বাকাশ বিজ্ঞান ধাতূনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্রকায়স্য পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিন্যমভি নির্ব্বর্ত্তয়তি অপ্‌ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ং তেজো ধাতুঃ কায়স্য অশিত পীতে পরিপাচয়তি বায়ু ধাতুঃ কায়স্য

শ্বাস প্রশ্বাসাদি করোতি আকাশ ধাতুঃ কায়স্য শুশির-ভাবং করোতি যচ্চ নামরূপাঙ্কুরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি পঞ্চ বিজ্ঞানার্থ সংযুক্তং সাশ্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং সোঽয়মুচ্যতে বিজ্ঞান ধাতুঃ। যদাধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদি ধাতবো ভবন্ত্য বিকলা স্তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াদ্ভবতি কায়স্যোৎপত্তিঃ, তত্র পৃথিব্যাদি ধাতূনাং নৈবং ভবতি বয়ং কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি, কায়স্যাপি নৈবং ভবতি বিজ্ঞান মহমেভিঃ প্রত্যয়ৈ রভিনির্ব্ব র্ত্তিত ইতি—অথচ পৃথিব্যাদি ধাতুভ্যোঽচেতনেভ্যশ্চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেভ্যোঽঙ্কুরস্যেব কায়স্যোৎপত্তিঃ; সোঽয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো দৃষ্টত্বান্নান্যথয়িতব্যঃ। তত্রৈতেষ্বেব ষট্সু ধাতুষু মাতৃসংজ্ঞা, পিতৃসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, সত্যসংজ্ঞা, পুদ্গালসংজ্ঞা, মনুষ্যসংজ্ঞা, মাতৃ দুহিতৃ সংজ্ঞা, অহঙ্কার-মমকারসংজ্ঞা। সেয়মবিদ্যাঽস্য সংসারানর্থ সম্ভারস্য মূলকারণং তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কার রাগদ্বেষ মোহা বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে—বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তি র্বিজ্ঞানং বিজ্ঞানশ্চত্বারো রূপিণঃ, উপাদানস্কন্ধা স্তন্নাম, তান্যুপাদায় রূপমভিনির্বর্ত্ততে। তদেকত্বমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরূপ্যতে। শরীরস্যেব কলল বুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপ সম্মিশ্রিতা, তানীন্দ্রিয়াণি ষড়ায়তনং নাম রূপেন্দ্রিয়াণাং, ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ

স্পর্শঃ স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্য মেতৎ সুখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যবসিতং তৃষ্ণা ভবতি—” ইত্যাদি।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই; ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব, শিষ্যদিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণ ভাব ঘটিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পন্ন। তজ্জন্য তাহারা কার্য্যমাত্রকেই প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদায় কার্য্যে দুই প্রকার কারণ অনুস্যূত আছে। একের নাম হেতূপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ, হেতূপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তি কালে যাহাতে মাত্র হেতুভাব থাকে, যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ দ্রব্যের সমবায় (সংযোগ) থাকে, যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে পার্থিবাদি কার্য্য দ্রব্যের সমবায় ছিল। এই হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্বয় বাহ্য জগতে আছে; আধ্যাত্মিক কার্য্যেও আছে। তন্মধ্যে বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপত্তি বিষয়ে (ঘট পট বৃক্ষাদি উৎপত্তি বিষয়ে) এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা,—প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর,

অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ব্ভ, শূক (পুষ্প বা ফলের কোষ) পুষ্প ও ফল জন্মে। এই একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতূপনিবন্ধ বলা যায়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না; পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুষ্প থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়; তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না, যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। পুষ্প, ফল, সকলেরই এইরূপ জানিবা; অতএব বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য্যকারণ ভাবের ব্যাঘাত নাই। বরং কার্য্যকারণ ভাব নিয়মিতরূপেই আছে। অঙ্কুর-কার্য্যের হেতুভাব পক্ষে যেমন, প্রত্যয়ভাব পক্ষেও (কারণ দ্রব্যের সংযোগ ঘটনা পক্ষে) সেইরূপ। পৃথিবী ধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও রূপধাতু (বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে) এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগ বিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু সংগ্রাহ কার্য্য করে (যে কার্য্য দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মে) জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস

থাকে বীজের উচ্ছূনতা জন্মে) তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বীজাংশ অঙ্কুর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে) বায়ুধাতু অভিনির্হার করে, (যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহির্গত হয়,) আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে, (যাহাতে বীজমধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয়) রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে, (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুরাকারে দৃশ্যমান হয়) এই-রূপ ষড়্ ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর কার্য্যে আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখা-নেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয়না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপাদ মধ্যে (বাহ্যস্থ কার্য্য সমূহ মধ্যে) ও রূপভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্য কার্য্যের জ্ঞান পূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও নাই।

আধ্যাত্মিক কার্য্য সমুৎপাদেরও পূর্ব্ব প্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু-হেতুমদ্ভাব। আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ুঃ, আকাশ, ও বিজ্ঞান, এই ষড়্বিধ কারণ দ্রব্যের সমবায় ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না,

সংস্কার ব্যতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা মরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি; সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও চৈতন্য না থাকিলেও অন্য চেতনাবান্ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্ম লাভ দৃষ্ট হয়। এই আধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধ পক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধ পক্ষেও সেইরূপ; পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি। পৃথিবী ধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে; জল ধাতু স্নেহিত করে। তেজো ধাতু ভুক্তান্ন পানাদি পরিপাক করে, বায়ু ধাতু শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশ ধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। বিজ্ঞান ধাতু, নাম রূপাদির কারণ। এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধাত্মক; এই ষড়্ ধাতু অবিকল ভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবী ধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের

উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচেতন হইলেও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অন্যথা করিবার পথও নাই।*

উক্ত ধাতু ষট্‌কের সমবায় ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্‌গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। ইহাকে অনর্থ শতসম্ভার সংসার বলে; এই সংসারের মুল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্তু-আকার ধারী বিজ্ঞান বিষয়। বস্ত্বাকার বিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপ বিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নাম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাব, নাম রূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদ্বুদাদি অবস্থা, নাম রূপ, মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল, ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা (অনুভব শক্তি) বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) জন্ম গ্রহণ করে। ইত্যাদি।

* এতাবতা এই বলা হইল যে জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ-লক্ষণ এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তথাহি কৃত্যাদেবী * বাক্যং

লোকে ভগবতো লোক নাথাদারভ্য কেবলম্।

যে জন্তবো গত ক্লেশান্ বোধিসত্ত্বানহবেহি তান্। সাগসেপি নকুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে। বোধিং স্বস্যৈব নেচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল জীব গত ক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গতক্লেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম আর কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা "বোধিসত্ত্বস্য পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু—" এবং বুদ্ধদেবকে তাহারা "জরা মরণবিঘাতী ভিষগ্বর ইবোদ্গতঃ" জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানি-গণের নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ-

* কৃত্যাদেবী বৌদ্ধনাং অভিচারোৎপন্না ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মাত্রেরই পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্য সিংহ স্বয়ং হস্তী, মৃগ প্রভৃতি পশুযোনি হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল কষ্টময়; এবং জীব নিজকর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করেন নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহারাও নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বাভাবিকবাদী; তাহারা বলে স্বভাব সৃষ্টি হয় নাই; চিরকাল এক অবস্থায় আছে। হকার্ট, টলর, বুাকনর প্রভৃতি জর্ম্মণ তত্ত্ববিদ্গণের এই মত, অধিকন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলময় তর্কপরিপুর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। য়িশুখ্রীষ্টের ন্যায় শাক্য সিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যথা জীবহিংসা করিও না, চুরি করিও না, পরদার করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে আর ৫টী আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত

হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়ন অনুচিত এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, যীশুপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায় স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার "ধর্ম্ম পদ" গ্রন্থপাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদিগণকে এক একবার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন "কৃত্তিঃ কমণ্ডলু মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্ন ভোজনম্। সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিঃ।" অর্থাৎ চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সমূহাবস্থান, ও রক্তাম্বর, এই কয়েকটি বৌদ্ধদিগের

যতি ধর্ম্মের অঙ্গ*। ইহারা মালা জপিবার সময় এই মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে "অনিত্য দুঃখম্ অনাত্য" ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মুর্ত্তির সমীপে ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব্বকালে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসঙ্ঘ মধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্য মাসে দুইবার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্ন লিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে যথা—খুদক পাঠ।

"নম তসভাগবত অর্হত সম সমবুদ্ধসঃ
বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
"দুত্যম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দুত্যম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
দুত্যম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

হ্যতম্পি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
শরণ্যতম্।”

বৌদ্ধ-আচার্য্য-প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; কিন্তু আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের কোন কোন বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধসূত্র সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদসাহের অনুজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আবুলফজল বহু অনুসন্ধানে একখানিও বৌদ্ধসূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের

প্রযত্নে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধগণ কহেন ৮৪ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত— অষ্ট সাহস্রিক. গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক, তথাগত গুহ্যক, ললিত বিস্তর, সুবর্ণ প্রভাস। বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অদ্ভুত ধর্ম্ম, অবাদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; যথা—প্রজ্ঞাপারমিতা, সারিপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, দেবপুত্র কৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধপদ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয় সূত্র, মহান্য সূত্র, মহান্য সূত্রালঙ্কার, জাতক মালা, চৈত্য মাহাত্ম্য, অনুমান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল তন্ত্র, সঙ্কীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি; এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশ অনেক অনুসন্ধানে হজ্‌সন্ সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"বোধিচিত্ত বিবরণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে "সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিক শ্চেতি

চত্বারঃ শিষ্যাঃ” “সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক, এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্ম্মের আচার্য্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি এস্থানে নাম মাত্র বোধক, কি তাহার শাস্ত্রপ্রস্থান বোধক, তাহা স্থির করা যায় না। আমাদের যেমন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শব্দ, শাস্ত্রপ্রস্থানবোধক, গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের নাম ভিন্ন, ঐ সকল শব্দ তৎসদৃশ কি না বলা যায় না।

যাহা হউক উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধি-চিত্ত বিবরণ গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তি এইরূপ বলেন যথা—

“দেশনা লোকনাথানাংসত্ত্বাশয় বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তান ভেদেন ক্কচিচ্চোভয় লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতা দ্বয় লক্ষণা॥”

লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ না হওয়াতেই বুদ্ধ শাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধমতের মূল প্রস্রবণ এক হইয়াও আচার্য্য গণের ভিন্ন ভিন্ন মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করি

য়াছে। এমন কি শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা সহজে আচার্য্য গণের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় না। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চারিজন প্রধান আচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা, যাহা সারিপুত্র ও আনন্দ উপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণমিশ্র, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি ঘৃণিত, বিকৃত ভাবাপন্ন। বোধ হয় তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতা" প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রণীত আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র, এজন্য হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপলাণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্ম্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন।

সিংহলে ও চীনদেশে এক্ষণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ

আদর আছে। চীন দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বৌদ্ধ গ্রন্থের বহুল প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার, তথা পালিভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ নিচয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে।

শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়।

সমর তরঙ্গে বীর যোধগণ,
ঘন ঘন অসি করি আস্ফালন,
প্লাবিতে ধরণী লোহিতের নদে,
রাজ-পুত্ত্রগণ সতত ধায়।
বিপক্ষ পক্ষের করি দর্প চূর্ণ,
চির মনোরথ হইলেই পূর্ণ,
হবে ক্ষত্ত্রোচিত কার্য্য অনুপম,
সুবিখ্যাত কীর্ত্তি রবে ধরায়।
এতাদৃশ করি নিষ্ঠুরের কাজ,
পূজ্য হইবারে বীরের সমাজ,
কদাচ বাসনা শাক্যসিংহ মনে
ভ্রমেও না হল কভু উদয়।

হয়ে রাজপুত্র ছেড়ে রাজভোগ,
নবীন বয়সে বোধি-সত্ব যোগ,
করিলা অভ্যাস হয়ে চিরযোগী,
কাম ক্রোধ অরি হলো বিজয়।

পরনে কৌপীন কমণ্ডলু করে,
দেববৎ হাস্যে আস্য শোভা করে,
প্রশান্ত বদনে সুবিমল কান্তি
হেরিলে মুনির মানস হরে।

"বুদ্ধ অবতার মহিমা অপার
যোগীন্দ্র যোগেতে সদা মগন,
মায়াদেবী সুত, বহু গুণ যুত,
মর্ত্ত্যে নররূপে নৃপনন্দন"

জয় জয় জয়, সবে বলে জয়।
অহিংসা পরমধর্ম্মের জয়।
সর্ব্ব জীবে সম দয়া অনুপম,
হেন ধর্ম্ম কভু না হবে ক্ষয়।

এতেক কহিলা অমর কিন্নর
এতেক কহিলা অপ্‌সর নিকর,
এতেক কহিলা দেব পুরন্দর,
এতেক কহিলা দেবতা সবে।

হলো প্রতিধ্বনি 'বুদ্ধ অবতার'
হলো প্রতিধ্বনি 'মহিমা অপার'
বন্দিল স্বর্গের দেব অগণন
শুনিয়া অবাক্ মানব সবে।

পারিজাত মালা গলে পরিধান,
স্বর্গ-বিদ্যাধরী করে যশো গান
মৃদু মন্দ রবে বাদিত্র বাদক
বাজায় মধুর বীণা রবাব।

সঙ্গে বহু জ্ঞানী শিষ্য অগণন
নানা শাস্ত্র যারা করি অধ্যয়ন
আর্য্য শাস্ত্র সব সামঞ্জস্য করি
সুতীক্ষ্ণ করেছে বুদ্ধি-প্রভাব।

পরনে কোপীন সবে উদাসীন।
জ্ঞান বলে ভব-বন্ধন-বিহীন,
জীবনে উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ কামনা
ভোগ বিলাসের নাহিক আশ।

মুখেতে সবার জয় জয় ধ্বনি,
হোক্ নব ধর্ম্মে পবিত্র অবনী,
রসাতলে যাক্ বেদ যাগ যজ্ঞ,
পশু বলিদানে নিত্য উল্লাস।

গুরু বুদ্ধদেব জ্ঞানের শিখর
যাহা হতে জ্ঞান বারি নিরন্তর
উপালী, আনন্দ, কাশ্যপের সহ
পান করি তৃপ্ত করিলা ধরা।

মায়াময় এই সংসার আঁধার,
তাহে জীব পায় কষ্ট অনিবার
স্বীয় কর্ম্ম গুণে, পাপ আচরণে
সবাই অধীন মরণ জরা।

স্বভাবে উৎপত্তি স্বভাবেতে লয়,
স্বভাবেই হয় জীব সমুদয়,
নির্ব্বাণেই সুখ, বাঁচিয়া অসুখ
সুগতের পদে লও শরণ।

যতেক আচার্য্য সবে এই বলি,
মিথ্যা কদাচার পদ যুগে দলি,
"বৌদ্ধধর্ম্ম-জয়" করি ঘোর রব,
বুদ্ধদেব সহ করে গমন।

তর্কের তরঙ্গ—সমর তরঙ্গ
যতেক তার্কিক সবে দিয়া ভঙ্গ।
লইল বুদ্ধের চরণে আশ্রয়
এ ভব যাতনা করিতে নাশ।

স্বর্গে দেবগণ মর্ত্ত্যে কোটি নর
ভক্তিভাবে সবে যুড়ি দুই কর,
অক্ষি যুগ মুদি প্রশান্ত অন্তরে
মনের বেদনা করে প্রকাশ।

"জয় গুণাকর, শোক তাপ হর,
জগতে পবিত্র তোমার নাম।
এক মাত্র গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
তুমি কেবল আনন্দ ধাম।

নানা গুণধর ত্রিকালজ্ঞবর
সংসারের কষ্ট জরা মরণ—
করহ বিনাশ, এই মাত্র আশ,
তব শ্রীচরণে লই শরণ।"

মানব নিকর আনন্দ অন্তর,
সবে এই স্তব করে নিরন্তর,
দেবগণ করি পুষ্প বরিষণ,
জয় জয় রবে করিলা বন্দন।

সঙ্গীত শাস্ত্রানুগত নৃত্য
ও অভিনয়।

"देशे देशे नृपादीनां यदाह्लादकरं परम्।
गानं वाद्यं तथा नृत्यम्——————"

(साहित्यदर्पणम्।)

সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্য ও অভিনয়।

নৃত্য মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, এবং কি আদিম কাল, কি আধুনিক সুসভ্য কাল, সকল সময়েই ইহা প্রচলিত। আদিমকালের অসভ্য নৃত্য এক্ষণে সভ্য কালে নানা রূপান্তর সহকারে, সভ্য সমাজের অভিনয় প্রথার একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য চিরকাল হইতেই প্রচলিত। সকল প্রকার ধর্ম্ম গ্রন্থেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাদেব নৃত্য করিতেন, স্বর্গে গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নৃত্য করিয়া দেবতাগণের মনোহরণ করিতেন। মহর্ষি ভরত নাট্য শাস্ত্রের প্রণেতা, তিনিই স্বর্গে অপ্সরাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিলে মহাপুণ্য সঞ্চার হয় এবং চৈতন্যদেব বৈষ্ণববৃন্দকে হরিনামোচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীকগণ উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গান করিতে করিতে গ্রাম্য দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিত। য়ীহুদিগণের মধ্যে নৃত্য অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। ইস্রেলগণ শুষ্ক বালুকা ভূমির ন্যায় লোহিত সাগর পার হইলে, মোসেস্ এবং মিরাএম আনন্দ ধ্বনি সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। ডেবিডও নৃত্য করিতেন। গ্রীকগণের নৃত্য অভিনয়-প্রথার অন্তভূ্ত। তাঁহাদিগের ইউমিনিডেশের অর্থাৎ ভয়ানক রসের নৃত্য দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইত। গ্রীক শিল্পবিদ্যাবিশারদগণের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিতে নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোমর, অরিস্ততল, পিণ্ডার, সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অরিস্ততল নৃত্যের বিবিধ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া "পোইটীকৃশ" গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন। স্পার্টানগণ যুদ্ধকালে নৃত্য করিবার জন্য পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত এবং তাহারা এজন্য উত্তম পারদর্শী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত হইত। তাহাদিগের যুদ্ধের এই নৃত্যের নাম "পাইরিক" নৃত্য। প্রাচীনকাল হইতেই প্রকাশ্য স্থলে নৃত্য, ব্যবসায়ী নটগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইত। সম্ভ্রান্ত রোমকগণ ধর্ম্ম-কার্য্য ভিন্ন আমোদের জন্য নৃত্য করিতেন না।

আমোদের নিমিত্ত নৃত্য, ব্যবসায়ীগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। মিশরদেশীয় নর্ত্তকীগণের নাম আলমী। তাহারা উত্তম উত্তম কবিতা গান করিতে করিতে নৃত্য করে, ইহার সহিত হিন্দুস্থানী নাচের সাদৃশ্য আছে।

ইউরোপীয়গণের মধ্যে "বলে" সম্ভ্রান্তবর্গ হইতে সাধারণ লোক সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। কোন কামিনী বা পুরুষ যিনি "বলে" নাচিতে না পারেন, তিনি অকর্ম্মণ্য,—সভ্য সমাজে ভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। এই "বলের" নৃত্যও বিবিধ প্রকার; যথা—পোল্‌কা, কোয়াড্রিল, কনট্রি ড্যানশ্‌, ইত্যাদি; ইহা ভিন্ন অভিনয় কার্য্যে অনেক প্রকার নৃত্য আছে—যথা —ব্যালেট, প্যাণ্টোমাইম প্রভৃতি। আমরা এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশের প্রস্তাবানুসারে বিদেশীয় কোন নৃত্যের উল্লেখ না করিয়া সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী প্রাচীন ও মধ্যকালের আর্য্য জাতির নৃত্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমাদিগের পুরাণ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে নৃত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

"নৃত্যেনালমরূপেন সিদ্ধির্নাট্যস্য রূপতঃ।
চার্ব্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্বিড়ম্বনা।"

এই শ্লোক দ্বারা রূপহীন নট বা নটীর নৃত্যকে নিন্দা করিতেছেন।

বরাহ পুরাণে—"—নৃত্যমানস্য বক্ষ্যামি ফলং যচ্চ বসুন্ধরে!" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শৌকর মাহাত্ম্যে নর্ত্ত-কের গতি কথিত হইয়াছে।

অগ্নি পুরাণে—"দৃষ্ট্বা সম্পূজিতং দেবং নৃত্যমানো-ঽনুমোদয়েৎ।" অর্থাৎ দেবতার পূজা দেখিয়া যথা-শাস্ত্র নৃত্য দ্বারা হর্ষ বিস্তার করিবেক।

পুনশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে "যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা"—"নৃত্যং দত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ম্"—"স্বয়ং নৃত্যেন সম্পূজ্য তস্যৈবানুচরোভবেৎ।" "নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকা বাদনৈর্ভৃশম্"। "যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করে"—"দেব দেবীর পূজায় নৃত্য করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়"—"স্বয়ং নৃত্য দ্বারা দেবের পূজা করিলে পরলোকে সেই দেবের অনুচর হয়।"

রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিস্তার আছে। মহাভারত বিরাট পর্ব্বে লিখিত আছে অর্জ্জুন উত্তম নর্ত্তক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি বিরাটের অন্তঃপুরে কামিনীগণকে নৃত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্মৃতিতে নটের অথবা নটীর অন্ন অগ্রাহ্য বলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যথা—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।"

যম সংহিতা।

অর্থাৎ রজক, চর্ম্মকার, নট ইত্যাদি সাত প্রকার জাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহাদের অন্ন ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইরূপ মনুসংহিতা প্রভৃতি সর্ব্ব সংহিতাতে নট জাতির এবং নাট্যোপজীবীর উল্লেখ আছে, সুতরাং নৃত্যচর্চ্চা এদেশের অতি পুরাতন।

তাল, মান, রস আশ্রয় করিয়া সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য; যথা—

"দেবরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।"

সঙ্গীত দামোদর।

যে দেশের যে প্রকার রুচি তদনুসারে তাল-মান-রসাশ্রিত বিলাসযুক্ত অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য, যথা—

"দেশরুচ্যা প্রতীতোযস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।"

সঙ্গীত দামোদর।

নৃত্য দুই জাতীয়—তাণ্ডব ও লাস্য। পুংনৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীনৃত্যকে লাস্য কহে; যথা—

"স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমাখ্যাতং পুংনৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতং।"
সঙ্গীত নারায়ণ।

তাণ্ডি নামক মুনি তাণ্ডব নৃত্যের বিধি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ভরত মল্লিক অমরকোষের টীকায় বিস্তার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন। তাণ্ডব ও লাস্য এই দ্বিবিধ নৃত্যই দুই প্রকার। দুই প্রকার তাণ্ডবের প্রথম পেবলি, আর দ্বিতীয় বহুরূপ, যথা—

"তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্য মুচ্যতে।
পেবলির্বহুরূপঞ্চ তাণ্ডবং দ্বিবিধং মতম্।"
সঙ্গীত দামোদর।

অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপমাত্রকে পেবলি, আর ছেদ ভেদ, প্রভৃতি বহুবিধ অভিনয় সহকারে যে অঙ্গবিক্ষেপ তাহাকে বহুরূপ বলে।

লাস্য নৃত্যও দুই প্রকার। একের নাম ছুরিত, অপরের নাম যৌবত। ভাব রসাদি ব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বনাদি পূর্ব্বক যে নৃত্য—তাহাকে ছুরিত বলে, আর কেবল নর্ত্তকী স্বয়ং যে লীলা সহকারে নৃত্য করে তাহাকে যৌবত কহে; যথা—

"ছুরিতং যৌবতঞ্চেতি লাস্যং দ্বিবিধমুচ্যতে।
যত্রাভিনয়নৈ-র্ভাবরসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ।
নায়িকা নায়কে রঙ্গে নৃত্যতশ্ছুরিতংহি তৎ।

মধুরং বদ্ধলীলাভি-র্নটীভি-র্যত্র দৃশ্যতে—
বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্।"
সঙ্গীত দামোদর।

'যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে তত্তাবতের সাধারণ নাম নর্ত্তন। ফল, চিত্ত-রঞ্জক অঙ্গ-বিক্ষেপের নামই নর্ত্তন। যথা নর্ত্তকনির্ণয়ে—

"অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্যং জন-চিত্তানুরঞ্জনম্।
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে ভদা।"

ইহার অর্থ সহজ। সাধারণ নর্ত্তনের ত্রিবিধ জাতি আছে।—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। যথা—

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্।"

নাট্য।—"নাটকাদি কথা দেশ বৃত্তি ভাব রসাশ্রয়ং।
চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ।'

নাটকাদি অর্থাৎ দৃশ্য কাব্য ও তদ্গত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে নাট্য বলা যায়।

নৃত্য।—"অপুস্তু সর্ব্বাভিনয়-সম্পন্নং ভাব ভূষিতং।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোকমনোহরম্।"

কোন আখ্যায়িকা পুস্তকের অনুগত নহে, নেপথ্য বিধানের অধীন নহে, অথচ রস ভাবাদির দ্বারা বিভূষিত ও তত্তৎ রসভাবাদি অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নৃত্য বলা যায়। ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর

হইলে সকল লোকেরই মনোহারী হয়। এই নৃত্যের লক্ষণ হিন্দুস্থানের তয়ফাওয়ালিদের মধ্যে অনেকাংশে দৃষ্ট হয়।

নৃত্ত।—"হস্তপাদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গশোভিতং।
ত্যক্ত্বাভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্।"

অভিনয়বর্জ্জিত চমৎকারজনক অঙ্গবিক্ষেপবিশেষের নাম নৃত্ত। এই নৃত্তের তিন প্রকার ভেদ আছে, যথা "নৃত্তে ভেদত্রয়ং চাস্তি বিষমং বিকটং লঘু।"

বিষম।—"শস্ত্রসঙ্কট রজ্বাদি ভ্রমণং বিষমং হি তৎ।"

শস্ত্র সঙ্কটের মধ্যে এবং রজ্জুতে পরিভ্রমণ ইত্যাদি প্রকারের নাম বিষম নৃত্ত। এই নৃত্য মান্দ্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিকট।—"বিরূপতোহঙ্গবেশাদি ব্যাপারং বিকটং মতম্।"

বৈরূপ্যজনক বেশভূষাদি ব্যাপারকে বিকট নৃত্ত বলে।

লঘু।—"উপেতং করণৈরল্পৈ-রুৎপ্লুতাদ্যৈর্লঘু স্মৃতং।"

অল্প উপকরণ অবলম্বন পূর্ব্বক উৎপ্লুতাদি গতি বিশেষের নাম লঘু নৃত্য। এই নৃত্ত রাসধারীদিগের মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

অভিনয়।

'অভি' এই উপসর্গ পূর্ব্বক 'নিঞ্' ধাতু হইতে অভিনয় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অভির অর্থ সাংমুখ্য, নিঞ্ ধাতুর অর্থ পাওয়ান; এতাবতা তদুভয়ের যোগে এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল যে প্রয়োগ সকল যে প্রক্রিয়া দ্বারা সাক্ষাৎকারের ন্যায় দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই প্রক্রিয়াবিশেষের নাম অভিনয়। যথা—

"অভিপূর্ব্বস্তু নিঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥"

অভিনয় চারি প্রকার।

"চতুর্দ্ধাভিনয়ঃ সঃ স্যাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্বিকাঃ।
আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

বাচিক, আহার্য্য, সাত্বিক ও আঙ্গিক, এই চারি প্রকার অভিনয়। তন্মধ্যে বাচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ ও কঠিন।

"অঙ্গনেপথ্যসত্বানি বাগর্থং ব্যঞ্জয়ন্তি হি।
তস্মাদ্বাচঃ পরং নাস্তি বাগ্‌ঘি সর্ব্বস্থ কারণম্।"

যেহেতু অঙ্গ, নেপথ্য ও নেপথ্যসত্ব অর্থাৎ প্রাণী, সকলকেই সর্ব্বপ্রকার অর্থ বাক্য-দ্বারা প্রকট করিতে হয়, এহেতু বাচিক অভিনয় শ্রেষ্ঠ।

বাচিক।"—গদ্যপদ্যাদি ভাষা প্রাকৃতসংস্কৃতৈঃ।
সার্থকৈ রচিতো বাণ্যা বাচিকঃ সোঽভিধীয়তে।"

গদ্য পদ্য বা তদুভয় লক্ষণবিবর্জ্জিত অর্থাৎ খণ্ড বাক্য, উহা প্রাকৃতই হউক, আর সংস্কৃতই হউক, বা তদুভয়ের সংযোগ করিয়াই হউক, অর্থানুরূপ রচনা করিয়া প্রয়োগ উপস্থিত করিলে তাহা বাচিক অভিনয়। ইহা অস্মদ্দেশের কথকদিগের প্রধান অবলম্বন।

আহার্য্য।—"আহার্য্যোঽভিনয়ো নাম
জ্ঞেয়ো নেপথ্যজো বিধিঃ।"

নেপথ্যবিধানে সাধ্য (অর্থাৎ সাজগোজ) অভিনয়ের নাম আহার্য্যাভিনয়।

নেপথ্যবিধি চারি প্রকার। পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গরচনা। যথা—

"চতুর্ব্বিধস্তু নেপথ্যং পুস্তোঽলঙ্কারকস্তথা।
সংজীবশ্চাঙ্গরচনা———"

পুস্ত নেপথ্য আবার তিন প্রকার। সন্ধিমা, ভাজিমা, ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম সন্ধিমা। সেই দৃশ্য যদি যন্ত্রঘটিত হয়, তবে তাহা ভাজিমা। যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে তাহা চেষ্টিমা।

পুস্ত।—"শৈলযানবিমানানি চর্ম্মবর্ম্মায়ুধ-ধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে তান্যেব স পুস্ত ইতি সজ্ঞিতঃ॥

পর্ব্বত, যান, বিমান (ব্যোমচারি যান) চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা প্রভৃতিকে পুস্তজাতীয় বলা যায়।

অলঙ্কার।—"অলঙ্কারশ্চ বিজ্ঞেয়ো মাল্যাভরণবাসসাং।
নানাবিধসমাযোগো যথাঙ্গেষু বিনির্ম্মিতঃ।"

মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য তত্তদঙ্গের নিমিত্ত যে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য।

সংজীব —

"যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্তু স সংজীব ইতি স্মৃতঃ।"

নেপথ্য হইতে যে প্রাণি-প্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব।

অঙ্গরচনা।—

"তৈরঙ্গরচনা কার্য্যা নানাবেশপ্রধানতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্যভাবে যে বিন্যাস করা যায় তাহার নাম অঙ্গরচনা।

রক্ত, পীত, শ্বেত, নীল এই চারি বর্ণই প্রধান। এতৎসংযোগে অন্যান্য বিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইবেক। যথা শ্বেত ও নীল যোগ করিলে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। সংযোগেতে বর্ণের ভাগ বিশেষ, বিশেষরূপে লিখিত আছে তাহার আর প্রকট করিলাম না।

সুখদুঃখাদিজনিত অন্তঃকার্য্যকে সত্ত্ব বলে (মনের বিবিধ বিকার) তৎপ্রযুক্ত ভাবের নাম সাত্ত্বিক ভাব।

সেই সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার, ইহা বাহ্য শরীরের ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অভিনয়কার্য্যে প্রকাশ করিতে হয়। 'স্তম্ভ', 'স্বেদ', 'রোমাঞ্চ', 'স্বরভেদ', 'বেপথু', 'বিবর্ণতা,' 'অশ্রু', 'প্রলয়', যথা—

"সুখদুঃখকৃতো ভাবো মনসঃ সত্ত্বমীরিতং।
তৎপ্রযুক্তশ্চ ভাবশ্চ সাত্ত্বিকঃ সোপি চাষ্টধা॥
স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়ঃ—" ইত্যাদি।

নর্ত্তকনির্ণয়।

নর্ত্তকগণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুসুম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ ও মঙ্গলময় দ্রব্য বিকীর্ণ করিবেক, অনন্তর অনুরূপ তানে কোমল নৃত্য প্রথমে আরম্ভ করিবেক। বিষম ও উদ্ধতবিহীন নৃত্য কোমল নৃত্য।

"প্রবিশ্য নর্ত্তকী রঙ্গং বিকীর্য্য কুসুমাদিকং।
নিঃসরকেন তানেন কোমলং নৃত্যমাচরেৎ।
তদ্বিষমোদ্ধতাদৈস্তু বিহীনং কোমলং ভবেৎ।"
সঙ্গীত দামোদর।

রঙ্গপ্রবেশের অনন্তর যে নৃত্য তাহা দুই প্রকার আছে। একের নাম বন্ধনৃত্য, অন্যের নাম অবন্ধ। বন্ধনৃত্যে গতি, নিয়ম এবং চারী প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ার নিয়ম থাকে, অবন্ধনৃত্যে তাহা থাকে না।

নৃত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক জ্ঞাতব্যও আছে। মস্তক, চক্ষু, ভ্রূ, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ম্ম, ক্ষেত্র, কটি, অঙ্ঘ্রি, স্থানক, চারী, করণ, রেচক ইত্যাদি শারীরিক অনেক-বিধ ব্যাপার আছে। নৃত্যশালা ও নটের লক্ষণ, রেখা-লক্ষণ, এবং নৃত্যাঙ্গ ও তাহার সৌষ্ঠব এবং চিত্রক, লাসক, মুদ্রা, প্রমাণ, সভা, সভাধর্ম্ম, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বশীকরণপ্রকার ইত্যাদি অনেক বিধ জ্ঞাতব্যও আছে। পণ্ডিত বিট্টল এই সকল ব্যাপার বিস্তার পূর্ব্বক নর্ত্তননির্ণয়ের চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছেন। ৪র্থ প্রকরণের উত্তরার্দ্ধের প্রতিজ্ঞা শ্লোক এই—

"অথাত্রাস্মিন্ শিরোক্ষিভ্রূমুখরাগাশ্চ বাহবঃ।
হস্তকা হস্তকরসা চালা হস্ত-প্রচারকাঃ।
করকর্ম্মাণি ক্ষেত্রাণি কট্যঙ্ঘ্রি-স্থানকানিচ।
চার্য্যশ্চ ভূগতা ব্যোমগতাঃ করণ রেচকাঃ।
লক্ষণং নৃত্যশালায়া নটস্য চ সুলক্ষণং।
রেখায়া লক্ষণং পশ্চাৎ লাস্যাঙ্গানিচ সৌষ্ঠবং।
চিত্রকং লাসকং মুদ্রা প্রমাণঞ্চ সভাসদঃ।
সভাপতিঃ সভায়াশ্চ নিবেশো বৃন্দলক্ষণং।
বংশস্য লক্ষণং তত্র পশ্চাদ্রঙ্গপ্রবেশনং।
বিবিধং নর্ত্তনং চাস্মিন্ ব্রূমহে লক্ষণং ক্রমাৎ।"

পণ্ডিত বিট্টল এইগুলিকে অতি বিশদরূপে বলিয়া-

ছেন। এতদ্ভিন্ন অভিনয় সম্পর্কীয় যে কিছু তত্তাবৎ অতীব উত্তমরূপে বলিয়াছেন।

শিরঃ।—"একোনবিংশধা তচ্চ" শিরঃ-সম্বন্ধে ১৯ প্রকার ক্রম আছে "সমং যুতং বিধৃতঞ্চ" ইত্যাদি ক্রমে তত্তাবতের নাম ও লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

দৃষ্টি।—" অদোষং ভাবসংব্যক্তলোকনং দৃষ্টি-রুচ্যতে।" দোষরহিত রসভাবাদির ব্যঞ্জক অবলোক-নের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তিন প্রকার। রস-দৃষ্টি, স্থায়ি-দৃষ্টি, সঞ্চারী-দৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন ব্যভিচারী-দৃষ্টিও আছে। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে এই দৃষ্টিবিজ্ঞান যেমন কঠিন, তেমন কঠিন আর কিছুই না। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, প্রভৃতি দশ প্রকার রসভাব এই দৃষ্টি দ্বারা মূর্ত্তিমান্ করিতে হইবে।

যেরূপে বা উপায়ে তাহা হয় তাহারও উপদেশ আছে, সে সকল ব্যক্ত করিতে গেলে বড় বাহুল্য হইয়া যায়। ফল, রস দৃষ্টি আট প্রকার। স্থায়িভাব প্রকাশক দৃষ্টি আট, ব্যভিচারী দৃষ্টি কুড়ি, একুনে ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি আছে।

"দৃষ্টি-চারানুগামিন্য—স্তারাকর্ম্মপুটাদয়ঃ" ইত্যাদি, তদ্ভিন্ন তারা-কর্ম্ম অর্থাৎ চক্ষের মণিবিকারসাধক ব্যাপারও আছে।

ভ্রূ।— সাত প্রকার ভ্রূভেদ আছে। সহজা, উৎক্ষিপ্তা, কুঞ্চিতা, রেচিতা, পতিতা, চতুরা, ভ্রূকুটী, এই সাত।

" সহজা রেচিতোৎক্ষিপ্তা কুঞ্চিতা পতিতা তথা।
চতুরা ভ্রূকুটী চেতি সদ্ভিঃ সা সপ্তধোদিতাঃ॥"

"সহজাতু স্বভাবস্থা" ইত্যাদিক্রমে ঐ সকলের লক্ষণও উক্ত হইয়াছে।

মুখরাগ।—"যেনাভিব্যজ্যতে চিত্ত-বৃত্তির্ধীরৈ রসান্বিতা।
রসাভিব্যক্তিহেতুত্বান্মুখরাগঃ স উচ্যতে॥"

অন্তরস্থ রস (ভাব) যদ্দ্বারা (মুখে) প্রকাশ পায়, তাদৃশ মুখবর্ণকে মুখরাগ বলে। উহা চারি প্রকার।

বাহু।—বাহু অর্থাৎ বাহুর গতি ষোল প্রকার। ঊর্দ্ধ, অধোমুখ, তির্য্যক্, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অচিন্ত্য, মণ্ডল গতি, স্বস্তিক, বেষ্টিত, আবেষ্টিত, পৃষ্ঠানুগ, আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত, উৎসারিত; যথা—

" ঊর্দ্ধশ্চাধোমুখস্তির্য্যগাপবিদ্ধঃ প্রসারিতঃ।
অচিন্ত্যো মণ্ডলগতিঃ স্বস্তিকো বেষ্টিতাবপি॥
পৃষ্ঠানুগস্তথাবিদ্ধঃ কুঞ্চিতঃ সরলস্তথা।
নম্র আন্দোলিতঃ পশ্চাদুৎসারিত ইতি ক্রমাৎ॥"

ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও বর্ণিত আছে।

হস্তক।—"নর্ত্তনে রক্তিজনকোঽব্যঙ্গ বানর্থবোধকঃ।
পাদেতরাঙ্গুলিন্যাসবিশেষো হস্তকঃ স্মৃতঃ॥"

নৃত্যকালে আনুরক্তিজনক, অব্যঙ্গ অথচ অর্থপ্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিন্যাস বা বিক্ষেপবিশেষ তাহার নাম হস্তক। উহা তিন প্রকার। সংযুত, অসংযুত ও নৃত্যহস্ত। ইহাদের লক্ষণ ও সাধন উক্ত হইয়াছে। পরন্তু কথিত সংযুত হস্তের আবার আটত্রিশ প্রকার ভেদ আছে। অসংযুত ও নৃত্যহস্তেরও বত্রিশ প্রকার ভেদ ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আছে, যথা—

"পতাকো হংসপক্ষশ্চ গোমুখশ্চতুরস্তথা।
নিকুঞ্চকঃ সর্পশিরাঃ পঞ্চাস্যশ্চর্দ্ধচন্দ্রকঃ॥
চতুর্ম্মুখস্ত্রি-দ্বিমুখৌ সূচ্যাস্যস্তাম্রচূড়কাঃ।
সন্দেশহংসচক্রাখ্যৌ ততঃ স্যাদ্রণগৃধ্রকঃ॥
খণ্ডাস্যো মৃগশীর্ষশ্চ মুকুলঃ পদ্মকোশকঃ।
কূর্ম্মনামাভিধো হস্ত অল পল্লব পল্লবাঃ॥
অলপদ্মাতিঘোরালৌ শুকাস্যশ্চ লতাভিধঃ।"

ইত্যাদি।

পতাক, হংসপক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুঞ্চক, সর্পশিরা, পঞ্চাস্য বা সিংহাস্য, অর্দ্ধচন্দ্রক, চতুর্ম্মুখ, দ্বিমুখ, সূচ্যাস্য, তাম্রচূড়, ইত্যাদি—

চালক।—বংশী বা অন্যবিধ লয়যন্ত্রের অনুগত করিয়া হস্তবিরেচনের নাম চালক।

তলহস্ত বা হস্তপ্রচার।—পার্শ্ব, তির্য্যক্, সম্মুখ প্রভৃতি স্থানবিশেষে যে হস্তান্দোলন তাহার নাম তলহস্ত।

করকর্ম্ম।—"উৎকর্ষণং বিকর্ষঞ্চ তথা চাকর্ষণং পুনঃ।
পরিগ্রহো নিগ্রহশ্চ ত্বাহ্বানং রোধনং তথা॥
সংশ্লেষশ্চ বিয়োগশ্চ রক্ষণং মোক্ষণং তথা।
বিক্ষেপে ধুননঞ্চৈব বিসর্জ্জন্তর্জ্জনন্তথা॥
ছেদনং ভেদনঞ্চৈব স্ফোটনং মোটনং তথা।
তাড়নঞ্চেতি হস্তানাংস্ফুটং কর্ম্মাণি বিংশতিঃ॥"

উৎকর্ষণ (ঊর্দ্ধে), বিকর্ষণ (দূরে), আকর্ষণ (সম্মুখে), পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আহ্বান, রোধন (অবরোধ করার মতন), সংশ্লেষ, বিশ্লেষ (ছাড়াইয়া দেওয়া), রক্ষণ, মোক্ষণ (ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি), বিক্ষেপ, ধূনন (কম্পন), বিসর্জন, তর্জ্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন (ফুটান), মোটন (মট্‌কান), তাড়ন, এই সকল হস্তকর্ম্ম নামে কথিত হয়।

হস্তক্ষেত্র।—"পার্শ্বদ্বন্দং পুরস্তাচ্চ পশ্চাদূর্দ্ধমধঃশিরাঃ।
ললাট কর্ণ স্কন্ধোরু নাভয়ঃ কটি শীর্ষকে।
ঊরুদ্বয়ঞ্চ হস্তানাং ক্ষেত্রাণীতি ত্রয়োদশ॥"

পার্শ্বদ্বয়, সম্মুখ, পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ, অধ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, স্কন্ধ, নাভি, কটি, শীর্ষ, ঊরুদ্বয়,—এই ত্রয়োদশ হস্তক্ষেত্র অর্থাৎ হস্তবিন্যাসের প্রধান স্থান।

কটি।—নির্দ্দোষনৃত্যযোগ্যা কৃশা (দেহমধ্যে) কটি ছয় প্রকার। যথা—

"সমাচ্ছিন্না নিবৃত্তাচ রেচিতা কম্পিতা তথা।
উদ্বাহিতাতু সা প্রোক্তা ষড়্‌বিধা চাথ লক্ষণম্॥"

কৃশা, সমাচ্ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা, উদ্বাহিতা। ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও নির্দ্দিষ্ট আছে।

চরণ।—নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার যথা—

"সমোঽঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সূচ্যগ্রস্তলসঞ্চরঃ।
উদ্ঘট্টিতঃ ষট্টিতশ্চ ঘট্টিতোৎসেধকস্ততঃ॥
বট্টিতো মর্দ্দিতশ্চাথ পার্ষ্ণিগশ্চাগ্রগস্তথা।
পার্শ্বগশ্চেতি পাদঃ স্যাৎ ত্রয়োদশবিধস্ততঃ॥"

সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্র, তলসঞ্চর, উদ্ঘট্টিত, ষট্টিত, ঘট্টিত, উৎসেধক, বট্টিত (বা ক্রোট্টিত), মর্দ্দিত, পার্ষ্ণিগ, অগ্রগ, পার্শ্বগ।

স্থানক।—"সন্নিবেশবিশেষোঽঙ্গে স্থানং ——"

আনুরক্তিজনক অঙ্গে অঙ্গসন্নিবেশবিশেষের নাম স্থানক। ইহা অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্য হইতে নর্ত্তন নির্ণয়কার সাতাশটীর লক্ষণ ও সাধন প্রকার বলিয়াছেন। ঐ সাতাশটীর নাম এই—

সমপাদ, পার্ষ্ণিবিদ্ধ, স্বস্তিক, সংহত, উৎকট, অর্দ্ধচন্দ্র, মান (বা বর্দ্ধমান,) নন্দ্যাবর্ত্ত, মণ্ডল, চতুরস্র, বৈশাখ, আবহিত্থক, পৃষ্ঠোত্থান, তলোত্থান, অশ্বক্রান্ত,

একপাদিক, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, খণ্ডসূচি, সমসূচি, বিষমসূচি, কূর্ম্মাসন, নাগবন্ধ, গারুড়, বৃষভাসন।

চারী।—ইহার সাধারণ লক্ষণ এই যে যাহাতে পাদ, জঙ্ঘা, বক্ষ ও কটি, এই কএকটি স্থানকে আয়ত্ত করা যায়। উহা আয়ত্ত হইলে তদ্দারা চরণ করার নামও চারী। সঞ্চরণবিশেষে উহার কোন অংশের নাম চারী-করণ, কোন অংশের নাম ব্যায়াম, এই ব্যায়াম পরস্পর ঘটিত অংশবিশেষের নাম খণ্ড। খণ্ডসমূহের নাম মণ্ডল। ফল,

"চারীভিঃ প্রস্তুতং নৃত্যং চারীভিশ্চেষ্টিতং তথা।
চারীভিঃ শস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্য্যো যুদ্ধেষু কীর্ত্তিতাঃ॥"

চারী (সঞ্চরণবিশেষ) দ্বারা নৃত্য প্রস্তুত হইয়াছে। চারী দ্বারা চেষ্টা সকল সম্পন্ন হইতেছে, চারী দ্বারা শস্ত্রক্ষেপ সাধিত হয় এবং চারী যুদ্ধেরও এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

চারী প্রথমতঃ দ্বিবিধ।

ভৌমী চাকাশিকা চেতি দ্বিধা চারী প্রকীর্ত্তিতা।"

ভৌমী অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধীয়া, আকাশিকা অর্থাৎ আকাশসম্বন্ধীয়া। আকাশচারী ও ভৌমী চারী এই উভয়বিধ চারীর আশয় ৮২ প্রকার ভেদ আছে।

তত্তাবতের নাম, লক্ষণ ও সাধন প্রকার নর্ত্তকনির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে। নামগুলি এই—

সমপাদা, স্থিতাবর্ত্তা, শকটাস্থ্যা, বিচ্যবা, অধ্যঙ্গিকা, আগতি, এলকা, ক্রীড়িতা, সমসন্নিত, মত্তল্লী, মতল্লী, উৎস্যন্দিতা, উড্ডিতা, স্যন্দিতা, বদ্ধা, জনিতা, উন্মুখী, রথচক্রা, পরীবৃত্তা, নূপুরপাদিকা (বিদ্ধিকা), তির্য্যঙ্মুখা, মরালা, করিহস্তা, কুলীরীকা, বিশ্লিষ্টা, কাতরা, পার্ষ্ণিরেচিতা, ঊরুতাড়িতা, ঊরুবেণী, তলোদ্বৃত্তা, হরিণত্রাসিকা, অর্দ্ধমণ্ডলিকা, তির্য্যক্কুঞ্চিতা, মদালসা, সঞ্চারিতা, উৎকুঞ্চিতা, স্তম্ভক্রীড়নিকা, লঙ্ঘিতজঙ্ঘা, স্ফুরিতা, আকুঞ্চিতা, সঙ্ঘটিতা, খুন্না, স্বস্তিকা, তলদর্শিনী, পুরাচ্ছর্দ্ধপুরাটী, সারিকা, স্ফুরিকা, নিকুট্টা, কলিতা, আক্ষেপা, অর্দ্ধস্খলিতিকা, সমস্খলিতিকা, সৌথ্যা (এইগুলি ভৌমীচারীর জাতি) অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, মৃগপ্লুতা, ঊর্দ্ধজানু, রঞ্জিতা, সূচিবিদ্ধা, নূপুরপাদা, দোলপাদা, দণ্ডপাদা, বিদ্যুদ্ভ্রান্তা, ভ্রমরী, ভুজঙ্গত্রাসিতা, ক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্বৃত্তিকা, আতপ্তা, পুরক্ষেপা, বিক্ষেপা, অপক্ষেপা, ডমরা, জঙ্ঘালম্বনিকা, অঙ্ঘ্রিতাড়িতা, লপ্তিকা, জঙ্ঘাবর্ত্তা, আবেষ্টনা, উদ্বেষ্টনা, উৎক্ষেপা, পদোৎক্ষেপা, সূচিবিদ্ধা, প্রবৃত্তিকা, উল্লোলা, এই একত্রিশ আকাশচারীর জাতি।

করণ।—"হস্তপাদসমাযোগঃ করণং নর্ত্তনস্য চ।"

নৃত্যকালে যে হস্তে হস্তে, পদে পদে, বা হস্ত পদে সংযোগ করে, তাহার নাম করণ। এই করণ অনন্ত প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে কতকগুলির নিয়ম "নর্ত্তক-নির্ণয়ে" উক্ত হইয়াছে।

লীন, সমনখ, ছিন্ন, গঙ্গাবতরণ, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাজ্জনিত, পুষ্পপুট, পার্শ্ব, জানু, ঊর্দ্ধজানু, দণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, চন্দ্রাবর্ত্তক, স্তম্ভিত, ললাট-তিলক, নামলতা, বৃশ্চিক, (১৬) এই ষোলটীর লক্ষণাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

রেচক।—রেচক ৪ প্রকার—"পাদয়োঃ করয়োঃকট্যাঃ গ্রীবায়াশ্চ ভবন্তি তে।" পাদরেচক, হস্তরেচক, কটী-রেচক, গ্রীবারেচক। ইহাদের লক্ষণাদি তাবৎ উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর প্রতিজ্ঞাত নৃত্যবস্তুর মধ্যে নৃত্যশালা, নটের লক্ষণ, রেখালক্ষণ, লাস্যাঙ্গ, সৌষ্ঠব, চিত্রকর্ম্ম, মুদ্রা, লাসক, প্রমাণ, সভ্য, সভাপতি, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বংশলক্ষণ, রঙ্গ প্রবেশ,—এই গুলিকে পরি-ত্যাগ করা গেল, কারণ এসকলের উপযোগ নাই।

উক্ত পদার্থের আবাপ, উদ্বাপ, সংযোগ, বিয়োগ বশতঃ বহুবিধ নৃত্য জন্মিতে পারে, এবং জন্মিয়াও

থাকে। নৃত্য আর কিছুই নয়, কথিত নিয়ম আরম্ভ করিয়া, তাল লয় সংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ করে। যদ্যপি স্বতন্ত্র নৃত্যের বিষয় বলিবার আবশ্যক নাই, তথাপি ২।১টী স্বতন্ত্র লিখিলাম। নৃত্য দ্বিবিধ—বন্ধ নৃত্য ও অনিবন্ধ নৃত্য।

"কার্য্যং তত্র দ্বিধা নৃত্যং বন্ধকং চানিবন্ধকম্।
গত্যাদি নিয়মৈর্যুক্তং বন্ধকং নৃত্য মুচ্যতে।
অনিবন্ধস্ত্ব নিয়মাৎ—" ইত্যাদি।

গত্যাদি নিয়মের অধীন যে নৃত্য তাহার নাম বন্ধ-নৃত্য, আর অনিয়মে অর্থাৎ কেবল তাল লয় সংযুক্ত নৃত্যের নাম অনিবন্ধ নৃত্য।

নৃত্যের নাম — কমলবর্ত্তনিকা নৃত্য, মকরবর্ত্তনিকাও মায়ূরি নৃত্য, ভানবী নৃত্য, মৈনী নৃত্য, মৃগী নৃত্য, হংসী নৃত্য, কুক্কুটী নৃত্য, রঞ্জনী নৃত্য, গজগামিনী নৃত্য, মুখচালী নৃত্য, নেরি নৃত্য, করণনেরি নৃত্য, মিত্র নৃত্য, চিত্র নৃত্য, নেত্র নৃত্য, অদৃষ্টোল্ল নৃত্য, কুবাড় নৃত্য, চক্রবন্ধ নৃত্য, নাগবন্ধ নৃত্য, ব্রত্তলতিকা নৃত্য, সালুক নৃত্য, সুন্ন নৃত্য, রূপক নৃত্য, উপরূপ নৃত্য, রবি চক্র নৃত্য, পদ্মবন্ধ নৃত্য, ইত্যাদি বহু শ্রেণীর নৃত্য আছে।

নেরী জাতীয় শুদ্ধনেরি নৃত্য—

"চতুরস্রে স্থিতির্যত্র রাসতালশ্চিরোলয়ঃ।

রথচক্রৈকপাটেন পরেণ চ যথোচিতম্।
গতিঃ পতাকহস্তশ্চ প্রত্যাশং তলসঞ্চরঃ।
নীরিবৎ গতিসঞ্চারঃ ক্রমাৎ সব্যাপসব্যয়োঃ।
রেখা সৌষ্ঠবসম্পন্নঃ সশুদ্ধো নেরিরুচ্যতে।
উপায়ৈশ্চাপি সর্ব্বেষু বিনা দৃষ্টক পৃষ্টকম্।
বাহ্য ভ্রমরিকাং বদ্ধা মুক্তিঃস্যাচ্চতুরস্রকে।"

পূর্ব্বোক্ত চতুরস্রে স্থিতি করতঃ রাস নামক তালে ও বিলম্বিত লয়ের অনুগত হইয়া নেরি নৃত্য আরম্ভ করিবেক। তৎপরে রথ চক্র পাট (পূর্ব্বে উক্ত আছে) তৎপরে যথাযোগ্য গতি অবলম্বন করিবেক। প্রতিদিকে পতাকহস্ত হইয়া তলসঞ্চর অবলম্বন করিবেক। বাম ও দক্ষিণ ভাগে নীরি (শুদ্ধাগতি) প্রকাশ করিবেক। ইহাতে রেখা ও সৌষ্ঠব সংযোগ করিবেক। তৎপরে দৃষ্ট পৃষ্ট ব্যতীত অন্য যে কোন চারী অবলম্বন করিয়া বাহ্য ভ্রমরিকা বন্ধনপূর্ব্বক চতুরস্রে মুক্তি অর্থাৎ নৃত্য সমাপ্তি করিবেক।

চক্রবন্ধ নৃত্য,—

"কাংশ্চিত্তালানুপক্রম্য প্রয়োগে বহুল দ্রুতান্।
সঙ্কীর্ণানেক গতিভিঃ প্রবৃত্তং সুমনোহরম্॥
কুবাড়াথাঞ্চ তদ্যোয়ং তালরূপ বিচক্ষণৈঃ।
হস্ত বাহ্বঙ্ঘ্রিভিঃ সব্যে বাম পদ্মাহ্বহস্তকৈঃ॥

ষড়্‌ভিরঙ্গৈশ্চতুর্ভি বা তালৈস্তত্তন্মিতাঙ্গকৈঃ।
সমানমাত্রলান্তৈশ্চ দ্রুতলঘ্বাদিদৌ যদি।
পূর্ব্বপূর্ব্বং পরিত্যজ্য ত্বগ্রিমাগ্রিমমাশ্রিতৈঃ।
এতদেবান্যতালেন নৃত্যং কুর্য্যান্নটাগ্রণীঃ।
চক্রবন্ধং তদাখ্যাতং নৃত্যবিদ্যা বিশারদৈঃ।"

যে কোন তালে আরম্ভ—আরম্ভের পর দ্রুত তালই অধিক সঙ্কীর্ণ, এবং অনেকবিধ গতিদ্বারা প্রবর্ত্ত করা—কুবাড় নামক গীতজাতির গীত সংযুক্ত করা—এবং ঐ জাতীয় তাল যোজনা করা—হস্ত, বাহু, বামপদ, প্রভৃতি ছয় অঙ্গ তৎপরিমিত তালদ্বারা মিলিত করিয়া ল-অন্ততাল যদি সমান মাত্রায় গৃহীত হয়, আর দ্রুত এবং লঘু দ-দ্বয় যদি তাহাতে থাকে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রার পরিত্যাগ করা, ক্রমে অগ্রিমে আরোহণ করা—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন তালে এ নৃত্য করিবে না—এইরূপ নৃত্য চক্রবন্ধ নামে খ্যাত। ইত্যাদি।

সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল, এক্ষণে এতদ্দেশে সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী কোন প্রকার নৃত্য প্রচলিত নাই, যে সকল নৃত্য প্রচলিত আছে তাহা সমস্তই আধুনিক। সুতরাং তদ্বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

সাহসাঙ্ক চরিত।

The aspiring soul, in thoughts celestial woven,
Dallies in bygone dreams, the dim foretaste of heaven.

THE BHILSA TOPES.

সাহসাঙ্ক চরিত।

সংস্কৃত ভাষায় দুই খানি কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্ক নৃপতির জীবনবৃত্তান্তঘটিত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি "সাহসাঙ্ক-চরিত" ও শেষোক্ত খানি "নব সাহসাঙ্ক-চরিত" নামে খ্যাত; সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক-চরিতের রচয়িতা। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; কিন্তু "বিশ্ব-প্রকাশ" নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বর অন্যান্য কোষকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাঙ্কের চিকিৎসক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর, এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে তিনি ১০৩৩শকে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইল্‌সন সাহেব যে তাঁহার ১১১১ খৃষ্টাব্দ সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্বকোষের ৯ এবং ১০ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। সাহসাঙ্কের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিপতি।

কেহ কেহ গাধিপুর গাজিপুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন. কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। উহা কান্যকুব্জের অপর নাম মাত্র।* উইল্‌সন সাহেব বলেন যে হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির "নানার্থভাগ বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত, কিন্তু এ কথায় আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত পরিপোষক কবির জীবন বৃত্ত সম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থপ্রণয়নের অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতেরনবদ্যবিদ্য-
বৈদ্যোত্তরঙ্গ পদপদ্ধতিমেব বিভ্রৎ।
যশ্চন্দ্রচারুচরিতো হরিচন্দ্রনামা
স্বব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্রমলংচকার। ৫।

আসীদসীমবসুধাধিপবন্দনীয়ে
তস্যান্বয়ে সকলবৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দস্র ইব গাধিপুরাধিপস্য
শ্রীকৃষ্ণ ইত্যমলকীর্ত্তি-লতা-বিতানঃ। ৬।

---

* প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র "কান্যকুব্জং গাধিপুরং" ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুব্জ নগরের পর্য্যায়ে 'গাধিপুর' শব্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও কথিত আছে।

সংকল্প সংমিলদনল্পপরিকল্পজল্প
কল্পানলা-কুলিতবাদিসহস্রসিন্ধুঃ।
তর্কত্রয়ত্রিনয়ন স্তনয়স্তদীয়ো
দামোদরঃ সমভবদ্ভিষজাং বরেণ্যঃ। ৭ ।

তস্যাভবৎস্থনুরুদারবাচো
বাচস্পতিঃ শ্রীললনাবিলাসী।
সর্ব্বেদ্যবিদ্যানলিনী দিনেশঃ
কৃষ্ণস্তুতঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ। ৮।

যদ্ভ্রাতৃজঃ সকলবৈদ্যকতন্ত্ররত্ন
রত্নাকরশ্রিয়মবাপ্যচ কেশবোহভূৎ।
কীর্ত্তির্নিকেতনমনিন্দ্যপদপ্রমাণ
বাক্যপ্রপঞ্চরচনা চতুরাননশ্রীঃ। ৯।

কৃষ্ণস্য তস্য চ সুতঃ স্মিতপুণ্ডরীক
দণ্ডাতপত্রপর ভাগযশঃ পতাকঃ।
শ্রীব্রহ্মইত্যবিকলাস্যমুখারবিন্দ
সোল্লাস ভাসিত রসার্দ্র সরস্বতীকঃ। ১০।

তস্যাত্মজঃ সরস কৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ
শ্রীমন্মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
অশেষ বাঙ্ময় মহার্ণব পারদৃশ্বা
শব্দাগমাম্বুরুহষণ্ডরবির্বভূব।১১।

যঃ সাহসাঙ্কচরিতাদি মহাপ্রবন্ধ
নির্ম্মাণ নৈপুণ্য গুণগৌরবশ্রীঃ।
যো বৈদ্যকত্রয় সরোজ সরোজবন্ধুঃ
বন্ধুঃ সতাং চ কবি-কৈরব কাননেন্দুঃ।১২।

সেয়ং কৃতিস্তস্য মহেশ্বরস্য
বৈদগ্ধ্যসিন্ধোঃ পুরুষোত্তমানাং।
দেদীপ্যতাং হৃৎকমলেষু নিত্য
মাকল্প মাকম্পিত কৌস্তুভশ্রীঃ।১৩।

লব্ধেঃ কথঞ্চিদভিজাত সুবর্ণকার
লীলেন কোষশত বারিধি শব্দরত্নৈঃ।
বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন বন্ধুশোভাং
বিভ্রন্ময়াত্র ঘটিতো মুখখণ্ড এষঃ।১৪।

ফণীশ্বরোদীরিত শব্দকোষ
রত্নাকরালোড়ন লালিতানাং।
সেব্যঃ কথং নৈষ সুবর্ণ শৈলো
বিশ্বপ্রকাশো বিবুধাধিপানাং।১৫।

ভোগীন্দ্র কাত্যায়ন সাহসাঙ্ক
বাচস্পতি ব্যাড়িপুরঃ সরাণাম্।
সবিশ্বরূপামরমঙ্গলানাং
শুভাঙ্ক বোপালিত ভাগুরীণাং।১৬।

কোষাবকাশ প্রকট প্রভাব
সংভাবিতানর্ঘগুণঃ স এষঃ।
সংপাদয়ন্নেষ্যতি বাঞ্ছিতার্থান্
কথং ন চিন্তামণিতাং কবীনাং।১৭।

আমিত্র শৈল চরমাচল মেখলাদ্রি
কৈলাসভূমিবলয়াদ্‌যদিহাস্তিকিঞ্চিৎ।
একত্র সংভূতমগোচরশব্দরত্ন
মালোক্যতাং তদখিলং সুধিয়ঃ কবীন্দ্রাঃ।১৮।

ইত্যাদি।

অর্থাৎ যিনি সাহসাঙ্ক নৃপতির নিকট বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনোহর চরিত্রে অবস্থান করত সদ্ব্যাখ্যা দ্বারা চরক শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহার নাম হরিচন্দ্র। (হরিচন্দ্রকৃত চরক টীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই হরিচন্দ্রের বংশে বহুল বসুধাপতি মান্য, বৈদ্যকুলোদ্ভব, নির্ম্মলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় গাধিপুরাধিপতির বৈদ্য ছিলেন। (৫,৬) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষগ্‌গণের পূজ্য দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মানসিক শক্তিসমুদ্ভূত বহুবিধ জল্পরূপ অনলে বাদীরূপ সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল।

এবং ত্রিবিধ তর্ক শাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন। ৭। ইহাঁর পুত্রের নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি অতি স্ত্রী-বিলাসী ছিলেন, এবং বৈদ্যবিদ্যারূপ পদ্মকুলের দিবাকর ছিলেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ উৎপন্ন হন। ৮। ইহাঁর ভ্রাতৃপুত্র কেশব। কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনাবিষয়ে সুচতুর ছিলেন। ৯। তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্ম। ইনিও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ১০। এই শ্রীব্রহ্মের আত্মজ মহেশ্বর। ইনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিলাভ করেন, এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ, বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী, শব্দশাস্ত্ররূপ পদ্মবনের সূর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১। ইনি সাহসাঙ্ক চরিত প্রভৃতি মহাপ্রবন্ধ নির্ম্মাণে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া, গুণগৌরবে শ্রীসম্পন্ন, বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ পদ্মের সূর্য্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি, এবং কবিত্বরূপ কৈরব বনের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া প্রথিত। ১২। এতাদৃশ মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুষদিগের হৃদয়ে আকল্প নিত্য নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমের কৌস্তুভ ধারণের শোভালাভ করুক। ১৩। ১৪। ফণিপতি কর্ত্তৃক উদীরিত "শব্দকোষসমুদ্র" আলোড়ন করিতে করিতে যাঁহারা

লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কেন না এই স্থবর্ণ সুমেরুতুল্য "বিশ্বপ্রকাশ" সমাদৃত হইবে? ১৫।

ভোগীন্দ্র অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক,* বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, অমর, মঙ্গল, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরী, এবং-আদি প্রভৃতিরা কি কাঞ্চন শৈলের সেবায় পরাঙ্মুখ হইবে? দেবতারা কি এই কাঞ্চন শৈলের (সুমেরুর) সেবা করেন না?—ইত্যাদি ইত্যাদি—১৬। ১৭। ১৮।
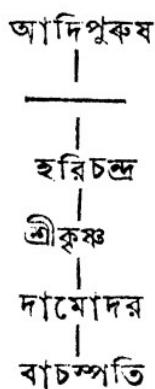
* সাহসাঙ্ককৃত শব্দ গ্রন্থ যাহা আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই, কিন্তু শব্দ শাস্ত্রের টীকাকারেরা স্থানে স্থানে "ইতি সাহসাঙ্ক দেবঃ" এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং "দেবঃ" এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় সাহসাঙ্ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন।
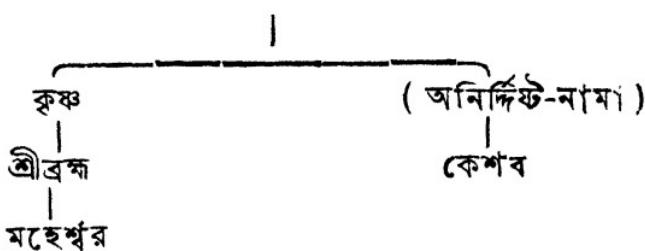
অপিচ, রায় মুকুটমণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলি-গতাব্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকর তাঁহার পরে স্বীয় কোষ রচনা করিয়াছেন, ইহাঁরা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাহি মেদিনী,—

হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণ্ড শেষঞ্চ রত্নমালঞ্চ।
অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ সুবিচার্য্য।

ইত্যাদি—

কোলাচল মল্লিনাথ সূরি বিশ্বকোষের প্রমাণ স্বীয় টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায় মুকুট, মেদিনীকর, এবং হেমাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরাচার্য্যের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। মহেশ্বরের সাহসাঙ্ক চরিত রচনার পরে নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ নবসাহসাঙ্কচরিত রচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে রাজ শেখরের প্রবন্ধ

চিন্তামণির প্রমাণানুসারে শ্রীহর্ষদেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। এই প্রমাণ বিদ্বৎ-শার্দ্দূল বুলার মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের শ্রীহর্ষ-প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি। পুনরায় রাজ শেখর সূরি হরিহর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হরিহর শ্রীহর্ষ বংশধর। তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত প্রথম প্রচারিত খণ্ড ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোলকার রাণা বিরাধ বলের মন্ত্রী বস্তুপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়া-ছিলেন। শ্রীহর্ষের সাহসাঙ্ক চরিতের পূর্ব্বে " নব " শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে তিনি নূতন রাজা সাহসা-ঙ্কের চরিতবর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্ নৃপতির চরিত্র বর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ এজন্য ইহার নাম নব সাহসাঙ্ক চরিত যথা—

দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পূকৃতোয়ং মহা।
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয় চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ॥

ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—নবো যঃ সাহসাঙ্ক নামা রাজা তস্য চরিতে বিষয়ে চম্পূং গদ্যপদ্যময়ীং কথাং করোতীতি কৃৎ তস্য বিনির্ম্মিতবতঃ সোপি গ্রন্থস্তেন কৃত ইতি সূচ্যতে।

অর্থাৎ—

যিনি অভিনব সাহসাঙ্ক রাজার চরিত্র লইয়া চম্পূ অর্থাৎ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্ত্তৃক সমাপ্ত হইল। নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের রচয়িতা এস্থলে এই অর্থের সূচনা করিলেন যে, নবসাহসাঙ্ক চরিত গ্রন্থও তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসাঙ্ক নৃপতির চরিত্র বর্ণন গ্রন্থ; এজন্য শ্রীহর্ষ ইহার নাম "নবসাহসাঙ্কচরিত" রাখিয়াছেন।

"হিন্দোলাখ্যা ভৈরবী দ্বেচ বঙ্গালী চ মাঙ্গলা।
ন নক্কারস্থিকা এতা সায়ংকালে চ নিন্দিতা।
প্রভাতে যেন গীয়ন্তে স নরঃ সুখমেধতে॥"

যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে সে গান করিয়া সুখী হয়।

শুদ্ধ নট্ট, সারঙ্গী নট্ট, বরাটিকা, ছায়া গৌড়ী, অন্যান্য গোড়ী, ললিতা, মালবগৌড়, মল্লারিকা, ছায়া গৌরী, তোড়ী, গৌড়ী, রামকিরী, ছায়া রামকিরী, সকল প্রকার ছায়া বড়ারিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী ;— এই সকল রাগ প্রাতঃকালে বিশেষ নিন্দিত।

এই সকল সায়ংকালে গাইলে লক্ষ্মীভাগ্য হয়। যথা—

"শুদ্ধনট্টাচ সারঙ্গী তথা নট্টবরাটিকা।
ছায়া গৌড়ী তথা চান্যা ললিতা চ তথা মতা।
মল্লারিকা তথা ছায়া গৌরীতু তৌড়িকাহ্বয়া।
গৌড়ী মালবগৌড়ী চ রামকিরী তথৈবচ।
ছায়া রামকিরী চৈব ছায়া সর্ব্বং বরাড়িকা।
এতে রাগাঃ বিশেষেণ প্রাতঃকালে চ নিন্দিতাঃ।
সায়মেষান্তু গানেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াত্।"

গীতগোবিন্দটীকাতে লক্ষণভট্ট বলিয়াছেন—

গৌণ্ডকীরী, মহামংলহরা, দেশী, গুর্জ্জরী, প্রাতঃকালে। মধ্যাহ্নে রামকিরী (দুই প্রকার) কর্ণাট, নাট বা নট্ট, সন্ধ্যা-

কালে। মালব ও সারঙ্গ শেষসন্ধ্যায়। গৌড় ও ভৈরবী প্রত্যূষে গেয়। যথা—

"প্রাত র্গৌড়কিরী মহামলহরী দেশাখ্যিকা গুর্জ্জরী
মধ্যাহ্নে২পি বসন্তমথো কর্ণাটনাটাদয়ঃ।
সায়ং মালবিকাক্কতেতি সুধিয়ো গায়ন্তি সায়ন্তনে
সারঙ্গং পুনরেব গৌড়মপরং প্রত্যূষতো ভৈরবী॥"

(কৌমুদী নামক সংগীত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।)

শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব কাল পর্য্যন্ত বসন্ত রাগ গীত হইতে পারে। ভৈরব প্রভাতে, বরাটি প্রভৃতি মধ্যাহ্নে, কর্ণাট ও নাট সায়ংকালে, শ্রীরাগ ও মালব প্রভৃতির গান করিলে দোষ নাই। যথা—

"শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
তাবদ্বসন্তো গীয়েত প্রভাতে ভৈরবাদিকঃ॥
মধ্যাহ্নে তু বরাট্যাদ্যৈঃ সায়ং কর্ণাটনাটয়োঃ।
শ্রীরাগ মালবাদৈস্তু গানে দোষো ন বিদ্যতে॥"

ইন্দ্রপূজার কাল হইতে (শ্রাবণমাস) দিক্‌পতিপূজার সময় পর্য্যন্ত মালবরাগ গেয়। যথা—

"ইন্দ্রপূজাং সমাসাদ্য যাবদ্দিগ্‌দেবতার্চ্চনম্।
তাবদেব সমুদ্দিষ্টং গানং বৈ মালবাশ্রয়ম্॥"

সংগীতাচার্য্যেরা এইরূপ বহুপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন, ... কালের নিয়ম বলিয়াছেন, পরন্তু যে দেশে যে সময়ে

প্রধান সংগীতাচার্য্যেরা যাহা গান করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশে সেই সময়ে তাহাই গান করিবেন। যথা—

"এবন্তু বহুধাচার্য্যৈর্গানকালঃ সমীরিতঃ।

যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টৈর্গীতং বিজ্ঞস্তথাচরেৎ॥"

অকাল বা অসময়ে গাইলে দোষ হয়। যথা—

"সময়োল্লঙ্ঘনং গানং সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবম্।

শ্রেণীবন্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদম্॥"

গানের সময় মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু শ্রেণীবন্ধ, রাজাজ্ঞা ও রঙ্গভূমিতে দোষ হয় না।

কোহলীয় গ্রন্থে ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। যথা—

লোভাৎ মোহাচ্চ যে কশ্চিৎ গায়ন্তি চ বিরাগতঃ।

সুরসা গুর্জ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে॥

লোভ বা মোহ বশতঃ যদি বিরাগে গান করে তবে সুরস গুর্জ্জরী গাইলেই তজ্জন্য দোষ নষ্ট হয়।

রত্নমালাগ্রন্থে উক্ত আছে,—বসন্ত, রামকিরী, সুরসা, গুজ্জরী, এই কয়েকটী সকল সময়ে গাইতে পারে, কিছু দোষ হয় না। যথা—

বসন্তো রামকিরী চ গুর্জ্জরী সুরসাপি চ।

সর্ব্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষোভিজায়তে॥

নারদের একটী বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

" দশদণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্ ॥"

দশ দণ্ড রাত্রির পর সকল গানই করিতে পারে।

অবশেষে রাগ সকলের ঋতুবিভাগ বর্ণন করা যাইতেছে।

"শ্রীরাগো রাগিণীযুক্তঃ শিশিরে গীয়তে বুধৈঃ।

ভার্য্যাসহ শ্রীরাগ শিশির ঋতুতে গীত হইয়া থাকে।

"বসন্তঃ সসহায়স্তু বসন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে॥"

সসহায় বসন্তরাগ বসন্তকালে গীত হয়।

"ভৈরবঃ সসহায়স্তু ঋতৌ গ্রীষ্মে প্রগীয়তে।

পঞ্চমস্তু তথা গেয়ো রাগিণ্যা সহ শারদে॥"

সসহায় ভৈরব গ্রীষ্ম ঋতুতে গীত হয়। ভার্য্যাসহ পঞ্চম-রাগ শরৎকালে গেয়।

"মেঘরাগো রাগিণীভির্যুক্তো বর্ষাসু গীয়তে।"

রাগিণীর সহিত মেঘরাগ বর্ষাকালে গান হইয়া থাকে।

"নট্টনারায়ণো রাগো রাগিণ্যা সহ হৈমকে।"

রাগিণীসহ নট্টনারায়ণ রাগ হিম ঋতুতে গেয়।

"যথেচ্ছয়া বা গাতব্যা সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ।"

সুখপ্রদ রাগ সকল যথেচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সকল ঋতুতে গাইতে পারে।

সঙ্গীত বিদ্যা এত বিস্তীর্ণ যে, এমন বহুকাল লিখিলেও সকল ব্যাপার পাঠকগণকে গোচর করান যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং স্থূল বিষয়গুলি লিখিলাম।

সঙ্গীত বিদ্যার গ্রন্থ সকলের আর দুইটী অংশ আছে, তাহা

বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন।

What are religions? Moral legislations, and as such, worthy of all respect.

LOUIS VIARDOT.

বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন।

কুশী নগরের* সন্নিকটস্থ পাওয়া গ্রামের কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যুযন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর—দৃশ্যটী দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন "ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও।" ভগবান বারত্রয় এই কথা বলিলেন কিন্তু কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার

---

* এই স্থান গোরক্ষপুরের সন্নিকট ছিল

উপদেশ দিতেছি যে, পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ব্বাণকামনায় জীবনক্ষেপ কর।” তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর অর্হতগণ কহিলেন, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন সগলাধিপতি মহারাজ মিলিন্দকে* কহিলেন “বহুগুণসম্পন্ন ভগবান্ জীবিত আছেন।” তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন “তবে তিনি কোথায়?” আচার্য্য নাগসেন কহিলেন “ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্ম-গ্রহণ করিয়া ভবযন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্ত্তমান নাই। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? এইরূপ আমাদিগের ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অস্ত-গত হইয়াছেন, আর উদিত হইবেন না। তিনি আর

---

* ইনি যোন বা যবনরাজ মিলিন্দ (Bactrian king Menander) ভারতবর্ষীয় কোন কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানর্ত্তিও (Demetrius) ইহাঁর পারিষদ ছিলেন। মিলিন্দের সহিত নাগসেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালি-ভাষার “মিলিন্দপঞ্হে” লিখিত আছে।

কোন স্থলেই বর্ত্তমান নাই কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম্ম মধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন।” আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্ম্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে অন্য অন্য বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান শ্রাবস্তী * তথা হইতে তিনি সকল লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্য উহার অপর নাম ধর্ম্মপত্তন। এই স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশকদম্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি দেবতারাও তাঁহার ধর্ম্মঘোষণা

* মহাভারতে লিখিত আছে ‘শ্রাবস্তী’ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে অষ্টম পুরুষ শ্রাবস্তক উহার নির্ম্মাতা; যথা, মনু—ইক্ষ্বাকু—নাশক—ককুৎস্থ—অনেনাঃ—পৃথু—বিশ্বগশ্ব—অদ্রি—যুবনাশ্ব—শ্রাব—শ্রাবস্তক—এই শ্রাবস্তক রাজা উহা স্বনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করেন। “অদ্রেশ্চ যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্যাত্মজোঽভবৎ। তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা ॥” (বনপর্ব্ব) মহাভারতে এইরূপ শ্রাবস্তীর উল্লেখসত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কনিঙ্‌হ্যাম সাহেব, ইহা প্রাচীন অযোধ্যা (কোশল) প্রদেশের রাজধানী স্থির করিয়াছেন। ইহার আধুনিক নাম ‘সাহেৎ মাহেৎ’। পালিভাষায় শ্রাবস্তীর নাম স্বাতিপুর।

শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উক্তিদ্বারা স্তব করিয়াছিলেন—

"উৎপন্নো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।
"অন্ধীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ।
"ভগবান্ জিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণমনোরথঃ।
"সম্পূর্ণৈঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যসি।
"চিরম্ সুপ্তমিমং লোকং তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিতং।
"ভবান্ প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুং।
"চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
"বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধিপ্রমোচকঃ।
"ভবিষ্যন্ত্যক্ষণাঃ শূন্যাস্ত্বয়ি নাথে সমুদ্গতে।
"মনুষ্যাশ্চৈব দেবাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুখান্বিতা।
"পণ্ডিতাশ্চাপ্যরোগাশ্চ ধর্ম্মং শ্রোষ্যন্তি যেপি তে।"
ইত্যাদি।

অর্থাৎ "আপনি লোকভাস্কর, লোকনাথ এবং অন্ধীভূত লোক সকলের চক্ষুর্দাতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণমনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুক্লধর্ম্ম* দ্বারা

---

* শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসাধর্ম্ম। অহিংসাধর্ম্মের শুক্লসংজ্ঞা বৌদ্ধ ভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ ব্যাস, তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞাননিদ্রায় অভিভূত আছে, তম অর্থাৎ অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে—আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীবলোক ক্লেশব্যাধিতে প্রপীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈদ্যরাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার দ্বারাই এই জীবলোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে। এই জীবলোক এতকাল চক্ষুহীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহারা সচক্ষু হইবে। কি দেব, কি মনুষ্য, সকলেই সুখী হইবে। যাহারা আপনার এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয়।" ইত্যাদি।

একদা ধ্যাননিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট! এই জীবলোক কেবল কষ্টময়। জন্মিতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—চ্যুত হইতেছে। লোক সকল এই মহাদুঃখস্কন্দের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গভীর চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন "কি হেতু জরামরণ হয়?

"জরামরণং কিং মূলকং?"

এই প্রশ্নোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল "জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং।" জাতিসত্তাই জরামরণের কারণ।

"কিং মূলকং জাতিঃ?" জাতির মূল কি?

"জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া।" ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎপত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পৃথিবী ধাত্বাদি) উপাদানের মূল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার মূল বেদনা, বেদনার মূল স্পর্শ, স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নামরূপ, নামরূপের বীজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের বীজ অবিদ্যা।* দুঃখস্কন্দের এই হেতু ভাব অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতু-ভাবের উচ্ছেদচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে—

"অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি অবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কারনিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ। যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখদৌর্মনস্যোপায়াঽশা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিরোধো ভবতীতি। ইতি হি ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বস্য পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু যোঽনিশো

---

* পালিভাষার দ্বাদশ নিদানের মতও এইরূপ যথা "অবিজ্জা পস্সেয় সঙ্খার, সঙ্খার পস্সেয় বিন্নানম্, বিন্নানপসসেয় নামরূপম্, নামরূপপস্সেয় ষড়ায়তনম, ষড়ায়তন পস্সেয় কাসসো, কাসসপস্সেয় বেদনা, বেদনা পস্সেয় তষিণ, তষিণা পস্সেয় উপাদানম্ উপাদান পস্সেয় ভাবো, ভাবপস্সেয় জাতি, জাতিপস্সেয় জরামরণম্ শোকা পরিদেব দুঃখম্" ইত্যাদি।

মনসিকারাদ্বহুলীকারাজ্‌জ্ঞানমুদপাদি চক্ষুরুদপাদি—বিদ্যোদপাদি ভূরিরুদপাদি—মেঘোদপাদি প্রজ্ঞোদপাদি আলোকঃ প্রাদুর্বভূব।”

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয় সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপে ক্রমে সমস্ত দুঃখস্কন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অতএব দুঃখনিরোধের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ হইলে সুখদুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্যসিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি “জরা-মরণ-বিঘাতী ভিষগ্বর” বলিয়া খ্যাত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন জগতের মূলতত্ত্ব কোনমতে পঁচিশ, কোন মতে ষোল, কোন মতে সাত—তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের মূলতত্ত্ব দুই, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থ, ভূত হইতে ভৌতিক পদার্থ, এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরঘটিত সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। তদ্‌যথা—

“ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ”

শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধবাক্য।

“খর স্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাস্তে পৃথিবী ধাত্বাদয়শ্চত্বারঃ”

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টী, ইনি মুল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন। তদনুসারে পৃথিবী ধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুসত্তা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবী ধাতু খর অর্থাৎ কঠিন স্বভাব। পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিন্য জন্মে। আপ্যধাতু স্নেহ স্বভাবাপন্ন, তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব, বায়বীয় পরমাণু ঈরণ অর্থাৎ চলনশীল। "অন্যদপি স্বাভাব্যমন্তরাস্তিতেষাম্" উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপন্ন চারি প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে। তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্ম্মবত্তাদি অনেক প্রকার। এই চারি প্রকার পরমাণু রাশির ন্যূনাধিক ও তারতম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্ত পদার্থ দ্বারা পূরণ হয়। যথা—

"রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধাশ্চিত্ত-চৈত্তাত্মকাঃ।"

শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধবাক্য।

সবিষয় ইন্দ্রিয়কে রূপস্কন্ধ বলে (বিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার উপলব্ধি।) বাহ্য বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুর পরিণাম, এই মতের উত্থান এই স্থান হইতেই হইয়াছে।

"অহমহমিত্যালয়বিজ্ঞানং রূপস্কন্ধঃ।"

"আমি আমি" "আমার আমার" এবম্প্রকার অহং-ভাবাপন্ন সর্ব্বদা উৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহের নাম বিজ্ঞান-স্কন্ধ। সুখদুঃখাদির অনুভব হওয়ার নাম বেদনা-স্কন্ধ। ইহা গো, ইহা মহিষ, উহা অশ্ব, এই প্রকার ভেদব্যবহারসম্পাদক নামবিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ইত্যাদি আন্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কারস্কন্ধ বলে। (বৌদ্ধমতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল চিত্তগত সংস্কারমাত্র।)

"বিজ্ঞানস্কন্ধশ্চিত্তমাত্মাচ অন্যচ্চত্বারস্কন্ধাশ্চৈত্তাশ্চ সকললোকযাত্রা নির্ব্বাহকাঃ।"

উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যেটি বিজ্ঞানস্কন্ধ, তাহার অপর নাম চিত্ত এবং আত্মা। অপর চারি স্কন্ধের নাম চৈত্ত।

এই মতে আত্মার নিত্যতা নাই, স্থিরতাও নাই।

জগতের সকল ভাবই ক্ষণিক, তবে যে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা কেবল প্রবাহের শক্তিতে। বর্ত্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকিত তাহা হইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্য্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

"—ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ"

শঙ্করাচার্য্যধৃত বোধিচিত্ত বিবরণ।

আর্য্যদিগের মতে যেমন ভাববিকার ছয়, বৌদ্ধদিগের মতে ভাববিকার বিংশতিরও অধিক। যথা—

"অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনাতৃষ্ণোপাদানং ভবোজাতি জরামরণং শোকঃ পরিবেদনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তা ইত্যেবং জাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ।"

শঙ্করাচার্য্যধৃত বৌদ্ধ সূত্র।

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিন্তু এ শত বৎসর, ও দশ বৎসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমাদের অবিদ্যা। এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভস্থ বিজ্ঞান

বা আলয়বিজ্ঞান তুল্যার্থ। এই আলয় বিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্ত রূপে সংহত করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করে। তৎপরে রূপ নিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে নাম-রূপ শব্দে গর্ভস্থ সকল বুদ্‌বুদ্‌ আদি অবস্থা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান চারি ধাতু ও রূপ, এই দুইটির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়ায়তন। নাম, রূপ, ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে সুখাকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানাদেহোৎপত্তি। এত দূরে পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের নাম বার্দ্ধক্য (ইহাকে জরাস্কন্ধ বলে।) তৎপরে নাশ হয়। অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল—থাকিল সেই মূল ধাতুমাত্র। ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্নেহ-ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক উপস্থিত হইলে "হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করে। এই

বিলাপের নাম পরিবেদনা। যাহা ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তাহার অনুভব হওয়ার নাম দুঃখ। এই দুঃখ হইতে দুর্মনস্তা অর্থাৎ মনোব্যথা জন্মে। এতদ্ভিন্ন মান, অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মিয়া থাকে।

এই সকলগুলি পরস্পর পরস্পরের হইয়া হেতুহেতুমদ্ভাবে অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিদ্যান্তর উৎপত্তির প্রতি হেতু। এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এ জগতে নাই। এই বিজ্ঞাননিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৌদ্ধদর্শন।	আর্য্যদর্শন। (গৌতমাদি)	
খর	কাঠিন্য	অর্থাৎ সংস্কৃত।
ধাতু	ভূত	
হেতুক	প্রকার	
প্রত্যয়	কারণ	
আলয় বিজ্ঞান	গর্ভস্থজীবের প্রথম জ্ঞান	

পুদ্‌গল	দেহ
প্রতীত্য প্রত্যয়হেতুক	কার্য্য
ভাব, উৎপাদ,	উৎপত্তি
নিরোধ	ধ্বংস
প্রতিসংখ্যা নিরোধ	হনন
অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ	স্বয়ং বিনাশী
আবরণাভাব	আকাশ
সন্তানী	হেতু-ফলভাব
সন্নিশ্রয়	অধিকরণ
অজীব	ভোগ্য
আশ্রব	বিষয় প্রবৃত্তি
সংবর	যম নিয়মাদি
নির্জর	প্রায়শ্চিত্ত
বন্ধ	কর্ম্ম
মোক্ষ	কর্ম্মনাশ
অস্তিকায়	তত্ত্ব বা পদার্থ
ঘাতিকর্ম্ম	শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক
ভঙ্গিনয়	যুক্তিরীতি
তীর্থঙ্কর	আচার্য্য
	ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র, এবং উপালী নামক শূদ্র বিনয় নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই "রত্নত্রয়ে" শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসারমধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই গ্রন্থত্রিতয়ের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ কহেন "এ সকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্ত্তনীয়, কেন না বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নাই।" এই "রত্নত্রয়" সূত্র, অভিধর্ম্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে। পালিভাষায় উহার নাম "ত্রিপিটকম্।" ভিল্‌সাস্তূপ গ্রন্থকার কনিংহাম সাহেব কহেন বিনয় ও সূত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য উহা প্রাকৃত এবং অভিধর্ম্মপিটক বোধিসত্ত্বগণকে বলা হইয়াছিল, এজন্য উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদায়

পালেয় বা পালিভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধদেব মাগধীভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন "আমার বাক্যসকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃতভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক্ সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে, ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন "বুদ্ধ-বাক্যসকল সকনিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় রচিত।" মহাবংশের লিখনানুসারে সুভূতিনামক সিংহলদেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন, ত্রিপিটক শ্রুতির ন্যায় পূর্ব্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল, তৎপরে অনুমান খ্রীষ্টজন্মের একশত বৎসরের পূর্ব্বে ভট্টগমনীর রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থকথা সিংহলদ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন; এই সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারিশত খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়া-

ছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। বিনয়পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ব্বসৎকর্ম্ম-পদ্ধতি লিখিত আছে, সূত্রপিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যানপরিপূর্ণ এবং অভিধর্ম্মপিটকে বিজ্ঞানাদিঘটিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থবিভাগ যথা—

বিনয়পিটকম্।

পরাজিকা, পাসিত্তি, মহাবগ্গো, সুলবগ্গো, পরিবারপাঠো।

সূত্তপিটকম্।

দীঘঘ নিক্কেয়, মঝ্ঝি নিক্কেয়, সামুত্ত, অঙ্গুত্তর নিক্কেয়, ক্ষুদ্দক নিক্কেয়। শেষোক্ত গ্রন্থ নিম্নলিখিতভাগে বিভক্ত—খুদ্দক পাঠো, ধম্মপদম্, উদানম্, ইতিবুত্তকম্, সূত্তনিপাত, বিমানবাত্থু, পেটবাত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশো, পতিসমভিদ মাগ্গ, আপাদানম্, বুদ্ধবংশ, সারিয়পিটকম্।

অভিধম্ম পিটকম্।

ধর্ম্মসঙ্গনি, বিভাঙ্গম, কথাবাত্থু, পুগ্গল, পানত্তি, ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্।

নির্ব্বাণকামনাই বৌদ্ধ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্যই তাহারা শারীরিক নানাবিধ

কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে একমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই কষ্টদায়ক। সৎকার্য্য দ্বারা পুনর্জ্জন্ম না হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহাই বৌদ্ধগণের পরম সুখ। বৌদ্ধশাস্ত্র কহে—

"জিঘ্‌চা চরম রোগ সঙ্খার পরম দুখ।
এতম্ নত্য যথা ভূতম্ নিব্বাণম্ পরমম্ সুখম্।"

অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা, রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেইমত জীবন, দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, কিন্তু একমাত্র নির্ব্বাণই পরম সুখ। নির্ব্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত অর্হতগণকে এই সকল গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক; যথা,—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি, জ্ঞান, ইহাকে পারমিতা কহে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থমধ্যে আদিবুদ্ধশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করেন কিন্তু সেটী ভ্রম, উহার অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দীপঙ্কারাদি বুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমৎ, যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার

অধিকাংশ শাক্যসিংহের মুখ হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। একসময় "ওঁ মণি পদ্মেহুং" এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীকগণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেন।* আমরা সেই আর্য্যজাতি। এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল কিন্তু সেদিন কোথায়! "তে হি নো দিবসা গতাঃ" সেদিন গত হইয়াছে! আমাদিগের সেই অসীম বুদ্ধিবল কালের তরঙ্গে চির কালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া হৃদয় শোকে আপ্লুত হইয়া উঠিল সুতরাং অদ্য এই পর্য্যন্ত!—

---

* যোনধর্ম্ম রক্ষিত অলসেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন। যথা—মহাবংশ "যোনান-নগর-লসন্দ যোন-মহাধর্ম্ম-রক্ষিতো।"

পালিভাষা ও তৎসমালোচন ।

အတ္ထံ ပါတိ ရက္ခတိ ဣတိ တသ္မာ ပါဠိ

Atthan páti rakkhati iti tasma páti.

পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

পালি অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী সত্ত্বেও পালিব্যাকরণকর্ত্তা কচ্চায়ন* কহেন "এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কল্পারম্ভে ব্রাহ্মণ ও অন্য বর্ণের ব্যক্তিগণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন, ইহাকে মাগধী ভাষা বলে যথা—

সমাগধী মূল ভাষা
নরেয় আদি কপ্পিক।
ব্রাহ্মণ সম্মুট্টল্লাপ
সম বুদ্ধ চ্চাপি ভাষরে॥

পুনশ্চ "পতি-সম্বিধ-অত্থুয়" নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে "এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পশুজাতির মধ্যে সর্ব্বস্থলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল, প্রভৃতি

---

* কাত্যায়ন।

ভাষা পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু মাগধী আর্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা এজন্য অপরিবর্ত্তনীয়, চিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটকনিচয় এই ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।”

লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্ম্মের) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ ভাষা চিরকালই প্রসিদ্ধ। “ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপ ভ্রংশিত বৈ” এই শ্রুতি বাক্য আর “যএব শব্দা লোকে তএব বেদে,” “লোকবেদয়োঃ সাধারণ্যাৎ” ইত্যাদি আর্য—বাক্য এবং “যজ্ঞযজ্ঞীয়ং বাচং বদেৎ” এই বেদবাক্য এবং “যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,

“ততো ভাষাশ্চ সসৃজে পঞ্চাশৎ ষট্‌চ সংখ্যয়া।
তজ্জ্ঞানায়চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানিচ॥”

“বিধাতা ছাপান্নটী ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্তদ্ভাষার ব্যাকরণও করিলেন” এ কথা যতদূর সত্য হউক, তাহার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষে আঠারটী শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত। ইহা ভিন্ন ব্যবহারিক ভাষা নানাপ্রকার আছে। ফল, শাস্ত্রীয়

ভাষা প্রধানতঃ দ্বিবিধ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষাগ্রন্থে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন—

"প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা"

স্বয়ম্ভু স্বয়ং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাস্ত্র বলিয়াছেন, এতাবতা শাস্ত্রীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে, এবং তাহার প্রভেদ অষ্টাদশ প্রকার যথা। (১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত এই প্রাকৃতের ভেদ উদীচী (৩) মহারাষ্ট্রী (৪) মাগধী (৫) মিশ্রার্দ্ধ মাগধী (৬) শকাভীরী (৭) শ্রবন্তী (৮) দ্রাবিড়ী (৯) ওড্রীয়া (১০) পাশ্চাত্যা (১১) প্রাচ্যা (১২) বাহ্লিকা (১৩) রন্তিকা (১৪) দাক্ষিণাত্যা (১৫) পৈশাচী (১৬) আবন্তী (১৭) শৌরসেনী (১৮) এতন্মধ্যে অষ্টম স্থানে শ্রবন্তী ভাষা আছে, উহাই পালিভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে সময় শ্রবন্তীস্থ জেতবনে বাস করিয়া ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়েই ঐ বৌদ্ধ ভাষার সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কারপ্রাপ্ত ভাষা পালিনামে প্রখ্যাত হয়। কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

"বৌদ্ধভাষামজানানো মাহেশ্বরতয়া নৃপঃ;"

এতদ্দ্বারা তাঁহার বৌদ্ধভাষার ভিন্নতা দেখান প্রধান উদ্দেশ্য। হম্বীর টীকায় উক্ত হইয়াছে।—

"সংস্কৃতা শিষ্টভাষা চ শ্রবন্তী বাক্ বিনায়কাঃ"

অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত, আর বিনায়ক-দিগের ভাষা শ্রবস্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ বুঝায়। এই আঠার প্রকার ভাষার উদাহরণ "প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর-ব্যাকরণে" কিছু কিছু আছে। ঐ সকল উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিলে পালিভাষার সহিত শ্রবস্তী-ভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ 'শ্রেণী' যথা—মহাবংশ (মূলপালি) "অস্থ পালি ব্যাধনম্ তদা অসি নিবেসিত" অর্থাৎ সেই সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক শ্রেণী বাটী নির্ম্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত সূত্র ও তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধদিগের শ্রেণীবদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় 'পালি' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী-ভাষায় বিরচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষানুসারে পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্‌ডার্শ অনুমান করেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় খ্রীষ্টজন্মগ্রহণের একশত বা দুইশত বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কারণ কেবল আধুনিক কতিপয় পালিগ্রন্থে পালি যে কেবল বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থকে বুঝায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যথা—"সামান্যফালসূত্রঅথ—কথা—" নেবা পালিয়ম্ ন অথ কথায়ম্ দীশতি" অর্থাৎ ইহা মূল বা

অর্থকথায় অর্থাৎ টীকায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; যথা লঘু-পদ্ম-পুণ্ডরীক "পালিয়ম পান বুদ্ধতি কেন অথেন" অর্থাৎ তাঁহাকে মূলগ্রন্থে কিজন্য বুদ্ধ বলা যায়? পুনশ্চ যথা—মহাবংশ "পিটকত্যয় পালিন সতস অথকথান" অর্থাৎ মুলত্রিপেটক এবং তাহার অর্থকথা ইত্যাদি আধুনিক পালিগ্রন্থের ভূরি ভূরি উদাহরণ আলোচনা দ্বারা পালি যে মুল বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থের একটী বিখ্যাত নাম তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালিভাষায় মুলধর্ম্মগ্রন্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ মুলগ্রন্থকে বুঝাইত এবং ইহার টীকা অন্য ভাষায় রচিত, তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সাধারণতঃ পালি মগধদেশীয় ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা দৃশ্য কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে "পালিভাষা" এই নামের পরিবর্ত্তে মাগধী ভাষা এই নামে পালি ভাষা বুঝাইত। পালিভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টজন্মের ছয়শত-বৎসর পূর্ব্বে ইহা মগধদেশের ভাষা ছিল, তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পরে সিংহলদ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে পালিভাষা কথোপকথনের এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের মুল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে,

এজন্য ইহাকে আর মাগধী ভাষা বলা যায় না, তাহা দৃশ্য কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা। ভট্ট লাসেন কহেন পালির সহিত সৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রীর সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু তাহা হইলে ইহাকে মাগধী বলা যাইতে পারে না, এজন্য আমরা তাঁহার কথা অপ্রামাণ্য বোধ করিলাম। বররুচির প্রাকৃত প্রকাশের মহারাষ্ট্রী ও সৌরসেনীর সহিত পালিভাষার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধগণের তিনটী প্রাকৃত ভাষা; যথা, প্রথম গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তরের খোদিত কীর্ত্তিস্তম্ভের ভাষা, ও তৃতীয় পালিভাষা। আমাদিগের মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালির সহিত অতি অল্পমাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ললিতবিস্তরের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধ ভাষা।

শাক্যসিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ এই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালিভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাক্য সুমধুর করিবার জন্য এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা

ইহার সংস্কৃত ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়-মান হইবেক যথা—

সংস্কৃত।	পালি।
অভিধর্ম্ম	অভিধম্ম
অমৃত	অমত
অর্হত	অরহ
অর্থকথা	অত্থকথা
শ্রুতি	শুতি
মন্ত্র	মন্তো
মার্গ	মাগ্গো
ম্লেচ্ছ	মিলাক্ষো
নির্ব্বাণ	নিব্বানম্
বর্ণ	বন্নো
যবন	যোন
পর্ব্বত	পব্বত
অশ্ব	অসো
রক্ত	রত্ত
বৃক্ষ	রুক্ষ
শিষ্য	শিষণ
সর্প	সপ্প
সিংহ	সিহো

মগধরাজ মহা মহেন্দ্র ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাঁহার দ্বারা পালি-ভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চারি শত শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ মগধদেশ হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালিভাষার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কচ্চায়নকৃত পালিব্যাকরণ অতিপ্রসিদ্ধ। আমাদিগের পাণিনি-ব্যাকরণের ন্যায় বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন। সিংহলদ্বীপে সকল বৌদ্ধমঠে উহা সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্থবিরগণ একালপর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি পালিব্যাকরণ আছে, তাহার মধ্যে কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগ্‌লিং কহেন কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের নিয়মানুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে।

এই পালিব্যাকরণ আট ভাগে বিভক্ত। এই আট ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন যথা—

"সিথান তিলোকমহিতম্ অভিবন্দি জগান

বুদ্ধন চ ধম্ম মমলান্ গণ মুও মঞ্চ
সথুস তস বচনাথ বরান্ সুবোধন্
ব্যাখ্যামি সুত্বহিত মেথ্য সুসন্ধিকপান্
সোয়ান জিনিরিত নেয়েন বুদ্ধ লভন্তি
তঞ্চপি তসবচনাত্থ সুবোধনেন
অথ্যান চ অক্ষর পদেষু অনোহভাব
সিয়ত্থিক পদ মতো বিবিধন শূন্যেয়।”

অর্থাৎ “আমি ত্রিলোক-আরাধ্য বুদ্ধদেব, তথা নির্ম্মল ধর্ম্ম, ও স্থবিরমণ্ডলীকে বন্দনা করিয়া সন্ধিকল্পের গভীরার্থ সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিরসুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাঁহারা এতাদৃশ যথার্থ সুখের আশা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের নানাপ্রকার বাক্যসংযোগ শ্রবণ করুন।”*

পালি ব্যাকরণের সূত্র যথা—

১। অথ অক্ষর সন্যাত্তো।
২। অক্ষর পাত্ত্বেয় একচত্তালিশন্।
৩। তত্থো উদান্ত স্বর অত্থ।
৪। লহু মত্র তয় রস্ব।
৫। অন্য দীঘ্ঘ।

* এইস্থলে মর্ম্মানুবাদমাত্র করা হইয়াছে।

৬। শেষ ব্যঞ্জন।

৭। বগ পঞ্চা-পঞ্চাশ-মন্ত।

এইরূপে কচ্চায়ন ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া গেছেন। তিনি বার্ত্তিকদ্বারা গ্রন্থব্যাখ্যা সুগম করিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন স্থানে পাণিনিসূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে, যথা, পাণিনি "অপাদানে পঞ্চমী" তথা কচ্চায়ন "অপাদানে পঞ্চমী।" এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধতীর্থস্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—শ্রবস্তী, পাটলী, বারাণসী ইত্যাদি।

কেহ কেহ অনুমান করেন কচ্চায়ন ব্যাকরণের বৃত্তি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা অপ্রামাণিক যথা—

কচ্চায়নকৃতো যোগো, বুত্তি চ সঙ্ঘ নন্দিনো।
প্যায়োগো ব্রহ্মদত্তেন, ন্যাসো বিমলবুদ্ধিনা॥

অর্থাৎ মূল কচ্চায়নকৃত, বৃত্তি, সঙ্ঘনন্দির, উদাহরণ ব্রহ্মদত্তের, ও ন্যাস বিমল বুদ্ধিকৃত।

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বালাবতার—এখানি সচরাচর প্রচলিত পালিব্যাকরণ। ইহা কচ্চায়নের 'ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার এবং এপর্য্যন্ত সিংহলে এতদ্দেশীয় লঘুকৌমুদীর ন্যায় আদরণীয়। বালাবতার কচ্চায়নের ব্যাকরণ হইতে

বিভিন্ন নিয়মানুসারে সঙ্কলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে আখ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কৃত, ও উণাদি সূত্র এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তিভেদ নির্ণীত আছে। গ্রন্থারম্ভে একটি গাথা আছে, যথা—

বুদ্ধনতি দভিবন্দিত বুদ্ধম্ ভুজবিলোচনন্
বালাবতারণ ভাবিবন্ বালানান্ বুদ্ধি বুদ্ধিয়।

অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আনন্দবর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনটী প্রণাম করিয়া সুকুমারমতি বালকের জ্ঞানোন্নতি ও বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত বালাবতার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।*

দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মুল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রূপসিদ্ধি।—এখানিও কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের সারসংগ্রহ; কিন্তু বালাবতারের ন্যায় প্রাঞ্জল ও শিক্ষোপযোগী নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ

* পালি ও গাথাসমূহ, এই প্রস্তাবে অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই, কেবল মর্ম্মানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্চায়নের একজন প্রাচীন সঙ্কলনকর্ত্তা, তিনি মূলগ্রন্থের বানান আদি হইতে বিস্তর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

কচ্চায়নন্ চ চরিয়ন্ নমিত্ব
নিশ্যোয় কচ্চায়ন বানানাদিন্।
বালাপবোধাত্থ মুজন করিশন
ব্যাখ্যান সুখানন্দন পদরূপসিদ্ধি॥

অর্থাৎ "আচার্য্য কচ্চায়নকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃত বানান আদি পর্য্যালোচনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদরূপসিদ্ধি রচনা করিলাম।"

গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"বিখ্যাত আনন্দ থেরাভ্ভয় বরগুরুনাম তম্ব পানি ধজানন।
শিষ্যো দিপাঙ্করাখ্য দমিল বসুমতি দিপালধ্যাপ্প কাশ।
বালাদিচ্চদি বাসদিত্য মধিবসান নসনান যোতিও সোয়ম্ বুদ্ধ পিয়ভোযতি ইমামুজুকান রূপ সিদ্ধিন অকাশী।"

অর্থাৎ এই নির্দ্দোষ রূপসিদ্ধিগ্রন্থ বিখ্যাত আনন্দ

দামিল দেশের (চোল) দ্বীপস্বরূপ এবং "বুদ্ধপ্পিয়" (বুদ্ধপ্রিয়) খ্যাত দীপাঙ্কর রচনা করেন। তিনি বালাচিদ্দ ও চূড়ামাণিক্য নামক মঠদ্বয়ের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল।

সিংহলদেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহল-দ্বীপবাসী ছিলেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে, মহারাজ পরাক্রমবাহু চোল দেশীয় (তাঞ্জোর) একজন স্থবিরের নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত নৃপতির সময় হইতে তাঞ্জোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানাশাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহলদ্বীপে ঔপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপ-সিদ্ধি গ্রন্থকারের মুখবন্ধ শ্লোকানুসারে তাঁহাকে চোল-দেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগ্গল্যায়ণ ব্যাকরণ।—এখানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌদ্গাল্যায়ণপ্রণীত। "বিনয়ার্থসমুচ্চয়" "পঞ্চীকাপ-দীপ" গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাঙ্করের গ্রন্থে এই গ্রন্থকারের বিশেষরূপে গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। মৌগ্গল্যায়ণ ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে অনুরাধাপুরের থুপারাম

ও সদানীতি হইতে বিভিন্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যাকরণ যষ্ঠ ভাগে বিভক্ত। যথা—

প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সি-আদি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি, পঞ্চম খাদি, এবং ষষ্ঠ ত্যাদি। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য। যথা—

সিদ্ধ সিদ্ধ গুণম সাধু নমাসিত্ব তথাগতম্।
সধম্ম সঙ্ঘম ভাযিষন্ মগধনশব্দ লক্ষণম্॥

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া আমি মাগধী ভাষার ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থের সমাপ্তিশ্লোক যথা—

তস্স ভূতি সমাসেন বিপুলাত্থ পকাশিনী।
রচিত পুন তেনেব সসাত্তু যোত কারিন॥

এই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিভাষার দীপানি, কচ্চায়নভেদ টীকা, মহাশব্দ-নীতি, প্যায়োগসিদ্ধি, গরলদেনীসন্থ, পঞ্চিকাপদীপ, অক্ষত পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বুত্তোদয়।—এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দোগ্রন্থ। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। এবং পিঙ্গল, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থের আদর্শে লিখিত। গ্রন্থ-কার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"নমাত্থুজন; শান্তন তমশান্তন ভেদিনো
ধম্মুজালন্ত রুচিন মুনিন্দোদাতরচিনো।
পিঙ্গলাচার্য্য দিহিস্থন্দানম দিতমপুরা
সুদ্ধ মাগধী কানন তন ন সাধতি যথিচ্ছিতম্॥
ততো মগধ ভাষের সতাবন্ন বিভেদনন
লক্ষ লক্ষণ সম্মুত্বন পশানণ্থ পদাকমম্।
ইদম বুত্তোদয়ন নামা লোকীয় ছন্দ নিশ্যিতন্
অব ভিশ্যমহন দানি তেশম সুখ বিবুদ্ধিয়॥"

অর্থাৎ "মুনীন্দ্রকে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের ন্যায় কিরণে ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের রচিত ছন্দোগ্রন্থ দ্বারা বিশুদ্ধ মাগধী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় না, এজন্য অতি সুগম মাগধী ভাষায় এই বুত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ দেখাইয়া প্রচলিত ছন্দঃসমুহের রচনার রীতি উদাহরণসহকারে প্রদর্শিত হইল।" এই গ্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকারের নাম সঙ্ঘরক্ষিত।

ধাতুমঞ্জুষা।—এখানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ স্থবিরকৃত। পালিভাষার ধাতুপাঠ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণ-

সম্মত গ্রন্থ, এজন্য ইহার অপর নাম কচ্চায়ন-ধাতু-মঞ্জুষা। গ্রন্থের প্রারম্ভ-শ্লোক যথা—

নিরুত্তি নিকর পার পারাবারন্তগান্ মুনিন্
বন্দিত ধাঁতুমঞ্জুষান্ ক্রমি পবচনান্ যশান
সুগত গম মধম তন তন ব্যাকরণানিচ।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ শব্দসমুদ্র পার হইয়াছেন, এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সদ্ধর্ম্মের মার্গস্বরূপ এই ধাতু-মঞ্জুষা রচনা করিলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তমরূপ আলোচনা করিয়া এই ধাতু পাঠ সঙ্কলন করিলাম।"

গ্রন্থকার এইরূপ আপনার পরিচয় দিয়াছেন যথা—

"রচিতা ধাতুমঞ্জুষা শিলাবংশেন ধীমতা
সধম্ম পঙ্কেরুহ রাজহংস
অসিথ ধামাৎ থিটি শিলাবংশ
যক্কাদিলে নাম্য নিবাসবাসী
যতীশ্বরে সো জমিদান্ আকাশী—"

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জুষা প্রথম পাঠার্থিগণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ কর্ত্তৃক রচিত। এই শিলাবংশ এক জন যক্ক্যাদিলেন মন্দিরের পুরোহিত ও তথায় অবস্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া রাজহংসের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থরূপ পদ্মবনে বিরাজ করুক।

ধাতুমঞ্জুষা।—ডন এনড্রিশ সিলৃভিয়া বাতুবান্তু দেব নামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ইহা সিংহল ও ইংরাজি-ভাষার অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধানপদীপি।—এখানি সংস্কৃত অমরকোষের ন্যায় প্রসিদ্ধ পালি অভিধান। ইহা অমরকোষের প্রণালীতে আদ্যোপান্ত রচিত।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা—

" তথাগতো করুণাকরো করো
প্যায়ত্তো মোসঞ্জ সুখাপ পদান্ পদান্
অক পৰাত্থান কলিসম্ ভাব
নমামি তান্ কেবল দুঃখ করণ করণ্ "

অর্থাৎ আমি দয়ার সিন্ধু তথাগতকে বন্দনা করি, যিনি নির্ব্বাণ আপনার আয়ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সুখবর্দ্ধন নিমিত্ত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তান্ত যথা—

" সগ্‌গ কাণ্ডোচ ভুকাণ্ডো
তথা সামান্য কাণ্ডকান্
কাণ্ডাট্টত্তান বিত এস
অভিধান পদীপিকা
তিদীব মাহিয়ান ভুজগ বশাখি

সকলাত্থ সমাভায় দিপা নিয়ান
ইহও কুশল মতীম সনারো
পাতু হোতি মহা মুনিন বচন।”

অর্থাৎ এই অভিধানপদীপিকা ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। যথা স্বর্গ, পৃথিবী ও সামান্য কাণ্ড। ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে মোগ্গল্ল্যায়ণ কর্ত্তৃক রচিত। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যারম্ভ করেন। উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষাসম্বন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ছন্দোগ্রন্থ, এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল, এক্ষণে পালিভাষায় অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে সারোদ্ধৃত হইতেছে। আমরা পালিভাষায় সুপণ্ডিত নহি, এজন্য সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণান্তর্গত বা অনুবাদঘটিত দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

মহাবংশ।—ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃতভাষায় নৃপতি বা কোন মহাত্মার জীবনী কিম্বা কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি ছিল না। কেবল পুরাণ ও বৃহৎ কথার ন্যায় অলীক গল্পপরিপূর্ণ গ্রন্থে আমাদিগের যাহা কিছু

পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা হইতে অণুমাত্র সত্য আবিষ্কার করা দূরপরাহত। আমাদিগের সংস্কৃতে প্রকৃত পুরাবৃত্তমধ্যে কেবল একমাত্র রাজতরঙ্গিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও আধুনিক। রাজতরঙ্গিণী ১১৪০ খৃঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পালি-ভাষায় রচিত সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-ইতিহাস-গ্রন্থনিচয় তাহা অপেক্ষা অতি প্রাচীন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহল-দেশীয় পালি-বৌদ্ধ-ইতিহাসসমূহ প্রকৃত পুরাবৃত্তের প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ-ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। পালি-বৌদ্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। মহাবংশ নামে পালিভাষার দুইখানি পুরাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু দুইখানি গ্রন্থের বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অনুরাধাপুরের উত্তর বিহারের কোন স্থবিরকর্ত্তৃক রচিত, কিন্তু কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহলেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন মহাবংশ গ্রন্থখানি

ইহার পূর্ব্বের রচিত। এই গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২ খ্রীঃ অব্দ) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রথম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহানামকৃত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক প্রকার বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এজন্য তাহাতে আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অনেক অলৌকিক বিবরণও আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ সুপ্রণালী সহকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কৃত পুরাণের ন্যায় এ গ্রন্থখানি কেবল "কাহিনী" নহে। মহাবংশে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানামকৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহা এক শত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত পালি কবিতায় গ্রথিত। গ্রন্থকার ইহা টীকাসহ রচনা করিয়াছেন।

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম সুলুবংশ। এই অংশে পরাক্রমবাহুর (১২৬৬ খৃঃ অব্দ) রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কীর্ত্তি শ্রীমহারাজের অনুজ্ঞানুসারে ও তিবত্থবয় দ্বারা রচিত।

.জর্জ্জ টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশ অনুবাদ সহ ৩৭ অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

দ্বীপবংশ।—মহাবংশের ন্যায় এখানিও সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি-ইতিবৃত্ত। মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন, এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবিরগণের মহাবংশ গ্রন্থ। দ্বীপবংশ সুপ্রণালী অনুসারে রচিত নহে, এজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

পালিভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে অতাঙ্গলুবংশ, দাতাবংশ, ব্রহ্মজালসুত্ত, জাতক (পঞ্চ) ক্ষুদ্দক পাঠ, সুত্ত নিপাত, মহা পরি-নির্ব্বাণ সুত্ত, ধর্ম্মপদ প্রভৃতি অতিপ্রসিদ্ধ এবং সিংহল দেশে প্রচলিত।

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই ভাষার অনেক গ্রন্থ চাইল্‌ডার্শ, ফস্‌বুল, ক্লফ ও কুমার স্বামীর যত্নে মুদ্রিত হইয়াছে।

বেদ।

The Vedic Literature will always remain the most attractive object of study in relation to India.—*Dr. Burnell's Elements of South Indian Paleography.*

বেদ।

বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহা হইতেই অন্যান্য শাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। বেদে আর্য্যজাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল কার্য্যই বেদমূলক। বেদ অমান্য করিলে হিন্দুধর্ম্মের জীবন নাশ করা হয়, সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি-গণের বেদ অমান্য করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ আবেস্তা, কি বাইবল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন এবং শুদ্ধ ভূমণ্ডলের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার যাহার পর নাই আদর করিয়া থাকেন।

বিদ্ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ এই যে, জ্ঞানলাভ অথবা শ্রেয়োলাভ হয় যদ্দ্বারা তাহারই নাম বেদ। বেদের অপর নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক্, যজু, সাম। ঋগ্বেদে এই তিন বেদের

"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমে গোপায়া য মৃষয়স্ত্রয়ী-
বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি ॥"

ভগবান্ মনু কহেন—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থ-মৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণং ॥"

অর্থাৎ—"তিনি (ঈশ্বর) যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিহইতে সনাতন ঋক্‌বেদ, বায়ুহইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্যহইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।*

উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল। যথা—

"তস্যৈতস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিত মেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরস" ইত্যাদি—

অর্থাৎ প্রস্তাবিত পরমাত্মা হইতে, নিশ্বাস যেমন পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীত বহির্গত হয়, সেইরূপ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

পৌরাণিক কালে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্য মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসমূহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রগুলি সংহিতা বদ্ধ হইয়া আছে,

* পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক অনুবাদিত। মনুসংহিতা ১২ পৃষ্ঠা।

অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা। যথা— পাণিনির মতে "ব্রহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্" এইরূপ বাক্যে "ব্রাহ্মণ" শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেন না ব্যাখ্যা পরেই হইয়া থাকে।

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য, গীত এই তিন প্রকার ভিন্ন চারি প্রকার নাই, বেদেও সেইরূপ পদ্য গদ্য গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে। পদ্যগুলি ঋক্, গদ্যভাগ যজুঃ ও গীতভাগ সাম। যথা—জৈমিনিসূত্র "তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা" "গীতিষু সামাখ্যা" "শেষে যজুঃ শব্দঃ।"

যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য। অথর্ব্ব বেদের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোন কোন অংশ লইয়া অথর্ব্ব নামক ঋষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ যাগ-যজ্ঞের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী।

জৈমিনি বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষনির্ম্মিত বলেন না, ঈশ্বরনির্ম্মিতও নহে। তাঁহার মতে বেদের নির্ম্মাতা কেহ নাই। শব্দ, অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ

(বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মনুষ্যের কণ্ঠে যে শব্দ হয় তাহা ধ্বনিমাত্র, তাহার নিত্যতা নাই। ধ্বনি সকল অনিত্য। আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপবিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিয়া থাকি। এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও প্রযত্নভেদে মনুষ্যের বাক্‌যন্ত্রের তারতম্যহেতু শব্দপ্রকাশক সঙ্কেতধ্বনিগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়। আমি বলিলাম লবণ, একজন বলিল লুণ, আর একজন ধ্বনি করিল ড়বণ—লক্ষ্য সকলেরই এক। একজন বলিল "মাতর্," একজন বলিল "মা," আর একজন বলিল "মাতারি," অপরে বলিল "মাদার্," ইহাতে সকলেরই সেই জননীবোধক শব্দ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্ম্মে জৈমিনি মীমাংসার প্রমাণপাদে কহিয়াছেন,—

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" (১ম পাদ, ৫ম সূত্র)

এই সূত্র হইতে ইহার অনন্তর একত্রিশ সূত্র পর্য্যন্ত সমুদায় সূত্রে শব্দ-সম্বন্ধের বিচার করিয়াছেন। অপিচ, উক্ত প্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ করিবার জন্য লোকে নানাবিধ সঙ্কেত কল্পনা করায় লৌকিক শব্দ অনেক বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোককৃত সাঙ্কেতিক

শব্দের প্রামাণ্য নাই। লৌকিক শব্দই পৌরুষেয়, কেন না পুরুষে ইহার সঙ্কেত করিয়াছে। বৈদিক শব্দ কাহারও সঙ্কেত দ্বারা স্থাপিত হয় নাই, কেন না উহার সঙ্কেতকর্ত্তা কেহ দৃষ্ট হয় না, অনুমিতও হয় না। "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুযাখ্যা" (২৭ সূং) "অনিত্য দর্শনাচ্চ" (২৮ সূং) "সারস্বতং সূক্তং" (অর্থাৎ সরস্বতী-প্রণীত) "কঠ শাখা"—কঠনামক ঋষিপ্রণীত শাখা, এই-রূপ পৈপ্‌পলাদক, মৌদ্গল, মৌদ্গাল প্রভৃতি বেদ-ভাগের বক্তা বিবেচনা করিয়া এবং "ববরঃ প্রাবাহনি রকাময়ত," "ঔদ্দালকি রকাময়ত," এই সকল ব্যক্তিঘটিত আখ্যায়িকা দেখিয়া ও ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্রদ্বারা বেদ পুরুষনির্ম্মিত এবং বেদের বিষয়বিশেষও অনিত্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কাল ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পরিশেষে "উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বং" (২৯) "আখ্যাপ্রবচনাৎ" (৩০) ইত্যাদি সূত্রে জৈমিনী তাদৃশ বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই বিচারের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, কাঠক প্রভৃতি আখ্যান কেবল কঠাদি ঋষিগণ উহা প্রথমে বা প্রাধান্যক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ সমাখ্যান হইয়াছে।

সাংখ্যকার কপিল "ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য

তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ” (৫ অঃ ৪১ সূ) এই সূত্রে আরম্ভ করিয়া “ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্য সম্ভবাৎ” (৫ অঃ ৪৬সূ) এবং অন্যান্য বহুতর সূত্রদ্বারা নানাপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদ কোন পুরুষ, বুদ্ধিদ্বারা নির্ম্মাণ করেন নাই, চির-কালই আছে। তবে কল্পান্তকালে যে ব্যক্তি প্রথম শরীরী হন—তিনি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা প্রকাশ করেন মাত্র। সুপ্ত ব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত পদার্থ ভান হয়, সেইরূপ বেদও তাঁহার ভান প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষের যেমন শ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদন করিতে বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষা করে না, সেইরূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহার বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষিত হয় নাই। বেদান্তও এইরূপ বলেন। গৌতম বলেন, বেদ জন্য বটে, কিন্তু তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্য নহে, কেন না ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত আপ্তপুরুষ ইহার বক্তা। “মন্ত্রায়ু-র্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎ প্রামাণ্যম্” এই সূত্রদ্বারা বেদের প্রামাণ্যপরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান। “মন্ত্র ও আয়ু-র্ব্বেদ” গৌতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন না কিন্তু গতিকে তাঁহার ঈশ্বরপ্রণীত বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে তাদৃশ আপ্তপুরুষ ঈশ্বরব্যতীত আর কেহই নাই। মনু প্রভৃতি ঋষিদিগেরও এই মত। আস্তিক

আর্য্য গ্রন্থকারদিগের মতে অপৌরুষেয় বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহা মনুষ্যপ্রণীত স্বীকার করেন না।

এ সকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক, বৈদিক ঋষিগণই উহার প্রণেতা। তাঁহারাই আপনার অভীষ্টসাধনের জন্য দেবতাদিগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমন করিয়াছিলেন যথা—

"অর্থ পশ্যাব ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিরভ্যধাবন্।"

বৈদিক স্তোত্রনিচয় এক সময়ের রচিত নহে, তাহা সময়ে সময়ে ঋষিগণ দ্বারা এক এক অংশে রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার করিতেছি, ব্যাসের পূর্ব্বে তাহা এরূপ ছিল না। পরাশরনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধের পূর্ব্বে সমুদয় বেদ সুপ্রণালী বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, এজন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। তিনি চারিজন শিষ্যকে চারিবেদ উপদেশ দিয়াছিলেন যথা—বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে, নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগনামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনিকে, এবং আঙ্গিরসী নামক অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন এবং বাস্কল তাহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নি-মিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন এবং ইন্দ্র-প্রমতি ও স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে ও মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাস্য, মুদ্গাল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন এবং সাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাজল ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক-খানি বালখিল্যনামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, ভজ্য ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা ধারণ করিল" * ঋগ্বেদসংহিতার শাকল্য শাখা প্রচলিত। উহা ৮ অষ্টকে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ ঋচ দৃষ্ট হয়। অন্যমতে ঋগ্বেদ ১০

---

* পণ্ডিতবর ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত।

মণ্ডলে এবং ১০০ শত অনুবাকে বিভক্ত, তাহাতে ১০০০ এক সহস্র সূক্ত আছে। এই সংহিতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩৮২৬ পদ বর্ত্তমানসময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত "চরণ-ব্যূহ" গ্রন্থানুসারে বেদের অনেক অধ্যায় এ সময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা লোপ হইয়াছে সুতরাং তাহার উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আট পঞ্চিকায় বিভক্ত, তাহার প্রত্যেকে ৫টী করিয়া অধ্যায় আছে। এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ৩০ টী অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য।

যজুর্ব্বেদসংহিতা, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাও কহে। ইহার শাখার নাম তৈত্তিরীয় মাধ্যন্দিন ও কান্ব। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়, এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উবাত ও উহার ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্য্য।

সামবেদসংহিতা পূর্ব্ব ও উত্তরভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম এবং বান্যায়ন। সামবেদের আট খানি ব্রাহ্মণ আছে; তাহার নাম যথা,—প্রৌঢ় বা পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ, সামবিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ এবং সংহিতোপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণ।—সায়নাচার্য্য এই আট খানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম অধ্যায় দ্বাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে—"অথর্ব্ববিৎ সুমন্ত কবন্ধনামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুই-ভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শসংজ্ঞক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারি শিষ্য সৌল্কায়নি, ব্রহ্মাবলী, মোদোষ, পিপ্পলায়নি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক, ও জাজলি, ইহারা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। অঙ্গিরার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিরাও পরে তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকশ্যপ ও অঙ্গিরা প্রভৃতি সকলে অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।" * অথর্ব্ববেদের

* শ্রীমদ্ভাগবত। ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত।

শৌনক শাখামাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহার বিংশতি কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ব বেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে বেদ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্তবিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা বুধমণ্ডলীর অপাঠ্য। যাস্কের পূর্ব্বেও বেদশব্দের নিরুক্ত বর্ত্তমান ছিল, তাহা যাস্কই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"স্থূলোষ্ঠীবি র্নক্লপয়তি ন স্নেহয়তি—ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়তে ইতি শাকপুনিঃ—ঊর্ণনাভনামকো-মুনির্জুহোতি ধাতো রুৎপন্নো হোতৃশব্দো মন্যতে।" ইত্যাদি।

স্থূলোষ্ঠীবি, শাকপুনি ও ঔর্ণনাভ প্রভৃতি নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা যাস্ক মুনির নিরুক্তের সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

ঋগ্বেদের দেবতা। প্রথমতঃ দেবতা দুই শ্রেণী।—যাগাঙ্গ দেবতা এবং স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। স্তোত্র বা শস্ত্র *। যাহার গুণমাহাত্ম্যাদি বর্ণনাপূর্ব্বক প্রশংসা করা

---

* স্তোত্র এবং শস্ত্র এতদুভয়ের এইমাত্র প্রভেদ যে, গীতের উপযুক্ত মন্ত্রদ্বারা যে স্থানে দেবতার প্রশংসাদি করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র, আর যাহা গীতের অনুপযুক্ত মন্ত্র তাহা শস্ত্র।

যায়, সে সকল স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। যজ্ঞকালে ঘৃত, মধু, দধি, পাশব মাংস প্রভৃতি যাহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহারা যাগাঙ্গ দেবতা। ঋক্ সংহিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। ইদানীন্তন কালেও বহুতর অবৈদিক দেবতার নাম, রূপ, মাহাত্ম্যবর্ণনা দৃষ্ট হয়, ঐ সকল দেবতা না শস্ত্রাঙ্গ না যাগাঙ্গ, কেবল পূজা বা উপাসনার অনুকল্প প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত পৌরাণিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে, তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি, * বায়ু, ইন্দ্র-বায়ু, মিত্রাবরুণ, আশ্বিন, ঐন্দ্র, বৈশ্বদেব, সারস্বত, মরুৎ, অগ্নিবিশেষ, (সুসমিদ্ধ, ইতীদ্ধ, সমিদ্ধ বাগ্নি, তনূনপাৎ, নরাশংস, ইল, বর্হিদেবী, দ্বার, উজ্যাসো, নক্তা,) দৈব্য, হোতৃযুগল, প্রচেতাদ্বয়, সরস্বতী, নাভারত্য, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি, বৃহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পুষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্যবিশেষ) মরুদ্গণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, সদসস্পতি,

* "অগ্নির্বৈদেবতা তস্যৈতানি নামানি—সর্ব্ব ইতি প্রাচ্য আচক্ষত-তব ইতি যথা বাহিক পশূনাম্পতি রুদ্রোঽগ্নিরিতি তান্যস্যাসন্তানি নামানি অগ্নীত্যেব সন্তাত্মম্" ইতি শতপথ ব্রাহ্মণ।

নারাশংসী, দক্ষিণা, ঋভু, সবিতা, দ্যু, বিষ্ণু * অপ, ইন্দ্রাণী, পৃথিবী, অগ্নায়ী, বরুণানী, বৈষ্ণবী, প্রজাপতি, উলূখল, মূষল, হরিশ্চন্দ্র, অধিধবন, ঊষঃকাল ইত্যাদি অনেক দেবদেবী আছে। এই সকল দেবদেবীর স্তোত্র মধুচ্ছন্দ, বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেফ, হিরণ্য, স্তুপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস, প্রস্কন্ব, (ঘোর ঋষির পুত্র) কুৎস, প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অযুজোর্বৃহতী, প্রস্তার-পংক্তি, প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দুইটী স্তোত্র নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইন্দ্র।

১

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্রধর।
মহামতি ইন্দ্র সর্ব্বগুণাকর!
তব স্তুতিচয় মোরা নিরন্তর
মধুর সুস্বরে করিব গান।
কোমল, মধুর, নবীন গাথায়,
যাহাতে দেবের মানস ভুলায়
—সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ।

---

* অতো দেবা অবন্তুনো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ। ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য

২

এস এস দেব ছাড়ি সুরপুর
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুর
যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হয় দূর—
এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ।
শুভ্রময় অদ্রি উৎসের সমান
বিমল আনন্দ করিব প্রদান—
শুন—করযোড়ে করি বন্দন।

৩

স্বর্ণময় রথে করি আরোহণ
এস এস ইন্দ্র এমর্ত্য ভবন
করুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেগে বজ্রনাদে বিমানপথে।
ত্রস্ত ব্যস্ত হ'য়ে সুরবালা দলে
বিস্ময়-উৎফুল্ল-লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় সুবর্ণরথে।

পাংসুরে ঋগ্বেদঃ ১ম মণ্ডলং। এই স্তোত্রে পৌরাণিক চতুর্ভুজ বিষ্ণু বুঝাইতেছে না। যাস্ক ঋষি ইহার অর্থ করিতেছেন "বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ কথমিতি যথাহহঃ ত্রিধা নিধায় পদং নিধত্তে পদং নিধানং প।"

৪

বসো দর্ভাসনে লও উপহার
অন্নব্যঞ্জনাদি বিবিধ প্রকার
গন্ধদ্রব্য নানা—সোম—সুধাধার
(দেবের দুর্লভ অপূর্ব্ব ধন)
করযোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান
করিতেছি, শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন।

৫

অতীব কাতরে আমরা এখন
লয়েছি তোমার চরণে স্মরণ
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন
সুধা-সোমরস করিয়া পান
জয় জয় দেব বজ্রনাদ কর।
বিপক্ষের ভয় আমাদের হর—
তব যশ মোরা করিব গান।

উষা।*

১

পরিণেতা যোষা সমদীপ্তি দান
মোদের হৃদয়ে—(সুখের নিদান,)

---

* এই কবিতাটী ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশ হইয়াছিল।

তোমার কৃপায়, অয়ি উষাদেবি!
ঘোর অন্ধকার হইল নাশ।
উঠিল মানব তব পদ সেবি,
তব কান্তিচ্ছটা হ'লো প্রকাশ॥

২

দূরে বা নিকটে করিয়া গমন
চেতাইলে যত জীব অগণন,
সবে স্বীয় কার্য্যে হলো ধাবমান
হেরিয়া তোমার মধুর বেশ,
ধন প্রসবিতা কৃপার নিদান
সুবর্ণ বরণ শোভা অশেষ॥

৩

দ্যুদেবতা পুত্রী কমনীয়া উষা
অঙ্গে শোভে সদা রমণীয় ভূষা,
স্তুতি প্রিয় অতি, মরণ-রহিত,
এস যজ্ঞস্থানে ডাকি তোমায়।
কর দেব-বালা আমাদের হিত
নিয়োজিত মোরা তব পূজায়॥

৪

যথা প্রভাতের হইলে আলোক,
তোমার আজ্ঞায় যত দেবলোক

সোমরস পানে আনন্দ অন্তরে
যজ্ঞস্থানে সবে করে গমন।
গো, অশ্ব, অন্ন আমাদের ঘরে
তেমতি কৃপায় কর স্থাপন॥

৫

দুর্ব্বল হউক বিপক্ষের বল,
তব জয়ধ্বনি আমরা সকল
পবিত্র হৃদয়ে করিব প্রদান।
বিচিত্র বসনা মঙ্গলময়ি!
সতত করিব তব যশঃ গান
হই যেন মোরা বিপক্ষ জয়ী॥
অয়ি উষাদেবি! দ্যুলোক-দুহিতা,
বশিষ্ঠ প্রভৃতি যাজ্ঞিক-পূজিতা,
তোমার রূপেতে তমঃ হয় দূর—
বিশ্ববরণীয় মধুর রূপ।
তব কৃপা সদা পাইতে প্রচুর
হইয়াছি মোরা অতি লোলুপ॥৬॥

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। "ইন্দ্র" এই শব্দই দেবতা। তদ্ভিন্ন "ইন্দ্র" এই শব্দের অর্থ সহস্রাক্ষাদিযুক্ত কোন জীব নাই। যাগ-কালে দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্যভূত দেবতার "ইন্দ্রায়

স্বাহা” এই মন্ত্রমাত্র। মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে।

“ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ”

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতাদিগের কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতেছে। ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য যেমন যাগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তদ্রূপ একটি যাগের অঙ্গ। যাগকালে দেবতাদিগের আহ্বান করিতে হয়, যদি দেবতা শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগমনকালে যজমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমাবলে অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বত্র গমন অসম্ভব এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠান করা উচিত কিন্তু তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্ত্রই দেবতা হয়, তবে যে যে স্থলে যাগ করুক না কেন, “ইন্দ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধি হইবেক। “বজ্রহস্তো পুরন্দরঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সকল স্তুতিবাক্যমাত্র। জৈমিনি এইরূপ

দেবতা ও যজ্ঞসম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য গ্রহণ করিলাম না।

সোমলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বয়ং পান করিয়াছেন ও দেবতাগণকে অর্পণ করত পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে সোমলতার রস তৃপ্তিকর, হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা * পার্ব্বতীয় লতাবিশেষ। সামবেদীয় ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, যে সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোমযাগ প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলতা আনীত হয় তাহা বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলতা নহে, কিন্তু সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ হৌগ সাহেব এই লতার আস্বাদ অতীব তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মত্ততাকারক লিখিয়াছেন † কিন্তু বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে লিখিত আছে সোমলতার রস সুমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত হর্ষজনক যথা ঋগ্বেদে—

* Asclepias Acida.　　† Ait. Br. vol. II, p. 439.

"যৎসানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্য্য স্পষ্ট কর্ত্ত্বং।
তদিন্দ্রোঽর্থং চেততি যূথেন বৃষ্টি রেজতি।"

যৎকালে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত এক পর্ব্বতশিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই তাঁহাদিগের সোম-যাগ আরম্ভ করা হয়। ইন্দ্র তৎকালে যজমানের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।

"প্রবো ম্রিয়ন্ত ইন্দং বো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ।
দ্রপ্সা মধ্বশ্চ মূষদঃ।"

১ম, ২৬ ব, ৪ অনুবাক ১৪ সূক্ত।

হে ইন্দ্র আদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট-রূপে সোম সম্পাদন করা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তি-কর, হর্ষের হেতু, বিন্দু বিন্দু করিয়া নিষ্কাসিত, অতি মধুর এবং চমূ অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে। পুনশ্চ "অশ্বিনৌ পিবতং মধু" অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমার! এই মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট সোম পান কর। এইরূপ সর্ব্বত্রই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণনা আছে, বিশেষ ঊনিশবর্গে সোমসূক্ত নামক ঋক্‌সমূহে সোমের স্পষ্ট মিষ্টাস্বাদ বর্ণনা করা হইয়াছে। সোমের রস দুগ্ধের ন্যায় ও গাঢ় যথা "সন্তে পয়াংসি সমুচন্তু রাজা" অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত পয় অর্থাৎ ক্ষীর সকল

তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্ণসম্বন্ধে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে—

"রাজ্ঞোন্নুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহস্পাতেবং তব সোম ধাম—"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ইহাতে এইমাত্র অনুভব হইতেছে, যে সোমের বর্ণ জলের ন্যায় শুভ্র। সোমলতার আকার পুত্তিকা* (পুঁই শাকের মত) লতার সদৃশ হইবার সম্ভাবনা, কেন না সোমলতার অভাবে পুত্তিকা লতার বিধান আছে—"সাদৃশ্যে প্রতিনিধিঃ" শাস্ত্রকারেরা কোন বস্তুর অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্ত্বন্তরের গ্রহণ বিধান করিয়াছেন। সোমাভাবে পুত্তিকা বিধি যথা—

"সোমাভাবে পুত্তিকামভিষুনুয়াৎ।" শ্রুতিঃ।

ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমাভাবস্থলে পুত্তিকা বিধানের অনেক বাক্য আছে।

সোমতন্তু অর্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা যথা—

আপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ।

ভরানঃ সুশ্রুব স্তমঃ সখাবৃধে। ১৪ অ, ১৯ সূক্ত।

---

* Guilandina Bonduc.

অর্থাৎ হে অতিশয় মদযুক্ত সোম! তুমি তোমার সমুদায় তন্তু দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টিকারিতা ও রোগ নাশকত্ব গুণ আছে। যথা—

"গয়স্ফানো অমিহা বসুবিৎপুষ্টিবর্দ্ধনঃ।" ১৪অ, ৯১সূ।

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধিকারী, রোগসমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুষ্টিকারক।

আর্য কালের ঋষিগণই সোমলতা প্রকাশ করেন। যথা—

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষত্বং রজিষ্যমন্নুনেষিপথাং।"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্ধিদ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটিয়া অভিষব অর্থাৎ নিষ্কাসন করা হইত। ইহা রাখিবার পাত্রকে চমূ কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্মনির্ম্মিত হইত। উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক, তাহার নাম গ্রহ।

ঋগ্বেদে পুরুরবা যযাতি প্রভৃতি রাজাদিগের নাম পাওয়া যায় যথা

"মনুষ্য দগ্নে অঙ্গিরস্বদাঙ্গিরো যযাতিবৎসদনে পূর্ব্ববচ্ছুভে।"

বেদের সংহিতা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে অনেক রাজা ও

অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায় ; * ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না, তবে মহাভারত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদানুযায়ী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীর পণ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাষা, পার্থিব অবস্থা, মনুষ্যগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং সহজেই এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলে অনির্ব্বচনীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অনুসন্ধেয় বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাগ স্থির করা গেল। ভাষা (১), পার্থিব অবস্থা (২), জীবপ্রকৃতি (৩), তাহাদের ব্যবহারপদ্ধতি (৪), ইহার

---

* "ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।" অথর্ব্ব বেদ।

স্পষ্টতার জন্যে চারিটী কালেরও উল্লেখ হউক—বৈদিক কাল (১), আর্ষকাল (২), আচার্য্যকাল (৩), পরাভূত কাল (৪), যেকালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য। আর্ষকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (অর্থাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্ষকাল ও পরাভূত কাল এতদুভয়ের অন্তরাল কালকে আচার্য্য কাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূতকাল, বর্ত্তমানকাল ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল। এই চারিটী কালের সহিত উপরোক্ত চারিটী বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে।

এক্ষণে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তদ্ভিন্ন অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আদিমকালেও ছিল কি না? অনুসন্ধান করিলে ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। সংস্কৃতের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য ভাষা কিরূপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত-ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকারে ছিল। দেবতারা কিম্বা আর্য্যেরা যাহাকে

"গৌঃ" বলিতেন, তৎকালে অসুরেরা তাহাকে "গাবী" "গোনী" "গোপোৎলী" ইত্যাদি বলিত। তাঁহারা শত্রুদিগকে "হে অরয়!" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অসুরেরা "হে লয়" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অসুর, তাহারাই মধ্যকালের ম্লেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি "চোদিতন্তু প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ম্লেচ্ছ সাংকেতিক পদার্থকেও যজ্ঞকার্য্যে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত আসুরিক বাক্যকে ম্লেচ্ছবাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। "পিক" "নেম" "সত" "তামরস" প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতই নহে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পূর্ব্বকালের অসুরেরা বা ম্লেচ্ছরাই ব্যবহার করিত। তাহারা কোকিলকে "পিক," নামকে ও অর্দ্ধভাগকে "নেম," পদ্মকে "তামরস" বলিত। সংহিতা গ্রন্থে যাহাদিগকে অসুর বলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হয়, তদ্দৃষ্টে ম্লেচ্ছ ও অসুর একপ্রকার অবস্থান্বিত বলিতে হইবে। তবে "ম্লেচ্ছ" এই নামান্তর হইবার অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার ন্যায়

সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষত,—

"তেঽসুরা হেলয় হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূব তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপভাষিত বৈ ম্লেচ্ছোহবা যদেষ অপশব্দঃ।"

ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অসুর, তাহারাই ম্লেচ্ছ এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্দ ছিল। "নাযজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ" ইত্যাদি মন্ত্রকাণ্ডেও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য প্রকার ভাষাও ছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার কয়েকটী নিগূঢ় কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমানকালের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন, বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নয়। (ব্যাকরণই বেদবাক্য অনুসারে রচিত—যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার ও সংস্থান এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে যে সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই সকল বস্তু

বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধঘটনা এক্ষণকার রীতিবহির্ভূত। মনে করুন—"সত্যং ত্বেষা অমবন্ত ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহ কৃন্বন্ত্ব বাতাং।" ঋগ্বেদের ১ অং, ১ম অষ্টক, ১ম, ২৮ সূক্ত, ৭ ঋক্) এই ঋক্ পাঠ-মাত্রে, বোধ হয় কেহই বুঝিবেন না। না বুঝিবার অন্য কিছু কারণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐরূপ রীতি আমরা কখন অনুভব করি নাই। "সত্যং" এই শব্দটী আমরা ব্যবহার করি—উহা বুঝা গেল। তৎপরে "ত্বেষা" বুঝিলাম না, আমাদের বুদ্ধি—ত্ব +এষা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধাবিত হইবে, কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরূপ স্থলে "ত্বিষ্" শব্দের ব্যবহার করি—তেমনি স্থলে "ত্বেষা" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। "ত্বেষা" ঐ ত্বিষ শব্দেরই তুল্য। "অমবন্তঃ" অম শব্দে বল বুঝায়। "অম" এইটী যে বলের একটী নাম তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না সুতরাং বুঝিতেও পারি না। "ধন্বঞ্চিদা" "ধন্বন্" মরুভূমি "চিৎ" প্রায়শঃ। ইহা বুঝিলেও বুঝা যায় বটে কিন্তু "চিদা" এই চিৎ শব্দের পরে আকার থাকাতেই গোলযোগ। ঐ আকারটীর সহিত "অবাত্যাং" শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমন্তাৎ। এইরূপ অর্থ হইবে, ইত্যাদি। পূর্ব্বে ব্যাকরণ ছিল না। যথা—

"বৃহস্পতি রিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতি পদোক্তানাং শব্দানাং শব্দ পারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।"

এই বেদবাক্য দ্বারা প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালে চীন দেশীয় বর্ণমালার ন্যায় একটী একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ কৌশলসম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই চারি জাতি শব্দ স্থির হইল।

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোঽস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিশেষ।"

শব্দসমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপিত হইলে উপরোক্ত রূপক বাক্যটী লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলি উহাতে বৃষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এই চারি প্রকার পদসমূহ ঐ বৃষের শৃঙ্গ। তিনটী কাল তাহার পদ। সুপ ও তিঙ্ তাহার মস্তক। সাতটী বিভক্তি তাহার হস্ত। উরঃ, কর্ণ ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানে ঐ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে আবির্ভাব হইবামাত্র শব্দ কার্য্য রব করিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা

নানাপ্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরেই ব্যাকরণ জন্মে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি ব্যাকরণ বুঝিবে তাহা নহে, কেন না, পাণিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং "ব্যাকরণ" এই নামও পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ, বর্ত্তমান নিরুক্তগ্রন্থ, বর্ত্তমান কোষগ্রন্থ এ সকলের পূর্ব্বেও ঐ ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব্ব ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাস্ক মুনিও অন্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের পূর্ব্বে "বৃহদুৎপলিনী" "উৎপলিনী" প্রভৃতি কোষ-গ্রন্থ ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দ পর্য্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পাণিন্যাদি সম্পূর্ণ আদিম আচার্য্য নহেন। বৈদিকগ্রন্থে বলের নাম আটাইশ, সংগ্রামের নাম ছ-চল্লিশ, অপত্যের নাম পনর, বাক্যের নাম সাতান্ন, ধনের নাম আটাইশ ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম দশ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর

নাম পঞ্চাশটী ছিল এখন পাঁচটীও নাই, এতদূর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত সমান চলিয়া আসিতেছে। যথা—গো, অশ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি ম্লেচ্ছ শব্দ সাধারণে চলিত আছে। ম্লেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে পারসী কি ইংরাজী, বস্তুতঃ তাহা নহে। যুধিষ্ঠিরকে বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন, এই কথায় সাধারণে মনে করে বিদুর ও যুধিষ্ঠির পারসী জানিতেন, উহা ভ্রম।

ফল ম্লেচ্ছভাষাসম্বন্ধে যেরূপ আর্য্যশাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে, ম্লেচ্ছভাষা আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই ম্লেচ্ছভাষা। ম্লেচ্ছভাষা সম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় আছে।

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তর হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থলে বর্ণাধিক্যবশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্য্যয়বশতঃ, কোথাও বা বর্ণ লোপ বশতঃ স্থল বিশেষে বর্ণ স্বরাদি বিকৃত হইয়া ম্লেচ্ছভাষা নামে প্রচলিত হইয়া যায়। কান্ব শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থে উক্ত প্রকার ভাষার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন

ভদ্র ও ইতর লোকের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগের ও অসুর ম্লেচ্ছদিগের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন। কান্ব শতপথ ব্রাহ্মণে, ইন্দ্র অসুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়ামিষ্টকামুপধাস্থে"—তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমার ইষ্টকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। অসুরেরা উত্তর করিল "উপহি" এটী উপধেহি হইলে শুদ্ধ হইত, কিন্তু বর্ণলোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ "তেহসুরা হেলয় হেলয় ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ" এস্থলে "হেলয়" এই শব্দের স্থানে দেবতারা বা আর্য্যেরা "হেহরয়" প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্য্যয়ানুসারী ম্লেচ্ছ ভাষা জানিতে হইবেক।

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিক কাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হৌগ সাহেব অনুমান করেন বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খৃষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ও ব্রাহ্মণভাগ ১২০০ খৃঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্ব্বে বৈদিকমন্ত্রের বক্তা বুঝাইত।

এক্ষণে সূত্রধারী ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যাঁহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন। পরে ক্রমে উহা পুত্রপৌত্রাদির একটি ব্যবসা অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখা প্রসিদ্ধ কিন্তু সে সময় "তরমুজের বোঁটাসম টীকি শোভে শিরে" ছিল না, তাহা শাস্ত্রানুসারে মস্তকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত, এই শাস্ত্রীয় টীকির নাম "বেড়ী।" ইহা ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিখা রাখার পদ্ধতি ছিল যথা—

"দক্ষিণকপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেয়াস্ত্রিকপার্দিনঃ।
আঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে॥"

এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি। বৈদিককালে টুপী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দা করিত যথা—মহর্ষি আপস্তম্ব কহিয়াছেন।

"নসমা বৃত্তাবপেষু বন্যন বীহারাদিত্যেকে। অথাপি ব্রাহ্মণং এষ রিক্তোবা পিহিতস্তস্যেব ভদেব পিধানং যচ্ছিখা॥"

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, কেন না গৃহস্থ ব্যক্তির মস্তক আবরণশূন্য হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়। এজন্য যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার শিখাই ঐ আবরণস্থানীয়।

বৈদিককালের আর্য্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারা কৃষিকার্য্যেই বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যজ্ঞবেদী ইষ্টকে নির্ম্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয় গৃহাদিও ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত হইত; আদিমকালে অসভ্যজাতি অসুরেরা দৌরাত্ম্য করিত এবং আর্য্যগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন, আর কোন কোন সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজার দ্বারা গ্রামাদি শাসিত হইত, ভাব্য প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সে সময় আর্য্যজাতির ব্রীহি (ধান্য) যব, মাষ-কলাই, তিল, ওষধি (শস্য) বীরুৎ (লতা) করস্ত (ফল) "ব্রীহি মথো যব মথো মাস মথোতিলং" প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্য্যভিন্নও মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন।

সোমরস এবং বিবিধ প্রকার সুরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরাবিক্রেতারও অভাব ছিল না। ঋগ্বেদমধ্যে আর্য্যজাতির নানাপ্রকার ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকেই ব্যবসাকার্য্য দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আদিমকালে মনুষ্যের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মনু বলেন,—সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর, কলিতে ১০০ বৎসর; এসকল কল্পনামাত্র; কেন না বেদে দেখা যায় পুরুষের আয়ু শত বৎসর—"ধত্তে শতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ"—পুনশ্চ ঋক্ মন্ত্রে দেখা যায় আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেন "জীবেমঃ শরদঃ শতম্" অর্থাৎ আমি যেন শত বৎসর জীবিত থাকি এবং আশীর্ব্বাদ করিবার সময়েও বলিতেন "দাতা শতং জীবতু"—দাতা শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে, এজন্য এতৎসম্বন্ধে এস্থলে বাহুল্য আলোচনা করিলাম না।

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

Let us sit upon the ground
And tell sad stories of the death of kings.
(K. Richard), Richard II

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

সুবিখ্যাত শালিবাহন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বারা খৃষ্টজন্মের আটাত্তর বৎসর পরে শকের সৃষ্টি হয়। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টঔৎপল বিক্রমাদিত্যকে শকের সৃষ্টিকর্ত্তা স্থির করিয়াছেন। শালিবাহনকে, শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতানুসারে শকারি বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকে (৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন।

এস্থলে আমরা বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের কাল নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদিগের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। আমরা অদ্য মহারাষ্ট্রাধিপতি শালিবাহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইনি মগধেশ্বর শালিবাহন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাষ্ট্রপ্রদেশের প্রতীষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরীতটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন।

শালিবাহন শক, এক্ষণে মহারাষ্ট্রপ্রদেশের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে, এবং বিক্রমাব্দ ঐ নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কলিযুগের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির, বিক্রম এবং শালিবাহন, তৎপরে বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন ভূপতি এবং কল্কী এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে। যথা—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ
ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ
কল্কী ষড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ॥"

এতৎসম্বন্ধে বোম্বাইপ্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ কহেন, যুধিষ্ঠিরের শক * ৩০৪৪ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; তৎপরে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসরমাত্র প্রচলিত হইয়া প্রতীষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ভ হয়। তাহা ১৮০০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই

---

* ইহার সহিত বৃহৎসংহিতার ১৩ অং ৩ শ্লোকের ঐক্য নাই।
যথা "আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শক কালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"
অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। এই যুধিষ্ঠিরের শক ২৬২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল।
এই শ্লোকটী রাজতরঙ্গিণীতে অবিকল ঐরূপে পঠিত হইয়াছে।

শকের পরে গৌড়দেশের ধারাতীর্থ নগরের অধীশ্বর নাগার্জ্জুনের শক ৪০০০০০ বৎসর এবং অবশেষে ষষ্ঠ নৃপতি কর্ণাটদেশের করবীরপত্তনাধিপতি (কোলাপুর) কল্কীর শক ৮২১ বৎসর প্রচলিত হইবে। আমাদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বিশ্বাস নাই, সুতরাং তদ্বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র।

জিনপ্রভাসূরী-প্রণীত কল্পপ্রদীপনামক জৈনগ্রন্থে সাতবাহন নৃপতির একটী গল্প লিখিত আছে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে গ্রন্থকার মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ প্রতীষ্ঠানপুরীর বিবিধ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, তথায় এক কুম্ভকারগৃহে কতিপয় ব্রাহ্মণ একটী ভগিনীসহ বাস করিতেন। একদা তাহাদিগের ভগিনী গোদাবরী হইতে বারি আনয়ন মানসে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শেষনাগ, তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করতঃ তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিলেন। এবং তাঁহারই গর্ভে সাতবাহন জন্মগ্রহণ করিলেন। জিনপ্রভাসূরী কহেন, লোকে তাহাকে এই কারণে সাতবাহন বলিত। যথা "সনোতের্দানার্থত্বাৎ লোকৈঃ সাতবাহন* ইতি ব্যপদেশং

* "সাতবাহন ইতি ব্যপদেশং লম্ভিতঃ" এইরূপ পাঠ বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয়। এতদনুসারে এবং "প্রাকৃতে সাতবাহনঃ" এই বাক্য অনু-

লম্বিতঃ” অর্থাৎ সনধাতু-নিষ্পন্ন সাত শব্দের অর্থ দান, তিনি দানে রত ছিলেন, অর্থাৎ দানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অত্যন্ত দাতা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে সাত-বাহন বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রভাষায় শালিবাহনচরিতেও এইরূপ আখ্যায়িকা লিখিত আছে। তাহার শেষে লিখিত আছে যে, বিক্রম সাত-বাহন দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উজ্জয়িনীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রতীষ্ঠান সাতবাহনের রাজধানী। তাহা তিনি সুরম্যহর্ম্ম্য-পরিখাবেষ্টিত দুর্গদ্বারা পরি-শোভিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপাঠের সকল লোককে ঋণমুক্ত ও অধীন করতঃ তাপী পর্য্যন্ত জয় করিয়া স্বীয় শক প্রচলিত করেন। জিনপ্রভাস্থরী কহেন, তিনি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুদৃশ্য চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে পঞ্চাশ জন জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জৈনধর্ম্ম সাতবাহনের প্রযত্নে উজ্জ্বলপ্রভা ধারণ করিয়াছিল। রাজশেখরকৃত প্রবন্ধ-কোষেও সাতবাহনকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ প্রতীষ্ঠান-

---

সারে ‘সাতবাহন’ নাম হওয়াই উচিত এবং বিশুদ্ধ। কিন্তু আমাদের প্রচলিত আবৃত্তি অনুসারে ‘সতবাহন’ নামও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পুরীর অধীশ্বর বলা হইয়াছে। জিনপ্রভাসূরী ১৫ শত সম্বৎ মধ্যে ও তিলকসূরির শিষ্য রাজশেখর ১৪০৫ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজশেখর চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে অন্যান্য কবি প্রভৃতির মধ্যে সাতবাহন, বঙ্কাস্চুল, বিক্রমাদিত্য, নাগার্জুন, উদয়ন্, লক্ষ্ণসেন এবং মদন বর্ম্মণ, এই সপ্ত নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জিনপ্রভাসূরী এইরূপ প্রতীষ্ঠান রাজধানীর বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

জীয়াজ্জৈত্রং পত্তনং পূতমেত-
দ্গোদাবর্য্যা স্ত্রীপ্রতীষ্ঠানসংজ্ঞং।
রত্নাপীড়ং শ্রীমহারাষ্ট্রলক্ষ্ম্যা
রম্যং হর্ম্মৈর্নেত্রশৈত্যৈশ্চ চৈত্যৈঃ ॥১॥
অষ্টাষষ্টির্লৌকিকা অত্র তীর্থা
দ্বাপঞ্চাশজ্জজ্ঞিরে চাত্র বীরাঃ। ১ ॥
পৃথ্বীশানাং ন প্রবেশোঽত্র বীর-
ক্ষেত্রত্বেন প্রৌঢ়তেজো রবীণাং ॥ ২॥
নশ্যতীতি পুটভেদনতোঽস্মাৎ
ষষ্টিযোজনমিতঃ কিল বর্ত্ম।
বোধনায় ভৃগুকচ্ছমগচ্ছ-
দ্বাজিতো জিনপতিঃ কমঠাঙ্কঃ ॥৩॥

অন্বিতত্রিনবতের্নবশত্যা
অতয়েত্র শরদাং জিনমোক্ষাৎ।
কালকোব্যথিত বার্ষিকমার্য্য
পর্ব্ব ভাদ্রপদশুক্লচতুর্থ্যাম্॥ ৪॥
তত্তদায়তনপংক্তি বীক্ষণা-
দত্র মুঞ্চতি জনো বিচক্ষণঃ।
তৎক্ষণাৎ সুরবিমানধোরণী
শ্রীবিলোকবিষয়ং কুতূহলং॥ ৫॥
সাতবাহনপুরঃসরা নৃপা
শ্চিত্রকারি চরিতা ইহাহভবন্।
দৈবতৈর্বহুবিধৈরধিষ্ঠিতে
চাত্র সত্রসদনান্যনেকশঃ॥ ৬॥
কপিলাত্রেয়-বৃহস্পতি-পঞ্চালা
ইহ মহীভৃদুপরোধাৎ ।
ন্যস্তুস্বচতুর্লক্ষ গ্রন্থার্য্যং
শ্লোকমেকমপ্রথয়ন্॥ ৭॥
(সচায়ং শ্লোকঃ)
জীর্ণে ভোজনমাত্রেয়ঃ কপিলঃ প্রাণিনো দয়া।
বৃহস্পতিরবিশ্বাসঃ পঞ্চাল স্ত্রীষু মার্দ্দবং॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীমান্ প্রতীষ্ঠান নগর জয়যুক্ত হউন্। এই নগর

গোদাবরী নদীর তীরসম্ভূত অতি পবিত্র।* মহারাষ্ট্রী লক্ষ্মী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত। নয়নশীতলকারি চৈত্য ও রমণীয় হর্ম্ম্যসমূহে ভূষিত। এখানে ৬৮ সংখ্যক তীর্থ বা ৬৮ জন আচার্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন। ৫২ জন বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১ ॥ এখানে শত্রু রাজারা প্রবেশ করিতে পারে না। বীরগণের জন্মভূমি বলিয়া অতি তীক্ষ্ণতেজা সূর্য্যও এখানে প্রখর কিরণ বর্ষণ করেন না ॥ ২ ॥ জিননাথ কমঠাঙ্ক জ্ঞানদানের নিমিত্ত এই স্থান হইতেই ভৃগুকচ্ছে অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ৬০ যোজনপরিমিত এক প্রসিদ্ধ পথ উদ্ভাবিত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ এই জিনপতির নির্ব্বাণপ্রাপ্তির কাল হইতে ৯৯৩ বৎসরের পরে এই স্থানে ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী তিথিতে ভগবানের পর্ব্ব (উৎসব) হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ এই স্থানে প্রাসাদশ্রেণীর শোভা দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দেবপুর দেখিবার কুতূহল থাকে না ॥ ৫ ॥ সাতবাহন প্রভৃতি রাজাগণ, যাহাঁরদিগের চরিত্র অপূর্ব্ব ও কার্য্য অদ্ভুত, তাঁহারা এই স্থানেই জন্মিয়াছিলেন। এখানে অনেক দেবতার অধিষ্ঠান আছে এবং অনেকশত দেবভবন আছে ॥ ৬ ॥

---

* মহাভারতে আর এক প্রতিষ্ঠান নগরের উল্লেখ আছে, তাহা প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী এবং তাহা হ্রস্ব মধ্য 'প্রতিষ্ঠান' শব্দের বাচ্য।

এই খানে কপিল, আত্রেয়, বৃহস্পতি, পঞ্চাল ইহাঁরা রাজার উপরোধে চারিলক্ষপরিমিত গ্রন্থের অর্থ অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিন্যাস করত একটী শ্লোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। (সে শ্লোক এই) ॥ ৭ ॥ আত্রেয় জীর্ণ হইলে পর ভোজন, কপিল প্রাণীর প্রতি দয়া, বৃহস্পতি অবিশ্বাস, পঞ্চাল স্ত্রীর প্রতি মৃদু ব্যবহার ॥ ৮ ॥

শালিবাহন একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের অনেক নৃপতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব—রত্নাবলী, নাগানন্দ, ও প্রিয়দর্শনিকা নাটিকা। বিক্রমাদিত্য—কোষগ্রন্থ। মুঞ্জ—মুঞ্জপ্রতিদেশ ব্যবস্থা। ভোজদেব—* অশ্বায়ুর্ব্বেদ, রাজ-বার্ত্তিক, (যোগাসূত্রটীকা) যুক্তিকল্পতরু, কামধেনু, রাজমার্ত্তণ্ড, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও তত্ত্বপ্রকাশ। শূদ্রক—মৃচ্ছকটিক। কান্যকুব্জাধিপতি মদনপাল—মদনবিনোদ, নিঘণ্টু রচনা করেন। হেমাচার্য্য বিক্রমাদিত্য, শালি-বাহন, মুঞ্জ, ও ভোজ, এই চারি বিখ্যাত গ্রন্থকার

---

* ভোজদেবের একখানি ব্যাকরণ আছে, তাহা সুপ্রাপ্য নহে। সিদ্ধান্তকৌমুদীগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। যথা অত্র ভোজঃ দলিবলি স্খলিরণি ধ্বনি ত্রপিক্ষপয়শ্চেতি পপাঠ।

ইহা ভিন্ন বৈদিক নিঘণ্টুভাষ্যে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারি নৃপতি প্রসিদ্ধ বিদ্বান্। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে একজন সংস্কৃত কবি কহিয়াছেন।

"ধাতর্ভ্রাতরশেষযাচকজনে বৈরায়সে সর্ব্বথা।
যস্মাদ্বিক্রমশালিবাহনমহীভৃন্মুঞ্জভোজাদয়ঃ॥
"অত্যন্তংচিরজীবিনো ন বিহিতাস্তে বিশ্বজীবাতবো।
মার্কণ্ডধ্রুবলোমশপ্রভৃতয়ঃ সৃষ্টাহি দীর্ঘায়ুষঃ॥"

অর্থাৎ, একজন যাচক বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। হে বিধাতঃ! তুমি পৃথিবীর যাচকগণের প্রতি অত্যন্ত বৈরাচরণ করিয়াছ, যেহেতু যাঁহারা এই পৃথিবীস্থ যাচকগণের জীবন সেই সমস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রম, শালিবাহন, মুঞ্জ ও ভোজ প্রভৃতি রাজাকে দীর্ঘজীবী না করিয়া মার্কণ্ড, ধ্রুব ও লোমশ প্রভৃতি কতকগুলি অকর্ম্মণ্য মনুষ্যকে দীর্ঘায়ু করিয়াছ !!!

প্রবন্ধ চিন্তামণির চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে লিখিত আছে, শালিবাহন বুধগণের সাহায্যে ৪০০০০০ গাথা বা প্রাকৃত কবিতা রচনা করেন। তাহা (গাথা কোষ) নামে প্রসিদ্ধ। বাণভট্ট হর্ষচরিতে এই কোষ প্রবন্ধের বিষয় লিখিয়াছেন যে,—

" অবনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতম্॥"

অর্থাৎ সাতবাহন চিরস্থায়ী অগ্রাম্য (যাহা বিরক্তিকর নহে) এবং বিশুদ্ধজাতি (অর্থাৎ ছন্দো-বিশেষ,) দ্বারা রত্ন-ভাষিত কোষের ন্যায় অভিধান রচনা করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশের রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মান্দলিক মহোদয় কহেন, যে তিনি বাজীননিবাসী কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শালিবাহন সপ্তসতী নামধেয় এই গাথাকোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা আদ্যোপান্ত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। উক্ত রাওসাহেব আধুনিক মহারাষ্ট্রভাষার সহিত উহার ভাষার এইরূপ ভিন্নতা দেখাইয়াছেন।

মহারাষ্ট্রী	মরাঠী	অর্থ
অত্তা	আতে	পিতার ভগিনী
ঝুরই	ঝুরত্যে	দুঃখ
পাব	পাব	পাওয়া
ওট্ঠো	ওঠ	ওষ্ঠ
তুইহ্ম	তুহ্মে	তোমার
মইহ্ম	মাহ্মে	আমার
সিপ্পি	শিম্পি	ঝিনুক
পিক্কং	পিকলেলেং	পক্ক
পাড়ি	পাড়ী	গাভী

মহারাষ্ট্রী	মরাঠি	অর্থ
চিখিখল্লো	চিখল	কর্দ্দম
ফলই	ফাড়িতো	চক্ষের জল
চ্ছিল্লী	সাল	বৃক্ষের ত্বক্
পোট্ট	পোট	উদর
শোণার	সোণার	স্বর্ণকার
রূন্দো	রূন্দ	প্রশস্ত
তুপ্পং	তুপ	ঘৃত
মঞ্জরম্	মাঞ্জুর	মার্জ্জার
জুন্নং	জুনেং	বৃদ্ধ
ওল্লং	ওলেং	অস্ত্র
চুক্কং	চুকী	ভুল
বোড়	মুলগা	বালক

মুঞ্জ সর্ব্বপ্রথম মরাঠী কবি। তিনি ১৩০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর ঘানেশ্বর ভগবদ্গীতার টীকা মরাঠি ভাষায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। তাহাঁদিগের ভাষার সহিত শালি-বাহন সপ্তশতীয় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হইবেক। ইহাতে বোধ হয় শালিবাহন সপ্তশতী প্রাচীন গ্রন্থ। সেরূপ ভাষার অপর একখানিও গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত নাই।

শালিবাহন সপ্তসতী সপ্তঅধ্যায়ে বা শতকে বিভক্ত। প্রত্যেক শতকের শেষে এইরূপ একটী করিয়া কবিতা আছে। যথা—

রসি অ জন হি অ অ দ ই এ কই বচ্ছল পমুহ
সুকুই ণি ম্ম বি এ। সত্ত সতম্মি সমত্তং পঢ়মং
গাহা সত্যং এ অম্॥

অর্থাৎ সুরসিকগণের আনন্দবর্দ্ধক কবিকুলচূড়ামণি কবিবৎসলকৃত প্রথম শত গাথা (৭০০ মধ্যে) শেষ হইল।

এই গ্রন্থ সাতবাহন বা শালিবাহনকৃত তাহার সন্দেহ নাই, কেন না ইহাতে অনেক স্থলে গোদাবরী ও বিন্ধ্যাচলের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ইহার প্রচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। গ্রন্থখানি সমুদায় শালিবাহনের লেখনীপ্রসূত নহে, তাহার মধ্যে দুই স্থলে শালিবাহন ও বিক্রমের প্রশংসাসূচক কবিতা আছে। তাহা অপর কোন কবিপ্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শালিবাহন-সপ্তশতীর টীকাকার কহেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কবির রচিত কবিতাও আছে। যথা,—

বোদিশ্ব, চুল্লহ, অমররাজ, কুমারিল, মকরন্দ সেন ও শ্রীরাজ।

জৈন লেখকগণ কহেন, শালিবাহন জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পশুপতিকে বন্দনা করা হইয়াছে।

শালিবাহন সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। শালিবাহন প্রাকৃত ভাষারই কবি ছিলেন তদ্বিষয়ে "প্রাকৃতে সাতবাহনঃ" এইরূপ বাক্য প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ শ্রীধরদাস সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে ৪৪৬ কবির কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাহার মধ্যে শালিবাহনের নাম নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন নাই।

কাশ্মীরনিবাসী সোমদেব ভট্ট সঙ্কলিত কথা সরিৎসাগর গ্রন্থের প্রথম লম্বকে যে শতবাহনের বিবরণ আছে, তিনি আমাদিগের আলোচ্য নৃপতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বৃহৎ কথার শতবাহন মহারাজ নন্দের সম-সাময়িক। আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য শালিবাহন বা সাতবাহন। শালিবাহন সপ্তসতীর গ্রন্থকার ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নৃপতি। তিনি ১৭৯৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শক একালপর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপ্রদেশে প্রচলিত আছে।

বুদ্ধদেবের দন্ত।

The tooth-relic, of a colour like a part of the moon, white as the *kunda* flower and new sandal-wood, caused with its radiance palace gates, mountains, trees, and the like to appear for a moment as if they were formed of polished silver.—*The Dathávansa, Chap. V., translated by M. C. Swàmy.*

বুদ্ধদেবের দন্ত।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ শাক্যসিংহকে দেববৎ মান্য করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার নির্ব্বাণের পর হইতেই তাঁহার মূর্ত্তি সম্মানের সহিত মন্দিরমধ্যে রক্ষিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেববৎ সম্মান করিতেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ স্তব করিতেন যথা—

নৌমি শ্রীশাক্যসিংহ-সকল-
হিতকরং ধর্ম্মরাজং মহেশং।
সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানকায়ং ত্রিমলবির-
হিতং সৌগতং বোধিরাজং॥

এই স্তব ভক্তিপ্রকাশক। হিন্দুশাস্ত্রেও গুরুদেবের চরণপূজা প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাও সেইমত তাহাদিগের প্রধান গুরু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরেও তাঁহার মূর্ত্তির উপাসনা করিত। ইহা পৌত্তলিক উপাসনা

নহে, কেবল ভক্তিপ্রকাশক উপাসনামাত্র। অদ্যাপিও সিংহলদ্বীপে বুদ্ধমূর্ত্তির সমীপে বৌদ্ধগণ পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা পূজার প্রণালীতে প্রদত্ত হয় না।

খৃষ্ট জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখীয় পূর্ণিমা রজনীতে শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার চিতাস্থিত ভস্ম সুবর্ণপাত্রে বৌদ্ধ স্থবিরগণকর্ত্তৃক নানাদেশে প্রেরিত হইয়া তাহার উপরে চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিগণ দ্বারা তাঁহার অস্থিখণ্ড সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। ধম্মাশোক এই সকল অস্থিখণ্ড এবং চিতাস্থিত ভস্ম পুনরায় বিভাগ করত নানাস্থানে প্রেরণ করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে বটবৃক্ষমূলে ছয় বৎসর ধ্যান করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই আদি বৃক্ষের শাখা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ এপর্য্যন্ত সিংহলদ্বীপে বর্ত্তমান আছে। মগধ হইতে এই বটবৃক্ষের শাখা, ধম্মাশোক তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্যশাসনকালে অনুরাধাপুরে প্রেরণ করেন ও তথায় উহা মহামেঘান্মের প্রমোদকাননে রোপিত হয়। যথা—মহাবংশ।

অথরসহি অসমহি ধম্মাশোকেশ রাজিনো।
মহামেঘ অনাবামে মহাবোধি পতিৎওহি ॥

সিংহলে মহারাজ তিষ্যের রাজ্যশাসনকালে খৃঃ পূঃ ২৮৮ বৎসরে ঐ বটবৃক্ষ রোপিত হয়। এই বটবৃক্ষ এপর্য্যন্ত সজীব আছে। ইহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ২১৬৪ বৎসর বুদ্ধদেবকে স্মরণ রাখিবার জন্য বৌদ্ধগণ এই-রূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের দন্ত একাল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই দন্ত দেখিবার জন্য প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সিংহলের মন্দিরে অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়াছিলেন। উহা কান্দীর মালি গাওয়া মন্দিরে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ব্রহ্মদেশের রাজদূতগণ ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই মন্দির ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। একাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ এই মন্দিরে বুদ্ধদন্তদর্শনাভিলাষে গমন করিয়া থাকে। এই দন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপি-বদ্ধ করা যাইতেছে।

বুদ্ধের এই দন্তের ইতিবৃত্ত বিবিধ পালিগ্রন্থে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে "দালাদবংশ" বা "দাতধাতু বংশ" অতি প্রাচীন এবং বিস্তীর্ণ, তাহা সিংহলদেশীয় প্রাচীন ইলুভাষায় ৩১০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; ইহার পালিভাষায় ধর্ম্ম কীর্ত্তিথের দ্বারা অনুবাদিত "দাতবংশই" প্রসিদ্ধ

ও প্রচলিত। দাতবংশের রচনা অতি মনোহর এবং প্রাঞ্জল। অনুরাধাপুরের পালতীনগরের রাজ্ঞী লীলাবতীর রাজ্যশাসনকালে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে ধম্মকীর্ত্তি বর্ত্তমান ছিলেন। "তিনি দাতবংশ" ভিন্ন চন্দ্রগোমিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকা, ও পালি, বিনয় ও অঙ্গুত্তর গ্রন্থের টীকা এবং বিনয়সঙ্ঘনামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাবংশে দাতবংশের ও বুদ্ধদন্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা।

নয়মিত স অসাম্ভি দাতধাতুম মহা মহে সিগো।
ব্রাহ্মণি কচি অঘায় কলিঙ্গমহ ইধানয় ই॥
দাতাধাতু সয়ন সম্মহি উত্তেন উধিনা সতন্।
গহেত্ত বহু মন্নেন কটয়া গমনম্ মুত্তমনম্॥
পক্কিপিত্ত করণণ্ডামি হি উসিদ্ধ ফলিকুম্ভয়ে।
দেবানন্ পিয়তীস্মেন রাজ উত্তমহি করোতি॥
ধম্মচক্কেয় গিহে অঙ্গয়ত্তিম্ মহীপতি।
ততোপট্টেয়তন গেহন্ দাথ ধাতু ঘরণ অহু॥

অর্থাৎ

তাঁহার (শ্রীমেঘবাহনের) নবমবর্ষ রাজ্যশাসন সময়ে দাতবংশের বর্ণিত বিবরণানুসারে কোন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী বুদ্ধের দন্ত কলিঙ্গ হইতে আনয়ন করেন। তাহা তিনি

(রাজা) ভক্তিসহকারে "ফালিক" প্রস্তরনির্ম্মিত আধারে "দেবপিয়," তিস্‌স নির্ম্মিত ধর্ম্মচক্র গৃহে রাখিয়াছিলেন।

দাতবংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সাতান্ন শ্লোকে লিখিত আছে; ক্ষেম নামক বুদ্ধশিষ্য, শাক্যসিংহের দন্ত তাঁহার নির্ব্বাণের পর (৫৪৩ খৃঃ পূঃ) কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশের দন্তপুর* নগরাধিপ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ও তাহার পুত্র ও পৌত্র করী এবং সুনন্ধের রাজ্যশাসন হইতে দন্তপুরে অপর রাজগণের শাসনপর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। দন্তপুরাধিপ গুহসিংহ বুদ্ধদন্তের বিবরণ কিছু জ্ঞাত ছিলেন না। একদা তিনি নগরমধ্যে মহাসমারোহ দৃষ্টে প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য কি নিমিত্ত এই উৎসব হইতেছে?" তাহাতে একজন বৌদ্ধ স্থবির ক্ষেমাচার্য্যের আনীত বুদ্ধদন্তের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা তিনি বুদ্ধচরিত্রের প্রকৃত মহিমা অবগত হইয়া তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল। এবং তিনি স্বরাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষ-

* প্রাচীন তত্ত্ববিৎ কনিংহেম সাহেব অনুমান করেন ইহার আধুনিক নাম রাজমহেন্দ্রী।

বাদিগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ এইরূপে দন্তপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাটলিপুত্রাধিপ পাণ্ডুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ নৃপতি চৈতন্যকে গুহসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পাটলীপুত্রে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। চৈতন্য অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দন্তপুরে প্রবেশ করিলে, গুহসিংহ তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনানন্তর বিলক্ষণ সম্প্রীতি জন্মিল। গুহসিংহ চৈতন্যকে বুদ্ধদন্ত দেখাইলে তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করত দন্তের অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ বিপক্ষভাব বিস্মৃত হইয়া সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গুহসিংহ চৈতন্যের সমভিব্যাহারে বৈরভাব পরিত্যাগ করত মাণিক্যময় পাত্রে বুদ্ধদন্ত লইয়া জম্বুদ্বীপাধিপতি পাণ্ডুনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডু, চৈতন্য ও তাঁহার সৈন্যগণের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কথা শুনিয়া

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং যে দন্তপ্রভাবে তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দন্তখণ্ড প্রজ্জ্বলিত হুতাশনমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে দন্ত ভস্ম না হইয়া রথচক্রের ন্যায় বৃহৎ পদ্ম মধ্যে মণিমাণিক্য আধারে উহা কুন্দপুষ্পের শোভা ধারণ করিয়া রহিল *। পাণ্ডু এতদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দন্ত হস্তিপদ দ্বারা দলিত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। পরিশেষে তিনি উহা লৌহমুদ্গার দ্বারা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে উহা সেই লৌহমুদ্গারে সংযোজিত হইয়া রহিল। কেহই তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। তৎপরে সুভদ্র নামক বৌদ্ধ পুরোহিতের আজ্ঞায় উহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার হস্তস্থিত সুবর্ণ-পাত্রে পতিত হইল। রাজা পাণ্ডু এ সকল দৃষ্টে এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন; অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের "রত্নত্রিতয়" অবগত হইয়া, সুগতের পবিত্র

* দাতবংশ তৃতীয় অধ্যায়।

পদ্ম মধ্যে মণির আধারে দন্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় "ওঁ মণি পদ্মহো হ্রীং" বৌদ্ধ মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।* তিনি এই দন্তের নিমিত্ত মনোহর চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এক জন নৃপতি এই দন্ত প্রাপ্তির জন্য পাটুলীপুত্রে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পাণ্ডু দ্বারা সমরে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহসিংহ বুদ্ধদন্তখণ্ড পুনরায় স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অধিককাল তিনি উহা রাখিতে পারেন নাই। ক্ষেরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দন্ত পাইবার আশয়ে যুদ্ধযাত্রা করিলে গুহসিংহ আপনাকে হীনবল ভাবিয়া উহা গোপনে তাঁহার জামাতা অবন্তীরাজকুমার দন্তকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার সঙ্গে গোপনে দন্তখণ্ড লইয়া তাম্রলিপ্ত (তম্‌লুক) হইতে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া "দেবানম্ পিয়" তিস্‌স নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরে রাখিয়াছিলেন।

---

* পাণ্ডু বুদ্ধদন্ত দন্তপুরাধিপের নিকট হইতে লইয়া যে ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করেন, তাহার উল্লেখ এইরূপ পালিভাষার লিপিতে দিল্লীর প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত আছে—"দেবানন পিয় পাণ্ডু সোরাজা ছিয়ন অহ সত্যয়িস্যতি যশ অভিশিতেন মেইয়ন ধম্মলিপি লিখ পিতহি। দন্তপুরতো দশনন উপাদায়িন" ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত দাতবংশ ৫ম অধ্যায় মধ্যে বুদ্ধদন্তের অনেক অলৌকিক বিবরণ বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই দন্ত সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ আমরা কতিপয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান একদা সিংহলদ্বীপে মহাসমারোহ সহকারে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

১২৬৮ খৃষ্টাব্দে এই দন্ত কান্দীর মালিগবা মন্দিরে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধভাষায় সুপণ্ডিত মৃত টারনার সাহেব কহেন ১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে প্রথম ভুবনেক-বাহুর রাজ্যকালে পাণ্ডুদেশাধিপতি কুলশেখরের সেনাপতি অরিচক্রবর্ত্তী সিংহল জয় করিয়া এই দন্ত-খণ্ড পাণ্ডুনগরে আনয়ন করেন। তৎপরে উহা পুনরায় তৃতীয় পরাক্রম নৃপতি পাণ্ডুনগরাধিপকে পরাজয় করত সিংহলের মন্দিরে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করেন। রেবিরো নামক ইতিবৃত্তলেখক কহেন যে, উহা ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগিজ যুদ্ধের সময় কনষ্টেনটাইন ডিব্রা-গাঞ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সিংহলবাসী বৌদ্ধ-গণ এই কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা বুদ্ধদন্ত ধ্বংস হইবার নহে, ইহা মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সিংহলীয় আধুনিক ইতিবৃত্তে লিখিত

আছে যে, ঐ দন্ত পোর্টুগেজ যুদ্ধের সময় সফ্রাগামের মন্দিরে লুক্কায়িতভাবে রাখা হইয়াছিল। এজন্য তাহা কনেষ্টেনটাইন ডিব্রাগেঞ্জা বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ যাহাই বলুন না কেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক্ষণে কান্দীর মন্দিরে যে বুদ্ধদন্ত আছে, কখনই তাহা মনুষ্যের দন্ত নহে। উহা কুম্ভীরের দন্ত, এবং সিংহলবাসী সুপণ্ডিত মুতুকুমার স্বামীও তাহাতে ঐক্যমত হইয়াছেন। বর্ষে বর্ষে মহাসমারোহের সহিত এই দন্ত সিংহলবাসী-গণের সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই উৎসবের নাম "দালাদ পিঙ্কয়া।"

সমাপ্ত।

AITIHÁSIKA RAHASYA,

OR

ESSAYS

ON THE HISTORY, PHILOSOPHY, ARTS, AND SCIENCES OF ANCIENT INDIA.

BY

RÁM DÁS SEN,

Honorary Member of the Oriental Academy of Florence.

"Not to invent, but to discover, * * * has been my sole object; to see correctly, my sole endeavour."

LUDWIG FEUERBACH.

PART III.

CALCUTTA:

PRINTED BY I. C. BOSE & CO., STANHOPE PRESS, 249, BOW-BAZAR STREET, AND PUBLISHED AT BERHAMPORE BY BABOO NEMY CHURN MUKERJEA.

1879.

ঐতিহাসিক-রহস্য।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বহরমপুরে
প্রকাশিত।

Not to invent, but to discover, * * *
has been my sole object; to *see* correctly, my sole endeavour."
LUDWIG FEUERBACH.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

उत्सर्ग-पत्रम् ।

अशेषशास्त्रपारंगत-शर्म्मण्यदेशोद्भव-

भट्टोपनामक-

श्रीमोक्षमुलार महोदय-

श्रीकरकमलोपान्ते

ग्रन्थोऽयं विनयादुपढौकितो-

ग्रन्थकारेण ।

THIS WORK

IS DEDICATED

TO

Professor Maxmüller

AS A TESTIMONY

OF

RESPECT AND ADMIRATION

BY

THE AUTHOR.

1879.

সূচীপত্র।

জৈনমত সমালোচন।

"For modes of faith let graceless zealots fight,
His can't be wrong whose life is in the right."

POPE.

জৈনমত সমালোচনা।

জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্নদেশে প্রচারিত হয় নাই। বিদেশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের কেহই আদর করেন নাই, এবং ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে কিয়দ্দিবসের জন্য উজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক ভাব সারহীন ও নিস্তেজ, কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় ইহা বৈদেশিকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ্ শ্বেতাম্বর জৈন ও ভিক্ষুমণ্ডলীর বিবরণ তাঁহার সিংহপুরভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন, এবং অপর একস্থলে তিনি ভারতবর্ষের "চিং লিয়াঙপু" বা সম্মিত্য সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়কে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হইতেছে, কেননা জৈনমতের অপর নাম "সম্মতি," সুতরাং তাঁহার মতে "সম্মিত্য" সম্প্রদায় জৈনভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী নহে। এই চীনদেশীয় পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন বিদেশীয় প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিনশত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধেরা বারাণসী হইতে কাঞ্চীতে অবস্থিতি করিয়া সুগতের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তথায় শ্রবণ বেলিগোলা হইতে অকলঙ্ক নামক একজন জৈনধর্ম্মে সুপণ্ডিত যতি আগমন করত তথাকার বৌদ্ধভিক্ষু-গণকে বৌদ্ধ নৃপ হিমশীতলের সম্মুখে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিতণ্ডায় পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে নৃপতির সাহায্যে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তথা হইতে সিংহলে প্রস্থান করেন। হিমশীতল নৃপতি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই নবধর্ম্মের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হেমাচার্য্য এইরূপে কুমারপালকেও জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গুজরাটে ১২০০ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। মহীসুরের হম্চী নামক গ্রামের জৈন নৃপতির তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসন ৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বের কোন প্রামাণিক জৈনশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেলাল রাজগণ ও বিজয়নগরের নৃপতির রাজ্যশাসনকালে ১৬০০ এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম উক্ত রাজ্যসমূহে প্রচারিত ছিল। দেবগণ্ড ও বেলাপোলমের বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ ১১০০ খৃষ্টাব্দে জৈনগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের জৈন নৃপতি বিজয়লকে বিনাশ করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। আমরা ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের জৈনধর্ম্মের সমুন্নতির প্রামাণিক বৃত্তান্ত দেখিতে পাই না। অধ্যাপক উইলসন্ ও কর্ণেল

মেকেঞ্জি ইহার পূর্ব্বের জৈন ইতিবৃত্ত কিছুই সঙ্কলন করিতে পারেন নাই; তদ্ভিন্ন জৈন মাহাত্ম্যসমূহ জৈনধর্ম্মের অলৌকিক বৃত্তান্তপরিপূর্ণ, তাহা হইতে অণুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুধর্ম্ম জৈনধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য। জম্বুস্বামী তাঁহার শিষ্য এবং শেষ কেবলি। তাহার পরে প্রভাবস্বামী, শ্যামভদ্র স্থূরি, যশোভদ্র স্থূরি, সম্ভুতিবিজয় স্থূরি, ভদ্রবহু স্থূরি, স্থূলভদ্র স্থূরি, এই ষট্ শ্রুতকাবলি ও আর্য্য মহাগিরি স্থূরি, শুহষ্টি স্থূরি, আর্য্য সুস্থিট স্থূরি, ইন্দ্রদীন স্থূরি, দীন্ন স্থূরি, সিংহগিরি স্থূরি, বজ্র-স্বামী স্থূরি নামক দশ পূর্ব্বি দ্বারা মহাবীরের মৃত্যুর পরে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রুতকাবলি দ্বারা দশবৈকালিক নামক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই শ্রুতকাবলি ও দশপূর্ব্বি-গণ জৈনধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য। তাহার পরে আচার্য্য হেমচন্দ্র এই ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন।

আমরা এই প্রস্তাবে জৈনমত ও জৈননীতির স্থূল স্থূল বিবরণ আলোচনা করিলাম।

জৈনধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা অর্হৎ। ইনি দক্ষিণকর্ণাটনিবাসী এবং বেঙ্কটগিরির অধীশ্বর। অর্হৎ নৃপতি ঋষভ দেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণ হইবার জন্য সকলকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করত ধর্ম্মগুরু হইয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মের দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মত তাঁহার

পরে সৃষ্টি হয়, এ বিষয় আমরা বিশেষরূপে জৈনধর্ম্মের প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ঋষভদেবের বিষয় লিখিত আছে। ইনি হিন্দুদিগের মতে বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা ইহাকে প্রথম আর্হত বলিয়া জানেন। অর্হৎ নৃপতি ঋষভদেবের চরিত্র আদর্শ করত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার আর্হত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক মতে ঋষভদেব অতি প্রাচীন এবং মহারাজ ভরতের পিতা।

জৈনেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন 'অর্হৎ'ই, পরমেশ্বর। বীতরাগস্তুতি নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কর্ত্তাস্তি নিত্যো জগতঃ স চৈকঃ স সর্ব্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ।
ইমাস্তু হেয়াঃ কুবিড়ম্বনাঃ স্যুস্তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বম্॥"

এই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্ত্তা আছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্বাধীন, তিনি ভিন্ন এই সকল দৃশ্য সমস্তই বিড়ম্বনার সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান দৃষ্ট। হে অর্হন্! তুমি যাহার শাস্তা বা নিয়ন্তা নহ, এমন কোন বস্তুই নাই।

জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদান্তিক পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। জৈনেরা পরমেশ্বরকে নিম্নলিখিত ভাবে দেখেন।

সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদি দোষস্ত্রৈলোক্য-পূজিতঃ।
যথা স্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ॥
(অহংচন্দ্র সূরিকৃত আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার)

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষ জয়ী, ত্রিলোক মান্য, সত্যবাদী (অর্থাৎ আপ্ত পুরুষ) অর্হৎ দেবই পরমেশ্বর।

ইহাঁদের মতে ধর্ম্মই একমাত্র মুক্তির সাধন। ধর্ম্ম দ্বারা বন্ধ ক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। মুক্তির স্বরূপ সতত ঊর্দ্ধগমন। জৈনেরা এইরূপ বলেন, যথা

"মৃত্তিকা-বিলিপ্তমলাবু দ্রব্যং জলেঽধঃ পততি—পুনরপেতমৃত্তিকা-বন্ধং সৎ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি—তথা কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্ত আত্মা অসঙ্গত্বাৎ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি।"

জৈন আচার্য্যবৃন্দের এই মতপ্রকাশক শ্লোক যথা—

"গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে আলোকাকাশমাগতাঃ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণের আকাশ বা ঊর্দ্ধগতির সীমা আছে—তাহারাও ঊর্দ্ধগমন করে এবং পুনশ্চ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ অধঃ আগমন করে; কিন্তু যাহারা একবার আলোকাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর নিম্নে প্রত্যাগত হয় না। আত্মার স্বভাবই সতত ঊর্দ্ধগমন। দেহরূপ পাপভরে আত্মা অধঃপতিত আছেন—ইহার খণ্ডন হইলেই আত্মা স্বীয় স্বভাব ধারণ করিবে। অনন্ত আকাশ—সুতরাং উন্নতিও অনন্ত। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন অলাবু ফলকে মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া অথবা গুরু বস্তু বাঁধিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন

ভাসমান স্বভাব হইলেও নিম্নে ডুবিয়া যায়—পুনরায় সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে স্বীয় স্বভাব জন্য অতলস্পর্শ সমুদ্রের নিম্ন হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়—ইহাও ঠিক সেইরূপ।

এই মতে দুটী মাত্র মূলতত্ত্ব। একের নাম জীব, দ্বিতীয় অজীব। তন্মধ্যে বোধস্বরূপ জীব, আর অবোধাত্মক অজীব। এই দুই তত্ত্বের বিস্তার বহুবিধ; যথা পদ্মনন্দী বাক্য—

"चिदचिद्द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ।"

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ঐ জীবাজীব পদার্থের ভেদ এইরূপ—জীব দ্বিবিধ—সংসারী জীব এবং মুক্তজীব। অজীব বহুবিধ যথা—অমনস্ক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুদ্গল, (শরীর) অস্তিকায়, (তত্ত্ব) প্রভৃতি। জৈনেরা বৃক্ষলতাদিকেও জীবস্ত পদার্থ মধ্যে গণ্য করে; কিন্তু তাহারা অমনস্ক জীব অর্থাৎ তাহাদের মন নাই এই মাত্র বলেন।

এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের তত্ত্ব সাত প্রকার "জীব; অজীব, আস্রব, সংবর, নির্জর, মোক্ষ, বন্ধ।" এতন্মধ্যে আস্রব, সংবর, নির্জর, এই তিন প্রকার পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতেছে, অন্যগুলি স্পষ্টার্থ।

আস্রব—জঠরাগ্নি বা শারীরিক তাপবলে দেহের চলন হয়। তাহাতে আত্মাও সচল হয়। নিশ্চল নিষ্ক্রিয় আত্মার ঐরূপ চলন অর্থাৎ ক্রিয়াকারিত্ব ঘটনা হওয়ার নাম যোগ। এই যোগভাব প্রাপ্ত হইলেই আত্মা বদ্ধ হয়, এই জন্য ঐ যোগ

ভাবের নাম আস্রব। কেবল ঐ যোগভাব হইতেই নানাবিধ কর্ম্ম স্রবিত (আহত বা উৎপন্ন) হয়। যেমন আর্দ্রবস্ত্রেই ধূলা জড়ায়, সেইমত আস্রবার্দ্র আত্মার নানাবিধ কর্ম্ম (পাপ) জড়ায়, সুতরাং আত্মা মলিন থাকে।

সংবর—যে কার্য্য দ্বারা আত্মার আস্রব অর্থাৎ আর্দ্রভাব নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সংবর।

নির্জর—যে কার্য্যদ্বারা আত্মার সংসার ভাবের বীজ সকল জীর্ণ হয় তাহার নাম নির্জর।

জৈন তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন—

"সংসারবীজভূতানাং কর্ম্মণাং জরণাদিহ।
নির্জরা সা স্মৃতা দ্বেধা সকামা কামবর্জিতা।
স্মৃতা সকামা কামীনামকামা ত্বন্যদেহিনাম্॥"

জৈনতত্ত্বজ্ঞানীরা বন্ধমোক্ষের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যথা—

"আস্রবো বন্ধহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম।
ইতীয়মার্হতীমুক্তিঃ——————————॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত আস্রবই জীবের বন্ধনহেতু এবং মুক্তির হেতু সংবর।

মুক্তি—"**নিঃশেষকর্ম্মবন্ধোচ্ছেদাদসঙ্গতত্বেনাবস্থানম্ মোক্ষঃ**"—

কর্ম্মজন্য বন্ধনের নিঃশেষ ছেদ হইলে জীব যে আপনার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ।

জৈনদিগের আগমসার নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে অর্হতের বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে এইরূপ মোক্ষপথ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।"

সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র, এই তিনটী মোক্ষের পথ। ইহার বৃত্তিকর্ত্তা যোগদেব ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন,—

"येन रूपेण जीवाद्यर्था व्यवस्थितास्तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादितेऽर्थे विपरीताभिनिवेशराहित्यरूपं श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् । येन स्वभावेन जीवादयो व्यवस्थिता स्तेनैव स्वभावेन संशय सम्मोहाद्यनाक्रान्तस्य जीवस्य गुरूपदिष्टपथा श्रवणमननाद्यभ्यासपाठवेन ज्ञानावरकाणां पूर्व्वोपपादितमिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादिनामुपशमे सति स्वयमेव समुदेति । संसरणोच्छेदायोद्यतस्य श्रद्दधानस्य ज्ञानवतो जीवस्य पापकर्म्मभ्यो निवृत्तिः सम्यक् चारित्रम् । एतानि सम्यक् ज्ञानादीनि समुदितान्येव मोक्षकारणम् । न तु प्रत्येकम् । एतत्त्रयं चार्हतै रत्नत्रयपदेन व्यवह्रियते ।"

অর্থাৎ জীব অজীব প্রভৃতি পদার্থ যে যেরূপে ব্যবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থের যাহা যথার্থরূপ, অর্হত অবিকল সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অর্হতের উপদেশ যেরূপ, তাহার বিপরীত অনুভব না হইয়া যদি ঠিক অর্হৎ নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝিতে পারে এবং তাহাতেই অবিচলিত শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্যক্ দর্শন বলা যায় এবং সেই জ্ঞান সংশয় ও সম্মোহরহিত হইয়া দৃঢ় হইলে তাহাকে সম্যক্ জ্ঞান

শব্দে উল্লেখ করা যায়। এই জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্ জীবের গুরূপদেশ অনুসারে শ্রবণ মনন দ্বারা অভ্যাসপটু হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আচরণ যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা দর্শন প্রভৃতি বিলয় হইলে তত্ত্বজ্ঞান স্বভাবতঃই উদিত হয়। সংসারের কর্ম্ম সমুদয়ের ছেদ করিতে উদ্যত শ্রদ্ধালু জ্ঞানবান্ জীব যে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে তাহার নাম সম্যক চরিত্র। অতএব জীব সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, ও সম্যক্ চরিত্র, এতত্রিতয়বলেই মুক্তি লাভ করে। এই তিনটী মিলিত হইলেই মুক্তি, নচেৎ প্রত্যেকের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ইহাকেই অর্হতেরা 'রত্নত্রয়' নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জৈনদিগের কয়েকখানি দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে দ্রব্যানুযোগতর্কণার রচনা প্রাঞ্জল। দ্রব্য অর্থাৎ পদার্থ বিচার দ্বারা জ্ঞানমার্গ বিস্তার করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার গ্রন্থকার আপনার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তিকালে এইমাত্র লিখিয়াছেন।

"संज्ञा संख्या लक्षणाभ्यो विभागं
द्रव्यादीनां यो विदित्वा मिथोऽत्र।
वाक्यान्ते श्रीतीर्थ-नाथ प्रणीते
श्रद्धां कुर्य्यान्निश्चलस्तस्य बोधः॥"

অর্থাৎ শ্রীতীর্থনাথ প্রণীত বাক্যে যাঁহারা শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহাদিগের নিশ্চল অর্থাৎ কেবলী জ্ঞান উৎপন্ন হইবেক।

এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট গ্রন্থকর্ত্তাকে বুঝাইতেছে না। তীর্থনাথ প্রণীত বাক্য বোধ হয় অর্হতবাক্য লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যদি তাহা না হয় তবে গ্রন্থকারের নাম তীর্থনাথ। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তার স্পষ্ট পরিচয় নাই। ইহার টীকাকারও বিশেষ পরিচয় দেন নাই। তিনি বলেন গ্রন্থকর্ত্তার নাম ভোজ। ইহাতে লিখিত আছে—

"तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिभिः।
परस्वात्मप्रबोधार्थं द्रव्यानुयोगतर्कणा ॥"

যাঁহারা জৈনমুনি—তাহাদের ক্ষুদ্র শিষ্য ভোজ কর্ত্তৃক আপন এবং পরের আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণা প্রকট করা গেল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার স্থলে লিখিত আছে—

'भोजेति सङ्केतेन सन्दर्भ कर्तुर्नाम निदर्शनमिति'

অর্থাৎ ভোজ এই সঙ্কেতে সন্দর্ভকর্ত্তার নামও.ভোজ। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য যথা—

"श्रीयुगादि जिनं नत्वा कृत्वा श्रीगुरुवन्दनम्।
आत्मोपकृतये कुर्वे द्रव्यानुयोगतर्कणाम् ॥"

শ্রীযুগ প্রভৃতি জিন কুলকে নমস্কার করিয়া শ্রীগুরু দেবকে বন্দনা করিয়া আপনার উন্নতির নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণা নির্ম্মাণ করিলাম। দ্রব্যানুযোগতর্কণা এবং তট্টীকাধৃত জৈন গ্রন্থের নামাবলি—

পঞ্চকল্প, (ভাষ্য গ্রন্থ) ধর্ম্মদাস (গ্রন্থকার), তত্ত্বার্থ সম্মতি, ষোড়ষ বাক্, উপদেশমালা, প্রবচনসার, ললিতবিস্তর, বিংশতি, সম্মতিগ্রন্থ, অর্হৎপ্রবচন সংগ্রহ, আচারাঙ্গ, দ্রব্যসংগ্রহগাথা, নয়চক্র, ধর্ম্মসংগ্রহণীসূত্র, হরিভদ্র সূরিকৃত ধর্ম্মসংগ্রহণী টীকা, তত্ত্বার্থ ভাষ্য, দ্রব্যার্থিক নয়, সিদ্ধসেন ও দিবাকর, (গ্রন্থকার) আচারসূত্র, ঋজুসূত্র, উত্তরাধ্যয়ন, নয়গ্রন্থ, যোগদৃষ্টিসমুচ্চয়, মহানিশীথসূত্র, বৃহৎকল্পগাথা।

দ্রব্যানুযোগতর্কণা পঞ্চদশ অধ্যায়ে গ্রথিত। এখানি শ্বেতাম্বর জৈনমতের গ্রন্থ, কেননা ইহাতে দিগম্বর মতের খণ্ডন আছে এবং ঋষভ নাথকে সমধিক মান্য করা হইয়াছে।

জৈনমতে দ্রব্য বা পদার্থ ৬, হিন্দুদার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন কেহ ১৬, কেহ ১৪, কেহ ৭, পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহারই বিভূতি এই জগৎ, এই কথা বলেন। সেইরূপ জৈনেরা ৬ পদার্থ স্বীকার করত তাহারই বিভূতি বা বিস্তার এই জগৎ, এইরূপ বলেন। যথা—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নভঃ কালৌ পুদ্গলোজীব হৃত্যমী।
অর্থাঃ ষট্ সময়ে খ্যাতা জিনৈরাদ্যন্তবর্জ্জিতাঃ॥"

(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়)

ধর্ম্ম (১) অধর্ম্ম (২) অনন্ত আকাশ (৩) অনন্ত কাল (৪) পুদ্গল অর্থাৎ দেহ (৫) আর জীব (৬) এই ছয় প্রকার পদার্থ জৈন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ। এই পদার্থনিচয় আদ্যন্তবর্জিত অর্থাৎ নিত্য।

**“सम्यक्त्वं हि दयादानक्रियामूलं प्रकीर्त्तितम् ।
विना तत् सञ्चरेन् धर्म्मे जात्यन्ध इव खिद्यते ॥”**

(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়।)

কথিত ছয়টী দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বিচার দ্বারা যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আত্মা সংস্কৃত হয়, তাহার নাম সম্যক্ত্ব। এই সম্যক্তার মূল দয়া (জীব রক্ষা) দান (অভয়াদি দান) প্রভৃতি পঞ্চধা ক্রিয়া। অতএব এই সম্যক্ত্ব ত্যাগ করিয়া যিনি ধর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি জন্মান্ধের ন্যায় পদে পদে খেদ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং জৈনেরা জ্ঞান ভিন্ন কেবল চারিত্র মাত্রে সন্তুষ্ট হইবেন না।

ঐ ছয়টী পদার্থের মধ্যে কাল ভিন্ন অন্য পাঁচটির অস্তিকায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়—“অস্তয়ঃ প্রদেশাঃ তৈঃ কথ্যতে শব্দায়তে ইত্যাস্তিকায়ঃ” এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা প্রদেশ অর্থাৎ সংঘাতবৎ বস্তু বুঝাইতেছে। তট্টীকা যথা—

“ननु कालस्यास्तिकायत्वं कथं नास्ति? तत्राह कस्तय इति । कस्मिन्नपि काले कालद्रव्यस्य प्रदेशसंघातौ न विद्यते यत एकः समयः अन्यस्मात् समयात् न प्रश्लिष्यते । एवमन्येषामपि—”

যেহেতু একটি সময় অন্য একটি সময় হইতে বাস্তবিক বিশ্লিষ্ট হয় না এজন্য উহার সংঘাত বা প্রদেশ নাই। যাহার সংঘাতভাব ও প্রদেশ নাই তাহার অস্তিকায়ত্ব নাই।

জৈনেরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে দেহের এবং জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। যথা—

"परिणामिगतिर्धर्म्मो भवेत् पुद्गलजीवयोः ।
अपेक्षाकारणाल्लोके मीनस्येव जलं सदा ॥"

(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়।)

অর্থাৎ জল যে প্রকার মৎস্যের গতি, সঞ্চরণ, হ্রাস ও বৃদ্ধ্যাদি বিবিধ পরিণামের হেতু, এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যাগতি প্রভৃতি বিবিধ পরিণামের হেতু ধর্ম্মদ্রব্য ও অধর্ম্মদ্রব্য।

জীব মুক্ত এবং সতত ঊর্দ্ধগমন স্বভাব; সুতরাং সহজমুক্ত ও নিসর্গ ঊর্দ্ধগমন স্বভাব জীবের নিয়ামক ধর্ম্ম যদি না থাকিত, তবে অনন্ত আকাশে জীব নিরন্তরই উদ্গত হইত—নিবৃত্ত হইত না অর্থাৎ তাহা হইলে এই সংসারে আর কোন দেহীই থাকিত না; আর যদি অধর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে জীবের এক স্থানেই নিত্য স্থিতি হইত। কুত্রাপি গতি হইত না। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকাতেই জীবের গত্যাগতি সিদ্ধি হইতেছে। যথা,—

"सहजोर्द्ध्वगतेस्तस्य धर्म्मस्य नियमं विना ।
कदापि गगणेऽनन्ते भ्रमणं न निवर्त्तयेत् ॥
स्थितिहेतुर्यदाधर्म्मो नोच्यते क्वापि चेद्द्वयोः ।
तदा नित्यस्थितिः स्थाने कुत्रापि न गतिर्भवेत् ॥

(ঐ ১০ অ)

এইরূপ প্রণালীতে দ্রব্যানুযোগকার স্বমতের পদার্থ সকলকে হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছেন। টীকাকার সেই সকল বিচার ও হেতুবাদ গুলি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। এই টীকার মধ্যে বিবিধ প্রাকৃত বা ঢব্বাভাষার গ্রন্থের উদাহরণ আছে। যথা,—

“सूक्ष्मजह्वासमूत्तान नक्खहं कयवयवं मिपड़ि
याइहुयंजीवो विस सुत्तोन णक्खहुगभचिसंसारे।”

(উত্তরাধ্যায়ন)

“गियच्छो केवलो चलुम्बिते जाननेय कथनेय
भक्तेरागद्वेष अनन्त करेस्स वज्जण वा।”

(বৃহৎকল্পগাথা)

এইরূপ মহানিশীথ সূত্র, নন্দিসেনাধিকার প্রভৃতি প্রাকৃত জৈন দর্শনশাস্ত্র হইতেও পদার্থ বিচার করা হইয়াছে।

যোগদৃষ্টিসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

“तात्कालिकपक्षपातभावसून्या च या क्रिया।
अनयोरन्तरं ज्ञेयं भानुखद्योतयोरिव॥

যোগপক্ষ-নিবিষ্ট জ্ঞান আর ভাববিহীন ক্রিয়া এতদুভয়ের প্রভেদ সূর্য্য ও খদ্যোতের প্রভেদের ন্যায়। জ্ঞানসম্বন্ধে দ্রব্যানুযোগটীকাকার লিখিয়াছেন—

“ज्ञानं हि जीवस्य गुणो विशेषो ज्ञानं भवाब्धेस्तरणेषु पोतः।
ज्ञानं हि मिथ्यात्वतमोविनाशे भानुः कृशानुः खलु कर्म्म कक्षे॥

ज्ञानं निधानं परमं प्रधानं ज्ञानं समानं न बहुक्रियाभिः।
ज्ञानं महानिन्दरसं रहस्यं ज्ञानं परं ब्रह्म जयत्यनन्तम्॥
बाह्याचारपराश्च बोधरहिता इज्याख्ययोगोद्धताः।
ये केऽपि प्रतिसेवनाविधुरितास्ते निन्दिता शासने॥"

অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভবসমুদ্র তরণের নৌকা, জ্ঞানই মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্ম্মরূপ তৃণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্য, জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম। যাহারা রহস্য আচারে রত, যাগযজ্ঞযোগে উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাহারা জৈনশাস্ত্র-সম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি।

জিনদত্ত সূরিকৃত "বিবেক-বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থে জৈন-দিগের অভিমত নীতি গ্রথিত আছে। বিবেক-বিলাস হইতে কতিপয় জৈন নীতির বিষয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

বসতিযোগ্য স্থান—

"गुणिनः सुव्रतं शौचं प्रतिष्ठा गुणगौरवम्।
अपूर्व्वज्ञानलाभश्च यत्र तत्र वसेत् सुधीः॥"

যেখানে গুণবান্ লোক, সত্য, শুচিতা, প্রতিষ্ঠা, গুণের গৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভের সম্ভা-বনা, সেই স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য।

"বালরাজ্যং ভবেদ্যত্র দ্বৈরাজ্যং যত্র বা ভবেৎ।
স্ত্রীরাজ্যং মূর্খরাজ্যং বা যত্র তত্র নো বসেৎ॥"

বালক, স্ত্রী ও মূর্খ যেখানে রাজা বা যেখানে দুইজন রাজা অথবা স্ত্রী-রাজা সেখানে বাস করিবে না।

ভ্রমণ—"**ন ব্রজেন্নিষ্ফলং ক্বচিৎ**" অর্থাৎ নিষ্ফল গমন করিবে না।

"একাকিনা ন গন্তব্যং স্বপেন্নৈকাকিনো গৃহে।
নৈবোপরি নাপি পথি বিশেৎ কস্যাপি বেশ্মনি॥"

একাকী দূরগমন করিবে না, একাকী একগৃহে শয়ন করিবে না। উচ্চ স্থানে শয়ন করিবে না, সহসা একা কাহার গৃহে প্রবেশ করিবে না।

"ন ধার্য্যমুত্তমৈর্জীর্ণং বস্ত্রং ন চ মলীমসম্।
বিনা রক্তোৎপলং রক্তপুষ্পন্তু ন কদাচন॥"

উত্তম ব্যক্তিরা জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না। রক্ত পদ্ম ব্যতীত অন্যপ্রকার রক্তপুষ্প ধারণ করিবেন না।

"দেবা বৃদ্ধাশ্চ ন প্রাজ্ঞৈর্বঞ্চনীয়াঃ কদাচন।
ভাব্যং প্রতিভুবা নৈব দক্ষিণেন চ সাক্ষিণা॥"

যদি প্রাজ্ঞ হও তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগের প্রতারণা করিও না—প্রতিভূ হইও না—সাক্ষী হইও না।

"বহিস্থোঽভ্যাগতো গেহমুপবিশ্য ক্ষণং সুধীঃ।
কুর্য্যাদ্বস্ত্রপরাবর্ত্তং দেহশৌচাদি কর্ম্ম চ॥"

বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে; অনন্তর বস্ত্র ত্যাগ করিবে। তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবে।

"पेषणी खण्डनी चुल्ली गर्गरी वर्द्धनी तथा ।
अमी पापकराः पञ्च गेहिणो धर्म्मबाधकाः ॥"

পেষণ যন্ত্র, ছেদন যন্ত্র, পাকস্থান, জলাধার, (কুম্ভ) বৰ্দ্ধনী (গাড়ু, ঘটী) এই পাঁচ ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে গৃহস্থদিগের ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ ঐ সকল হিংসা স্থান, সাবধান থাকিলেও ঐ সকল স্থানে হিংসা ঘটে। কিন্তু—

"गदितोऽस्ति गेहस्थस्य तत्पातकविघातकः ।
धर्म्मः सुविस्तरो वृद्धै र्यस्मात्तं धर्म्ममाचरेत् ॥"

ঐ সকল অবশ্যম্ভাবী পাপবিনাশক ধর্ম্মরাশি বৃদ্ধেরা অনেক প্রকার বলিয়াছেন, অতএব মনুষ্য নিরন্তর ধর্ম্মাচরণ করিবেক।

"दया दानं दमो देवपूजा भक्तिर्गुरौ क्षमा ।
सत्यं शौचं तपोऽस्तेयं धर्म्मोऽयं गेहमेधिनाम् ॥"

দয়া, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শুচি থাকা, তপস্যা, চৌর্য্যবিমুখ, এইগুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম।

"सारः परोपकारस्य क्रमो धर्म्मविदामयम् ।"

ধর্ম্মের অবয়ব বহুবিস্তৃত হইলেও তৎসমস্তের সার পরোপকার।

ধর্ম্ম দুই প্রকার। পাপনাশক (ইহার নামান্তর প্রায়শ্চিত্ত) আর নির্ব্বাণোপকারক। পাপনাশক ধর্ম্মই এই—

"হীনোদ্ধরণমদ্রোহো বিনয়েন্দ্রিয়সংযমে।
ন্যায়বৃত্তির্মৃদুত্বঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং পাপসংছিদি॥"

পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, ন্যায়পূর্ব্বক জীবিকাগ্রহণ, মৃদুতা, এই সকল ধর্ম্ম পাপ নাশ করে।

"অতিথীনর্থিনো দুঃস্থান্ ভক্তিঃ শক্ত্যনুকম্পনৈঃ।
কৃত্বা কৃতার্থিনো পশ্চাদ্ভোক্তুং যুক্তং মহাত্মনাম্॥"

অতিথি, যাচক, দুঃস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ আহার করান উচিত।

"আর্ত্তস্তৃষ্ণাক্ষুধাভ্যাং যো বিলস্তো বা স্বমন্দিরম্।
আগতঃ সোঽতিথিঃ পূজ্যোবিশেষেণ মনীষিণা॥"

পীড়িত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আগমন করে, তবে তাহাকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিবেক।

"দুঃপ্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্য্যং তৎকিঞ্চিদুত্তমৈঃ।
মুহূর্ত্তমেকমপ্যস্য নৈব যাতি যথা বৃথা॥"

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এমন কার্য্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা না যায়।

হিন্দুদিগের নীতি ও জৈনদিগের নীতিতে বড় প্রভেদ নাই। তাহার কারণ, এই দুই সম্প্রদায়* একদেশ ও একত্র বাসী এবং জৈননীতির অধিকাংশ ভাব হিন্দুদিগের নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত।

"দ্যৌর্বাচস্পতিনেব পন্নগপুরী শেষাহিনেবাভবৎ" —

"द्यौर्वाचस्पतिनेव पन्नगपुरी शेषाहिनेवाभवत्
येनैकेन विदुष्मती वसुमती मुख्येन संख्यावताम् ।
सोऽयं व्याकरणार्णवैकतरणीश्चातुर्य्यचिन्तामणि-
र्जीयात् कोविदगर्व्वपर्व्वतपविः श्रीवोपदेवः कविः ॥"

বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত।

বোপদেবকে সংস্কৃত-বিদ্যাবিশারদ উইলসন সাহেব দেবগিরির (দেওঘর বা দৌলতাবাদের) অধীশ্বর হেমাদ্রির সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন * এবং আমরাও তাহাই প্রামাণিক বিবেচনায় বহু দিবস হইল একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সেটি এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। তজ্জন্যই আমরা অদ্য বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক, বোপদেবের বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উইলসন সাহেবের ন্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিও বোপদেবকে হেমাদ্রির দানখণ্ডের ভূমিকায় হেমাদ্রির পার্ষদ বলিয়াছেন। যথা "**हेमाद्रिरपि स्वयं नृपतिः, यस्य सभापण्डितो महामहोपाध्यायः श्रीवोपदेव आसीत्, अनुमीयते पञ्चवसुधरेन्दुमिते शकसम्वत्सरे द्विशादिवत्सरन्यूनाधिक्येन समजनिष्ट।**" শিরোমণি মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন "**साम्प्रतं विज्ञाप्यते हेमाद्रिस्तु, देवगिरिस्थ-यादववंश-महाराजाधिराज-महादेव-चक्रवर्त्तिनो राज्ञो-धर्म्माधिकरण-पण्डित आसीत्।**"

---

* Vide Wilson's Vishnu Purana vol. 1. Preface, page L (Trubuer & Co.)

ইহাতে হেমাদ্রিকে যাদববংশাবতংশ মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলা হইয়াছে এবং ইহা চতুর্বর্গ চিন্তামণি মধ্যে হেমাদ্রি যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য আছে; হেমাদ্রি কোন স্থলেই আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। উইলসন সাহেব ও পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে নৃপতি স্থির করিয়া বোপদেবকে যে তাঁহার সভাসদ বলিয়াছেন, এ বিষয় কোন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং আমরা ইহাতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হইতেছি না। হেমাদ্রি দানখণ্ডের প্রারম্ভে, তাঁহাকে মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং চতুর্বর্গ চিন্তামণির প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা— "**इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीमहादेवस्य समस्त-करणा-धीश्वर-सकल-विद्या-विशारद-श्रीहेमाद्रि-विरचिते चतुर्वर्ग-चिन्तामणौ दानखण्डे**" ইত্যাদি। হেমাদ্রি স্বীয় পরিচয় এইপর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বোপদেবের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু বোপদেবকৃতমুক্তাফল গ্রন্থের টীকা নির্ম্মাণকালে হেমাদ্রি প্রথমতঃ বোপদেবকৃত গ্রন্থাবলীর এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা,

"**यस्य व्याकरणे वरेण्यघटनाः स्फीताः प्रबन्धा दश,**
प्रख्याता नव वैद्यकेऽथ तिथिनिर्धारार्थमेकोऽद्भुतः।

साहित्ये त्रय एव भागवततत्त्वोक्तौ * * * भू-

मन्तर्वाणिशिरोमणेरिह गुणाः के के न लोकोत्तराः ॥"

অর্থাৎ যাহার ব্যাকরণের কীর্ত্তি অদ্ভুত,—ব্যাকরণ বিষয়ে যাহার ১০ টি প্রবন্ধ,—বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯ টি প্রবন্ধ,—তিথিনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্র,—সাহিত্য ৩ খান,—ভাগবতের উপর ৩টি প্রবন্ধ,—সেই অন্তর্বাণী মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ কোন্ গুণ না অলৌকিক?

বোপদেবও হেমাদ্রির উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন, "আমি হেমাদ্রির সন্তোষের নিমিত্ত হরিলীলাখ্য ভাগবতব্যাখ্যা করিলাম।" যথা,—

"श्रीमद्भागवतस्कन्धाध्यायार्थादि निरूप्यते ।

विदुषा वोपदेवेन मन्त्रिहेमाद्रितुष्टये ॥"

(বোপদেবকৃত হরিলীলাটীকা)

হেমাদ্রি বোপদেবকৃত হরিলীলাটীকার টীকা লিখিয়াছেন। হেমাদ্রি ও বোপদেব সমসাময়িক এবং এই হেমাদ্রি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজ মহাদেবের আশ্রয়ে হেমাদ্রি ও বোপদেব উভয়েই দেবগিরিতে বাস করিতেন।

হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য তিনি হরিলীলাটীকায় "**मन्त्रि-हेमाद्रि-तुष्टये**" এইরূপ লিখিয়া-

ছেন, নতুবা তিনি হেমাদ্রির সভাসদ্ হইলে কিঞ্চিৎ নত হই-য়াই লিখিতেন।

করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপালাচার্য্য বলেন, বিট্‌ঠলভট্ট-কৃত প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—"**सचायं हेमाद्रिः द्वादशाधिक द्वादश शत (१२१२) शकोद्भव-दाक्षिणात्यालन्दी-ग्रामस्थ-ज्ञानेश्वर--संज्ञक-भगवद्भक्त-कृत-गीता-व्याख्यानोत्तर--कालिकः**" "অর্থাৎ হেমাদ্রি ১২১২ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের অলন্দী গ্রামের জ্ঞানেশ্বরকৃত গীতা ব্যাখ্যানের পরভবিক "**एवं तदाश्रितत्तत्सम-कालिक-बोपदेवमाक्कालिक "एकादश-शते शाके विंशत्यब्द-द्वये गते। अवतीर्णं मध्वमुनिं सदा वन्दे महागुरुम्।" इति स्मृत्यर्थ-सागरादि-महानिबन्ध-मण्डित-श्रीसदानन्दतीर्थभगवत्-पादाचार्य्यैः—**" অর্থাৎ হেমাদ্রির আশ্রিত এবং সমসাময়িক বোপদেবের পূর্ব্বে ১১২৫ শকে মধ্বাচার্য্য জন্মিয়াছিলেন; ইত্যাদি। পুনরায় বোপদেবসম্বন্ধে নন্দমিশ্র কহেন "**शङ्कराचार्य्य-समयादुत्तरे वत्सरशतद्वये व्यतीते बोपदेवोऽभूत्**" অর্থাৎ শঙ্করা-চার্য্যের সময় হইতে ২১০ দুইশত দশ বৎসর অতীত হইলে বোপ-দেবের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বোপদেবের ১১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল অনুমান করেন। উইল্‌সন অফ্রেক্ট্,* ও এষ্টার গার্ড্ †, কর্ণেল কেনিডি, কোলব্রুক, গোলড্‌ষ্টকর ও

* Aufrecht, "Catalogus" p. 174 b etc.

† Radices Linguæ Sanskritæ.

বর্ণেল, সকলেই বোপদেবকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন, কেবল বর্ণ্ফের মতে তিনি ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

মুক্তাফল গ্রন্থে বোপদেব নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি চিকিৎসক কেশবের পুত্র ও ধনেশ মিশ্রের শিষ্য। যথা ;—

"বিদ্বদ্ধনেশ-শিষ্যেণ ভিষক্কেশব-সূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥"

বোপদেব ভিষক-নন্দন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে অনেকে তাঁহাকে ভ্রমক্রমে বৈদ্যজাতীয় মনে করিতে পারেন, কিন্তু বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথা ;—"বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো-বেদপদাস্পদম্" বোপদেব বৈদ্যকুলে জন্মিলে তিনি কখনই বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। বরং দ্বিজ বলিলেও বলিতে পারিতেন কিন্তু বিপ্র বলার অধিকার ব্রাহ্মণের ভিন্ন অন্যের নাই। পূর্ব্বে এবং এক্ষণে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও আত্রেয়-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসা প্রচলিত আছে।

প্রাজ্যভট্টকৃত ২য় রাজতরঙ্গিণীতে এক বোপদেবের কথা উল্লেখ আছে, তিনিও পণ্ডিত-শিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতার নাম জম্ম-

দেব। এই বোপদেব আমাদিগের আলোচ্য মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বোপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধত্রিতয় (হরিলীলা, মুক্তাফল, ও পরমহংসপ্রিয়া,) শতশ্লোকচন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম ও তট্টীকা, কাব্যকামধেনু, রামব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। ধাতুপাঠের আরম্ভে তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃষ্ণ, আপিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাব্দিকের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এত সংক্ষেপে নির্ম্মিত যে, বোপদেব পাণিনির সমুদয় সূত্রের মর্ম্ম ইহার ১১১ শত সূত্রে নিহিত করিয়াছেন। বোপদেব বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ও পরিভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়াছেন। যথা; বৃদ্ধির—ব্রী, গুণের—ণু, দীর্ঘের—র্ঘ, সমাসের—স ইত্যাদি! লট, লোট, লুঙ ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কি, খি, গি, ঘি ইত্যাদি। এক অক্ষরে নামের সঙ্কেত করিয়াছেন, দ্ব্যক্ষর সংজ্ঞা প্রায় নাই।

"**আদৈগৈচোর্ব্রী**" এই সূত্র দ্বারা বোপদেব পাণিনির দুইটি সূত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। "**যল্বায়বায়াবীঽচীচঃ**" এই সূত্রে পাণিনির দুইটি সূত্র নিবিষ্ট আছে। এইরূপ কোথাও দুই, কোথাও তিন, কোথাও চারি পর্য্যন্ত সূত্রের কার্য্য বোপদেবের এক সূত্রে নির্ব্বাহ হয়। এইরূপ সংক্ষেপ করাতে মুগ্ধবোধ

ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাতে টীকা ব্যতীত সংস্কারলাভের আশা নাই। মুগ্ধবোধের সূত্রগুলির উচ্চারণ অতি কঠোর ও ক্লেশজনক। তাহার কারণ, ২।৩।৪ বর্ণ একত্রে এবং একযোগে, একপ্রযত্নে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা— "ह्यनच्तथौकौघोर्घौऽकुर्च्छुरौऽख्वेः" "पुर्णौदान्तेनोऽवकुपूर्वन्तरे-ऽप्यतद्वात्त्वपर्कृयवाक्षेःसमेपूस्यादैर्नैकाचकौस्तु वा।" ইত্যাদি।

বোপদেব বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এজন্য উদাহরণ সমস্ত বিষ্ণুনামঘটিত করিয়াছেন। বোপদেবের বা তচ্ছিষ্যের অভিপ্রায় এই যে ব্যাকরণশিক্ষা এবং হরিনাম কীর্ত্তন এই দুইটি একস্থানে পাওয়া সুদুর্লভ। মুগ্ধবোধ ব্যতীত অন্য ব্যাকরণে উহা লাভ হয় না, এজন্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই পাঠ্য হউক। যথা—

"गीर्व्वाणवाणीवदनं मुकुन्दसङ्कीर्त्तनञ्चेत्युभयं हि लोके।
सुदुर्लभं तच्चन मुग्धबोधान्नलभ्यतेऽतः पठनीयमेतत् ॥"

বোপদেব "यस्मै दित्सासूया—" ইত্যাদি সূত্রের উদাহরণ কেবল হরিনামঘটিত করিয়াছেন ; 'ददातु सज्जः' ইত্যাদি।

মুগ্ধবোধে বৈদিক প্রক্রিয়া নাই। যে সকল পদ সাধারণতঃ কবিগণ প্রয়োগ করেন না, এমন সকল পদনিষ্পাদক সূত্র, যাহা অন্যান্য ব্যাকরণে আছে, তাহা মুগ্ধবোধে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কতকগুলি পদ আছে, যাহা বৈকল্পিক অর্থাৎ একবার হয়, একবার হয় না ; এমন দুই একটি পদনিষ্পাদক সূত্র একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুপদ্ম, পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণের দ্বারা (ঔজড়ৎ) পদ সিদ্ধ হয়, মুগ্ধবোধ মতে তাহা হয় না, (ঔড়িঢ়ৎ) হয়। দধি দধিঁ, মধু মধুঁ ইত্যাদি দ্বিবিধ প্রয়োগ অন্যান্য ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে হয় না। এইরূপ অনেক প্রকার প্রয়োগ মুগ্ধবোধমতে হয় না; সুতরাং তাহা অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে। *গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধের দুর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভদ্র, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, শ্রীবল্লভাচার্য্য, দয়ারাম বাচস্পতি, ভোলানাথ মিশ্র, কার্ত্তিক সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দরাম প্রভৃতির টীকা আছে। এই সকল টীকার মধ্যে দুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টীকা উৎকৃষ্ট ও এক্ষণে প্রচলিত। কাশীশ্বর ও নন্দকিশোর মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

প্রস্তাবের শীর্ষদেশে "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" লিখিয়াছি। কিন্তু এতক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় কিছুই বলি নাই এবং বোপদেবের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের নাম কি জন্য সংযুক্ত করিয়াছি, তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান করি নাই। উপসংহারকালে তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই। ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জলাদি সমস্ত দর্শনের সার ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এত

গাম্ভীর্য্যপূর্ণ যে, বিনা আয়াসে ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা যায় না। এজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন "**विद्यावतां भागवते परीक्षा**" বিদ্বান্ ব্যক্তির পরীক্ষা একমাত্র ভাগবত গ্রন্থদ্বারা হয়। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি অনেকে সংশয় করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ইহাকে বোপদেব প্রণীত বলিয়া হতাদর করেন। অনেক পণ্ডিত সেই সংশয়ের কারণ ছেদ করতঃ ভাগবত ব্যাসপ্রণীত সপ্রমাণ করিয়া, বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা অদ্য ভাগবত ব্যাস-প্রণীত কি না, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি না এবং সকল পুরাণই যে বেদব্যাসের দ্বারা রচিত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না ; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আধুনিক এবং মুসলমানদিগের রাজ্যশাসনকালে রচিত হইয়াছে, ইহা বলাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এক্ষণে ভাগবত বোপ-দেব-প্রণীত নহে এবং তাহা অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই সপ্রমাণ করিতে যত্ন পাইতেছি।

যাঁহারা বলেন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেব কৃত নহে, ইহা বোপদেব-প্রণীত, তাঁহাদিগের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথা ;—

"**[illegible]क्षेपक्वविज्ञितत्वनिबन्धानुदाहृतत्वदृढ़बन्धत्वपद्यालित्य-हेतुकप्रामाण्यानधिकरणमेतत्।**"

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী কথনকালে কতকগুলি আধুনিক রাজা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। কোন মান্য সংগ্রহকারেরা ইহার বচন উদ্ধার করেন নাই। আর্ষ গ্রন্থের ন্যায় ভাগবতের

রচনা প্রাঞ্জল নহে, অত্যন্ত আধুনিক শ্লিষ্ট শব্দের দ্বারা এই গ্রন্থের নির্ম্মাণ এবং যেরূপ পদলালিত্য ও পদবিন্যাসচ্ছটা দৃষ্ট হয়, এরূপ পদবিন্যাস ও লালিত্য আর্ষ সময়ে ছিল না। এই সকল কারণে ভাগবত ব্যাসকৃত নহে, ইহা বোপদেবকৃত; বোপদেবের রচনাপ্রণালী এইরূপই দেখা যায়।

"ভাগবতভূষণ" কার এই সকল আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন;—

১ম—কাঠক, কাপালক, মৌহল, মৌদ্গল প্রভৃতি বেদভাগের নাম থাকিলেও তাহা যেমন জৈমিনি, তত্তৎঋষিকৃত শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন—অপৌরুষেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ কর। ২য়—মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ একেবারে ধরেন নাই, এমত নহে; আবশ্যকমতে বোপদেবের পূর্ব্বভবিক চিৎসুখ মুনি প্রভৃতি অনেক মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যাঁহারা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমব্যবস্থা বা প্রাধান্যরূপে [illegible]নমার্গপ্রকাশক গ্রন্থ। সেই কারণেই তাঁহারা ভাগবতকে আপনাদের গ্রন্থমধ্যে আনয়ন করেন নাই। ৩য়—যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতীয় অষ্টাবক্রাখ্যান, সনৎসুজাত প্রভৃতি যখন সম্পূর্ণ কঠিন, গম্ভীরার্থ, পদলালিত্য ও বিন্যাসপরিপাটীযুক্ত

হইলেও তাহা আর্ষ হয়, তবে ভাগবত আর্ষ না হইবে কেন? অনন্ত সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষাভিজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ভগবান বেদ-ব্যাসের নিকট সকলই সম্ভব, অসম্ভব কিছু নহে। তিনি অস্মদা-দির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পাত্র নহেন। বিশেষ তিন এক সময়ে সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই—যখন সময়ভেদ আছে, তখন লিপির প্রকার ভেদ না হইবে কেন? আমরা অদ্য যে রীতিতে গ্রন্থ লিখিতেছি, পরশ্ব লিখিতে হইলে তাহা ভিন্ন প্রকার হইয়া যাইবে। ইত্যাদি বিচার দ্বারা ভাগবতভূষণকার আপত্তিকারিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ভাগবত প্রাচীন গ্রন্থ, বোপদেব কৃত নহে, সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ের ২০০ শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়, এবং শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুসহস্র নাম ভাষ্যে ও চতুর্দ্দশ মত বিবেকে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায় শঙ্করা-চার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমৎ ও চিৎসুখ মুনি ভাগবতের টীকা করি-য়াছেন। তাহা হইলে ভাগবত বোপদেব প্রণীত বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? সিদ্ধান্ত দর্পণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"বোপদেবকৃতত্বেচ বোপদেবপুরাভবৈঃ।
কথং টীকা কৃতা বৈ স্যুর্হনুমচ্চিৎসুখাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ যদি ভাগবত বোপদেবের কৃত হয়, তবে তৎপূর্ব্ব-বর্ত্তী চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা কি প্রকারে তাহার টীকা

করিতে সমর্থ হইলেন? গৌড়পাদ ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেন না বৈদান্তিকেরা অদ্যাপি পাঠকালে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের নমস্কার করিয়া থাকেন। তাহাতে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পর পর শঙ্কর-শিষ্য পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। যথা—

"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্রপরাশরঞ্চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পাদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্।
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য শিষ্যম্ * * * * ।"

রামানুজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।—স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেন্দ্র-প্রকাশে, ক্ষেমেন্দ্র ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্ষেমেন্দ্র রাজতরঙ্গিণীকার অপেক্ষা প্রাচীন, কেন না তিনি "ক্ষেমেন্দ্রস্য নৃপাবলী" এই কথা বলিয়া ক্ষেমেন্দ্রকৃত রাজাবলীর কথা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও ভাগবতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ভাগবত বোপদেবের বহুকাল পূর্ব্বের গ্রন্থ না হইলে কি জন্য হেমাদ্রি বোপদেবের সমসাময়িক হইয়া তাহার প্রমাণ সাদরে চতুর্বর্গ-চিন্তামণি মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি যদি ভাগবত বোপদেবকৃত কৃত্রিম পুরাণ জানিতেন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রমাণ কখনই গ্রহণ করিতেন না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত

আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাহা কখনই চৈতন্যদেব, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর দ্বারা আদৃত হইত না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত গ্রন্থ হইলে তাহার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মান্য লেখকগণ কি জন্য টীকা করিলেন? নিম্নে ভাগবতের টীকাসমূহের উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে বোপদেব কৃত ৩ খানি টীকা আছে।—

"শ্রীধরীয়, বিজয়ধ্বজ, হরিলীলা, মুক্তাফল, পরম হংসপ্রিয়া, বিদ্বৎকামধেনু, সম্বন্ধোক্তি, তত্ত্বদীপিকা, শুকহৃদয়, সুদর্শনী, মুনিপ্রকাশিকা, প্রহর্ষণী, যাদুপতী, বৃহত্তোষিণী, চক্রবর্তীয়া, সন্দর্ভ, বোধিনীসার, মাধবীয়, বামনী, একনাথী, পুরুষোত্তমী, মধুসূদনী ইত্যাদি।"

যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাগবতের নামোল্লেখ আছে,
তাহার নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গৌরীতন্ত্র ২ পটল, পদ্ম-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ, তত্ত্ব-প্রকাশিকা, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, দিনত্রয়-মীমাংসা, ক্ষীরনিধি, সদাচারবৃহস্পতি-ব্যাখ্যা, স্মৃতি-কৌস্তুভ, স্মৃত্যর্থ-সাগর, নির্ণয়রত্ন, বিদ্যারণ্যমুনিকৃত জীবন্মুক্তিপ্রকরণ, হেমাদ্রি-কৃত ব্রতখণ্ড ও দানখণ্ড, নির্ণয়সিন্ধু, ভট্টোজীদীক্ষিতকৃত পূজা-প্রকরণ, নাগোজিভট্টকৃত আহ্নিকশেখর, সংস্কারকৌস্তুভ, মথুরাসেতু, শ্রাদ্ধময়ূখ, ব্যবহারময়ূখ, কালদিনকর, বিধান-পারিজাত, ভোজনপ্রকরণ, প্রয়োগপারিজাত, আচাররত্ন,

সংবৎসরপ্রদীপ, কলিধর্ম্মপ্রকরণ, অদ্বৈতানন্দসাগর, কালনির্ণয়, কালনির্ণয়দীপিকা, কালনির্ণয়বিবরণ, শঙ্করাচার্য্যকৃত বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য ও তৎকৃত চতুর্দ্দশ মতবিবেক, মহারাজীয়, গৌড়পাদকৃত পঞ্চীকরণব্যাখ্যা, নন্দমিশ্রকৃত গোবিন্দাষ্টক, রামায়ণচন্দ্রিকা, রামতাপনী ব্যাখ্যা, বল্লভাচার্য্যনিবন্ধ, উৎসবপ্রতান, শুদ্ধাদ্বৈত মার্ত্তণ্ড, বিদ্বন্মণ্ডল, পুরুষোমহারাজকৃত সুবর্ণসূত্র, নিম্বার্কীয়, স্বমতনির্ণয়সিন্ধু, হরিভক্তিবিলাস, রামানুজীয় ও তৎকৃত সারসংগ্রহ, অপ্যয়দীক্ষিতকৃত শিবতত্ত্ববিবেক, বাচস্পতিকৃত ভক্তিপ্রকাশ, অদ্বৈতসিদ্ধিকারকৃত ভক্তিরসায়ন, নামকৌমুদী, সচ্চরিতমীমাংসা, ভক্তিরত্নাবলী, ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ, ভাস্কর-রাজকৃত ললিতা-টীকা, নীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবতটীকা, ভক্তিসূত্র ইত্যাদি। এক্ষণে সুবিজ্ঞ পাঠকগণ দেখুন ভাগবত যদি আধুনিক বোপদেবপ্রণীত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এতগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ কখনই থাকিত না; এবং তাহা হইলে তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ মান্য ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাদরে কখনই গ্রহণ করিতেন না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবার অনেকগুলি বোপদেবের পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ আছে। এই সকল আলোচনায় ভাগবত কখনই বোপদেব-প্রণীত বলিতে সাহস করা যায় না। "**भवादौ बोपदेवीयो बन्ध्यापुत्रायते मतं**" ভাগবত বোপদেব-প্রণীত একথা বলা আর বন্ধ্যার পুত্র বলা

সমান। আমরা গোঁড়ামীর পক্ষপাতী নহি, কতকগুলি লেখক কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবার জন্য অসার ও অযৌক্তিক তর্ক উত্থাপন করিয়া ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত বলিতে সাহসী হইয়াছেন। আমরা ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য বিচার স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। এই প্রস্তাবে বোপদেবের প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহাই বলিলাম।

বেদ-বিভাগ।

"ननु कोऽयं वेदोनाम, के वास्य विषय-प्रयोजन-सम्बन्धाधिकारिणः, कथं वा तस्य प्रामाण्यम्? न खल्वेतस्मिन् सर्व्वस्मिन्नसति वेदो व्याख्यानयोग्यो भवति ॥"

সায়নাচার্য্য।

বেদবিভাগ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা "বেদপ্রচার ও বেদ" এই দুই প্রস্তাবে আর্য্যদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের সার মর্ম্ম বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে প্রাচীন ঋষিগণ বেদবিভাগ ও তাহার সংখ্যানির্ণয় যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই "চরণ-ব্যূহ" ও "আর্য্যবিদ্যাসুধাকর" হইতে সংক্ষেপে নিম্নে অবিকল সঙ্কলন করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত হইলেও স্বতন্ত্ররূপে সঙ্কলিত করিলাম, কেন না, ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদিককালে ও তৎপরভবিক পৌরাণিক সময়ে বেদশাস্ত্র যে কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়া ছিল, তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন। যে যে শাখার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাহা যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, এজন্য এ প্রস্তাবে তাহার আর উল্লেখ করিব না।

ঋগ্বেদের পরিমাণ চরণব্যূহে উক্ত হইয়াছে যথা—

"ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च।

ऋचामशीतिः पादश्च (१०५८०) तत्पारायणमुच्यते॥"

অর্থাৎ ১০৫৮০ টি ঋক্ সমষ্টির নাম পারায়ণ।

শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যমতে এই বেদের পাঁচ শাখা যথা—

শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন, মাণ্ডূক। ইহার প্রমাণ—

"ऋचां समूहो ऋग्वेदस्तमभ्यस्य प्रयत्नतः।
पठितः शाकलेनादौ चतुर्भिस्तदनन्तरम्॥"

(শৌনকীয়প্রতিশাখ্য)

অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত ঋক্‌সমূহের নাম ঋগ্বেদ, ইহার সমস্তই সর্ব্বাগ্রে শাকলমুনি যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অন্য চারিজন অধ্যয়ন করেন। সেই চারিজন যথা—

"शाङ्ख्यास्वलायनौ चैव मांडूको वास्कलस्तथा।
बह्वृचां ऋषयः सर्व्वे पञ्चैते एकवेदिनः॥"

(শৌনকীয় প্রতিশাখ্য)

শাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মাণ্ডূক ও বাস্কল, ইহাঁরাই ঋগ্বেদী-দিগের আচার্য্য এবং কথিত পাঁচজনই একবেদী। (একমাত্র ঋগ্বেদই ইহাঁদের প্রধান অভ্যসনীয়।)

শৌনকের মতে ইহাঁরা ঋষি কিন্তু আশ্বলায়নগৃহ্যের মতে ইহাঁরা আচার্য্য, ঋষি নহেন। আশ্বলায়ন যেখানে দেবতা, ঋষি ও আচার্য্যদিগকে তর্পণ করিতে হইবে বলিয়া সূত্রদ্বারা রীতিবদ্ধ করিয়াছেন সে স্থলে ইহাঁদিগকে ঋষিমধ্যে গণনা না করিয়া আচার্য্য বলিয়াই গণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। তদ্ভিন্ন ঐতরেয়, কৌষী-তকি, শৈশরী, পৈঙ্গী, ইত্যাদি আরও কয়েকটী শাখা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধান শাখা না হইয়া প্রাতিশাখ্যমতে উপশাখা বলিয়া পরিগণিত। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা—

“মুদ্গলো গোকুলো বাৎস্যঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথা।
পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদ-প্রবর্ত্তকাঃ॥”

মুদ্গল, গোকুল, বাৎস্য, শৈশির, (শিশির) ইহাঁরা শাকলের শিষ্য এবং শাখাবিশেষের প্রবর্ত্তক। অতএব সর্ব্বসমেত ঋগ্বেদ ২১ শাখায় বিস্তৃত। ভাগবত ও মহাভাষ্যে ২১ শাখার কথাই লিখিত আছে। যথা মহাভাষ্য—

“একবিংশতিধা বহ্বৃচাঃ”

এইরূপে অধ্যয়নও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শাকলপ্রভৃতি আদি আচার্য্যদিগের ভিন্ন ভাবের প্রবচন অনুসারে একমাত্র ঋগ্বেদ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সমুদয় শাখা একত্র করিলে অত্যল্প মাত্র তারতম্য দেখা যায়। প্রবচন শব্দে বেদার্থবোধক গ্রন্থ বুঝায়। যথা—

“অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ”
(মনু ৩ অং)

এই শ্লোকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন—

"**प्रकृष्टं यैरोच्यते वेदार्थ एभिरिति प्रवचनान्यङ्गानि शिक्षा-दीनि**" যদ্দ্বারা উত্তমরূপে বেদার্থ সকল ব্যাখ্যাত হয় তাহাই প্রবচন গ্রন্থ, অর্থাৎ শিক্ষাদি।

ঋগ্বেদের সূক্ত এক সহস্র ১৭।২ সহস্র ৬ বর্গ ৬৪ অধ্যায়। ১০ মণ্ডল। ৮ অষ্টক।

সূক্তের লক্ষণ—"**सम्पूर्णमृषिवाक्यन्तु सूक्तमित्यभिधीयते।**"
বৃহদ্দেবতা।

নিরাকাঙ্ক্ষ ছন্দোময় ঋষিবাক্যের নাম সূক্ত অর্থাৎ বৈদিক মহাবাক্যই সূক্ত।

এই সূক্ত তিন প্রকার। ঋষিসূক্ত, দেবতাসূক্ত, ছন্দঃসূক্ত। ঋষি ও দেবতাসূক্তের লক্ষণ,—

"**ऋषिसूक्तानि यावन्ति सूक्तान्येकस्य वैस्तुतिः।**
स्तुयतैकास्तु यावन्तु तत्सूक्तं दैवतं विदुः"
(বৃহদ্দেবতা)

একজন ঋষির কৃত বা দৃষ্ট যতগুলি সূক্ত অর্থাৎ মহাবাক্য বা বাক্য, সেইগুলি ঋষিসূক্ত।

১ম অষ্টকের প্রারম্ভস্থ "**अग्निमीळे**" ইত্যাদি হইতে "**इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्**" ইত্যন্ত ঋক্ ভাগ (২০ বর্গাত্মক) একটি ঋষিসূক্ত, কেন না ঐ সমস্ত ঋক্‌গুলি একমাত্র মধুচ্ছন্দ নামক ঋষির কৃত, আর তন্মধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবসূচক ৯টি ঋক্ দেবতা সূক্ত, কেন না ঐ ৯ ঋক্ দ্বারা একমাত্র অগ্নিদেবতার স্তোত্র প্রকাশ হইয়াছে।

একচ্ছন্দে নির্ম্মিত পর পর ক্রমানুসারে স্থাপিত হইলে তাহা ছন্দঃসূক্ত। যথা—ঐ "अग्निमीळे" হইতে ১৮ বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ঋক্ গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহা ছন্দঃসূক্ত।

ঋগ্বেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যায়বিভাগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা স্বাধ্যায় বা অধ্যয়ন সম্প্রদায় পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বন্ধে সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন যথা—"**य आङ्गिरसः शौनहोत्रो भूत्वा भार्गवः शौनकोऽभवत् स गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यत्**।"

অর্থ এই যে, ভার্গব আঙ্গিরস যাহা দেখাইয়াছিলেন, গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডলে তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই যে ২৮ মণ্ডলের সমুদায় সূক্ত গৃৎসমদের জ্ঞানে উদিত হয় নাই, অধিকাংশ তাঁহার সংগ্রহ। এই সকল নির্ব্বাচন দেখিয়া বৈদিক অধ্যাপকেরা মণ্ডলের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে—

"**नानर्षिदृष्टानां बह्वनां सूक्तानां एकर्षिकर्त्तृकः संग्रहो मण्डलम्**" **इति**।

অর্থ এই যে, বহুতর ঋষির দৃষ্ট বহুতর ঋক্‌মন্ত্র এক ঋষির দ্বারা সংগৃহীত হইয়া যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম মণ্ডল।

ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে অনেক মণ্ডল ব্যাসের পূর্ব্বেও সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং ইহার রচনা কত কালের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল।* এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্ত্তা ঋষিদিগের নাম আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে নির্ণীত হইয়াছে যথা—

"শতর্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রোঽত্রির্ভরদ্বাজো বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাবমান্যাঃ ক্ষুদ্রসূক্তাঃ মহাসূক্তাঃ" ইতি।

শতর্চী যথা—

"মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতয়োঽগস্ত্যান্তা আদ্যমণ্ডলে।
যে সন্তি ঋষয়স্তে বৈ সর্ব্বে প্রোক্তাঃ শতর্চিনঃ।"

মধুচ্ছন্দঃ হইতে অগস্ত্য পর্য্যন্ত ঋষিরা ১ম মণ্ডলের ঋষি। তাঁহারাই শতর্চি নামে প্রসিদ্ধ। এই শতর্চ্চিগণ ১ম মণ্ডলের ঋষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দ ঋষি ১০২ ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিই শতর্চি হইতে পারেন কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা এত অধিক ঋক্ রচনা না করিলেও উহার সহচর ছিলেন, এজন্য তাঁহারাও শতর্চি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যথা—

"তদ্যদাদৌ মধুচ্ছন্দোহ্যধিকং যদৃচাং শতম্।
তৎসাহচর্য্যাদন্যেঽপি বিজ্ঞেয়াস্তু শতর্চ্চিনঃ॥"

১১ মণ্ডলের ঋষিরা ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত নামেও প্রথিত। কেন না তাঁহারা ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত সকল রচনা বা সংগ্রহ করেন। মহাসূক্তের লক্ষণ শৌনককৃত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নির্ণীত আছে যথা—

---

* কেহ কেহ ঋগ্বেদের ১১।১২ মণ্ডলের কথা বলিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তাহা আর্ষকালের পরভাবী, নিম্নতন পুরুষের রচিত।

"দশর্ক্চনাযা অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

দশ ঋকের অধিক ঋক্‌দ্বারা যে সূক্ত নির্ম্মিত তাহা মহাসূক্ত। সুতরাং ১০ ঋকের ন্যূন হইলে ক্ষুদ্র সূক্ত। এইরূপ মধ্যম সূক্ত জানিবেন।

এতাবতা, কথিত প্রমাণ দ্বারা এই রূপ অর্থলাভ হইতেছে যে, শতর্চ্চি ঋষিগণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক। ২য় মণ্ডলের গৃৎসমদ, তৃতীয় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র, ৪র্থ বামদেব, ৫ম অত্রি, ৬ষ্ঠ ভরদ্বাজ, ৭ম বশিষ্ঠ, ৮ম প্রগাথা, ৯ম পাচমান্ত, ১০ম ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্তীয় ঋষিগণ।

অধ্বর্য্যু, বা যজুর্ব্বেদ—১০০ শাখায় বিভক্ত, ইহা পতঞ্জলি মহাভাষ্যে উল্লিখিত দেখা যায়।

চরণব্যূহ গ্রন্থে লিখিত আছে; যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখা; কিন্তু এই সকল শাখা আর এখন দেখা যায় না, নাম পর্য্যন্তও শুনা যায় না। তবে যে কয়েকটি শাখার নাম পাওয়া যায় তাহা এই—

চরক, আহ্বায়ক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কাপিষ্ঠলকঠ, চারায়ণীয়, বারতন্তবীয়, শ্বেত, শ্বেততর, ঔপমন্যব, পাতাণ্ডিনেয়, মৈত্রায়ণীয়।

এই মৈত্রায়ণীয় শাখার ৬ প্রকার ভেদ আছে। যথা—

মানব, বারাহ, দুন্দুভ, ছাগলেয়, হারিদ্রবীয়, শ্যামায়নীয়।

চরক শাখার ২ শ্রেণী আছে, ঔখিয় ও খাণ্ডীকীয়। এই খাণ্ডীকীয় শাখাও ৫ প্রশাখায় বিভক্ত যথা—

আপস্তম্বী, বৌধায়নী,সত্যাষাঢী,হিরণ্যকেশী ও শাট্যায়নী।

বারতন্তবীয়, ঔখীয় এবং খাণ্ডিকীয় ও তৈত্তিরীয় এই কয়েকটি পদ পাণিনি সূত্রের “তিত্তিরি বরতন্তু খণ্ডিকো খাচ্ছিণ” দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

আপস্তম্বী ইত্যাদি পাঁচটি শব্দও (কলাপি বৈশাম্পায়ণান্তেবাসিভ্যশ্চ) ণিণিপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

যজুর্বেদের মন্ত্র পরিমাণ যথা—

“**अष्टादश सहस्राणि मन्त्रब्राह्मणयोः स्मृत। यजूंषि यत्र पाठान्ते स यजुर्वेद उच्यते॥**” (চরণ ব্যূহ) ইহা কৃষ্ণ যজুর পরিমাণ, শুক্ল যজু স্বতন্ত্র। যজুর্বেদে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ে ১৮০০০ সহস্র গদ্যময় মহাবাক্য আছে।

শুক্লযজুর্বেদের ১৫ শাখা। কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, জাবাল, বুধেয়, শাকেয়, তাপনীয়, কাপীল, পৌণ্ড্রবৎস, আবটিক, পরমাবটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, বৌধেয়, ঔধেয় ও গালব। এই সমস্ত শাখাকে বাজসনেয়ীশাখাও বলে। এই শুক্ল যজুর্বেদের পরিমাণ যথা—

द्वे सहस्रे शतन्यून मन्त्रा वाजसनेयके। तावन्मात्रेण संख्यातं वालखिल्यं सशुक्रियं। ब्राह्मणस्य समाख्यातं प्रोक्तमानाच्चतुर्गुणम्। (চরণ ব্যূহ)

এক শত ন্যূন ২ সহস্র মন্ত্র বাজসনেয়ী অর্থাৎ শুক্ল যজুর্ব্বেদে আছে। বালখিল্য শাখাও এই পরিমাণ। এই উভয়ের ৪ গুণ অধিক ইহার ব্রাহ্মণ।

সামবেদ—পৌরাণিক মতে পূর্ব্বে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তত্তাবৎ ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা এই—রাণায়নীয়, শাট্যমুগ্র্য, কাপোল, মহা-কাপোল, লাঙ্গলিক, শার্দ্দূলীয়, কৌথুম। (বঙ্গদেশে কুথুম শাখা ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই)। এই কুথুম শাখার ছয় উপ-শাখা। যথা—আসুরায়ণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈনধৃত, প্রাচীনযোগ্য, নৈগেয়। ইহার পরিমাণ—

"**অষ্টৌ সাম সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ। ঊহ্যানি সরহস্যানি * * * সামগণাঃ স্মৃতঃ॥** (চরণ ব্যূহ)

আট সহস্র ১৪ সাম এবং ইহা উহ্য ও রহস্যের সহিত।

অথর্ব্ববেদ—ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত। যথা—

পৈপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জাযল, ব্রহ্ম-পালাশ, কুনখা, দেবদর্শী, চারণবিদ্যা। ইহার পরিমাণ—

"**দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ। গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকম্।**" (চরণ ব্যূহ)

অথর্ব্ববেদের ১২ সহস্র ৩ শত মন্ত্র। এক শত প্রপাঠক (পরিচ্ছেদ) আর গোপথ নামক ব্রাহ্মণ।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই ষড়্‌বিভাগ।

শিক্ষা—স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ উপদেশক শাস্ত্র। এক্ষণে পাণিনীয় শিক্ষাই প্রচলিত। গৌতমীয়, নারদীয় প্রভৃতি শিক্ষা-গ্রন্থ আছে। প্রাতিশাখ্যও শিক্ষাগ্রন্থ বিশেষ।

কল্প—বেদবিহিত কার্য্যকলাপের পূর্ব্বাপর কল্পনা বা ব্যবস্থা শাস্ত্র। ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন ও শৌনক সূত্র। সাম-বেদের মশক, লাট্যায়ন, ও দ্রাহ্যায়ণ সূত্র। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সত্যসদঃ, হিরণ্যকেশী, মানব, ভারদ্বাজ, বাধুন, বৈখানস, লৌগাক্ষী, মৈত্রী, কঠ ও বরাহসূত্র। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাত্যায়ন সূত্র। অথর্ব্ববেদের কুশীক সূত্র।

ব্যাকরণ—শব্দার্থ-ব্যুৎপত্তি-বোধক শাস্ত্র।

নিরুক্ত—বৈদিক-পদ-পদার্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র। যাস্ককৃত ১৩ অং। ইহার প্রারম্ভ বাক্য—

"**समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः**—"

ছন্দঃ—অক্ষরপ্রস্তারনিরূপক শাস্ত্র। এক্ষণে পিঙ্গলকৃত ছন্দঃ গ্রন্থই প্রাচীন। ইহার প্রারম্ভ বাক্য—"ধী শ্রী স্ত্রী ম্" জ্যোতিষ—কালবোধক শাস্ত্র। গর্গাচার্য্য ইহার প্রথম নির্ম্মাতা। তাহার প্রারম্ভ বাক্য—

"**पञ्च संवत्सरमयं युगाध्यक्षम् प्रजापतिम्**" ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন উপাঙ্গ যথা—

"धर्म्मशास्त्रं पुराणञ्च मीमांसा न्याय एवच।"

ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় এই ৪টী উপাঙ্গনামে বিখ্যাত।

কুমারপাল।

"To study men is more necessary than to study books."

LA ROCHEFOUCAULD.

কুমারপাল।

কুমারপাল হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করত জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জৈন ইতিবৃত্তসমূহ কুমারপাল ও হেমস্থরির গুণানুবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রস্তাব পাঠে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, জৈনগণ অতি স্থনিয়মে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেন। আমরা বিবিধ দুষ্প্রাপ্য জৈন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পুরাতত্ত্ব-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিব। জৈন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থনিচয় ভবিষ্যৎ পুরাণের ন্যায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, এজন্য তাহার মত এ সকল প্রস্তাবে গ্রহণ করিব না। আমরা কেবল জৈন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সারাংশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সোমসুন্দর সূরির শিষ্য জিনমণ্ডলোপাধ্যায় কুমারপাল-প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সংক্ষেপ-বিবরণ স্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"ततश्चौलुक्यवंशैकमौक्तिकस्य महौजसः ।
श्रीहेमचन्द्र सूरीन्द्रपादपद्मोपसेविनः ॥ ... ... (৩)

जिनधर्म्मरसावेशोल्लासोल्लासितचेतसः।
कृपैकमात्रनाथस्य ... . (८)
राज्ञः कुमारपालस्य स्वरसज्ञापुपूर्व्वया।
... ... प्रबन्धं वच्मि किञ्चन ॥ (९)

চৌলূক্য বংশের একমাত্র মণিস্বরূপ মহাতেজা কুমারপাল রাজার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রবন্ধ বলিতে উদ্যত হইয়াছি। রাজা কুমারপাল হেমচন্দ্র সূরির শিষ্য এবং তিনি জৈন-ধর্ম্মের রসাবেশে উল্লসিতচিত্ত ছিলেন ও কৃপাদেবীর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় নাথ ছিলেন।—

এই বলিয়া গ্রন্থাবতরণ করিয়া প্রথমে জিন সম্প্রদায়ের বংশবর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

ইক্ষ্বাকুবংশ ১, সূর্য্যবংশ ২, চন্দ্রবংশ ৩, যাদববংশ ৪, পরমারবংশ ৫, দাহমান ৬, চৌলূক্য ৭, বৈন্দক ৮, সিলার ৯, সৈন্ধব ১০, চাপোৎকট ১১, প্রতীহার ১২, চন্দুক ১৩, রাট্ ১৪, কূর্পট ১৫, নাক ১৬, করক ১৭, পাল ১৮, করঙ্গ ১৯, বাউল ২০, বন্দেল ২১, উহিল্লপুত্র ২২, পৌলিক ২৩, মৌরিক ২৪, মঙ্কুরাজক ২৫, ধান্যপালক ২৬, রাজপালক ২৭, আমঙ্গ ২৮, নিলুম্ভ ২৯, দধিলক্ষ ৩০, তুরুদলিয়ক ৩১, ডূন ৩২, হবিজড় ৩৩, নট ৩৪, মাস ৩৫, পোষর ৩৬, ইহার মধ্যে কুমারপাল, চৌলূক্যবংশীয়।

কান্যকুব্জ দেশে কাঞ্চন কটকপুরে শ্রীভূয়ড়নামক রাজা ছিলেন। ইহাঁর কন্যা মহল্লনা দেবী। ইনি গুর্জররাজ কুম্ভকের পত্নী ছিলেন। গুর্জর দেশের বড়িয়ার রাজ্যের পঞ্চাসর গ্রামের শ্রীশ্রীল সূরির যত্নে চাপোৎকট বংশের একটি বালক প্রতি-পালিত হয়। এই বালক ৮ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজলক্ষণে লক্ষিত এবং শ্রীগুরু[illegible]দত্ত বলরাজ নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীপত্তনের সামন্তসিংহের ভগিনী লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। লীলাদেবী গর্ভিণী-অবস্থায় মৃত হইলে মন্ত্রিবর্গ তাঁহার উদর হইতে এক বালক নিষ্কাশিত করেন। ঐ বালকের নাম মূল-রাজ হইল। মূলরাজের জন্ম হওয়ার পর সামন্তসিংহের দিন দিন অনেক রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভূরি ভূরি মঙ্গল হইতে লাগিল দেখিয়া সামন্ত সিংহ তাঁহাকে রাজা করিলেন। মূলরাজ কোন কারণবশত মাতুলকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। তিনি প্রবল-প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি ৯৯৮ শকবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া স্বসমকালীন মহাবলপরাক্রম লাশোক-রাজকে পরাজয় করিয়া একচ্ছত্র হইয়াছিলেন। লাশোক-রাজ ১১ বার মূলরাজকে তাড়িত করিয়াছিলেন, তিনি পরিশেষে কপিলকোট নগরে অবরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মূলরাজ ৫৫ বৎসর রাজ্য করিয়া কোন্ কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনন্তর বলরাজ রাজ্য গ্রহণ করেন। বলরাজ ভগিনীর শুভা-দৃষ্টবলে রাজা হইয়াছিলেন। ৮০২ বর্ষে শ্রীশ্রীল সূরি জৈন

মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীপত্তনে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। বলরাজ হইতে স্থাপিত গুর্জরীয় রাজ্য জৈন ব্যতীত কেহ ভোগ করিতে পারিবে না, এই এক প্রসঙ্গ রটনা হয়। বলরাজের রাজ্য-ভোগকাল ৩৫ বর্ষ। তাঁহার পুত্র যোগরাজের ২৫, ক্ষেম-রাজের ২৯। তৎপরে ভুয়ড়রাজ ২৫, বীরসিংহ ১৫, রত্নাদিত্য ৭, সামন্তসিংহ * * বর্ষ রাজ্য করিয়াছেন। এইরূপে ১৯৬ বর্ষে চৌলূক্যকুলে ৭ রাজা হয়। তৎপরে এতদ্দৌহিত্র সন্তানের চৌলূক্যকুলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। চৌলূক্য কান্যকুব্জীয়। তাঁহার নাম শ্রীভূয়ড় (প্রথমেই ইহার কথা বলা হইয়াছে) ভূয়ড়ের পুত্র কর্ণাদিত্য। তৎপুত্র চন্দ্রাদিত্য, তৎপুত্র সোমাদিত্য; ইনি পরলোক গত হইলে চামুণ্ডরাজ রাজা হইয়া ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বল্লভরাজ ৬, তৎপরে দুর্ল্লভরাজ ১১।৬ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র ভীম। এই ভীমের সহিত মুঞ্জের শক্রতা হইয়াছিল। ভীমের বৃদ্ধা রাজ্ঞী বকুলদেবীর গর্ভোদ্ভব ক্ষেম-রাজ। আর এক স্ত্রীর নাম উদয়মতী। ইহার সন্তান কর্ণদেব। ক্ষেমরাজ আর কর্ণদেবের পরস্পর রাম লক্ষ্মণের ন্যায় সৌহৃদ্য ছিল। ক্ষেমরাজ কিছুকাল রাজ্য করিয়া কর্ণদেবকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। ইহাঁর নামান্তর ভোগীকর্ণ। ইহাঁর পুত্র জয়-সিংহদেব। ধনেশ্বর স্থূরি ও মদনপাল কর্ণরাজের সাময়িক সভ্য। এই সকল পণ্ডিতেরা রাজাকে উপদেশ দিতেন—

"अप्यानुङ्करि तुन्वि अनुङ्करितु तेहिं ति अवंसो अन्ने
अभवि असता अनुमोऽव्वरे जिन भवणं।"

"जिना भवसाइंजे मुङ्कवन्ति भत्ति पड़सी अपड़िआँइ,
तेनुङ्कवन्ति अप्पं भोमानुभव समद्दातु।"

"माणिक्यहेमरत्नाद्यैः प्रासादान् कारयन्ति ये।
तेषां पुण्यैकमूर्त्तीनां कोवेद फलमुत्तमम्॥"
"काष्ठादीनां जिनावासे यावन्तः परमाणवः।
तावन्ति वर्षलक्षाणि तत्कर्त्ता स्वर्गभाग्भवेत्॥"
"नवीनजिनगेहस्य विधाने यत् फलं भवेत्।
तस्मादष्टादशगुणं जीर्णोद्धारेण जायते॥"
"जीर्णोद्धाराय विज्ञप्तः स्वजनेन नृपस्ततः।
सुराष्ट्रोत्ग्राहितं * * * भिल्ल पुरं ययौ॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যাঁহারা মণিমাণিক্যাদি দ্বারা জিনদেবের প্রাসাদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ পুণ্য-মূর্ত্তি এবং তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যের ফলপরিমাণ কত, কে বলিতে পারে? তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু জিন-মন্দিরে প্রদত্ত হয়, দাতা তাহার প্রত্যেকের পরমাণু-সমসংখ্যক লক্ষ বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে। বিশেষতঃ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা জীর্ণ-সংস্কার করার ১৮ গুণ অধিক ফল।—ইত্যাদি। ইহাঁর মাতাও নানাবিধ সদুপদেশ দিতেন। তিনি আপন পুত্রকে বলিয়াছেন, পুত্র!—

"दीपे म्लायति तैलपूरणविधिस्तोयस्य संशुष्यति ।
प्रावारो हिमसङ्गमे जलरुहं ग्रीष्मज्वरे जागरे ॥
निर्व्वातं कवचं प्रहारव्यतिकरे रोगोद्भवे भेषजम् ।
धर्म्मो मृत्युमहाभये मतिमतां संसेवितुं युज्यते ॥"

এইরূপ নানা উপদেশে উত্তেজিত হইয়া তিনি অনেক চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে মাতার উপদেশে ভদ্রেশ্বরাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণরাজ আশা-পল্লী নামক স্থানবাসী এক লক্ষ ভিল্লজাতির অধিপতি অশোক নামক ভিল্লকে জয় করিয়া সেই স্থানে আপনার নামে অর্থাৎ কর্ণাবতী নামে নগর নির্ম্মাণ করেন। ইতি ২৯ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। এতৎপুত্র জয়সিংহদেব ৩০ বর্ষ রাজ্য করেন। ইহাঁর খ্যাতি শ্রীসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী। ইনি যোগ-মার্গে সিদ্ধ ছিলেন। এই সিদ্ধরাজ হেমচন্দ্রের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে ও কাব্যপ্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলিলেন, "শ্রীবীর জিনেন্দ্র সমক্ষে শিশুকালে আমি যে তাঁহার ব্যাখ্যাত গ্রন্থ শুনিয়াছি সেই 'জৈনেন্দ্র' নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া থাকি।" (আমাদের ব্যাকরণে "ইতি জৈনেন্দ্রবুদ্ধিপাদঃ" বলিয়া অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়) সিদ্ধ বলিলেন "পুরাতন ত্যাগ করিয়া এখন কেহ নূতন ব্যাকরণ করিতে পারেন কি না তাহাই বলুন।" হেমচন্দ্র বলিলেন, "যদি সিদ্ধরাজ সাহায্য করেন তবে আমি পঞ্চাঙ্গ-ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে পারি।" এই

কথায় রাজা ১৮, নানা দেশ হইতে সমস্ত ব্যাকরণ আনাইয়া দিলেন; তাহা অবলম্বন করিয়া হেম এক লক্ষ পঁচিশ সহস্র শ্লোকে গ্রথিত এক বৃহৎ পঞ্চাঙ্গ লক্ষণ যুক্ত ব্যাকরণ এক বৎসর মধ্যে প্রস্তুত করিলেন। তাহার নাম হইল "শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র।" এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবার পর উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করিয়া শ্বেতহস্তীর উপর রক্ষা করিয়া চামরাদি ব্যজন করিতে করিতে রাজার ন্যায়, (ব্যাকরণের রাজা বলিয়া) রাজসভায় নীত হয়। সকল দেশের পণ্ডিত আহ্বান করাইয়া তাহা পাঠ ও সংশোধন করান হইয়াছিল। ইহার পূজা করিয়া "সরস্বতী-যোগানামক" পুস্তকালয়ে রাখা হয়। এই সময়ে পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়াছিলেন।

" ... ... "

पाणिनिप्रलपितं कातन्त्रके का कथा, माकार्षीः कटु शाकटा-
यनवचः क्षुद्रेण चान्द्रेण किम्।

... ...

श्रूयन्ते यदितावदर्थमधुराः श्रीसिद्धहेमोक्तयः॥

অর্থাৎ যদি শ্রীসিদ্ধ হেমের মধুর উক্তি শ্রবণ কর, তবে পাণিনির ব্যাকরণ প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে সুতরাং কাতন্ত্র প্রভৃতির ত কথাই নাই। শাকটায়নের ব্যাকরণ ভাল বটে কিন্তু বড় কটু। ক্ষুদ্র চান্দ্র ব্যাকরণ কোন কার্য্যে আইসে না। ইত্যাদি।

দধিস্থলী পুরের ভীমদেবের পুত্র ক্ষেমরাজ ও তৎপুত্র দেবপ্রসাদ। ইহাঁর পুত্র ত্রিভুবনপাল ও ভার্য্যা কশ্মীরা দেবী। ইহাঁরই গর্ভে কুমারপালের জন্ম। ইনি যুদ্ধ বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং নীতি-পরায়ণ ভূপতি ছিলেন।

কুমারপাল হেমচন্দ্রের নিকট নানা সদুপদেশ প্রাপ্ত হন। কুমারপাল জয়সিংহের সমীপে থাকিয়া পরিশেষে দধিস্থলীতে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধরাজার সন্তান ছিল না। ইনি সন্তান-কামনায় হরি-বংশাদি শ্রবণ ও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়াছিলেন। তৎপরে হেমচন্দ্রের উপদেশে তীর্থভ্রমণও করিয়াছিলেন।

তিনি রাজ্যলোভে ত্রিভুবনপালকে গোপনে বিনাশ করিয়া কুমারপালকে বিনাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহা সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু কুমারপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যহীন হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার এই অবস্থায় পুনশ্চ সাক্ষাৎ হয়। হেম তাঁহাকে বলিলেন।—

"भो कुमार! गुणाधार! नवाङ्के श्वर वत्सरे (११९९)
चतुर्थ्यां मार्गशीर्षस्य श्यामायां रविवासरे।
पुष्यकन्तेऽपराह्ने च तव राज्यं न जायते॥"—*

---

* মেরুতুঙ্গাচার্য্যকৃত প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিত আছে "বিক্রমার্কসময়াৎ প্রগতেষু নব নবত্যধিকৈকাদশশতীমিতেষু কার্ত্তিকশুক্লদশম্যাং কুমারপালস্য রাজ্যাভিষেকোবভূব।"

অর্থাৎ ১১৯৯ সম্বৎ অব্দের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ চতুর্থীতে তুমি রাজ্য পাইবে। কুমার মন্ত্রীগৃহে লুক্কায়িত থাকিতেন। বিজয়সিংহ দেব তাঁহার বিনাশার্থে চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চর সন্ধান করিয়া সেখানে গিয়া হেম সূরিকে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি মিথ্যা করিয়া বলিলেন "এখানে নাই।" হেমাচার্য্য মনে করিলেন "প্রাণপরিত্রাণং মহৎ পুণ্যম্।" মিথ্যা বলার পাপ অপেক্ষা এক জনের প্রাণ রক্ষা করায় মহৎ পুণ্য লাভ হয়। কুমারপাল পরিত্রাণ পাইয়া ভৃগুকচ্ছে গেলেন। তৎপরে কৈলম্বপত্তনে গমন করেন। এই কৈলম্ব-স্বামী ইঁহাকে স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধ প্রদান করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া উজ্জয়িনীতে গমন করেন। এখানে বিক্রমাদিত্যের সুযশঃ শুনিলেন। এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধসেন দিবাকর নামে এক পার্শ্বদ ছিলেন, তিনি জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপদেশ সতত গ্রহণ করিতেন।" কুমার এখান হইতে নগেন্দ্রপত্তনে গমন করেন। তিনি তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকৃষ্ণদেবের গৃহে থাকিলেন। ইঁহার ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী। এপর্য্যন্ত ইনি রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহার পরেই অবসর ক্রমে খড়্গ-ধারণপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "খড়্গেনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যাং বসুন্ধরাম্।"

এই কার্য্যে তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণদেব প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সম্বৎ অব্দের ১১৯৯ বর্ষে মার্গশীর্ষ চতুর্থীতে পুনর্ব্বার রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এখন ইহাঁর বয়স ৫০ বর্ষ। উদয়ন তাঁহার মহামাত্য ছিলেন। ইনি পণ্ডিত, সর্ব্বগুণযুক্ত এবং কুমারের পূর্ব্বোপকারী। ৫০ বৎসর বয়সে কুমার স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের বৃদ্ধামাত্য ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে গোপনে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকেই বিনাশ করিয়াছিলেন। যখন কুমারপাল এই সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, যথা—পূর্ব্বদিকে শূরসেন, কুশাবর্ত্ত, পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, মগধ ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাশ্মীর, উড্ডয়ন, জালন্ধর, সপাদ, লক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতি পার্ব্বতীয় অসভ্য দেশ। দক্ষিণে—লাট, মহারাষ্ট্র, তিলঙ্গ। তৎপশ্চিমে সুরাষ্ট্র, ব্রাহ্মণবাহক, পঞ্চনদ এবং সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি। এই দিগ্বিজয়-কালে সিন্ধুর পশ্চিম পারের পদ্মপুর নগরের রাজকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। মূলস্থানে (মূলতান) ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে ১০০০০০ অশ্ব, ১০০০ গজ, ১৪০ রথ, ১৮ লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল। বীরচরিত্রে লিখিত আছে,—

"आगङ्गमैन्द्रिमाविध्यां यम्यमासिन्धुपश्चिमम्।
आतुरुष्कञ्च कौवेरीं चौलुक्यः साधयिष्यति॥"

রাজা এক দিন মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীসিদ্ধ রাজার, কি আমার গুণ অধিক।" ইহাতে তাঁহারা কুমারপালকে অধিক গুণবান্ বলিয়া তাঁহার সংগ্রামপটুতার বিশেষ সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমাচার্য্য দ্বারা জৈনদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিসম্বন্ধীয় অনেক নিয়ম প্রচারিত হয়। জৈন মতে মাংসভোজন বড় নিষেধ। যথা,—

जातु मांसं न भोक्तव्यं प्राणैः कण्ठागतैरपि।

জৈনেরা রাত্রে আহার করে না। রাত্রের জল রুধির এবং অন্ন মাংসতুল্য জ্ঞান করে। "**त्यजामो भोजनोदके।**" (হেমসূরি।)

"**त्वयि चास्तमिते देव आपोरुधिरमुच्यते**"

এই স্কন্দ পুরাণের বচন লইয়া হেমসূরি উক্ত নিয়ম প্রচার করেন। অদ্যাবধি জৈনেরা বৈকালে আহার করে, রাত্রে ভোজন করে না। জৈনদিগের মতে জৈন মুনিরাই বৈষ্ণব, আর কেহ বৈষ্ণব নাই। কুমারপাল হেমসূরির উপদেশক্রমে অনেক জৈন মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১২১১ সম্বৎ বর্ষে হেমসূরি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্রিভুবনপাল-নামক বিহার স্থাপন করেন।

হেমাচার্য্য কহেন "**वागभट्टं मन्त्रिणमुख्यः**" কুমারপালের বাগভট্টনামা মন্ত্রী ছিল। ইনিই প্রসিদ্ধ জৈন আলঙ্কারিক বাগ্-

ভট্ট। ইহাঁর কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ ও অলঙ্কারতিলক বৃত্তি জৈন-সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে।

কুমার এই সকল দেশে অমারিপটহ অর্থাৎ অহিংসা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কর্ণাট, গুর্জ্জর, লাট, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, সৈন্ধব, উচ্ছা, ভম্ভেরী, মালব, মারব, কোঙ্কন, স্বরাজ্য, কীব, জনোদর, সপাদ, লক্ষ, মিবাড়, দীপাক্ষ, আভীরাক্ষ, কুমার-গিরি, কাশী ও গাজনী প্রভৃতি দেশে কোথাও বিনয়, কোথাও বা বলপূর্ব্বক হিংসা নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারস্থ সমুদায় দেবমন্দিরে পশুবলিদান নিষেধ করিয়াছিলেন।

জৈনদিগের তীর্থ ২ প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম। জৈন মুনিরা জঙ্গম-তীর্থ, আর তাঁহাদের সেবিত স্থান সকল স্থাবর তীর্থ। যথা—

'जङ्गमं स्थावरञ्चैव तीर्थं द्विविधमुच्यते।
जङ्गमं मुनयः प्रोक्तं स्थावरन्तन्निषेवितम् ॥'

শত্রুঞ্জয়, রৈবত গিরি, বৈভার, অষ্টপাদ গিরি, সম্মেত শিখর, ইত্যাদি স্থাবর-তীর্থ। এতন্মধ্যে শত্রুঞ্জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শত্রুঞ্জয়-যাত্রায় সকল তীর্থযাত্রার ফল হয়। জিন-গণধর সকল জঙ্গম তীর্থ। শত্রুঞ্জয়ের অনেক নাম; যথা—

शत्रुञ्जयः पुण्डरीकः सिद्धिक्षेत्रं महाबलं।
सुरशैलो विमलाद्रिः पुण्यराशिः * * *

পর্ব্বতেন্দ্রঃ সুভদ্রশ্চ দৃঢ়শক্তিশ্চ কর্ম্মকঃ।
মুক্তিগেহং মহাতীর্থম্ ভাস্বতঃ সর্ব্বকামদঃ॥
পুষ্পদন্তো মহাপদ্মং পৃথ্বীপীঠং প্রভাপদম্।—

ইত্যাদি। ১০৮ নাম আছে।

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে কুমারপাল পার্শ্বনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জৈনেরা গুরুমূর্ত্তি, গুরু-পাদুকা, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিন-মূর্ত্তির পূজা করে ও ধূপদীপ নৈবেদ্য পুষ্প প্রদান করে।

নেমির জন্মস্থান রৈবতক পর্ব্বত। এই জন্য ইহা মহাতীর্থ এবং এখানে নেমির নির্ব্বাণ হইলে ৯০৯ বৎসর পরে কাশ্মীর দেশ হইতে রত্নদেব শ্রাবণ রৈবতে আসিয়া যাত্রা মহোৎসব করিয়াছিলেন। তদবধি এখানে যাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে। সেই নেমিমূর্ত্তি ব্রহ্মেন্দ্রের স্থাপিত।

৮৪ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্র আপনার মরণকাল আগত বুঝিতে পারিয়া সমস্ত সংঘ ও রাজাকে নিকটে ডাকিয়া সমাধি-যোগে শরীর ত্যাগ করেন। রাজা কুমারপাল রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর চন্দনাগুরু প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধময় করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়াছিল। সেই স্থানটি হেমখড্ড নামে প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে, কুমার পাল ৩০ বৎসর ৮ মাস ২৭ দিন রাজ্য করিয়া শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-পুত্র অজয়পাল রাজ-

সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহীপালের পুত্র। ১৪৪০ অব্দে এই কুমারপালের প্রবন্ধ সংগ্রহ হয়। তৎপরে তাহা সোমসুন্দর গুরুর শিষ্য জিনমণ্ডল উপাধ্যায় কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে গদ্য পদ্যে রচিত হইয়া ১৪৯৫ সম্বতে প্রচারিত হয়।

কুমারপাল-প্রবন্ধে কুমারপালচরিত এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবটী উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলন মাত্র। মূল প্রস্তাবে শ্রীপত্তন, ধারানগরী, ধন্ধুকপুর, নাগপুর, কর্ণাবতী, শঙ্খপুর, কুমারগ্রাম, প্রভৃতি স্থান এবং মদনবর্ম্মা, শ্রীদত্তসূরি, গুণসেনসূরি, প্রদ্যুম্নসূরি ও শূরশেখর প্রভৃতি ব্যক্তিবৃন্দের ও সিদ্ধান্তবৃত্তি, নেমিচরিত্র, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, বীরচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং জৈন নীতি, ও ব্রতকথার নানা বিবরণ আছে; তাহা বাহুল্য-ভয়ে এই প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। আমরা কেবল কুমারপাল-প্রবন্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিলাম এবং আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে কুমারপাল সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় কৃষ্ণাজী-প্রণীত রত্নমালা রাজশেখরকৃত প্রবন্ধকোষ ও মেরুতুঙ্গাচার্য্যকৃত প্রবন্ধ-চিন্তামণি হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বিদ্যাপতি বিহ্লণ।

Call it not vain;—they do not err
Who say that when the Poet dies,
Mute Nature mourns her worshipper,
And celebrates his obsequies.'

SCOTT, LAST MINSTREL.

বিদ্যাপতি বিহ্লণ।

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার মধ্যে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের নাম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগের কাব্য ও নাটকনিচয় এ কাল পর্য্যন্ত বিদ্যার্থীগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন; কিন্তু কবিবর বিহ্লণের নাম গন্ধও অনেকের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণের গ্রন্থ-মধ্যেও উল্লিখিত কবিনিচয়ের কাব্য হইতে বহুল পরিমাণে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিহ্লণের বিক্রমাঙ্ক-দেব-চরিত মহাকাব্য হইতে কোন উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই—এমন কি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই গ্রন্থের নাম পর্য্যন্তও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। সম্প্রতি জশল্মীর জৈন ভাণ্ডার হইতে সংস্কৃতবিদ্যা-বিশারদ বুলার মহোদয় একখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত "বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত" প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই বিশেষরূপে পরিদর্শনান্তর মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ যত্ন করিয়া প্রচার না করিলে কিছু কাল পরে উহার নাম পর্য্যন্ত সাহিত্যসংসার হইতে লোপ হইত। আমরা ঐ মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কবি-বৃত্তান্ত নিম্নে সঙ্কলন করিলাম।

"বিহ্লণ পঞ্চাশিকা" এই নামে ৫০টী কবিতা-পূর্ণ এক-খানি ক্ষুদ্র কাব্য কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই কবিতাগুলি চোর-কবিকৃত "চোর পঞ্চাশৎ" বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ। "বিহ্লণ পঞ্চাশিকায়" একটী ক্ষুদ্র পূর্ব্বপীঠিকা আছে। তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৃত। তাহাতে লিখিত আছে, বিহ্লণ গুজরাটাধিপতি বীরসিংহ-তনয়া চন্দ্রলেখা বা শশিলেখাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং কিছুকাল পরে রাজকুমারী তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধিতে বিবাহ করেন। রাজা এই গোপনীয় বিবাহব্যাপার অবগত হইয়া এক কালে ক্রোধে অধীর হওত বিহ্লণের শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিহ্লণ বধ্যস্থলে নীত হইলে এই "পঞ্চাশিকা" দ্বারা স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজা দূতদ্বারা সেই কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া পাঠান্তে পরম সুখী হওত বিহ্লণের প্রাণ দান করিয়া চন্দ্রলেখাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। চোর-কবি সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প কবিবর ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চালদেশে এই গল্পটী ভিন্ন অবয়বে প্রচলিত আছে। যাহা হউক এ গুলি গল্পমাত্র, ইহাতে অণু-মাত্র সত্য নাই। বিশেষতঃ অনিহীলবারা পত্তনের নৃপতি বীরসিংহ বিহ্লণের একশত বৎসর পূর্ব্বে (৯২০ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নাম উল্লিখিত গল্প মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে সমুদয় অলীক সপ্রমাণ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন

সুকবি বিহ্লণ বিক্রমাঙ্ক কাব্যে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে "পঞ্চাশিকা" কাব্যের উল্লেখমাত্র করেন নাই; এবং তিনি যে নানাগুণ-সম্পন্না নৃপতি-তনয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বিষয়েরও উল্লেখ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই "পঞ্চাশিকা"* চোর-কবি কৃত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং ইনি বিহ্লণ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি; সেই কারণেই বিহ্লণ সম্বন্ধে যে গল্প পূর্ব্ব পীঠিকায় লিখিত আছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা সপ্রমাণ হইতেছে।

বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতের শেষ (১৮শ সর্গে) কবিবর বিহ্লণ স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সর্গের প্রারম্ভে কাশ্মীর দেশের প্রকৃতি, জল, স্থল, হ্রদ, নদী (বিশেষতঃ বিতস্তা,) ও পর্ব্বতের উত্তম বর্ণনা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, কাশ্মীর মধ্যে "প্রবর" নামক পুরীই শ্রেষ্ঠ। এতৎপরে বিতস্তার পুণ্য

---

* "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" মধ্যে "পঞ্চাশিকা" বিহ্লণকৃত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার রচনার সহিত বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্যের রচনার কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। বিশেষতঃ ভোজদেব "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে" "পঞ্চাশিকা" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিক্রমাঙ্ক-চরিতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চোর-কবিকৃত "পঞ্চাশিকা" তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিহ্লণ তাঁহার পরবর্ত্তী কবি, এজন্য তাঁহার গ্রন্থের উদাহরণ "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে" প্রদত্ত হয় নাই।

সলিলের মনোহারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীর ললনাগণ ভূবিদ্যাধরী বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহারা সংস্কৃতভাষায় মাতৃ-ভাষার ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। যথা—

"যত্র স্ত্রীণামপি কিমপরং জন্মভাষেব দেব।
প্রত্যাবাসং বিলসতি বচঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চ॥"

পুনরায় কবি কাশ্মীর-রমণীসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"দৃষ্ট্বা যস্মিন্নভিনয়কলাকৌশলং নাটকেষু
শ্মেরাক্ষীণাং মদনজনকব্যাসকৃদঙ্গহারম্।
রম্ভা স্তম্ভং ভজতি লভতে চিত্রলেখা ন রেখাম্
ন্যূনং নাট্যে ভবতি চ চিরং নোর্ব্বশী গর্ব্বশীলা॥"

অর্থাৎ যে কাশ্মীর-ফুল্লাক্ষীদিগের অঙ্গভঙ্গী দেখিলে রম্ভা লুক্কায়িত হন, চিত্রলেখার রেখাও থাকে না, উর্ব্বশীর গর্ব্বও খর্ব্ব হয়।

তিনি কাশ্মীরীয় কাব্যের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন "যে স্থান হইতে প্রকৃতি-সুন্দর কাব্য ও কুঙ্কুম উৎপন্ন হইয়া জগতের বল্লভ ও দুর্লভ হইয়া আছে।" যথা—

"কাব্যং যেভ্যঃ প্রকৃতি-সুভগং নির্গতং কুঙ্কুমঞ্চ।
—উৎকর্ষাদ্ভবতি জগতাং বল্লভং দুর্লভঞ্চ॥"

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ সৌধনিচয়ের মধ্যে ভট্টারক মঠ, হলধর-নির্ম্মিত অগ্রহার, ক্ষেম-গৌরীশ্বরের মন্দির, সংগ্রাম-ক্ষেত্র মঠ,

রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতির এই সর্গে উল্লেখ আছে। বিহ্লণ, গয়রের বর্ণনা করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাশ্মীরাধিপতিগণের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমে কাশ্মীরের রাজা অনন্তদেবের বিষয় লিখিয়াছেন। অনন্তদেব রামবংশীয়। তিনি অসীম পরাক্রমপ্রভাবে দরদ ও শকগণকে দমন করিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চম্পা, দর্ভভিসর, (বিদর্ভসর) ও ত্রিগর্ত্তে স্বীয় শাসন-প্রণালী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্ঞীর নাম সুভট। ইনি অতিপুণ্যশীলা ছিলেন। তাঁহার দ্বারা একটী বিদ্যালয় ও বিতস্তার তীরে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ্ঞী-ভ্রাতা লোহরাখণ্ডল বা ক্ষিতিপতি ক্ষত্রিয় মধ্যে অতি তেজস্বী এবং ভোজের ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

নৃপতি অনন্ত দেবের ঔরসে ও রাজ্ঞী সুভটের গর্ব্ভে কলশরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যশালী নৃপতি ছিলেন এবং জয়পীড়ের ন্যায় কাশ্মীর-মণ্ডলে খ্যাত হইয়া কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার হর্ষ, উৎকর্ষ ও বিজয়মল্ল নামক নানাগুণ-সম্পন্ন তিন পুত্র হইয়াছিল। তাহার মধ্যে হর্ষদেব বীরত্বে পিতার সদৃশ এবং কবিত্বে শ্রীহর্ষকেও পরাভব করিয়াছিলেন। যথা—

"श्रीहर्षादप्यधिककवितोत्कर्षवान् हर्षदेवः।"

তাঁহারভ্রাতা উৎকর্ষদেব ক্ষিতিপতির লোহার রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া, দূরস্থ ম্লেচ্ছরাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই প্রবরপুরের রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন। এইরূপ কাশ্মীর-রাজগণের বিষয় বর্ণন বিহ্লণ আপনার বংশ বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়া-করিয়াছেন, প্রবরপুরের দুই ক্রোশ দূরে 'জয়বন' নামে এক স্থান আছে। এস্থানে নাগরাজ তক্ষকের এক কুণ্ড ছিল। তৎসন্নিকটে 'খোলমুখ' নামক গ্রাম আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কুঙ্কুম ও দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্রামে কৌশিক গোত্রে মুক্তিকলশ নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজকলশ জগৎমান্য মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্র ছিল। ইহাঁর স্ত্রীর নাম নাগদেবী, তাঁহারই গর্ভে বিহ্লণের জন্ম হয়। বিহ্লণদেব বেদ, বেদাঙ্গ, শব্দশাস্ত্র ও সাহিত্যে বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ দর্প প্রকাশ করিয়াছেন—

"সাঙ্গো বেদঃ ফণিপতিনিভেনা শব্দশাস্ত্রে বিচারঃ।
যাতা যস্য শ্রবণসুভগা সা চ সাহিত্যবিদ্যা॥
কোবা শক্তঃ পরিগণয়িতুং শ্রূয়তাং তথ্যমেতৎ।
যস্যাদর্শী কিমিতি বিমলে নান্যসংক্রান্তমাসীৎ॥"

বিহ্লণ বিদ্যাশিক্ষার পর নানাদেশ পরিভ্রমণ করত বহু

দর্শন লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যুবকগণ যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীস, ইটালী ও সুইজরলণ্ড পরিভ্রমণ করত প্রাচীন কীর্ত্তি তথা স্বভাবের মনোহর শোভা সন্দর্শনে, মনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, এতদ্দেশেও পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার গৌরববৃদ্ধি জন্য নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করিতেন ও বিবিধ জনপদের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া বহুদর্শন লাভ করিতেন। শ্রীহর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায়, কবিবর বাণভট্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়াও কেবল বহুজ্ঞতা লাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষার পর নানা রাজ্য ও অনেক রাজ-সভায় গমন করিয়াছিলেন। বিহ্লণ সেইরূপ আপনার হৃদয়কে উন্নত করিবার মানসে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ ও বারাণসী গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার কর্ণরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার রাজ-সভায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া সভাপণ্ডিত গঙ্গাধরকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কর্ণরাজার আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি 'রামস্তুতি' গ্রন্থ রচনা করেন এবং এইখানিই তাঁহার প্রথম রচনা-কুসুম।

বিহ্লণ কর্ণরাজের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধারাধিপ ভোজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহার মানস সফল হয় নাই। এই ভোজ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ-প্রণেতা ভোজরাজ

নহেন, তিনি বিহ্লণের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বিহ্লণ অনিহীলবারাপত্তনে গমন করিয়া তথাকার লোকদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সোমনাথপত্তনে গমন করিয়া ভক্তিসহকারে মহাদেবের মূর্ত্তি উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে কতিপয় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সন্দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। এইরূপে ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বিক্রমের রাজধানী কল্যাণ নগরে আগমন করিয়াছিলেন, এবং এইখানে থাকিয়াই তাঁহার বিদ্যার গরিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কল্যাণ-রাজধানীতে ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে তাঁহার জীবনের শেষকাল অতিবাহিত হয়। চৌলুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্লদেব বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' খ্যাতি প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

"**चौलुक्येन्द्रादलभत कृती योऽत्र विद्यापतित्वम्।**"

এই নৃপতিই পুনরায় 'পার্মাড়ি' নামে রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে বিহ্লণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"**काश्मीरेभ्यो विनिर्य्यान्तं राज्ये कलशभूपतेः।**
विद्यापतिं यं कर्णाटश्चक्रे पार्म्माडिभूपतिः॥
प्रसर्पतः करटिभिः कर्णाटकटकान्तरम्।
राज्ञोऽग्रे ददृशे तुङ्गं यस्यैवातपवारणम्॥

ত্যাগিনং হর্ষদেবং স শ্রুত্বা সুকবিবান্ধবং।
বিহ্লণো বম্বনাং মেনে বিভূতিং তাবতামপি॥"

অর্থাৎ কলশরাজের রাজ্যে গমনার্থ কাশ্মীর হইতে নির্গত হইলে, কর্ণাট পার্মাড়িরাজ যাঁহাকে বিদ্যাপতি করিয়াছিলেন; কর্ণাট সৈন্যের মধ্যে গমনকারী রাজার সম্মুখে যাহার আতপত্র দৃষ্ট হইয়াছিল; সেই বিহ্লণ কবিবান্ধব হর্ষদেবকে ত্যাগধর্ম্মী শ্রবণ করিয়া আপনার তাবৎ ঐশ্বর্য্যকে বিড়ম্বনা মনে করিলেন।

ত্রিভুবন-মল্লদেব কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ হইতে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং বিহ্লণও এই সময় মধ্যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন, স্থির হইতেছে। পুনরায় বিহ্লণ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "কাশ্মীরাধিপতি অনন্ত ও কলশ উভয়েই তাঁহার সমসাময়িক।"

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, "অনন্ত ৩৫ বৎসর রাজ্য করিয়া তাঁহার পুত্র কলশকে রাজ্যাভিষিক্ত করত তাঁহার সহিত একযোগে পুনরায় পঞ্চদশ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন; তৎপরে কলশের অসচ্চরিত্রতা প্রযুক্ত বিরক্ত হইয়া দুই বৎসর ৬ মাস বিজয়-ক্ষেত্রে বাস করেন। অবশেষে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুসম্বাদে সূর্য্যমতী বা সুভট জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করত বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।" জেনেরেল কনিংহাম

সাহেব কহেন, "১০৮০ খৃষ্টাব্দে অনন্তদেব আত্মহত্যা সম্পাদন করেন এবং তাঁহার পুত্র কলশরাজ ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাপতি বিহ্লণ তাঁহার আশ্রয়-পাদপ চালুক্য-বংশীয় কর্ণাট-রাজের (বিক্রম) সন্তোষের জন্য তচ্চরিত্র "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত" রচনা করিয়াছিলেন যথা—

"তেন প্রীত্যৈ বিরচিতমিদং কাব্যমব্যাজকান্তং।
কর্ণাটেন্দোর্জগতি বিদুষাং কণ্ঠভূষাত্বমেতু॥"

পণ্ডিতবর বুলার সাহেব অনুমান করেন, এই কাব্য ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে বিহ্লণের প্রাচীন বয়সে এই কাব্য লিখিত হয়।

বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত কাব্যের প্রথম সর্গে চালুক্য বা চৌলুক্য বংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে; তাহাতে লিখিত আছে, "ব্রহ্মার চুলুক অর্থাৎ আচমনীয় জল-গণ্ডূষ হইতে এক বীরপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। দেবতার হিতের জন্যই ব্রহ্মা ইহাঁকে সৃজন করেন।" যথা—

"অথাবিরাসীৎ সুভটস্ত্রিলোকত্রাণপ্রবীণশ্চুলুকাৎ বিধাতুঃ।"

ক্রমে ইহাঁর বংশ-পরম্পরা পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বংশে হারীত প্রভৃতি মাহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

তৎপরে মালব্য। ইনি অসাধারণ রাজা ছিলেন। তাঁহার নাগরখণ্ডে (গুজরাট) রাজধানী ছিল। যথা—

"चक्रे पदं नागरखण्डचुम्बि युगन्धमायां दिशि दक्षिणस्याम् ।"

ক্রমে মালব্যের অধস্তন বংশে শ্রীতৈলপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই চালুক্যচন্দ্র। এতৎপরে ইহাঁর সর্ব্ববিজয়-রাজসিংহাসনে জয়সিংহদেব উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র আহবমল্লদেব, তাঁহার অপর নাম ত্রৈলোক্যমল্লদেব। কবিরা ইহাঁকে দ্বিতীয় "রাম" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি মহিষীর সহিত পুত্র-কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন দৈব-বাণী হইল—"চৌলুক্য-রাজ! আর শ্রম করিতে হইবে না, কর্কশ তপস্যা পরিত্যাগ কর, অচিরে পুত্রমুখ দেখিতে পাইবে।" তৎপরে তাঁহার পুত্র জন্মিল। ইহার নাম সোমদেব রাখিলেন। কিছু কাল পরে দ্বিতীয় পুত্র জন্মিলে, তাঁহার নাম বিক্রমদেব রাখিলেন। বালককালেই ইহাঁর শৌর্য্য সন্দর্শনে, রাজা ও পুরোহিত তাঁহার বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাঁর বিষয়ই বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য অষ্টাদশ সর্গে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথমসর্গে বিক্রমের বংশ—দ্বিতীয়ে জন্মাদি—তৃতীয়ে দিগ্বিজয় ও যৌবরাজ্য ইত্যাদি ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে নৈষধের ন্যায় পদবিন্যাস দৃষ্ট হয় এবং ইহার আদ্যোপান্ত রচনায় গ্রন্থকার বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বৈদর্ভী রীতিতে রচিত।

"শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" মধ্যে বিক্রমাঙ্কদেবচরিত হইতে প্রমাণ

উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যাপক আফ্রেক্ট কহেন, শার্ঙ্গধর চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিদ্যাপতি বিহ্লণের কালিদাসের ন্যায় সহৃদয়তা ছিল না; তিনি আপনার কবিত্ব সম্বন্ধে অনেক গর্ব্বোক্তি করিয়াছেন। যথা—

"সহস্রশঃ সন্তু বিশারদানাং বৈদর্ভলীলানিধয়ঃ প্রবন্ধাঃ।
তথাপি বৈচিত্র্যরহস্যলুব্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্যন্তি সচেতসোঽত্র॥"

অর্থাৎ যদিও নিপুণ ব্যক্তিদিগের বৈদর্ভ (রীতি বিশেষ) লীলার নিধি স্বরূপ অনেক প্রবন্ধ আছে, তাহা থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত আছে এবং যাঁহারা রহস্যলুব্ধ, তাঁহাদিগকে আমার এই গ্রন্থে অবশ্য শ্রদ্ধা করিতে হইবে। পুনরায় লিখিয়াছেন—

"রসধ্বনেরধ্বনি যে চরন্তি সংক্রান্তবক্রোক্তিরহস্যমুদ্রাঃ।
তেঽস্মৎপ্রবন্ধানবধারয়ন্তু কুর্ব্বন্তু শেষাঃ শুকবাক্যপাঠম্॥"

অর্থাৎ যাঁহারা রস ও ভাবরূপ পথে বিচরণ করেন, বক্রোক্তির রহস্যোদ্ভেদ করিতে পটু, তাঁহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণ করিবেন, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা শুকপক্ষীর ন্যায় পাঠমাত্র করিবে। ইত্যাদি।

বিহ্লণ "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" ও "রামস্তুতি" রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক আফ্রেক্ট কহেন, ইহা ভিন্ন তিনি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

আর্য্যসম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার।

"Then we have the great Hindu race, originally members of that primeval family who called themselves Arya or noble,—"

Professor Monier Williams.

——"सुदानव आर्य्या व्रता विसृजं तो अधि क्षमि"

ঋগ্বেদ সংহিতা।

আর্য্যসম্প্রদায়ের

আচারব্যবহার।

বেদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে পুরাকালের আর্য্যগণের আচার ব্যবহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেজন্য অদ্য তাহা বিশেষ-রূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। একটী প্রবন্ধেই এই গুরুতর বিষয় শেষ না করিয়া, এতৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা আছে।

আর্য্য শব্দ যে জাতিবাচক, তাহার প্রমাণ কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে **"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।"** এই অমরসিংহোক্ত বাক্যে যে 'আর্য্যা-বর্ত্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ 'আর্য্যদিগের আবাসভূমি' কিন্তু এতদ্দ্বারা আর্য্যনামক জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। সাধারণতঃ আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর কৃষ্ণ সাঙ্খ্যসপ্ততির শেষে লিখিয়াছেন **"আর্য্যমতিভিঃ।"** বাচস্পতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন **"আরাজ্জাতাস্তত্ত্বেভ্য ইত্যার্য্যাঃ। আর্য্যা মতির্যস্য স আর্য্যমতিঃ।"** আর্য্যমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা তত্ত্বনিচয়ের নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি। বাচস্পতি মতে 'আরাৎ' শব্দের

উত্তর ‘য’ প্রত্যয় এবং পৃষোদরাৎ নিয়মে আর্য্যশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে আর্য্যগণের প্রথম আগমন উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লিখিত ব্যুৎপত্তির দ্বারা কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তথা হইতে তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা কোন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান হিন্দুদিগের আদিপুরুষেরা উত্তর কুরুতে ছিল। সেই উত্তর কুরু যে কোথায় ছিল তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভারতীয় বনপর্ব্বে লিখিত আছে, যখন পাণ্ডু রাজা পুত্রোৎ-পাদন নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে “উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতি অনাবৃত আছে।” ইহাতে এস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে না। বোধ হয়, মধ্য এসিয়ায় কোন স্থান কুরুদেশ নামে খ্যাত ছিল। ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে। মহাভারতের একস্থানে “ঈরিণ” শব্দের উল্লেখ আছে। বালুকাময় প্রদেশের নাম ঈরিণ, ইহাই তাহার অর্থ। যথা— “**ईरिणे निर्जले देशे**” [বনপর্ব্ব]। তদ্ভিন্ন ‘ঈরামা’ নামক এক দেশের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথমোক্ত ‘ঈরিণ’ দেশই ঈরাণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বালুকাময় জলশূন্য ‘ঈরিণ’ বা ঈরাণ হইতেই আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, ইহা অসম্ভব অনুমান নহে।

রাজতরঙ্গিণীলেখক কহ্লণ পণ্ডিত বলেন, জলপ্লাবনের পর সর্ব্বাগ্রে কাশ্মীরদেশ প্রকাশ পাইয়াছিল "**নিৰ্ম্মমে নদ্সরো ভূমী কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্।**" ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, কাশ্মীরদেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই মনুষ্যোৎপত্তির আদি-ভূমি; সম্ভবতঃ হিন্দুদিগেরও আদিভূমি, পশ্চাৎ তথা হইতে দিগ্‌দিগন্তে বাস হইয়াছে। কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত নহে, কেন না কহ্লণমিশ্র পৌরাণিক জলপ্লাবনের বিষয় বিশ্বাস করিয়া কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যলাভের সম্ভাবনা নাই।

আর্য্যগণ কৃষিকার্য্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা কৃষির উন্নতি-মানসে মধ্য এসিয়ার বালুকাময় ভূমি পরিত্যাগ করেন। পুত্র কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল সঙ্গে ভারতবর্ষের উর্ব্বর ভূমিতে পদার্পণ করেন, তাঁহাদিগের চিরনীহারাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গ-দর্শনে হৃদয় উন্নত ও সরস্বতীর সলিল স্পর্শে শরীর পবিত্র হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারাই পৃথিবীর আদি কবি হইয়া গভীরস্বরে সোম, আদিত্য, উষা, পূষা, অগ্নিপ্রভৃতির স্তুতি-গান করিয়া অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে স্পন্দরহিত করিয়াছিলেন। সে সময় আর্য্যগণ দেবতাপ্রিয় ও দস্যুগণের শাস্তিদাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সোমরসপায়ী আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহ-গণের বেদধ্বনিতে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া উঠিল এবং

সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হইলে ভারতবর্ষ ক্রমে রজতবিনিন্দিত শুভ্রকান্তি ধারণ করিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের আদি সভ্যতার মূলভিত্তি গ্রথিত হয়।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষ আগমনের পূর্ব্বে অগ্নি-উপাসক ছিলেন এবং এখানে আসিয়াও তাঁহাদিগের ভ্রাতা "আতস্ পরস্ত" (পার্সী) গণের ন্যায় অগ্নি উপাসনা করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, এজন্যই বেদে তাঁহারা অগ্নির এইরূপ উপাসনা করিয়াছেন—"**अग्निः पूर्व्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत**" "**अग्निं दूतं वृणीमहे**" "**नाभिरग्निःपृथिव्याः**" ইত্যাদি।

আর্য্যদিগের লিখিবার এবং ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ও শাস্ত্র নির্ম্মাণের ভাষা সংস্কৃত, তদ্ভিন্ন সর্ব্বদা ব্যবহার ও গৃহকর্ম্ম করিবার ভাষা ভিন্ন ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই অনুমান "**नापभ्रंशितवै न म्लेच्छितवै**"—"**यद्ययज्ञीयां वाचं वदेत्**" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নিঃসংশয়িত হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে যজ্ঞকার্য্যে অপভ্রংশ বা ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবেক না। যজ্ঞকালে যদি অযজ্ঞীয় অর্থাৎ অপভাষা বা চলিত ভাষা দৈবাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে সেই অযজ্ঞীয় বাক্যব্যয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে তাঁহাদের অন্য একপ্রকার ভাষা ছিল।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ বিবিধপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে সুরা ও নানাবিধ গ্রাম্য ও বন্য পশুর

মাংস প্রদত্ত হইত। এমন কি পাঠকবর্গ শুনিয়া এককালে হতবুদ্ধি হইবেন, যে কোন কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস পর্য্যন্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা হইত। এই রোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যনিন্দিনী শাখায় বর্ণিত আছে। এই যজ্ঞে পুরুষ, অশ্ব, গো, অজ ও মেষ এই পঞ্চ পশুর মুণ্ড গৃহীত হইত। পুরুষ-শির সম্বন্ধে যথা—

**"आदित्यङ्गर्भम्पयसा समङ्ग्धि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् ।
परिवृङ्धि हरसामाभिमंस्थाः शतायुषङ्कृणुहि चीयमान ।"**

("পূর্ব্ব মন্ত্রে* গৃহীত পুরুষশির এই মন্ত্রে উথার মধ্যে উপধান করিবেক।")

চয়নকার্য্যে ব্যবহ্রীয়মান ;—"হে পুরুষ! তুমি আদিত্যবৎ তেজস্বী, সহস্রপোষী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এই যজমান পুরুষকে অমৃতে সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবর্দ্ধিত কর ; তোমার শিরোগ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে জাতক্রোধ হইও না। প্রত্যুত যজমানকে শতায়ু কর।"†

পুনশ্চ—"হে সহস্রাক্ষ হে অগ্নে! তুমি এই যজ্ঞে চীয়মান, দ্বিপদ পশুর এই মুণ্ড নষ্ট করিও না।"—‡

এতাদৃশ ভয়াবহ যজ্ঞ বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছিল।

---

* ৪০ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে।

† যজুর্ব্বেদ সংহিতা। মাধ্যন্দিনীশাখা ৪১ কণ্ডিকা। ১৩ অধ্যায়। পণ্ডিতবর সত্যব্রতী সামশ্রমী মহোদয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

‡ ঐ অনুবাদ।

মধ্যকালের আচার্য্যগণ কৃত্রিম পুরুষমুণ্ড যজ্ঞে স্থাপন করিতে বিধি দিয়াছেন।

পূর্ব্বে আর্য্যগণের পশু ও শস্যই প্রধান ধনমধ্যে পরিগণিত হইত। "**পশুকামঃ পুত্রকামো ভার্য্যাকামঃ**" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-বাক্যগত বিধি দৃষ্টে বোধ হয়, যে পশু, পুত্র, ভার্য্যা আর্য্যদিগের প্রধান ধন ছিল। এই জন্যই তাঁহারা এ সকল লাভের নিমিত্ত কামনা পূর্ব্বক "পশ্বেষ্টি" "পুত্রেষ্টি" প্রভৃতি যাগ করিতেন। "**বৃষ্টিকামঃ কারীর্য্যা যজেত**" এই বিধিদৃষ্টে বোধ হয়, তাঁহাদের কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর ছিল, তন্নিমিত্তই তাঁহারা সর্ব্বদা কারীরী নামক যাগ করিতেন। তৎকালে প্রধান শস্য যব, ব্রীহি, গোধূম, তিল, মাসকলাই। এ সকল কৃষ্টপচ্য শস্য, ইহা ভিন্ন অকৃষ্টপচ্য স্বচ্ছন্দজাত শস্যও ছিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, নবনীত বেদবাক্যে এসকলেরও উল্লেখ দেখা যায়, যথা— "**সাবৈশ্বদেব্যামীক্ষাঃ**" "**দধ্নাক্তাবৃষঙ্কাঙ্ঘি**" "**ঘৃতবতী ভুবনানি বিশ্বা।**" ইহা ভিন্ন বৈদিক সময়ের আর্য্যগণ নানাবিধ গ্রাম্য ফল ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা ফলমূল ভিন্ন গো, অশ্ব, অজ, মেষ, মৃগ প্রভৃতি পশুর মাংস ভক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের নিকট গোমাংস অতি উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইত। গোভিল, "**নৈষ্ঠা ঊর্দ্ধং অষ্টম্যাং গৌঃ**" এই সূত্রে গোমাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে বৈদিক কালে গোমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করা হইত

এবং ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধান্তে তাহাই আহার করিতেন। মহাভারতেও গোমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করা ও তদ্ভক্ষণের বিশেষ উল্লেখ আছে। ভট্ট ভবভূতি উত্তর রামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"सौधातकि। ऊं वसिट्ठो!

भाण्डायन। अथ किम्।

सौधा। म-ए उण्ण जाणिदं, वन्धो वा बिओ वा एसो-त्ति।

भाण्डा। आः किमुक्तं भवति?

सौधा। तेण परावडिदेण-ज्जेव सा वराइआ कल्लाणिआ मडमडाइदा।

भाण्डा। समांसो मधुपर्क इत्याम्नायं बहुमन्यमानाः श्रोत्रियाय-अभ्यागताय वत्सतरीं महोक्षम्वा महाजम्वा निर्वपन्ति गृहमेधिनः, तं हि धर्म्मसूत्रकाराः समामनन्ति।"

(অর্থ)

"সৌধাতকি। অ্যাঁ বশিষ্ঠ!

ভাণ্ডায়ন। হাঁ।

সৌধা। তাই হোক্ বাবা! আমি মনে করেছিলাম বুঝি একটা বাঘ বা বৃক এসেছে।

ভাণ্ডা। আঃ! কি পাগলের মত বকিস্।

সৌধা। কেন ভাই! ঐ ব্যাটা আস্‌বামাত্রই ঐ ব্যাচারি গাভিটীর ঘাড় মটকান হলো।

ভাণ্ডা। 'সমাংস মধুপর্ক করিবে' গৃহস্থেরা এই বেদ-বাক্যটী বহুজ্ঞান করিয়া শ্রোত্রিয় অতিথিকে মহাবৃষ কিম্বা মহামেষ বধ করিয়া প্রদান করে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরাও এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।" *

চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যকাচার্য্যদিগকেও রোগ বিশেষে গোমাংস ভক্ষণের দোষাদোষ বর্ণনা করিতে দেখা যায়। যথা—

"গব্যং কেবল বাতেষু পীনসে বিষমজ্বরে।
শুষ্ককাসশ্রমাত্যগ্নি মাংসক্ষয়হিতঞ্চ তৎ॥"

[অন্নপানবিধি-অধ্যায়]

গর্ভাবস্থায় কিরূপ ভোজন হিতকর ইহার নির্ণয় করিতে গিয়া সুশ্রুত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গর্ভিণীকে গোমাংস ভক্ষণ করাইলে তদ্গর্ভের পুত্র বলিষ্ঠ ও শ্রমসহশীল হয়; যথা—

"গবাং মাংসে চ বলিনং সর্ব্বক্লেশ-সহং তথা।"

"তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাদ্ঘৃতব্যাপদ্বিনাশিনী।
তৈলব্যাপদি শস্তা তক্রপিণ্যাক সাধিতা।
গব্যমাংসরসে সাম্লা বিষমজ্বরনাশিনী॥"

চরক সংহিতা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৎস্য, হরিণ, মেষ, পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ,

---

* উত্তররামচরিত নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনায় পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

বহুশৃঙ্গমৃগ, বরাহ, শশক, মাংসদ্বারা যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিতে বিধি দিয়াছেন, যথা—

"মাৎস্যে হারিণা মৌরভ্র শাকুনিচ্ছাগপার্ষতৈঃ।
ঐণ রৌরব বারাহ শাশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমম্॥"

রামায়ণে লিখিত আছে "**পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ**" (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।) এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপও হিন্দুদিগের খাদ্য ছিল। মহাভারতের মতে সকল প্রকার আরণ্যপশু ভক্ষ্য; যথা—

আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতা সর্ব্বশোমৃগাঃ।
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে॥

আর্য্যগণ, শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি আরণ্য হইলে শুদ্ধ বলিয়া আহার করিতেন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পিতৃলোককে মাংস দিয়া যিনি তাহা ভক্ষণ না করিতেন, তিনি নিন্দনীয় হইতেন যথা—

"নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্॥"

(মনুসংহিতা।)

পূর্ব্বে কেহ স্ত্রীপশু যজ্ঞে বধ করিত না বা খাইত না, যথা—

"অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুঃ তির্য্যগ্যোনিগতেষ্বপি"

(হরিবংশ ও ব্রহ্মপুরাণ।)

মনু বলেন "**দেবান্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি**" দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনার অবসানে তৎপ্রসাদ স্বরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। এতাবতা ইহা বুঝিতে হইবে যে, মনুর সময়ে যজ্ঞকার্য্য ভিন্ন বৃথামাংস ভক্ষণ দোষাবহ হইয়া উঠিয়াছিল। মনুসংহিতায় বেদবিহিত পশুহিংসা, অহিংসা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; যথা—

"**যা বেদ বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।**
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ॥"

মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই "**মা হিংস্যাৎসর্ব্বভূতানি**" শ্রুতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর হইতেই পুরাণ, স্মৃতি, সর্ব্বত্র মাংসত্যাগের প্রশংসা বর্ণিত হইল, কেবল যাগ যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় মাংস প্রদানের নিয়ম থাকিল।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান ও এক খণ্ড উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া সজ্জিত হইতেন। যথা "**বস্ত্রাণ্যায়ুক্ষ্বজীবসে**" (ঋগ্বেদ)। ইহার পরেই আর্য্য-রমণীরা সূত্রনদ্ধ বস্ত্র অর্থাৎ 'ঘাগ্‌রা' পরিতে শিক্ষা করেন। ভাগবতের দশমে "**সূত্রনদ্ধং**" বলিয়া স্পষ্টতঃ ঘাগ্‌রার উল্লেখ আছে।

"**গোরধিত্বচি**" এই ঋগ্বেদ বাক্যে প্রমাণ হইতেছে, যে জল বা রসাদি তরল পদার্থ রাখিবার আধার সমস্ত কাষ্ঠ বা বৃষচর্ম্মে নির্ম্মিত হইত। সে সময় সকলে চন্দন-দ্রব, মৃগনাভি, কুঙ্কুম সেবা এবং তদ্দ্বারা শরীরে অলকা তিলকা রচনা করিত।

ব্রাহ্মণেরা উষ্ণীষের কার্য্যকারী শিখা (বেড়ী) রাখিতেন, সর্ব্বদা উষ্ণীষ বাঁধিতেন না। ক্ষত্রিয়েরা 'জুল্পি' (কাকপক্ষ) রাখিত এবং সধবা স্ত্রীলোকেরা সমস্ত কেশ রক্ষা করিত। পুরুষেরা দাড়ি গোঁপ রাখিতেন। স্মৃতিসংগ্রহ ধৃত বচনে তাহার প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যথা—"**কেশশ্মশ্রু ধারয়তাং অগ্র্যা ভবতি সন্ততিঃ।**" অনুপদীন অর্থাৎ বুটজুতা (চর্ম্মনির্ম্মিত) পূর্ব্বে ব্যবহার হইত। যথা—"**সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ**" (মনু)। ঋগ্বেদ মধ্যে অশ্ব ও রথের অনেক স্থলে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"**রথঃ স্বশ্বো-ঽজরো যোঽস্তি" "যো বামশ্বিন মনসো জবীয়ান্রথঃ স্বশ্বো বিশ আজি গাতি।" "নকিঃ স্বশ্বঃ" "নূনং নরঃ স্বশ্বা বাজয়ন্তঃ" "স্বশ্বো যো অভীমন্যমানঃ" "রশ্মিং ইব যজসে স্বশ্বঃ" "স্বশ্বাসঃ" "স্বশ্বোঅগ্নে**" ইত্যাদি এতদ্ভিন্ন বৈদিক কালে সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। যথা—"**বেদা যো বীনাং পদমন্তরীক্ষেণ পততাং বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ**" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ যে বরুণ সমুদ্রে অবস্থান করতঃ তত্র প্রচরমান নৌকার গতি অবগত আছেন ইত্যাদি। পূর্ব্বে রাজগণ সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহারও উল্লেখ বেদ-মধ্যে আছে। নিষ্ক নামক এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রার বিষয় ঋগ্বেদ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত, সুতরাং উহা মুদ্রা। বীরবেশধারী রুদ্র তীর, ধনুঃ ও সমুজ্জ্বল নিষ্কের মালা পরিধান করতঃ সুসজ্জিত হইয়া আছেন কল্পনা করিয়া ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিয়াছেন—

"অর্হন্বি ভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বং ন বা ওজীয়োরুদ্র ত্বদস্তি॥"

(ঋগ্বেদ)

এই সূক্ত পাঠে অনুমান হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়গণ যেরূপ স্বতন্ত্র খণ্ড খণ্ড মোহরের মালা গাঁথিয়া গলদেশে পরিধান করে, সেইমত বৈদিক কালের আর্য্যগণ নিষ্কের মালা গ্রন্থন করিয়া পরিধান করিতেন। পাণিনিসূত্রে নিষ্ক ও দীনার নামক প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। মনু শতমান নামক রজতমুদ্রার বিষয় লিখিয়াছেন। এই শতমান সুবর্ণনির্ম্মিতও হইত; যথা—"হিরণ্ময়ম্, সুবর্ণম্ শতমানম্" (শতপথ ব্রাহ্মণ।) সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা ভিন্ন পূর্ব্বে তাম্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল; তাহার নাম কার্ষাপণ। অতি পূর্ব্বকালে কাঁচের গ্লাস জল পানের জন্য ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কাঁচের গ্লাসে জলপান করিলে প্রাচীনসম্প্রদায় একবারে নব্যগণের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। সুশ্রুত মুনি ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা—

"সৌবর্ণে রাজতে কাচে কাংস্যে মণিময়ে তথা।
পুষ্পাবতংসং ভৌমে বা সুগন্ধি সলিলং পিবেৎ॥"

মহাভারতে "অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়া আসন্" ইত্যাদি পাঠে

বোধ হয়, পূর্ব্বে বিবাহের নিয়ম ছিল না ও স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে অবস্থান করিত। বিবাহের নিয়ম শ্বেতকেতু নামা ঋষিপুত্র হইতে সৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় "**जायेवपत्युरुशती सुवासा**" জায়া অর্থাৎ পত্নীরা স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ বেশভূষান্বিতা হইত, এবং পতির অনুগত হইয়া কার্য্যাচরণ করিত। এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবদ্ধা বা অসূর্য্যম্পশ্যারূপা হইয়া আছে, বৈদিক কালে সেরূপ থাকিত না কিন্তু এক্ষণে যেমন স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় "রিফারমার" মহোদয়গণ কুমারী রাজলক্ষ্মী দে, বা বসন্তকুমারী দত্তকে ইউরোপীয় বিবিগণের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেমত স্বাধীনতা পূর্ব্বকালে ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কথনই প্রদত্ত হয় নাই। সে সময় তাহারা স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত। কিন্তু একাকিনী বা অন্য কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সহিত কোনস্থলে যাইতে পারিত না। রাজার স্ত্রীরা রাজাসনে বসিয়া স্বামীর সহিত রাজকার্য্য, ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত যজ্ঞকার্য্য, এবং বৈশ্যের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিত। মনুও স্ত্রীগণকে পরাধীন বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

"**पिता रक्षति कौमारे, भर्त्ता रक्षति यौवने।**
पुत्रो रक्षति वार्द्धक्ये न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥"

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে "**स्त्रियः किमपराध्यन्ते गृहपिञ्जरकोकिलाः।**" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, স্ত্রী-

লোকেরা পূর্ব্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বা গুরুজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আসিতে পারিতেন না।

শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন ধারণ করা পূর্ব্বকালের রীতি, আধুনিক নহে, যথা—

"श्वशुरस्याग्रतो यस्मात् स्त्रियः प्रच्छादनक्रिया"

(গার্গ্যসংহিতা।)

"पुरुषसूक्ते" চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ, এই চতুর্বর্ণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়মবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে প্রাচীন স্মৃতি হইতে কতিপয় বিষয় নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দশ দিনের দিন নামকরণ হইত। শর্ম্মা, বর্ম্মা, ঐশ্বর্য্যঘটিত, আর সেবাঘটিত উপাধি যোগ করিয়া যথাক্রমে জ্ঞানমঙ্গলাদি, বলবিক্রমাদি, ধনাদি ও নিন্দনীয় কার্য্যকারণবোধক নাম রাখা হইত। সে নাম শুনিলেই সে ব্যক্তি কোন জাতীয় তাহা জানা যাইত। যথা— শুভশর্ম্মা, বলশর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস, ইত্যাদি। চারি বর্ণের আচার, বেশভূষা, খাদ্যনিয়ম, পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থার অধীন ছিল।

ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করা প্রথমে ব্যবহার ছিল। তৎ-পরে দুই বারমাত্র আহার করিবার বিধি হয়—

"মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্যবাসিনাম্।"

(কাত্যায়ন)

এক্ষণে আর্য্যগণের প্রাত্যহিক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। প্রত্যুষকালে শৌচপ্রস্রাবাদি সমাধা করিয়া দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিবেক। যথা—

"উষাকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্হতঃ।
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥

(দক্ষ)

প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক, যথা—"প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং" স্নানের পর পবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবেক। যথা—"স্নানাদনন্তরং তাবদুপস্পর্শনমুচ্যতে" (দক্ষ) তৎপরে সন্ধ্যা-উপাসনা, তাহার পর হোম করিবে; যথা—"সন্ধ্যা-কর্ম্মাবসানে তু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে" (দক্ষ) ইহার পর দেবপূজা করিয়া পুনশ্চ মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিবেক; যথা—"দেবকার্য্যং ততঃ কৃত্বা গুরু মঙ্গলবীক্ষণম্" প্রাতঃকালের কার্য্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়নাদি করিবেক; যথা—"দ্বিতীয়ে চৈব ভাগেতু বেদাভ্যাসো বিধীয়তে।" শিক্ষা করা ও দেওয়া যে কিছু লেখা পড়ার কার্য্য তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে করা হইত। তৎপরে তৃতীয় ভাগে পোষ্যবর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত কার্য্য সমাধা করা হইত। যথা—

"তৃতীয়ে চৈব ভাগেতু পোষ্যবর্গার্থসাধনম্" পুনর্ব্বার চতুর্থ-

ভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে স্নানাদি করিবেক। যথা—"**चतुर्थे तु तथा भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत्**" পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ আড়াই প্রহরের সময় দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে অন্নাদি খাদ্য দেওয়া হইত; যথা—

"**पञ्चमे च तथा भागे सम्विभागो यथार्हतः।**"

সকলকে আহার দিয়া গৃহস্থ শেষে ভোজন করিতেন। যথা— "**गृहस्थः शेषभुक् भवेत्**" (দক্ষ)।

ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। যথা—"**इतिहासपुराणाद्यैः षष्ठञ्च सप्तमं नयेत्।**" তাহার পর সূর্য্যাস্তকালে নির্জন অরণ্য কি নদীতীরে যাইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপাসনা করার বিধি দৃষ্ট হয়। তৎপরে দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে হইত; যথা—

"**नित्यमहनि च तमस्विन्यां सार्द्धप्रहरयामान्तर्**"

(কাত্যায়ন)

শ্রাদ্ধ করা মনুর সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। যথা— "**अथैतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म्म प्रोवाच**" (আপস্তম্ব-ঋষি) অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ এবং এই কার্য্য মনু প্রকাশ করিয়াছেন। পুনশ্চ পুলস্ত্য কহেন—

"**संस्कृतं व्यञ्जनाढ्यञ्च पयोदधिघृतान्वितं।**
श्रद्धया दीयते यस्मात् तेन श्राद्धं निगद्यते॥"

অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্যঞ্জনাদি যুক্ত সংস্কৃত অন্ন পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় বলিয়া এই কার্য্যের নাম শ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে করিতে গল্প করিতেন না। যথা—"**বাগ্‌যতো ভুঞ্জীত**" (শ্রুতি) অর্থাৎ মৌন হইয়া ভোজন করিবেক। তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে পথে ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। যথা—"**সর্ব্বদেশেষ্বনাচারঃ পথি তাম্বুলভক্ষণম্।**" (মনু)

এখনকার আচার হইয়াছে অন্ন পাক করিলেই তাহা উচ্ছিষ্ট, কিন্তু পূর্ব্বে ভোজনাবশিষ্টই উচ্ছিষ্ট বলা যাইত। অনাস্বাদিত অন্ন, স্পৃষ্ট হইলেই যে হস্ত ধৌত করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বে আর্য্যমাত্রেরই এই সকল সদাচার অনুষ্ঠান করিবার বিধি ছিল—

"দয়া ক্ষমানসূয়াচ শৌচমায়াসবর্জনং।
অকার্পণ্যমস্পৃহত্বং সর্ব্বসাধারণানিচ।"

(বৃহস্পতি)

"ক্ষমা সত্যং দয়া শৌচঃ দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং তথা॥"

(বিষ্ণু)

ক্ষমা, সত্য, দয়া, বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়বিধ শৌচ, দান,

জিতেন্দ্রিয়তা, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থভ্রমণ, ঈর্ষা না করা, সারল্য, আয়াসবর্জ্জন, অকার্পণ্য, বীতস্পৃহতা এই সকল ধর্ম্মের দ্বারস্বরূপ এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা আচরণ করিতে পারে।

আর্য্যগণের আচারব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইমাত্র সমালোচিত হইল। ইহার পর এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় লিখিবার ইচ্ছা আছে।

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ।

Devadattani árabbha bhásitáni sabbáni játakáni.

DHAMMAPADAM.

(Edited by V. Fausböll.)

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ।

বৌদ্ধগণের জাতক নামে এক প্রকার ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে। "খুদ্দকনিক্কেয়" দশম ভাগ "জাতকম্" নামে খ্যাত। বৌদ্ধেরা কহে "পন্নাম ধিকানি পল্লাশ জাতকা, শতানি" অর্থাৎ ৫৫০ শত জাতক আছে। এই সকল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পালিভাষায় রচিত। ইহার টীকা সিংহলীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই টীকা অশোক-পুত্র মহেন্দ্র খৃষ্ট জন্মের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রবীণ বুদ্ধঘোষ নামক মগধদেশীয় ব্রাহ্মণ ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে জাতক গ্রন্থের কোন কোন অংশের অবতরণিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন। এই সকল জাতকে বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ, তথা নানা উপদেশপূর্ণ গল্প আছে। বৌদ্ধেরা কহেন, জাতকনিচয় শাক্যসিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং এজন্যই ইহা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্গত। সকল জাতকেই বুদ্ধ-দেবের অলৌকিক ক্ষমতা ও তাঁহার গুণাবলী বর্ণিত আছে। যথা—"দেব দত্তম্ অরভ ভাষিতানি সবানি জাতকানি" আমরা অদ্য "দশরথ জাতকের" বিবরণ নিম্নে অনুবাদ

করিয়া দিতেছি। ইহাতে বৌদ্ধেরা শ্রীরামচরিত যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পিতৃবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর হইলে, তাহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে তাহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামক একজন প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি বাস করিতেন। তিনি কিছুকাল সাংসারিক বৃথা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া অবশেষে ন্যায়পরতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিল। তাহার মধ্যে প্রধানা মহিষীর দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও অপর কুমার লক্ষ্মণ এবং কন্যার নাম সীতা।* কিছুকাল পরে রাজ্ঞী লোকান্তর গমন করিলে রাজা শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন! পারিষদবর্গের সান্ত্বনাবাক্যে নৃপতি শোকবেগ সম্বরণ করিলেন এবং পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করতঃ তাহাকে প্রাধানা মহিষীর স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম ভরত রাখিলেন। রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণে

---

* "অথ বারাণস্যাম দশরথ-মহারাজ নাম অগাতি-গমনম পহায় ধম্মেন রাজ্য-মকরেসি। তস্য ষোলসন্ন-মইথ্থি-সহস্সনম্ জেঠ্ঠিকা অগমহেষি দ্ব পুত্ত একন স ধিতরম বিজঙ্কি। জ্যেঠ্ঠ পুত্তো রাম পণ্ডিতো অহোষি। দুতীয় লক্কন কুমারো, ধিতা সীতা দেবী নাম॥" ইত্যাদি।

পুলকিত হইয়া রাজ্ঞীকে তাঁহার অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন; রাজ্ঞী তাহার কোন উত্তর না করিয়া প্রফুল্ল আননে নীরবে রহিলেন। রাজকুমার ভরত অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, রাজ্ঞী নৃপতিকে কহিলেন, "আপনি আমার যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হউক।" রাজা দশরথ প্রফুল্ল আননে সম্মত হইয়া রাজ্ঞীর অভিলাষ ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! রাজপুত্র ভরতকে আপনার রাজ্য প্রদান করুন।" রাজা এতচ্ছ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "পাপিয়সি! আমার দুই পুত্র অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তুই স্বপুত্রের রাজ্যলাভের আশা করিস্।" রাজার ক্রোধ-হুতাশন প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া রাজ্ঞী ভীতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি কিছুকাল পরে পুনরায় রাজাকে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচিতা হইলেন না। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া ভাবিলেন, "স্ত্রীলোক কখনই কৃতজ্ঞা নহে, তাহাদের দ্বারা নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভব, সুতরাং আমার পত্নী গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া রামলক্ষণের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারে।" এই মত চিন্তা করিয়া পুত্রদ্বয়কে সমীপে

আনয়ন করতঃ তাহাদিগের আশু বিপদের বিষয় জ্ঞাত করিয়া কহিলেন; "হে কুমারদ্বয়! এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের বিপদের আশঙ্কা আছে। এজন্য আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমরা কোন নগরে কিম্বা অরণ্যে বাস কর, তৎপরে আমার পরলোকান্তে রাজ্যাধিকার করিতে যত্নশীল হইবে।" এই বলিয়া তিনি গ্রহাচার্য্যকে তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে আদেশ করায়, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর ধরামণ্ডলে জীবিত থাকিবার বিষয় অবগত হইলেন, এবং কুমারদ্বয়কে সেই কাল অন্তে স্বরাজ্য অধিকার করিতে আসিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য সজল নেত্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন। রাজকুমারী সীতাও পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গিনী হইলেন। তাঁহারা তিন জনে হিমালয় সন্নিকটে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ ফলমূল আহারে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সীতা ও লক্ষণ সর্ব্বদা ফলমূল আহরণ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রদান করিতেন।

ইহাঁদিগের বন গমনের নয় বর্ষ মধ্যেই রাজা দশরথের পুত্রশোকে মৃত্যু হইল। ভরত পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীগণ রাম জীবিত থাকিতে 'তিনি রাজ্যাধিকারী নহেন কহিলেন, সুতরাং ভরত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য

সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রামের উদ্দেশে বনে গমন করিলেন। পর্ণকুটীরে অরণ্য মধ্যে রামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি দেখিলেন, শান্তমূর্ত্তি রাম স্পন্দরহিত হইয়া বসিয়া আছেন। ভরত তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণিপাত করিয়া পিতার মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। রাম পিতৃবিয়োগ সংবাদ শ্রবণে গম্ভীরভাবে রহিলেন, কিছুমাত্র শোক করিলেন না! ভরত এককালে শোকে বিহ্বল হইলেন। এমত সময়ে ফলমূল লইয়া কুমার লক্ষণের সহিত সীতা প্রত্যাগমন করিলেন। রাম ভাবিলেন, লক্ষণ ও সীতা পিতার মৃত্যুসংবাদে শোকবেগ সম্বরণ করিতে পারিবেন না, সুতরাং ইহাদিগকে "পিতার পরলোক হইয়াছে" হঠাৎ এ কথা বলিলেই শোকে অধীর হইয়া উঠিবেক। তিনি এজন্য কৌশল করিয়া তাহাদিগকে সম্মুখস্থ নদীর জলে অবতরণ করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন "তোমরা অদ্য আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করায় এই শাস্তি দিলাম।" তৎপরে এই কবিতার্দ্ধ কহিলেন।

'ইথ লক্ষণ সীতাস
উভ উতরথোদকানন্তি,

এই কবিতার্দ্ধ শ্রবণে লক্ষণ ও সীতা উভয়ে জলে অবতরণ করিলেন, তৎপরে রাম অপরার্দ্ধ পাঠ করিলেন। যথা—

"ইবম্ ভরতো আহ রাজা দশরথো মতোতি।"

এই কথায় দশরথের মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহারা শোকে

অধীর হইলেন। রাম তিনবার এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে লক্ষ্মণ ও সীতা তিনবারই জ্ঞানশূন্য হইলেন; ভরতের সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। তখন লক্ষ্মণ, ভরত ও সীতা সকলেই শোকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভরত রামকে শোকসন্তপ্ত না দেখিয়া, তাঁহাকে সাদরে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানী রাম প্রত্যুত্তর করিলেন; সংসারের যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, সকলই মৃত্যুর অধীন। যথা—

"ধহরা স হি বুদ্ধ স ই বল ই স পণ্ডিত
অঋ স ইব দালিদ্দ স সব্বি মাসসু পরায়ণ"

যেমন পক্ক ফল শীঘ্র ভূপতিত হইয়া থাকে সেই মত জীব মাত্রই সর্ব্বদা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? যথা—

"ফলনম্ ইব পক্কননম্, নিস্সম্ পপাতন্ ভয়ম্,
ইবম্ যাতানম্ মচ্চানম্, নিচ্চম্ মরণতো ভয়ম্,"

নির্ব্বোধ লোক কেবল পরিতাপ করিয়া ক্লেশের বৃদ্ধি করে, তাহাতে আপনার কিছুই উপকার দর্শে না এবং মৃত ব্যক্তিও প্রত্যাগত হয় না। মনুষ্য একাকী সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, এবং একাকীই সংসার হইতে গমন করিবে। সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য শোকাকুল হওয়া কখনই জ্ঞানিব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। রামের মুখবিনিঃসৃত এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ

প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ভরত রামকে বারাণসীতে গমন করিয়া পিতার শূন্য সিংহাসনে আসীন হইতে কহিলেন, তাহাতে রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, 'ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে দ্বাদশ বর্ষ পরে বারাণসীতে গমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; এক্ষণে নয় বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, এ সময় গৃহস্থাশ্রমে গমন করিলে পিতৃ-আজ্ঞা উলঙ্ঘন করা হয়, এজন্য এক্ষণে তুমি লক্ষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে বারাণসীতে গমন কর এবং বর্ষত্রিতয় আমার তৃণনির্ম্মিত এই পাদুকা সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া আমার সদৃশ হইয়া রাজ্য শাসন করিবে। এতচ্ছ্রবণে ভরত, লক্ষণ, সীতা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে রামের তৃণ-নির্ম্মিত পাদুকা সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন এবং কুমার ভরত প্রতিনিধি স্বরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। রাম তিন বৎসর পরে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সীতাকে বিবাহ করিলেন। প্রজা ও মন্ত্রীবর্গ মহাসমারোহের সহিত এই নবদম্পতীকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন।* এই কম্বুগ্রীব মহাবলপরাক্রান্ত রাম ১৬০০০ বর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করেন। যথা—

দশবষ্‌স সহস্‌সানি,
ষট্‌ঠী বস্‌স শতানি চ।

* "তস্‌সাগতভাবাম্ নট্টকুম্মারি অমস্‌সপরিবত্তুনম্ গন্ত সীতাম্ অগমহেষিম্ কত্ব উভিন্নম্ পি অভিষেকম্ করিম্‌সু।"

কম্বুগ্রীব মহাবাহু,
রামোরাজ্জম্ অকারোতি ॥

পাঠকগণ দেখুন্ বৌদ্ধগণের হস্তে রামায়ণ কীদৃশ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। এই জাতকে লিখিত আছে, "তদা দশরথ মহারাজা স্থদ্ধোদনমহারাজ অহোসি, মাতা মহামায়া, সীতা রাহুল মাতা, ভরতো আনন্দো, লক্ষণো সারিপুত্তো, পরিসা বুদ্ধ-পরিষা, রাম পণ্ডিতো অহম্ ইব" ইতি (দশরথ-জাতক) অর্থাৎ সেই সময় দশরথ মহারাজ, স্থদ্ধোদন মহারাজ, রাম মাতা মহামায়া, সীতা রাহুলের মাতা, ভরত আনন্দ, লক্ষণ সারিপুত্র, বুদ্ধ পার্ষদগণ তাঁহাদের সঙ্গী ও মন্ত্রীবর্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সুপণ্ডিত রামরূপে আমি স্বয়ং (বুদ্ধবাক্য) জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলাম। বৌদ্ধেরা এইরূপ কৌশলে রামায়ণ লিখিয়াছে। এইরূপ হেমচন্দ্র ও জৈন রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে জৈনধর্ম্মাবলম্বী লিখিয়া গিয়াছেন।

স্বরবিজ্ঞান।

"स स्वरो यः श्रुतिस्थाने स्वनन्
हृदय रञ्जकः ॥"

স্বর-বিজ্ঞান।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে একটী প্রস্তাবে সমালোচনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন নাট্য ও নৃত্য সম্বন্ধে দুইটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার কণ্ঠ-সঙ্গীত সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সকল প্রবন্ধে বিলুপ্তপ্রায় ঋষিপ্রণীত এবং সঙ্গীতাচার্য্য-গণদ্বারা নির্ম্মিত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সারাংশ সমুদ্ধৃত হইবে এবং ইহার আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

গান করা মনুষ্য মাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ। গান মনুষ্যের সুখের সামগ্রী। গীতরস পশুপক্ষী প্রভৃতিকেও আর্দ্র করে, এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে—"**शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गीतरसं फणी**" শিশু, পশু, অধিক কি সর্প যে এমন ক্রূর জাতি, তাহারাও গীতরসে মুগ্ধ হয়।

"**अज्ञातविषयास्वादो बालः पर्य्यङ्कशायी यः।**
रुदन् गीतामृतं पीत्वा हर्षोत्कर्षं प्रपद्यते॥"

কোন বিষয়েরই আস্বাদ জানে না, ঈদৃশ পর্য্যঙ্কশায়ী শিশুও রোদন করিতে করিতে গীতামৃতে শান্ত হয় এবং আহ্লাদে মগ্ন হয়।

এই গীতরস জীবমাত্রের আস্বাদ্য হইলেও তাহার বিশেষ আছে। যে অংশ উহার বিদ্যা, সে অংশের আস্বাদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন ভোগ করিতে পারেন না, এবং তজ্জন্যই পণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন যথা—

"ব্রহ্মা-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ।
রাবণ-বায়ু-রম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রকাশকাঃ॥"

আদি শরীরী ব্রহ্মা, তৎপরে নন্দী, তৎপরে ভরত, দুর্গাদেবী, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু, রম্ভা, ইহাঁরা সঙ্গীত বিদ্যার সম্প্রদায় কর্ত্তা। নিম্নতন সঙ্গীতাচার্য্যদিগকে ইহাঁদিগের প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইয়াছে। নব আচার্য্যেরা সঙ্গীত বিজ্ঞানের কোন নূতন বীজ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা পুরাতন সঙ্গীত বিদ্যাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন মাত্র। অতি আদিম কালের গীত একপ্রকার ছিল, এখন তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এখন যেরূপ তাল, গমক (স্বরের কম্পন), মূর্চ্ছনা (স্বর হইতে স্বরান্তরে প্রবেশ), কোমল, তীব্র (তিয়র), প্রভৃতি নানা পরিচ্ছদে বিভূষিত গীত উচ্চারিত হইয়া থাকে, আদিকালে এরূপ ছিলনা। শুদ্ধ স্বরকে কিরূপে

বিকৃত করিয়া ঐ সকল নূতন নূতন আকার নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার কৌশলও বোধ হয় তাৎকালিক লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন না। সেই জন্যই আদিম কালের গান এখন আর কাহারও চিত্ত হরণ করিতে পারে না।

আদিমকালে শুদ্ধ স্বর অবলম্বন করিয়াই গীত হইত। ইউরোপীয় জাতির গান এবং আমাদের বৈদিক গান তাহার সাক্ষী। ইউরোপীয়গণ বরং কিছু উন্নতি করিয়াছেন, কেননা, তাঁহারা শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা গমক (স্বরের কম্পন) কৌশল জানেন না এবং রীতিশুদ্ধ মূর্চ্ছনাও জ্ঞাত নহেন। আমাদিগের বেদগান আর উন্নত হইল না, লৌকিক গানই সমধিক উন্নত হইয়াছে। বৈদিক গান কেবল হা´ হী—বু—ইউরোপীয়গণের গানেও হাউ হাউ´ হু—উচ্চ মধ্যম বা স্বরিত স্বরমাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে গমক মূর্চ্ছনাদির ঔৎকর্ষ নাই।

বেদ গানে ৩টি মাত্র স্বর লাগে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। কিন্তু লৌকিক গানে ইহার নাম গন্ধও নাই। বৈদিক গানে দেখা যায়, ৩টি স্বর; কিন্তু লৌকিক গানে ৭টী স্বর, স ঋ গ ম প ধ নি অর্থাৎ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। পুরাতন কালের উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিতের সঙ্গে এখনকার স রি গ ম প ধ নির সঙ্গে যে কিরূপ যোগ আছে, তাহা বুঝা ভার। কেননা, কোন সঙ্গীতগ্রন্থে উদাত্ত

অনুদাত্তের উল্লেখ নাই। নব্যতম লৌকিক গানের পুস্তকে উদাত্তাদির নাম লক্ষণাদি না থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন এবং বলেন, পূর্ব্বকালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত আর কিছুই না, উহা স্বরোচ্চারণের স্থানবিশেষ মাত্র। আমরা এখন যাহাকে উদারা মুদারা তারা বলিয়া থাকি, তাহাই পূর্ব্বকালের উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত আমাদিগের ভাল বোধ হয় না। কারণ স্বর-বিচারস্থলে কাশিকাকার বলিয়াছেন যে,

"उच्चैरिति च स्वनिप्रकर्षौ न गृह्येते।
उच्चैर्भाषते उच्चैः पठतीति।"

উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, এইরূপ কর্ণগোচর উচ্চতাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

অপিচ, উদারা, মুদারা, তারা; এই ত্রিবিধ স্বরের প্রত্যেকটিতে স ঋ গ ম প ধ নি অনুগত আছে; কিন্তু বৈদিক উদাত্তে তাহা নাই এবং থাকিবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, উহা স্বরে পরিমাণবিশেষের নাম। ইংরাজিতে ইহাকে টোন্ কহে। বৈদিক স্বরে যেমন তিন প্রকার পরিমাণ দেখা যায়, ইংরাজিতে সেইরূপ তিন প্রকার টোন্ আছে। মেজার টোন্ (১), মাইনর টোন্ (২), এবং সেমী টোন্ (৩)। এই কল্পনা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা

যায় না। পরন্তু এ বিষয়ে আমরা নিম্ন-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি।

শিক্ষাগ্রন্থে ২ দ্বিশ্রুতি স্বরকে উদাত্তজাতীয় বলা হইয়াছে। যথা—

"**उदात्तौ निषाद-गान्धारौ**" শিক্ষা।

ত্রিশ্রুতি স্বরকে অনুদাত্ত জাত বলা হইয়াছে। যথা—

"**अनुदात्तौ ऋषभ-धैवतौ।**" শিক্ষা।

আর ৪ শ্রুতি স্বরকে স্বরিত বলা হইয়াছে। যথা—

"**स्वरित-प्रभवा ह्येते षड्ज-मध्यम-पञ्चमाः।**" শিক্ষা।

কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরের পরিমাণ এইরূপ আছে। যথা—

স—৪ শ্রুতি।
ঋ—৩ শ্রুতি।
গ—২ শ্রুতি।
ম—৪ শ্রুতি।
প—৪ শ্রুতি।
ধ—৩ শ্রুতি।
নি—২ শ্রু। *

উপরোক্ত শিক্ষাগ্রন্থের রচনানুসারে উদাত্তাদি স্বরত্রয়ের সহিত স রি গম ইত্যাদি সপ্ত স্বরের এইরূপ সামঞ্জস্য হয়—নি গ ২ শ্রুতিতে গঠিত সুতরাং নি গ উদাত্ত জাতীয়।

---

* "**चतुश्चतुश्चैव षड्जमध्यमपञ्चमा द्वे द्वे निषादगान्धारौ त्रिस्त्रिर्ऋषभधैवतौ॥** (**संगीतसिद्धान्त-सारसंग्रह।**)

রি, ধ অনুদাত্ত-জাতীয়। স ম প স্বরিত হইতে উৎপন্ন। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে ইহাই জানা যাইতেছে যে, বৈদিক স্বরত্রয় ভাঙ্গিয়া লৌকিক সপ্তস্বর নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদিক কালের গান ত্রিস্বরেই হইত, অথবা বিকৃত স্বরগুলি গান কালে প্রকাশ পাইত, কিন্তু তাহা বৈদিক কালের হিন্দুগণ ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না।

পাণিনীয় স্বর-বিচারে বৃত্তিকার উদাত্তাদির লক্ষণ যাহা দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

(उच्चैरुदात्तः पा, ৪, ২, ২৯)

বৃত্তি—**उदात्तादिशब्दः स्वरे वर्णधर्म्मे लोकवेदयोः प्रसिद्धः। उच्चैरुपलभ्यमानो योऽच् स उदात्तसंज्ञो भवति। उच्चैरिति च श्रुतिप्रकर्षो न गृह्यते। उच्चैर्भाषते उच्चैः पठतीति। किं तर्हि ? स्थानकृतमुच्चत्वं संज्ञिनोविशेषणम्। ताल्वादिषु हि भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते। तत्र यः समाने स्थाने ऊर्द्धभागनिष्पन्नोऽच् स उदात्तसंज्ञो भवति। यस्मिन्नुच्चार्य्यमाणे गात्राणामायामो निग्रहो भवति। रूक्षता अस्निग्धता स्वरस्य। संवृतता कण्ठविवरस्य।**

অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্তাদি শব্দ, স্বরের এবং বর্ণের ধর্ম্ম। যাহা উচ্চ বলিয়া বোধ হয় তাহাই উদাত্ত। এই উচ্চতা শ্রবণ-গত উৎকর্ষ অর্থাৎ বড় শব্দ হইলেই যে উদাত্ত হয় তাহা নহে। তবে কি ? কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগ অবলম্বন

করিয়া উচ্চতম প্রযত্নে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাই উদাত্ত স্বর। উদাত্ত স্বর উচ্চারণ করিতে গেলে শরীরে নিগ্রহ উপস্থিত হয়, টান পড়ে (কষ্ট হয়), স্বরটি বা ধ্বনিটি রুক্ষ ও তীব্র অর্থাৎ অস্নিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় (স্নিগ্ধতা থাকে না।) কণ্ঠ-বিবর সঙ্কোচ করিয়া ইহা উচ্চারণ করিতে হয়।

পাঠকগণ! এখন বুঝিয়া লউন যে উদাত্ত স্বরটি কি?

(অনুদাত্ত—"नीचैरनुदात्तः" (পা, ৩০)

বৃত্তি—**नीचैरुपलभ्यमानो योऽच् सोऽनुदात्तसञ्ज्ञो भवति। नीचभागे निष्पन्नो योऽच् स अनुदात्तः। यस्मिन्नुच्चार्य्यमाणे गात्राणामन्ववसर्गो भवति। अन्ववसर्गो मार्दवम्। स्वरस्य मृदुता स्निग्धता। कण्ठविवरस्य उरुता महत्ताच।**

অর্থ—যাহা অনুচ্চ বা নীচ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই অনুদাত্ত। ইহাও ছোট স্বর হইলে হইবে না। উচ্চারণ স্থানের নিম্ন বা নীচ ভাগ অবলম্বন করিয়া উঠাইলে তবে তাহা অনুদাত্ত হইবে। ইহার উচ্চারণকালে শরীর শিথিল ভাব অর্থাৎ মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। স্বরটি মৃদু ও স্নিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায়। কণ্ঠ-বিবর বড় হয় (হাঁ করিতে হয়)। অনুদাত্ত স্বর কি? তাহা এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লউন।

স্বরিত—"**समाहारः स्वरितः**।" (পা, ৩১)

বৃত্তি—**उदात्तानुदात्तस्वरसमाहारः स्वरितः। तौ समाह्रियते यस्मिन् तस्य स्वरित-इत्येषा संज्ञा।**

অর্থাৎ যাহাতে কথিত দুই স্বরের (অনুদাত্ত ও উদাত্ত) সংগ্রহ হয়, দুই স্বরের সমাবেশ বা সংযোগ হয়, তাহাই স্বরিত।

"तस्य आदित उदात्तमर्द्धह्रस्वम्" (পা, ৩২)

এই স্বরিত স্বরের প্রথমে অর্দ্ধমাত্রাত্মক অংশ উদাত্ত হইয়া অবশিষ্ট অনুদাত্ত হইবে অর্থাৎ উদাত্ত স্বরে আরম্ভ এবং অনুদাত্ত স্বরে সমাপ্তি। আরম্ভের পরেই গমকের (কম্পান) মত ভঙ্গ থাকিবে।

এতদ্ভিন্ন আর এক স্বর আছে, তাহার নাম "এক শ্রুতি স্বর" ইহাতে উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতের বিভাগ থাকেনা। অবিভাগে গীত হয়। দূর হইতে আহ্বান করিবার কালে ও রোদন সময়ে এই "একশ্রুতি" স্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বরিত স্বর এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লইবার বিচিত্র নাই।

কথিত আছে যে বৈদিকগান হইতেই লৌকিক গান নির্ম্মিত তাহা সম্ভব বটে। আদিম কালের ত্রৈস্বর্য্যগান উন্নত হইয়াই ক্রমে ঊনবিংশ স্বর হইয়াছে।—(শুদ্ধস্বর ৭, বিকৃত ১২)। এবং তাহার কোমল তিওর, তদুপরি গমক মূর্চ্ছনাদির পরিপাটী বৃদ্ধি হওয়াতে লৌকিক গান এত মধুর হইয়াছে। পর পর উৎকর্ষ সাধনই হইয়া থাকে।

বৈদিক কালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের কথা এখন আর সঙ্গীত ব্যবসায়িদিগের মুখে শুনা যায় না। তাঁহাদের

গ্রন্থে ইহার নাম গন্ধও নাই। তাঁহারা গানকালে যে প্রতি নিয়-তই উদাত্ত অনুদাত্তের ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারা জানেন না যে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরটী কিরূপ।

নব্যসঙ্গীত গ্রন্থে উহার নামোল্লেখ না থাকিলেও বৈদিক শিক্ষা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লৌকিক গানের ৭টি স্বর বৈদিক ত্রিস্বর হইতে লব্ধ অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর হইতেই স ঋ গ ম প ধ নি, এই সাতটী স্বর গঠিত হইয়াছে। যথা—

"উদাত্তৌ নিষাদ-গান্ধারৌ
অনুদাত্তৌ ঋষভ-ধৈবতৌ।
স্বরিত-প্রভবা হ্যেতে—
ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ॥"

উদাত্ত স্বর লইয়া নিষাদ ও গান্ধার (নি, গ) স্বর গঠিত হইয়াছে। অনুদাত্ত হইতে ঋ, ধ, অর্থাৎ ঋষভ ধৈবত; আর স্বরিত স্বর হইতে স, ম, প অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হইয়াছে।

উদাত্ত=নি—গ। অথবা গ=নি।

অনুদাত্ত=ঋ—ধ। অথবা ধ=ঋ।

স্বরিত=স—ম প। এইরূপ হইবে।

(।) এইরূপ চিহ্নটিতে, উদাত্ত সঙ্কেত, ইহা বেদের মন্ত্রের উপরে থাকে। —এই চিহ্নটী উপরে থাকিলে স্বরিত এবং উহা নিম্নে থাকিলে অনুদাত্ত।

বৈদিক স্বর উচ্চারণ করিবার নিয়ম যথা—

निवेश्य दृष्टिं हस्ताग्रे शास्त्रार्थमनुचिन्तयन् ।
समागुच्चारयेद्वाक्यं हस्तेन च मुखेन च ॥
यथैवोच्चारयेद्वर्णां स्तथैवैनान् समापयेत् ।

নারদীয় শিক্ষা।

অর্থাৎ হস্তাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুগপৎ হস্ত ও মুখ উভয় দ্বারাই উদাত্ত অনুদাত্তাদি ক্রমে উচ্চারণ করিবে। যে ক্রমে বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়, সেই ক্রমেই হস্ত দ্বারা সমাপ্ত করিতে হয়। *

বেদের মন্ত্রগুলি যদি শিক্ষা-কথিত নিয়মে অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্তগুলিকে স রি গ ম প্রভৃতি **স্বরে** উপনীত করিয়া গান করা যায়, তাহা হইলে শুনিতে মন্দ হয় না এবং তাহাকে সপ্তস্বর্য্য গান বলা যায়। এই সপ্তস্বর্য্য গানই লৌকিক গানের বীজ। ত্রিস্বর্য্য গানের পরেই এই সপ্ত স্বরের সৃষ্টি এবং সেই সপ্ত স্বরেই গান হইত। কুশীলব যখন রাম-সভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত স্বরেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত ১২ স্বর যোগ ছিল কি না সন্দেহ।

বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া কুশীলবকে শিক্ষা

---

* আমরা দেখিতেছি, ইহা এক-প্রকার তাল বিশেষ। এই হস্ত নিয়ম হইতেই ক্রমে তালের সৃষ্টি ও ক্রমে বাদ্যের সৃষ্টি।

দিলে আচার্য্য ভরত তাহাতে স্বর-যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—

মূল—"**তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বাচার্য্যবিনির্ম্মিতাম্।**"

টীকা—**গায়কানাং গান-সিদ্ধয়ে পূর্ব্বাচার্য্যেণ ভরতেন নির্ম্মিতাম্।**

ককুৎস্থবংশজ রাম সেই অশ্রুত-পূর্ব্ব কাব্যগান শুনিতে পাইলেন, যাহা সঙ্গীতাচার্য্য ভরত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এস্থলে দেখিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যকে কবি ভরত-রচিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যে ভরতের স্বরসন্নিবেশ করা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নির্ম্মাণ সম্ভবে না।

পুনশ্চ—"**অপূর্ব্বাং পাঠ্য-জাতিঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্।
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্ ॥**"

টীকা—"**পাঠ্যজাতিং পাঠ্যস্য গেয়স্য জাতিং ষড়্জাদিস্বর-রূপাম্। গেয়েন গানধর্ম্মেণ স্বরবিশেষেণ সমলঙ্কৃতাম্। প্রমাণৈর্ব্বিপরিচ্ছেদসাধনৈঃ দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিতাবৃত্তিভির্বহুভির্বহুপ্রকারাভির্বদ্ধিতাম্।**"

কথিত শ্লোকটির এতাদৃশ ব্যাখ্যায় জানা যাইতেছে যে রামায়ণটি গান ধর্ম্ম যাবৎ স্বরে গীত হইয়াছিল। কিন্তু অন্য এক টীকাকারের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে, তাহা ষড়জাদি স্বর ভিন্ন অন্য কোন বিকৃত স্বরের যোগে গীত হয় নাই। কেননা

পাঠ্যজাতি শব্দকে গানাধার শব্দরাশির স্বরূপ উচ্চারণ এবং গেয় শব্দে গান ধর্ম্ম ষড়জাদি স্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে বাল্মীকির রামায়ণ-কাব্য-খানির সহিত ভরতের সম্বন্ধ আছে ইহাতে আর সংশয় নাই। বিকৃত স্বরগুলির ব্যবহার থাকিলেও তৎকাল সে সকলের বিশেষ বিশেষ নাম ও তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ধর্ত্তব্য ছিলনা বলিয়াই বোধ হয়।

এইরূপে ত্রিস্বর হইতে সপ্তস্বর এবং সপ্তস্বর হইতে ক্রমে আর ১২টী স্বর জন্মিয়া এক্ষণে সংগীতটি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হই-য়াছে। একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া তাহাকে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভেদ করিবার যে কৌশল, তাহা হইতে সপ্তস্বর এবং সেই সপ্তস্বর হইতে অন্যবিধ ১২টী স্বর প্রভেদ করিবারও সেই কৌশল। কৌশল এক হইলেও আদিম মানব হৃদয়ে তাহার সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি পায় নাই বলিয়াই একবারে ১৯ স্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে।

কি প্রকারে একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে।

সকলেই জানেন যে, সেতার বা বীণাতন্ত্রীতে আঘাত পাইলেই ধ্বনি উত্থিত হয়, বংশীতে ফুৎকার দিলেও ধ্বনি হয়। এইরূপ দেহদণ্ডের অভ্যন্তর যন্ত্রে আঘাত পাইলেও ধ্বনি হয়। কে আঘাত করে? সঙ্গীত-বিজ্ঞানে লিখিত আছে। যে—

"আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
পাবকপ্রেরিতঃ সোঽয়ং ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
অতিসূক্ষ্মধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ॥
পুষ্টং শীর্ষে ত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।"

আত্মার প্রযত্ন (উচ্চারণেচ্ছা) বশতঃ দৈহিক তাপ বা উষ্মতা (তড়িৎ) বেগপ্রাপ্ত হয়। সেই বেগ উদর-কন্দ-রের বায়ুকে আঘাত বা প্রেরণা করে। তদুভয়ের সঙ্ঘর্ষে উদরাকাশে নাদ বা সূক্ষ্ম ধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেই ধ্বনি গল-গহ্বরে আসিয়া পুষ্ট (মোটা) বা স্থূল হয় এবং বাগ্‌যন্ত্র (জিহ্বা, দন্ত, তালু প্রভৃতি) দ্বারা তাহা কৃত্রিম স—ঋ—গ—ম ইত্যাদি নানা আকারে পরিণত হয়। যেরূপ বংশীর বা সেতারের একমাত্র সরল ধ্বনিকে বংশীর ছিদ্র চাপিয়া কি সেতারের পর্দ্দা চাপিয়া কৃত্রিম (নানা আকার) করা যায়, গল-গহ্বরের ধ্বনিও সেইরূপ তাল্বাদি স্থান চাপিয়া নানা আকারে পরিণত করা যায়।

পর্দ্দা না ধরিয়া সেতারের তারে আঘাত করিলে যে ধ্বনি হয়, প্রথম সপ্তকের প্রথম পর্দ্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। দ্বিতীয় পর্দ্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। কণ্ঠধ্বনিপক্ষেও এইরূপ প্রক্রিয়া বা নিয়ম দৃষ্ট হয়। হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা, এই কএকটি

উচ্চতা বা ওজনের নিরুপক স্থান। কণ্ঠবিবরস্থ শিরা, পেশী, জিহ্বা ও ক্ষুদ্র জিহ্বা প্রভৃতি স্বর ভেদক যন্ত্র বা চাপিবার সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হৃদয়াদি-ত্রিস্থানোৎপন্ন ত্রিবিধ ক্রমোচ্চ ধ্বনি তিনটির নামান্তর মন্দ্র, মধ্য, তার। হিন্দুস্থানীয় ভাষায় ইহাকে উদারা, মুদারা, তারা বলিয়া থাকে।

মন্দ্র স্বরের যে ওজন, মধ্যস্বর তাহার দ্বিগুণিত এবং তার-স্বর তাহার দ্বিগুণিত। সঙ্গীত দর্পণকার ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যথা—

"হৃদি মন্দ্রো গলে মধ্যোমূর্দ্ধ্নি তার ইতি ক্রমাৎ।
দ্বিগুণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাদয়ং স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥
এবং শারীরবীণায়াং দারব্যাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ॥"

প্রযত্ন দ্বারা ঊর্দ্ধভাগ চাপিয়া নাভি বা হৃদয়-কন্দর হইতে ধ্বনি বাহির করিলে তাহা মন্ত্র, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ চাপিয়া কেবল গল-গহ্বর বিস্তৃত করিয়া ধ্বনি করিলে তাহা মধ্য, হৃদয় পর্য্যন্ত চাপিয়া (প্রযত্ন দ্বারা) তালু স্থান হইতে ধ্বনি বহির্গত করিলে তাহা তার। ইহারা পর পর দ্বিগুণ-ওজন-যুক্ত কিন্তু কাষ্ঠ-রচিত বীণায় ইহার ব্যতিক্রম আছে। সে ব্যতিক্রম এইরূপ—শরীর যন্ত্রের নিম্নভাগ হইতে উপরে উঠিলে উচ্চ হয়, আর সেতার বা বীণার উপর হইতে নীচে আসিলে উচ্চ হয়।

এক মাত্র খাড়া ধ্বনিকে এইরূপ প্রভেদ করিয়া আদিম

কালে ত্রৈস্বর্য্য গান প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে তদ্রূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া তৎপরবর্ত্তী কালে সপ্তস্বরের সৃষ্টি হয়। যথা—কোহলীয় সঙ্গীতগ্রন্থে—

"তং নাদং সপ্তধাঽকার্ষীত্তথা ষড্জাদিভিঃ স্বরৈঃ।

সেই আহত ও অনাহত দ্বিবিধ নাদ-নামক ধ্বনিকে সপ্ত প্রকারে ভেদ করিয়া তাহাতে ষড়্জাদি স্বরের (স—ঋ—গ—ম—প—ধ—নি—) ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ষড়্জাদি স্বর-গুলি স্থূল, ইহারই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওজনঘটিত অংশগুলির নাম শ্রুতি।

সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে নাদাত্মক ধ্বনি হইতে শ্রুতি নির্ণয় করিয়া তাহার দ্বারাই ষড়জাদি স্বরের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং সেই স্বর হইতে মূর্চ্ছনাদির জন্ম হইয়াছে। যথা—

"নাদাত্ম শ্রুতয়ো জাতাস্ততঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ।
তেভ্যশ্চ মূর্চ্ছনাঃ সৌক্তাস্তানাখ্যা গ্রামসম্ভবাঃ॥"

নাদাত্মক ধ্বনি হইতে কিপ্রকারে শ্রুতি জন্মিল এবং শ্রুতি হইতেই বা কি প্রকারে ষড়্জাদি স্বর উৎপন্ন হইল, তাহা সরল পদবী অবলম্বন করিয়া বলা* যাইতেছে।

* শ্রুতি কি? সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সংগীত অনুশাসন করিতে করিতে তাহা অনুভব করিতে পারেন। ফল, শ্রুতি অতি সূক্ষ্ম

---

* **শ্রবণাৎ শ্রুতিঃ।**

স্বরাংশ। স্বরের আয়তনের নহে, ওজনের অংশ। উহা শ্রবণ-গ্রাহ্য স্বর-ধর্ম্ম বিশেষ বলিয়াও ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—

"স্বল্পমাত্র শ্রবণাৎ নাদোঽনুরণনাত্মকঃ।
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥"

যত নিম্ন হইতে পারে তত নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া যত উচ্চ হইতে পারে তত উচ্চ একটী ধ্বনি-রেখা কল্পনা কর। রেখা পদার্থ কি? তাহা সকলেই জানেন। রেখা কতকগুলি পর-পর সংযুক্ত বা সংলগ্ন বিন্দুর সমষ্টি সুতরাং ধ্বনি-রেখাটিও কতকগুলি উত্তরোত্তর সংলগ্ন ধ্বনি-বিন্দুর সমষ্টি। ইচ্ছানুসারে এই ধ্বনি-রেখার কোন একটী স্থানকে বা কোন এক বিন্দুকে ভিত্তি বা মূল সীমা করিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগের কোন এক বিন্দুকে শেষ সীমা কল্পনা কর। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী স্বর-রেখাকে ক্রমোচ্চরূপে অগ্রে এইরূপে উচ্চারণ কর—যেরূপ উচ্চারণ করিলে সা হইতে নি পর্য্যন্ত স্বরটি অবিভাগে উচ্চারিত হয়। মনে কর, যেন প্রথম বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া, স রি গ ম ইত্যাদি বর্ণোচ্চারণ না করিয়া, কেবল অবিভাগে ও ক্রমোচ্চ-রূপে সা-আ-আ-আ-আ-আ-আ—এইরূপ উচ্চারণ করিলে। এই ধ্বনি রেখাটিকে যদি ভাগ করিতে হয় তবে যুক্তি ইহাকে অনেক ভাগ করিতে বলিবে। কিন্তু অত্যন্ত অনেক ভাগ করিলে তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে এজন্য সঙ্গীতাচার্য্যেরা উহাকে

স্থূলতঃ বা মোটামুটি সাত ভাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই সাত ভাগ সাত স্বর বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু দেখিবে যে, সেই সাত ভাগ সমান সাত ভাগ নহে। যেহেতু ভাগলব্ধ স্বরগুলি পরস্পর সমান্তরাল বা উত্তরোত্তর সম-পরিমাণে উচ্চ নহে। সুতরাং তাহা ঠিক সমান সাত ভাগ নহে। সমান সাত ভাগ না হইবার হেতু এই যে স্বরগুলিকে ছোট বড় নানা আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে গান ক্রিয়া উত্তম হয় না। অতএব সেই ন্যূনাধিক সাত ভাগকে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগত রাখিবার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় এই—পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড দণ্ডায়মান ধ্বনি রেখাকে সাত ভাগ না করিয়া, ২২ ভাগ করিয়া তাহার ২। ৩। ৪ অংশ একত্র করিয়া এক একটী স্বরকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট নাম দিয়া গ্রহণ কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে সপ্তধা বিভক্ত স্বরের মধ্যে কোনটিতে ২। কোনটিতে ৩। কোনটিতে ৪ বিন্দু আছে। এই বিন্দু গুলিই শ্রুতি। এইরূপ শ্রুতি নির্ণয় করিয়া স্বর নির্ম্মাণ করিবার দ্বিতীয় ফল এই যে, শ্রুতির হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া লইলে সেই সেই স্বর বিকৃত হইয়া এক একটি অভিনব আকারের স্বর হইবে। এই জন্যই কি মনুষ্যকণ্ঠ কি বীণাতন্ত্রী কি অন্য কোন বস্তুজাত ধ্বনির নীচ হইতে উচ্চতা-যুক্ত ধ্বনি-রেখাকে ২২ অংশ করিয়া ২২ শ্রুতি অবধারিত করা হইয়াছে এই ২২ শ্রুতিতে ৭ স্বর শুদ্ধ এবং তাহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া

বিকৃত ১২ স্বর রচনা করিবার প্রথা নিম্নলিখিত রেখা দৃষ্টে অনুভব করা যাইতে পারে।

শ্রুতি ও শ্রুতিতে স্বর স্থাপনার বিষয় শার্ঙ্গদেব ও সিংহ ভূপাল অতি বিশদরূপে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রুতি ও স্বর কি? যদি বুঝিতে চাও—তবে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন কর। দুইটি বীণা সর্ব্বাংশে সমানরূপে প্রস্তুত কর। "**এক বীণেব ভাসেতে যথা দ্বে অপি ধ্বনতঃ**।" দুইটি বাজাইলে যেন ঠিক একটি বীণা বাজিতেছে বলিয়া জ্ঞান হয়। প্রত্যেক-টিতে ২২ বাইশটি করিয়া তন্ত্রী থাকিবেক। যতদূর মন্দ্র হইতে পারে অথচ রঞ্জকতার ব্যাঘাত না হয় এরূপ মন্দ্র করিয়া প্রথম তন্ত্রটি বাঁধ। "**দ্বিতীয়ো ধ্বনির্মনাক্**" দ্বিতীয়টি তাহা অপেক্ষা অল্পোচ্চ করিয়া বাঁধ। "**মধ্যে ধ্বন্যন্তরাশ্রুতেঃ**" দ্বিতীয়টি

এরূপ অল্প উচ্চ হইবে যে তদুভয়ের মধ্যে যেন আর স্বতন্ত্র বিসদৃশ ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। তাহার নীচে আর একটি তন্নিম্নে আর একটি, — ক্রমে বাইশটি তন্ত্রী বাঁধ। এই দ্বাবিংশতি তন্ত্রী হইতে উৎপন্ন দ্বাবিংশতি ধ্বনি ঐ শ্রুতি শব্দের বাচ্য। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতিতে সপ্তস্বর স্থাপনের বিধি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্ত্রীগুলিকে যদি বিন্দু মনে কর— তবে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তন্ত্রী লোপ করিয়া চতুর্থ তন্ত্রী বা বিন্দু স্থানে ষড়্জ অর্থাৎ সা স্থাপন কর। সপ্তম বিন্দু স্থানে রি; নবম বিন্দু স্থানে গ; ত্রয়োদশ বিন্দু স্থানে ম; সপ্তদশ বিন্দু স্থলে প; বিংশ বিন্দু স্থানে ধ; দ্বাবিংশ বিন্দু বা তন্ত্রী স্থানে নি স্থাপনা কর। শার্ঙ্গদেব ও সিংহ ভূপাল এইরূপে শ্রুতি ও স্বরস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পরীক্ষা ও শ্রুতি বিষয়ক সুজ্ঞানের নিমিত্ত একটি "সারণা" নামক প্রকরণের উপদেশ করিয়াছেন। তাহা এ স্থানে ব্যক্ত করিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হয়। এক্ষণকার স্বরস্থাপনার রীতির সহিত এই প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীয় স্বরস্থাপনার অনেক প্রভেদ আছে। এক্ষণকার গায়কেরা ও গীতাচার্য্যেরা চতুর্থশ্রুতিতে সা-স্বরের স্থাপনা না করিয়া প্রথম শ্রুতিতেই সা-স্বরের স্থাপনা করেন। এই রীতিতে একটি মহান্ দোষ আছে। মনে কর, যদি প্রথম বিন্দু বা প্রথম শ্রুতি স্থানে ষড়জ স্বরের স্থিতি হয় তাহা হইলে নিষাদের এক শ্রুতি মধ্যসপ্তকের অধিকারে যাইয়া পড়ে। ইহা সঙ্গীত

শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। সপ্তক শব্দের সারার্থ এই যে, প্রথম স্বরবিন্দুকে ভিত্তি করিয়া অপর একবিংশতি স্বরবিন্দু অবিভাগে উচ্চারিত হইয়া যে একটি স্বর-রেখার উৎপত্তি করিয়াছে এবং সেই বিন্দুময় স্বর রেখাকে বিভাগ করিয়া যে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারই নাম প্রথম সপ্তক। এই প্রথম সপ্তকের শেষ বিন্দুকে আদি-সীমা করিয়া যদি পুনশ্চ দ্বাবিংশতি বিন্দুময় স্বররেখা করিয়া তন্মধ্য হইতে সা রি গ ম প ধ নি বাহির করা যায়, তাহা হইলে তাহা দ্বিতীয় সপ্তক হইবে। মনুষ্য কণ্ঠে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক ও তন্ত্রীতে ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রুতি কি? এবং স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ কি? ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ দুগ্ধ ও দধির প্রভেদের ন্যায়। অর্থাৎ দুগ্ধ হইতে যেমন দধি প্রকাশ পায় সেইরূপ শ্রুতি হইতেই ষড়্‌জাদি স্বর প্রকাশ পায়। যথা—

"तास्ताः श्रुतयः स्वर-रूपेण जायते।"

সেই সকল শ্রুতি (সংযুক্ত হইয়া পুষ্ট ও) স্বর রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে,

"श्रुतिस्थाने स्वरान् वक्तुं नालं ब्रह्मापि तत्त्वतः।
जलेषु चरतां मार्गो मीनानां नोपलभ्यते॥"

অর্থাৎ জলেতে মৎস্য বিচরণের পথ যেমন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ স্বর মধ্যে শ্রুতি সঞ্চরণ লক্ষ্য হয় না।

এক্ষণে নির্ণয় হইল যে, ২২ শ্রুতি হইতে ৭ স্বরের উদ্ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ স্বরে কত শ্রুতি আছে? ইহার প্রমাণ ও তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"चतुर्भ्योंजायते षड्‌जो मध्यमः पञ्चमस्तथा।
द्वाभ्यां द्वाभ्यां गनी चैयौ रिधौच त्र्यात्मकौ तथा।"

সা	৪
রি	৩
গ	২
ম	৪
প	৪
ধ	৩
নি	২
	২২

দোহাঁ।

"खरज मध्यम पञ्चम चारि।
दोदो गान् हार निखाद विचारि॥
रिखब धैवत तिनो जान।
बाइसिस श्रोरत एसाइ जान॥"

শুদ্ধ ৭ স্বর বিশেষ বিশেষ স্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য, ও তার-স্থান অবলম্বনে উচ্চারিত (উত্থান)

হয় বলিয়া তাহার ৩ প্রকার কল্পনা হইয়া থাকে। সে পক্ষ ধরিলে ২১ বিশুদ্ধ স্বর বলা যাইতে পারে। যথা—

"শুদ্ধাঃ সপ্ত স্বরাস্তে চ মন্দ্রাদিস্থানতস্ত্রিধা।

কথিত প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যদি স্বর সংস্থাপন করা যায় তাহা হইলেই সেই সেই স্বর গুলি বিকৃত হইয়া দাঁড়ায়। কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্বরের নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি ভাঙ্গিয়া লইয়া অন্য এক স্বরে যোগ করিলে সেই উভয় স্বরই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় (তাহা এক্ষণে কোমল ও তীওর প্রভৃতি নামে চলিতেছে)। পরন্তু এতৎ পক্ষে একটু বিশেষ নিয়ম আছে এবং সেই নিয়ম বশতঃ বিকৃত স্বর ১২ টির অধিক হয় না।

স	২	প্রকার
রি	১	প্রকার
গ	২	ঐ
ম	২	ঐ
প	২	ঐ
ধ	১	ঐ
নি	২	ঐ

সঙ্গীত রত্নাকর এই বিষয়টি বিস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যথা—

" तत्रैव विकृतावस्था द्वादश प्रतिपादिताः ।
च्युतोऽच्युतो द्विधा षड्जो द्विश्रुतिर्विकृतोभवेत् ॥
साधारणे काकलित्वे निषादस्य च दृश्यते ॥
साधारणे श्रुतिं षाड्जीं ऋषभश्चेत् समाश्रयेत् ।
चतुःश्रुतित्वमायाति तदैकोविकृतोभवेत् ॥
साधारणे त्रिश्रुतिः स्यादन्तरत्वे चतुःश्रुतिः ।
गान्धार इति तद्भेदौ द्वौनिःशङ्केन कीर्त्तितौ ॥
मध्यमः षड्जवद्द्वेधाऽन्तरसाधारणाश्रयात् ।
पञ्चमोमध्यमग्रामे त्रिश्रुतिः कैशिके पुनः ॥
मध्यमस्य श्रुतिं प्राप्य चतुःश्रुतिरिति द्विधा ।
धैवतोमध्यमग्रामे विकृतः स्याच्चतुःश्रुतिः ॥
कैशिके काकलित्वे च निषादस्त्रिचतुःश्रुतिः ।
प्राप्नोति विकृतौ भेदौ द्वाविति द्वादश स्मृताः ॥
तैः शुद्धैः सप्तभिः सार्द्धं भवन्त्येकोनविंशतिः ॥

এই সকল শ্লোকের সংক্ষেপার্থ এই যে, ষড়্জ স্বরটি দুই প্রকারে বিকৃত হয়। একের নাম চ্যুতষড়্জ, অপরের নাম অচ্যুতষড়্জ। ষড়্জসাধারণ অর্থাৎ নিষাদ স্বরটি যখন দ্বিতীয় সপ্তকীয় ষড়জের আদ্য শ্রুতি আশ্রয় করে তখন এই ষড়্জ স্বরটি আপনার স্থান চতুর্থশ্রুতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তৃতীয় শ্রুতিতে গিয়া অবস্থান করে, সুতরাং তখন ইহা বিকৃত এবং স্থান-চ্যুততা-হেতুক ইহা চ্যুতষড়্জ বলিয়া উক্ত হয়। আর

নিষাদ যখন কাকলী হয় অর্থাৎ তাদৃশ ষড়্জের দুই শ্রুতি গ্রহণ করে, তখন ষড়্জস্বরটির আয়তন দুই শ্রুতি হইয়া পড়ে কিন্তু স্বস্থানে অর্থাৎ চতুর্থশ্রুতিতেই থাকে, সুতরাং ষড়্জ স্বরটি স্বস্থানে থাকিলেও দুই শ্রুতির ন্যূনতাহেতু বিকৃত এবং তাহা অচ্যুতষড়্জ নামে উক্ত হয়। এইরূপে বিকৃতাবস্থ ষড়্জ স্বরটি দ্বিবিধ।

ঋষভ স্বরটি এক প্রকারেই বিকৃত হইয়া থাকে। ষড়্জ সাধারণ অর্থাৎ নি-স্বরের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যবস্থাকালে ঋষভ ষড়জ-স্বরের অন্তিম শ্রুতিটি গ্রহণ করে।' ত্রিশ্রুতিক ঋষভ চতুঃশ্রুতি হইলে সুতরাং তাহাকে বিকৃত ঋষভ বলিতে হয়। রি এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার হয় না।

গান্ধার স্বরটিরও দুই প্রকার বিকৃতি। সাধারণগান্ধার ও অন্তরগান্ধার। গ নিজে ২ শ্রুতি, কিন্তু যখন মধ্যমের প্রথম শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তখন ত্রিশ্রুতি হইয়া সাধারণ গান্ধার এবং যখন দ্বিতীয়া শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তখন ৪ শ্রুতি হইয়া অন্তরগান্ধার নামে খ্যাত হয়। গান্ধারের এই দুই প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার বিকৃতিত্ব নাই।

ষড়্জের ন্যায় মধ্যম স্বরটিরও দ্বিবিধ বিকৃতি। তাহা মধ্যম সাধারণে ও গান্ধারের অন্তরতা কালেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মধ্যম গ্রামে, পঞ্চম স্বরটি স্বীয় উপান্ত্য শ্রুতিতে অর্থাৎ

তৃতীয় শ্রুতিতে প্রকট হইলে একশ্রুতি হীন হওয়ায় ত্রিশ্রুতিক হইয়া পড়ে। ইহা এক প্রকার বিকৃত পঞ্চম। এবম্ভূত পঞ্চম মধ্যমের এক শ্রুতি লইলে অর্থাৎ মধ্যম স্বীয় উপান্ত্য শ্রুতিতে উচ্চারিত হইলে, চতুঃশ্রুতিত্ব লাভে বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পঞ্চমেরও দ্বিবিধ বিকৃতি।

ধৈবতের এক প্রকার মাত্র বিকার। ধ-স্বরটী পঞ্চমের অন্ত্যশ্রুতি লাভে (মধ্যম গ্রামে) চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হইয়া তাদৃশ বিকার প্রাপ্ত হয়।

নিষাদ স্বরটি স্বরূপতঃ দ্বিশ্রুতিক, কিন্তু প্রথোমক্ত ষড়্জ সাধারণতা কালে দ্বিতীয় সপ্তকীয় ষড়্জের প্রথম শ্রুতি আশ্রয় করিয়া ত্রিশ্রুতিক এবং যখন কাকলী হয় তখন তাহার দুই শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতিক হইয়া দাঁড়ায় সুতরাং নিষাদের দুই প্রকার বিকার। এইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সমুদায়ে দ্বাদশ প্রকার বিকৃত স্বর আছে।

শ্রুতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিত এই সকল বিকৃত স্বরগুলি কণ্ঠ-গীতে ছাত্রের পক্ষে সহজ বোধ্য নহে। সেতারের পর্দ্দাতে ইহা উত্তম বুঝা যাইতে পারে। শ্রুতি ও তদনুগত নিয়ম অনু-সারে আবদ্ধ ১৯ খানি পর্দ্দায় তিন সপ্তকের ২১ খানি শুদ্ধ স্বর সহজেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। বিকৃত স্বরগুলি প্রকাশ করিতে হইলে তন্ত্রী আকর্ষণ করিয়া অথবা পর্দ্দা সরাইয়া প্রকাশ

করিতে হয়। পর্দ্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, পর্দ্দাগুলি সম অন্তর বাঁধা নহে। সমান্তর না হইবার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে স্বরগুলি সম-অন্তর নহে, ইহা ও একটি কারণ। কোন্ কোন্ স্বর ৪ শ্রুতি এবং কোন্ কোন্ স্বর ২।৩ শ্রুতির সমষ্টি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সেতার

⋮ _স (৪ শ্রুতির মাথায়)
⋮ _রি (৩ শ্রুতির মাথায়)
: _গ (২ ,, মাথায়)
⋮ _ম (৪ ,, মাথায়)
⋮ _প (৪ ,, মাথায়)
⋮ _ধ (৩ ,, মাথায়)
: _নি (২ শ্রুতির মাথায়)
⋮ _সা (৪ শ্রুতির মাথায়)

এক্ষণে পর্দ্দা সরাইয়া বিকৃত (কোমল তিওর) কর। সা নি—সুরের ১ শ্রুতি লইতে পারে। লইলে তাহা অচ্যুত ষড়জ হইবে। নীর পর্দ্দাখানি সা'র দিকে ১ শ্রুতি সরাইয়া লইলেই উহা সম্পন্ন হইবে। আর এক শ্রুতি ত্যাগ (নির দিকে) করিলে তাহা চ্যুত ষড়জ হইবে।

এইরূপে শুদ্ধ ৭ স্বর, তৎপরে তাহার বিকার ১২ স্বর, সমুদায়ে ১৯ স্বর, গীত হইত। তৎপরে ক্রমে রাগ রাগিণীর

সৃষ্টি। রাগ রাগিণী আর কিছুই নহে, কেবল উল্লিখিত স্বর শ্রেণীকে ছন্দঃ ও অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া এক একটী আকৃতি নির্ম্মাণ করা মাত্র। তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলে মন মোহিত হয় ও অনুরক্তি জন্মে বলিয়া রাগ নাম হইয়াছে।

এই স্বরের মধ্যে আবার ৪ প্রকার ভেদ আছে। বাদী (১) সংবাদী (২) বিবাদী (৩) অনুবাদী (৪)। যথা—

তে বাদি-সম্বাদি-বিবাদ্যনবাদ্যস্ত্রিধা পুনঃ।
স্বরাস্তুর্বিধাঃ প্রোক্তাস্তত্র স বাদী কথ্যতে॥
প্রচুরো যঃ প্রয়োগেষু রক্তি রাগাদিনিশ্চয়ম্।
সমশ্রুতিস্তু সম্বাদী পঞ্চমস্য সমঃ কৃচিৎ॥
গনী বিবাদিনৌ স্যাতাং রিধয়োর্বা নু তৌ তয়োঃ।
অনুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি পণ্ডিতসম্মতম্॥

অর্থাৎ গীত প্রয়োগ সময়ে, যে স্বর প্রাচুর্য্য হেতুক রাগের বোধক হয়, তাহা বাদী স্বর। পঞ্চমের সম শ্রুতি স্বর সম্বাদী। গান্ধার আর নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবতের ক্রমান্বয়ে বিবাদী; এইরূপ ঋষভ ও ধৈবত, গান্ধার আর নিষাদের ক্রমান্বয়ে বিবাদী। বাদী সম্বাদী বিবাদী লক্ষণ স্পর্শ না করিলেই তাহা অনুবাদী হইবে।

সংগীতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে যে, উচ্চ উচ্চ স্বর হইলেই উচ্চ উচ্চ গ্রাম হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। গ্রামের একটু বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—

"স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম উচ্যতে।"
"পঞ্চমশ্চেন্নির্বিকারঃ ষড়্জগ্রামস্তদোচ্যতে।
সোপান্ত্যশ্রুতি-সংস্থোঽয়ং গ্রামঃস্যান্মধ্যমস্তথা॥"
"গ্রামঃ স্বর-সমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাত্ ষড়্জগ্রাম আদিমঃ॥
দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্তয়োর্লক্ষণমুচ্যতে।
ষড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বচতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে॥
স্বোপান্ত্যশ্রুতিসংস্থেঽস্মিন্ মধ্যম-গ্রাম ইষ্যতে।
যদা ধশ্চিশ্রুতিঃ ষড়্জে মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ।
রিময়োঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেত্ সমাশ্রয়েত্।
প শ্রুতিং ধো নিষাদস্তু ধ শ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ।
গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদোমুনিঃ।
প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে॥"

অর্থ—মূর্চ্ছনাদির আশ্রয়ভূত স্বর সমূহের সুব্যবস্থার নাম গ্রাম। তন্মধ্যে ধরাতলে ২ গ্রাম গীত হইয়া থাকে। আদিম ষড়জ গ্রাম, ২য় মধ্যম গ্রাম। এই দুইয়ের লক্ষণ উক্ত হইতেছে। যথা পঞ্চম স্বর স্বীয় চতুর্থ শ্রুতিতে থাকিলে অর্থাৎ নির্বিকার থাকিলে তৎ-সম্বলিত স্বরসমূহ ষড়্জ গ্রাম, আর সেই পঞ্চম উপান্ত্যশ্রুতিস্থ হইলে তৎসংযুক্ত স্বরসমূহ মধ্যম গ্রাম।

গ্রাম হইতে মূর্চ্ছনার জন্ম। 'মূর্চ্ছনা প্রতি গ্রামে প্রধানতঃ সাত সাতটি। ক্রমান্বয়ে আরোহণ অবরোহণ ক্রিয়া সম্বদ্ধ

স্বরসমূহের নাম মূর্চ্ছনা। এই মূর্চ্ছনা বীণাযন্ত্রে সুস্পষ্টবোধ্য। কোহলীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

सप्तैव मूर्च्छनास्वात्र प्रतिग्रामं प्रकीर्त्तिताः।
आदिद्वित्रिचतुः पञ्च षट् सप्तस्वपि ता मताः॥
षड्जान्निषादपर्य्यन्तं निषाद्धैवतान्तकम्।
धैवतात्पञ्चमान्तन्तु पञ्चमान्मध्यमान्तकम्॥
ऋषभात् सान्तमित्याहुः षड्जग्रामस्य मूर्च्छनाः॥

অস্য প্রয়োগঃ।

স রি গ ম প ধ নি, নি স রি গ ম প ধ, ধ নি স রি গ ম প, প ধ নি স রি গ ম, ম প ধ নি স রি গ, গ ম প ধ নি স রি, রি গ ম প ধ নি স।

সঙ্গীতে প্রধানতঃ প্রতি গ্রামে সাতটি করিয়া মূর্চ্ছনা কথিত হইয়াছে তাহা প্রথম, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, ষট্ ও সপ্ত স্বরে অনুগত। ষড়জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত—নিষাদ হইতে ধৈবত পর্য্যন্ত—ধৈবত হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত—পঞ্চম হইতে মধ্যম পর্য্যন্ত—মধ্যম হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত—গান্ধার হইতে ঋষভ পর্য্যন্ত—ঋষভ হইতে পুনরপি সা পর্য্যন্ত। এইরূপ স্বর পরিচালনাত্মক মূর্চ্ছনাকে ষড়জ-গ্রামীয় মূর্চ্ছনা বলে। (উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ।)

অনন্তর মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অথোচ্যন্তে পুরোধায় মধ্যম-গ্রামমূর্চ্ছনা।
মাদ্‌গান্তং গাচ্চর্ষভান্তং ঋষভাৎ সান্তমিষ্যতে॥
সান্নযন্তং নৈষধৈবতান্তং ধাৎ পান্তং পাচ্চ মান্তকম্।"

অস্যোদাহরণম্।

ম প ধ নি স রি গ, গ ম প ধ নি স রি, রি গ ম প ধ নি স, স রি গ ম প ধ নি, নি স রি গ ম প ধ, ধ নি স রি গ ম প, প ধ নি স রি গ ম।

ম হইতে গ পর্য্যন্ত,—গ হইতে রি পর্য্যন্ত,—রি হইতে সা পর্য্যন্ত,—সা হইতে নি পর্য্যন্ত,—নি হইতে ধ পর্য্যন্ত,—ধ হইতে প পর্য্যন্ত,—প হইতে ম পর্য্যন্ত। এইরূপ স্বর-ব্যবস্থাঘটিত মূর্চ্ছনা মধ্যম-গ্রামীয় মূর্চ্ছনা। (উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ।) গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা লৌকিক গীতের অনুপযোগী বলিয়া বিশেষ করিয়া বলেন নাই। "**গ ম প ধ নি সরীতি গান্ধারগ্রামমূর্চ্ছনা**" এইরূপ সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন।

অপিচ, সঙ্গীত শাস্ত্রে মূর্চ্ছনার নাম কল্পনা করা আছে। যথা—

"ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিণী চ মতঙ্গজা।
সৌবীরী শুদ্ধমধ্যা চ ষড়্‌জ-মধ্যা চ পঞ্চমী॥
মৎসরী মৃদুমধ্যা চ শুদ্ধান্তা চ কলাবতী।
তীব্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেচরা চরা॥

सदावती विशाला च त्रिषु ग्रामेषु मूर्च्छना ।
एकविंशतिरित्युक्ता मूर्च्छनास्त्वन्द्रमौलिना ॥

ইহার অর্থ সহজ, মূর্চ্ছনার নাম ভিন্ন ইহাতে অন্য কিছু নাই। এই একবিংশতি মূর্চ্ছনা প্রধান, ইহা ভিন্ন অন্যান্য বহুতর মূর্চ্ছনা আছে।

কোহল-কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা সঙ্গীত-দর্পণে কিছু এই সকল বিষয়ের বৈশদ্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে এক সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষার কি পর্য্যন্ত চর্চ্চা হইয়াছিল তাহা বোধ-গম্য করাইবার নিমিত্ত সঙ্গীত-রত্নাকর হইতে মূর্চ্ছনানিয়ামক কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" क्रमात् स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम् ।
मूर्च्छनेत्युच्यते ग्रामत्रये ताः सप्त सप्त च ॥
स्थान-त्रय-समायोगात् मूर्च्छनारम्भसम्भवः ।
तत्र मध्यस्थ-षड्जेन षड्ज-ग्रामस्य मूर्च्छना ॥
पूर्व्वमारभ्यते नेस्तु निषादाद्यैरधस्तनैः ।
मध्य-मध्यम-मारभ्य मध्यमग्राम-मूर्च्छना ॥
आद्या नेस्तदधोधस्तः स्वरानारभ्य षट्क्रमात् ।
षड्जेतूत्तर-मन्द्राद्या रजनी चोत्तरायता ॥
शुद्धषड्जा मत्सरीकृताश्वक्रान्ताभिरुद्गता ।
सौवीरी मध्यमग्रामे हारिणाश्वा ततःपरम् ॥
स्यात् कलोपनता शुद्धा मध्यमार्गीच सौरवी ।

হৃষ্যকা সপ্তমী প্রোক্তা মূর্চ্ছনেত্যভিধা ইমাঃ॥
নন্দা বিশালা সুমুখী বিচিত্রা রোহিণী সুখা।
আলাপাচেতি গান্ধার-গ্রামে স্যুঃ সপ্ত মূর্চ্ছনাঃ॥
পৃথক্ চতুর্বিধাঃ শুদ্ধাঃ কাকলীকলিতাস্তথা।
সান্তরাস্তদ্বয়োপেতাঃ ষট্পঞ্চাশত্তু মূর্চ্ছনাঃ।
যদা নিষাদ-সংজ্ঞৈকঃ শ্রুতি-দ্বন্দ্বং সমাশ্রয়েৎ।
তদূর্দ্ধমাদ্য কাকলী তদা সা কথ্যতে বুধৈঃ॥
যদাশ্রয়তি গান্ধারোমধ্যমস্য শ্রুতিদ্বয়ম্।
তদাসাবন্তরঃ প্রোক্তোমুনিভিশ্চর্তুসন্ধিবৎ॥
মূর্চ্ছনায়াং যাবতিথৌ ভবেতাং ষড্জমধ্যমৌ।
গ্রামযোস্তাবতিথ্যৈব মূর্চ্ছনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥
প্রথমাদিস্বরারম্ভাদেকৈকা সপ্তধা ভবেৎ॥
তাসূচ্চার্য্যান্ত্যস্বরান্ তান্ পূর্ব্বানুচ্চারয়েৎ ক্রমাৎ॥
তে ক্রমাঃ কথিতাস্তেষাং সংখ্যা নেত্রাঙ্করামতঃ॥ ইত্যাদি।

পূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তদ্দ্বারাই এই সকল শ্লোক গতার্থ হইয়াছে। সুতরাং ইহার আর অনুবাদ দিলাম না। ফল,

"যত্র স্বরোমূর্চ্ছিত এব রাগতাং
প্রাপ্তস্ব তামাহুরতস্ব মূর্চ্ছনাম্।
গ্রামোদ্ভবাস্তৎস্বর-সম্ভয়ক্তা
স্তানা ভবেযুঃ পুনরেকবিংশতিঃ॥

যেহেতু স্বর সকল মূর্চ্ছিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট

হইয়াই রাগভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহার নাম মূর্চ্ছনা। আবার এইরূপ স্বর-প্রয়োগের প্রভেদ হইতেই তানের উৎপত্তি, এবং তাহারও সংখ্যা প্রধানতঃ ২১ একবিংশতি।

মূর্চ্ছনা হইতে তানের জন্ম। এই তান দ্বিবিধ। শুদ্ধ ও কূট। তাহারই ভেদ অপূর্ণতান ও পূর্ণতান।

यदा तु मूर्च्छनाः शुद्धाः षाड़वौड़वितीकृताः।
तदा तु शुद्धताना स्युः मूर्च्छनास्तात षड्जगाः॥
सप्त-क्रमात् यदा हीनाः स्वरैः सरिपसप्तमैः।
तदाष्टाविंशति-स्तानाः षाड़वाः परिकीर्त्तिताः॥

অর্থ,—মূর্চ্ছনা যখন শুদ্ধ থাকে ও যখন তাহাকে ষাড়ব ঔড়ব করা হয় তখনই শুদ্ধ তান এবং এই শুদ্ধ তানে ষড়্জ-থাকে। ক্রমে স রি গ ও সপ্তম স্বর দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া গামিনী মূর্চ্ছনা ষাড়ব তান সংখ্যা অষ্টাবিংশতি হয়।

यदा तु मध्यमग्रामे मूर्च्छना सरिगोज्झिताः।
सप्त क्रमात् यदा तानाः स्युस्तदा त्वेकविंशतिः॥

মর্ম্মার্থ এই যে—যখন মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা স রি গ বর্জ্জিত হয় তখন ক্রমানুযায়ী ২১ ষাড়ব তান হয়।

एवमेकोनपञ्चाशन्मिलिताः षाड़वा मताः।
सपाभ्यां द्विश्रुतिभ्याञ्च रिधाभ्यां सप्त वर्ज्जिताः॥
षड्जग्रामे पृथक् तानाः एकविंशतिरौड़वाः।

মর্ম্মার্থ।

ষাড়ব তান সমুদায়ে ৪৯। স প ও গ নি তথা রি ধ ক্রমান্বয়ে মূর্চ্ছনায় বর্জিত হইলে ষড়জ গ্রামে ২১ ওড়ব তান হয়।

ত্রিশ্রুতিভ্যাং দ্বিশ্রুতিভ্যাং মধ্যমগ্রামমূর্চ্ছনাঃ।
যদা হীনাস্তদা তানাশ্চতুর্দ্দশ সমীরিতাঃ॥
ঔড়বা মিলিতাঃ পঞ্চ ত্রিংশৎ গ্রামদ্বয়ে স্থিতাঃ।
সর্ব্বে চতুরশীতিঃ স্যুর্মিলিতাঃ ষাড়বৌড়বাঃ॥

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মধ্যম গ্রামে ত্রিশ্রুতি ও দ্বিশ্রুতি অর্থাৎ গ নি ক্রমান্বয়ে বর্জ্জিত হইয়া অর্থাৎ প রি ১৪ ঔড়ব তান হয়। সমুদায়ে ৩৫ তান। এইরূপে ২ গ্রামে ৮৪ টি শুদ্ধ অসম্পূর্ণ তান আছে।

অসম্পূর্ণাশ্চ সম্পূর্ণা ব্যুৎক্রমোচ্চারিতাঃ স্বরাঃ।
মূর্চ্ছনাঃ কূটতানাঃ স্যুরিতি শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

তাৎপর্য্য—মূর্চ্ছনা স্বর ব্যুৎক্রমে (অর্থাৎ উলুতপ্লুত রীতিতে) অসম্পূর্ণা বা সম্পূর্ণা উচ্চারিত হইলে গীতশাস্ত্রে ঐ ঐ মূর্চ্ছনাকে কূট তান কহে।

পূর্ণা পঞ্চসহস্রাণি চত্বারিংশদ্‌যুতানি চ।
একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং—

এক এক মূর্চ্ছনাতে ৫০৪০ পাঁচ হাজার চল্লিশটি করিয়া শুদ্ধ, কূট ও পূর্ণ তান আছে, অপূর্ণ তান ইহার অনেক অধিক।

প্রধান মূর্চ্ছনার নাম—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরা, মধ্যমধ্যা, ষড়জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃদু-মধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবলী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরা, চরা, সদাবতী, বিশালা (২১)।

কাব্যে যেমন স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব প্রভৃতি আছে, গানের মধ্যেও তাহা আছে। কাব্যের যেমন রস আত্মা, গানেরও তদ্রূপ। সুতরাং গান-কার্য্যেও স্থায়ী আদি লক্ষণ আছে।

গান-ক্রিয়া বর্ণ নামে উক্ত হইয়াছে। সেই বর্ণ ৪ প্রকার নিরূপিত আছে। স্থায়ী, অবরোহী, আরোহী ও সঞ্চারী। যথা—

গান-ক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্দ্ধা নিরূপিতঃ।
স্থায্যারোহাবরোহীচ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্ ॥
স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্য স্বরস্য যঃ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনামকৌ ॥
এতত্ সম্মিশ্রণাদ্বর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

থাকিয়া থাকিয়া এক এক স্বরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইলে তাহাকে স্থায়ী বর্ণ কহে। আরোহী ও অবরোহী বর্ণের লক্ষণ এই যে, উহার যেমন নাম তেমনি অর্থ (অর্থাৎ কার্য্যেও আরোহী অবরোহী)। ইহা মিশ্রিত করিয়া লইলে তাহা সঞ্চারী নামে কথিত হয়

স্থায়ী বর্ণের আর একটি স্পষ্ট লক্ষণ আছে তাহা এই—

যত্রোপবিশ্যতে রাগঃ স্বরঃ স্থায়ী স কথ্যতে।

যে রাগটি যাহাতে উপবেশন করে সেই স্বর স্থায়ী নামে উক্ত হয়।

(গ্রহাদি।)

"গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে।
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়োযস্তু গীত-সমাপকঃ।
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে।"

অর্থাৎ গীতের প্রারম্ভে যে স্বর স্থাপনা করা যায় তাহার নাম গ্রহস্বর। যে স্বরে গিয়া গীতটি সমাপ্ত হয় তাহাকে ন্যাসস্বর এবং প্রয়োগ কাল মধ্যে যে যে স্বর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অংশস্বর বলে। আবার কাব্যের ন্যায় গানেও অলঙ্কার আছে। গানের অলঙ্কার কি তাহা গীতানভিজ্ঞদিগের বোধগম্যের নিমিত্ত এস্থলে তাহার আংশিক লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছি।

"বিশিষ্ট-বর্ণ-সন্দর্ভমলঙ্কারং প্রচক্ষতে।
একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং ত্রিষষ্টিরুদিতা বুধৈঃ॥"

বিশেষ বিশেষ বর্ণ (স্থায়িপ্রভৃতি) সন্দর্ভের নাম অলঙ্কার। সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে এক এক মূর্চ্ছনাতে ৬৩টি করিয়া অলঙ্কার আছে।

অলঙ্কারের প্রস্তারের অর্থাৎ সাজান নিয়মের নিদর্শন

স্বরূপ একটি উদাহরণ এই ঃ---সরি সরি গ, রিগ রিগ ম, গম গম প, মপ মপ ধ, পধ পধ নি, ধনি ধনি স।

(এইটি দ্বিতীয়)

স রি গ, রি গ ম, গ ম প, মপ ধ, প ধ নি, ধ নি স।

এইরূপ স্বর প্রস্তারের নাম অলঙ্কার। কলাবতেরা ইহা অত্যধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অলঙ্কারের অত্যধিক ব্যবহারে কি মনুষ্য, কি কাব্য, কি সঙ্গীত কাহারও শোভা থাকে না।

স্বরবিজ্ঞানের বিষয় অত্যধিক বিস্তার না করিয়া এই স্থানেই শেষ করিলাম এতদ্দ্বারা অনুভূত হইবে যে, এক মাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যেরা কতদূর পর্য্যন্ত মনশ্চালনা করিয়াছিলেন। *

---

* সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রস্তাবটি লিখিবার সময় আমার পরমবন্ধু সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হুগলী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ ঘোষ আমার অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

"Panini's work is indeed a kind of natural history of the Sanskrit language."

PROFESSOR GOLDSTÜCKER.

৮

পাণিনি।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিভূমি বা প্রথম প্রচার ভূমি এক্ষণে কোথায় ও কি নামে লোক-গোচর হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে? এ ভাষার নির্ম্মাতা কে? কোন্ সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন্ সময়েই বা কোন দেশের লোকেরা ইহার প্রচার করিয়াছিল? কে কে ইহার উন্নতি করিয়াছিল? ইহা কি আদিমতম ভারতবাসিদিগের মাতৃভাষা ছিল? না তাঁহাদের অন্যবিধ ভাষা ছিল তাহাই সংস্কার পূর্ব্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন? এ সকল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। এই বর্ষীয়সী ভাষার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। উপরে যে "পাণিনি" মুকুটার্পণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম, উনি এই বর্ষীয়সী ভাষার কত নিম্নের বালক তাহা বলা যায় না। এমনি শুনিতে পাণিনি বৃদ্ধতম, কিন্তু এই ভাষার ক্রোড়ে বসাইয়া দেখিলে উহাঁকে সদ্যঃপ্রসূত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

এই ভাষার উৎপত্তিকাল চিন্তার পরপারে লুক্কায়িত

আছে। বুদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে। আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যাহাঁরা সংস্কারক বা উন্নতি কারক তাঁহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না, তাঁহারা ইহলোকে নাই—অনেক শত বর্ষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আর তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে না! তবে আমাদেরই দুই পাঁচ জন পূর্ব্ব পুরুষ, যাঁহারা সংস্কৃত লইয়া কিঞ্চিৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই একজনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস করিয়াছি। তন্মধ্যে পাণিনি, শীর্ষকে যাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তাঁহারই বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীয়দিগের যত্নের ধন। এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার দ্বারা স্বর্গীয় সুধা পানের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাগুরি, ঔপমন্যব, যাস্ক, গালব, শাকল্য, জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিকুলের নিকট ইনি দেবভাষা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ইহার পুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃষ্ণ, আপিশলী, শাকটায়ন, ব্যাড়ি, পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যকুলের নিকট বিশেষ সমাদৃতা ছিলেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য ইহাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যদিগের মধ্যে

পাণিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত চলে না, সর্ব্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল। যদিও দুই একটি মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ চলে না, সে সকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তাঁহারই বা এত মান্য কেন? তিনি কোন্ দেশের লোক? কোন্ সময়ের লোক? কাহার পুত্র? এ সকল জানিবার জন্য অনেকেরই কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পদার্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরও বিষয়-প্রবৃত্তি হয় না। পাণিনির সময়াদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নির্মূল কল্পনার আশ্রয়ে থাকিয়া জিজ্ঞাসুদিগকে ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি।

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভুতা নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান লইয়াই থাকে। অনুমানও কথন কথন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু অনুমান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্পৃষ্ট। ভ্রান্ত

অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য কি? তাহা বলিতেছি। যাহা বৃদ্ধপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ্য। যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয়পক্ষে যখন এত বাধা আছে, তখন আমিও যে অভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নির্ম্মূল কল্পনা বর্জন করিয়া, অতি সাবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

পুরাতত্ত্ব জানিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে। যুক্তি ও ঐতিহ্য। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ, তৎকালের কি তৎপরবর্ত্তী কালের লিপি, ঘটনা-বিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এ সমস্তই উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ, এদিকে সংলগ্ন, অন্যদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি পরিত্যাজ্য। ঐতিহ্য পক্ষেও

এস্থলে ন্যায়ভাষ্যজ্ঞ পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সে সংশয় এই যে, ন্যায়-ভাষ্যে লেখা আছে তাহা বাৎস্যায়নকৃত; কিন্তু আমি বলিলাম উহা চাণক্যকৃত। এই সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যে এক ব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ করা যাইতেছে।

চাণক্যের একটি নাম নহে। পূর্ব্বকালে গুণ, বংশ, কার্য্য, ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত; সুতরাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা যাইতেছে। তাঁহার বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্তনামগুলিই পর্য্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
"দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ।"

(মর্ত্যকাণ্ড।)

ন্যায়ভাষ্য যে চাণক্য-বাৎস্যায়নের কৃত তাহারও প্রমাণ আছে। উদ্যোতকর মিশ্র কৃত বার্ত্তিক, এবং বাচস্পতি মিশ্র-কৃত তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিল স্বামী-কৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্রে যে পক্ষিল স্বামীর একটি স্বতন্ত্র মত আছে তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও অবগত আছেন। মল্লনাগ, পক্ষিল স্বামী, বাৎস্যায়ন এক ব্যক্তি এবং তিনিই চাণক্য।

এই চাণক্য নীতিশাস্ত্রে ও শব্দশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শব্দশাস্ত্রে ইনি কোটিল্য-নামে বিখ্যাত। সংস্কৃত "মুদ্রারাক্ষস" নাটকের বহুতর স্থলে চাণক্যকে "কৌটিল্য" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এসকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এজন্য এ সম্বন্ধের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধৃত করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের বা শেষনন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার দ্বারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অন্যূন ২৩০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা কোন একটি নির্দ্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৩০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটি নির্দ্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আসিতে হইবে।

কোন্ কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে? সর্ব্বসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারতবর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে কালরাত্রিতুল্য করালরাত্রের মধ্যভাগে বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্র, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য

জীবশূন্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষয়ের পর ভারত আর জাগ্রত হইল না, সেই সময়টিকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নে আগমন করা যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দ্দিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করা যাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতিগ্রন্থে এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন ইতিবৃত্ত-গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—

"गतेषु षट्सु सार्द्धेषु त्र्यधिकेषु च वत्सरे।
——————— अभवन् कुरुपाण्डवाः॥

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কালসংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অব্দব্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত ছিল। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভের সময় যৌধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরাব্দ বর্ত্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের বৃত্তান্তঘটিত মহাভারত, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের

রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়াছেন, যে উক্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল শত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রভোগ করে। শত বৎসরান্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য নক্ষত্রে গমন করেন। সূর্য্যের যেমন এক মাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি ভোগ হয়। এতাদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে, যে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পরেও যুধিষ্ঠিরেরা অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহাতে অনধিক ৭০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ অর্জ্জুন, তৎপুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র জনমেজয়; এই জনমেজয়ের সমকালে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর মহাভারত প্রচার, এতন্মধ্যে অন্যূন ৩০০ শত বৎসর ব্যবধান আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় সমধিক দোষ হয় না, এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে। এই মহাভারতে পুরাতন কালের এবং তৎসমকালের যে কোন মহাত্মা, সকলেই সন্নিবিষ্ট আছেন, কিন্তু ইহাতে যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়নাদির

উল্লেখ নাই। কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তী অন্যান্য পুরাণেও নাই। যখন মহাভারতের পরবর্ত্তী বিষ্ণু-পুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে যাস্ক পারস্করাদির অসত্তা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অন্যূন ৫০০ শত বৎসরের পরভাবিক। পাণিনি মুনি স্বীয় সূত্রে ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, এবং ভারতীয় ব্যাস, তৎশিষ্য ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজের অনেক নিম্নবর্ত্তিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে। অবরোহ প্রণালীতে, কলির দুই সহস্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এখন পাঠকগণ দেখুন, পাণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন্ সোপানটিতে বসিয়া ব্যাকরণসূত্র রচনা করিতেছেন, যুক্তি-চক্ষুতে দেখুন, বর্ত্তমান সময় হইতে অন্যূন ২৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে এবং কলি-প্রবৃত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই সন্ধি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

যুক্তি অবলম্বন করিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে এতদাতিরিক্ত সত্যলাভ হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐতিহ্য অবলম্বন করিলে কি হয়।

ঐতিহ্য অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত নির্ণয় স্থির থাকে এবং তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিলভ্য সত্যটি দৃঢ় হয়। ঐতিহ্য গ্রহণ করিবার অবলম্বন অধিক নাই,

বৃহৎ-কথা এবং তাহারই সঙ্কলন কথাসরিৎসাগর* ও বৃহৎ-কথামঞ্জরী,† এই গ্রন্থত্রয় মাত্র আছে। এই গ্রন্থত্রয়েই পাণিনির জীবনীর ঐক্য আছে। অতএব বৃহৎ কথার উল্লেখমাত্র করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক সার কথা কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের সহিত বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপবর্ষ নামক একজন শব্দ-শাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরেও পাইয়াছি। যথা ;—

---

* সোমদেব ভট্ট এই গ্রন্থ, পৈশাচী ভাষায় রচিত গুণাঢ্যকৃত বৃহৎ কথা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। বৃহৎকথা দুই সহস্র বৎসর গত হইল লিখিত হইয়াছে। সোমদেব ও রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থকর্ত্তা কহ্লণ পণ্ডিতের সমসাময়িক। ইহাঁরা উভয়ে কাশ্মীরদেশে অন্যূন এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

† এই গ্রন্থ ক্ষেমেন্দ্রকৃত। ইহা কথাসরিৎসাগর রচনার অতি অল্পকাল পূর্ব্বে বৃহৎকথা হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্র আপনাকে ব্যাসদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অনন্তদেবের সময় কাশ্মীর প্রদেশে শৈবদার্শনিক অভিনব গুপ্তাচার্য্যের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কৃত বৃহৎকথা-মঞ্জরীব্যতীত ভারতমঞ্জরী, রামায়ণমঞ্জরী, কালবিলাস, দশাবতারচরিত্র, সময়-মাতৃকা, ব্যাসাষ্টক, সুবৃত্ততিলক, লোকপ্রকাশ ও রাজাবলি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে বর্ত্তমান আছে।

"यदाह भगवानुपवर्षः वर्णा एव हि शब्दाः"

(সূত্রভাষ্য ২ অং)

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনি নিজেই 'শালাতুরীয়' নাম দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শালাতুর নামক প্রদেশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং তদ্দেশবাসী নহেন। ইহা পশ্চাৎ প্রতিপাদিত হইবে।

বৃহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রায় তাহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃহৎকথার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত আছে। কেবল বৃহৎকথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। কোন এক সত্যভিত্তির উপর কথারচকেরা অলঙ্কার দিয়া বাহুল্য রচনা করিয়া থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের স্বভাব। তদ্ভিন্ন আকাশকুসুমের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না, যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই ঐরূপ। যথা ;—

"प्रबन्ध-कल्पनां स्तोकसत्यां प्राज्ञाः कथां विदुः।
परम्पराश्रया या स्यात् सा मताख्यायिका बुधैः॥"

অতএব যুক্তি-লভ্য অর্থের সহিত বৃহৎকথার যে যে অংশের সামঞ্জস্য আছে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? বৃহৎকথা পাণিনিকে নন্দের সমকালিক বলিয়াছেন, তাহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ হউক।

বৃহৎকথা বলিয়াছেন, পাণিনি ও ব্যাড়ি তুল্যকালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন।

আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। ইউরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন্ নন্দের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি শেষ নন্দ হয় তবে তিনি তদীয় মতে খৃষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এইরূপ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে নন্দের তুল্যকালজন্মা চাণক্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন এবং যাস্ক পারস্করাদির বহু অর্বাচীন। তখন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দের সমকালিক হইতে পারেন না। আমাদিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দের সমকালিক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে তিনি ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাস্ক প্রভৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণসূত্রে আনিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন্ দেশীয় লোক? তাঁহার বাসভূমি কোথায় ছিল? এ বিষয়েরও অন্বেষণ করা যাউক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাণিনির আর দুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং দাক্ষেয়। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয় করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক 'অটক' নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম তাঁহার বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ সূত্রে, '**অভিজনশ্চ**।' এই সূত্র আর তাঁহার শালাতুরীয় নাম, এই দুই একত্র হইয়া একটি গূঢ় সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি এই যে, শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাসভূমিও নহে এবং জন্মভূমিও নহে, তবে কি? উহা তাঁহার কুল-পুরুষদিগের জন্মভূমি এবং বাসভূমি। যথা—পাণিনি '**অভিজনশ্চ**' সূত্রের পূর্ব্বে '**নদস্য নিবাসঃ**' এই একটি সূত্র করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, নিবাস ও অভিজন এই দুয়ের মধ্যে অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটি বৃত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা—
"**যত্র সংপ্রত্যুষ্যতে স নিবাসঃ যত্র পূর্ব্বপুরুষৈরুষিতং সোঽভিজনঃ**"
যেস্থানে পূর্ব্ব পুরুষের বাস ছিল, তাহা অভিজন এবং যাহা বর্ত্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস। এতাদৃশ অভিজন অর্থে

পাণিনি নিজে ‘শালাতুরীয়’ নামটি নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেন না,—‘অভিজনশ্চ’ এই সূত্রের পরে, অভিজন অর্থটির আকর্ষণ করিয়া, ‘**तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढक्**’ (৪। ৩। ৯৪) এই সূত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া, শালাতুর শব্দের উপরে অভিজন অর্থে ঢক্ প্রত্যয় করিয়া ‘শালাতুরীয়’ রূপনির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যখন “শালাতুর” গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়া জানিতেন, তখন আমরা তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে পারি না। সুতরাং পাণিনিকে বৃহৎকথার লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হইল। কেন না “**अभिजनस्य**” এই অর্থে নিষ্পন্ন শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার ঐতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে।

বৃহৎকথার ইতিহাসাংশ যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, এবং পাণিনি যে এদেশীয়, তাহা পাণিনির ‘দাক্ষেয়’ এই তৃতীয় নাম দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে। যথা—“**जीवति तु वंश्ये तदपत्यं युवा**” এবং “**अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्**” এই দুই সূত্রে, বংশ-পুরুষ জীবিত থাকিলে তদীয় প্রপৌত্র প্রভৃতি দূর-বংশীয়েরা ‘**युवन्**’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন। এতদনু-সারে ‘**दाक्षि**’ নামক ব্যক্তির জীবিত কালের মধ্যে, তৎ-পৌত্র কি প্রপৌত্র দাক্ষায়ণ নাম-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দাক্ষায়ণ ও ব্যাড়ি এক ব্যক্তি। কেন না, পতঞ্জলি ব্যাড়ি-

কৃত লক্ষশ্লোকাত্মক-সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষায়ণের কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

'**ধীমতা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ**' ইত্যাদি।

অতএব, ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণের পিতামহ কি প্রপিতামহের নাম দাক্ষি এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী। "**দক্ষস্যাপত্যং পুমান্ দাক্ষিঃ, দক্ষস্যাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী।**" এই নির্বচনলভ্য অর্থের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কস্মিন্ কালেও নাই। পাণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাও তদীয় 'দাক্ষায়ণ' নাম দ্বারা লব্ধ হয় এবং '**দাক্ষী-পুত্রেণ ধীমতা**' ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণ-বাক্যও আছে। এতদনুসারে, দাক্ষায়ণ বা ব্যাড়ির পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত দাক্ষেয় বা পাণিনির মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে। দাক্ষির জীবদ্দশাতেই ব্যাড়ির পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, এবং ব্যাড়ির জীবৎকালেও তদীয় পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষি নিশ্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা না থাকিলে ব্যাড়ির 'দাক্ষায়ণ' নাম হইতে পারিত না। অতএব ব্যাড়ির নাম দাক্ষায়ণ *।

---

* ব্যাড়ির মাতার দাক্ষী নামটি গোত্রানুসারে হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম নন্দিনী। এতদনুসারে ইহাঁর 'নন্দিনী-তনয়' একটি নাম। দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া 'বিন্ধ্যবাসী' নামও ছিল। আচার্য্য হেমচন্দ্র "**অথ ব্যাড়ি র্বিন্ধ্যবাসী নন্দিনীতনয়শ্চ যঃ।**" নামমালায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

আর পাণিনির নাম দাক্ষেয়, এই নাম দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বয়োগত ন্যূনাধিক্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়া ছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ব্যাড়ি অপেক্ষা পাণিনি বয়োবৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভব। ইহা নিম্ন প্রদর্শিত চিত্র দেখিলেই প্রতীত হইবে।—

"**জীবতি তু বংশ্যে তদপত্যং যুবা**" পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষির জীবদ্দশার সন্তান ভিন্ন যে দাক্ষেয় ও দাক্ষায়ণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের দৃষ্টিতে তাহা পতিত হয় নাই। সেই জন্যই তিনি পাণিনি ও ব্যাড়িকে তুল্য-কালিক বলিতে পারেন নাই এবং ঐ ভুলটি তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের মূল শিথিল করিয়া রাখিয়াছে।

যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, পাণিনি অন্যূন সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; নবনন্দের দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালাতুর গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগধাদি প্রদেশের কোনও একস্থানে বাস করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও পণিন্ উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের সন্তান, তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল। ইহাঁর পিতার নাম ঠিক্ জ্ঞাত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম দেবল। কোন্ দেবল তাহা জানা যায় না। ফল মহাভারতীয় ঋষি দেবল নহেন। এক্ষণে আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের মত সমালোচিত হইতেছে।

গোল্ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক, ন্যায়ভাষ্যে পাণিনি-সূত্র উদ্ধৃত হওয়াতে এই মতের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ অন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় আমরা দুঃখিত হইতেছি। কি করি, ঐতিহ্য ও যুক্তির বলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার অপমান করিতে পারি না। অতএব,

সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমাদের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

আচার্য গোল্‌ডষ্টুকর কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের কতকগুলি কথা লইয়া তদীয় কাল, দেশ এবং তদানীন্তন গ্রন্থাবলীর যে স্বত্বা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক। বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দেখিয়া, তাহার সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া দেয় মাত্র। এতদ্ভিন্ন কোন ইতিহাস নির্ণয় করিয়া দেয় না। প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যবস্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু পারিভাষিক বা নিগূঢ় সঙ্কেতযুক্ত শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছুমাত্র প্রভুতা নাই, সুতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ শব্দের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য কি অসত্য, নিদর্শন দেখাইতেছি। পুরাণে একটি শব্দ আছে "**পঞ্চাম্রম্**" "**পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি**" যে পঞ্চাম্র রোপণ করে তাহার নরকে গমন হয় না। এই পঞ্চাম্র শব্দটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আম্রবৃক্ষ। বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্ব, অশ্বত্থ, বট, জাতিপুষ্প, দাড়িম্ব, এই সকল বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাম্র বলে, ইহাতে আম্রের নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা পঞ্চাম্র হইল।

যদিও পঞ্চাম্র শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হইয়া থাকে

এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যেরা বা ব্যাকরণ-কর্ত্তারা তাহা ত্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাকরণ-নিয়মের মধ্যে তাদৃশ শব্দের সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জন্যই ব্যাকরণে তাদৃশ শব্দের বর্জন আছে।

আর একটী শব্দ আছে "ষোড়শী"। এই শব্দের অর্থ পাণিনি বলিবেন, ষোল সংখ্যার পূরণী। কাব্য লেখকেরা বলিবেন "যুবতী স্ত্রী।" পুরাণে বর্ণিত আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত ঊনবিংশ পিণ্ড, আবার বেদে বলে, একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা যায় না। যুক্তিতে দেখা যায়, ইহা পাণিনির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে পাণিনি ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বস্বধন সোমের পাত্র বিস্মৃত হইয়া ষোল সংখ্যার পূরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! কিন্তু পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, ইহা পাণিনির চিরপরিচিত যজুর্বেদের সহস্র স্থানে আছে। **"অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি"** ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের দ্বারা কোন ইতিবৃত্ত নির্ণয় হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না, সেইরূপ, এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই অর্থে ব্যবহার করিল বলিয়া সেই দুই জনের মধ্যে একটা লম্বমান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরূপ শিথিল-মূল যুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্য্য গোল্‌ড-ষ্টুকর ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্ষ গ্রন্থকে পাণিনির পরভাবী বলিয়া লোকের বৃথা মোহ জন্মাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। পারিভাষিক শব্দের দ্বারা যে ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই।

পাণিনির একটি সূত্র আছে "**অরণ্যান্‌ মনুষ্যে**" মনুষ্য অভিধেয়ে "**আরণ্যকঃ**" এই পদ নিষ্পন্ন হইবে। যথা—"**আরণ্যকো মনুষ্যঃ**" অর্থাৎ অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে বা সময়ে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না। কিন্তু উহা মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে ছিল। এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার উল্লিখিত সিদ্ধান্তে ভ্রম আছে।

ন্যায় দর্শন ও সাঙ্খ্যদর্শন এই দুইটী পারিভাষিক শব্দ। পরিভাষাগুলি শিষ্যসম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যাহাকে যোগদর্শন ও পাতঞ্জল-দর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "সাঙ্খ্য-প্রবচন"। আমরা যাহাকে উত্তর মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "উত্তরকাণ্ড"। এইরূপ উপনিষদ শব্দও সাঙ্কেতিক। পাণিনি মুনি, ব্যাস ও তাঁহার ক্রমানুসারে নিম্নবর্ত্তী পাঁচজন শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য

প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চিনিতেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজন্যবর্গকে চিনিতেন, ইহা তদীয় সূত্রে প্রকাশ আছে। ন্যায়, সাঙ্খ্য, আরণ্যক প্রভৃতি পাণিনির জ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত ছিল, ইহা কিরূপ সত্য! বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন। উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা সকল আর্ষ গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি নহে, দুইটি নহে, বহু পরিমাণ বচন আছে। এক দেশের নহে, দুই দেশের নহে, সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য পাঠ আছে। অতএব সেই শ্লোকগুলি আধুনিক বলাও অল্প সাহসের কার্য্য নহে।

"**निर्व्वाणोऽवाते**" "**आश्चर्य्यमनित्ये**" এই সকল সূত্র দেখিয়া এবং ইহার "**अद्भुत इति वक्तव्यम्**" ইত্যাদি বৃত্তি ও ভাষ্য দেখিয়া গোল্‌ডষ্টুকর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে নির্ব্বাণ শব্দের মুক্তিবাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য নিবিয়া যাওয়া অর্থও ছিলনা। আশ্চর্য্য শব্দেরও অদ্ভুতার্থদ্যোতকতা ছিলনা। আমরা এবিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না; যেহেতু তাহা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলি যে, তিনি কি জন্য "**पानं देशे**" এই সূত্র লইয়া বিচার করেন নাই? বোধ হয় তিনি, পান শব্দে তরল খাদ্য বুঝাইত কিনা তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়াই, ঐ সূত্রটীর আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ কি "**पानंदेशे**" সূত্র আছে বলিয়া বলিতে

পারেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে বা পাণিনির সময়ে 'পান' শব্দে দেশ বা স্থান বুঝাইত—তরল খাদ্য বুঝাইত না ? ফলতঃ মহামহোপাধ্যায় গোল্‌ডষ্টুকর এই সকল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছেন সমস্তই অমূলক। কেননা, পাণিনি সূত্রস্থান মাত্র রচনা করিয়া ছিলেন, বৃত্তি কি ভাষ্য তাঁহার নহে। অতএব অন্যের প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সাময়িক ব্যবহার নির্ণয় হইতে পারেনা। এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটী শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিলে যে তদুভয় ব্যক্তির মধ্যে একটী সুদীর্ঘকাল ব্যবধান থাকিবেক, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

আর একটি গুরুতর বিচার উত্থাপিত হইতেছে। পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকর পাণিনি-সূত্রের মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পান নাই বলিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, পাণিনি অথর্ব্ববেদ অবগত ছিলেন না। অথর্ব্ববেদটী পাণিনির পর রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ব্যক্ত করাতে তাঁহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাইয়েছে কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন—"**আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চ**" (৪ । ৩) "**কপি বোধাদাঙ্গিরসে**" "**দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়নআথর্ব্বণিক—**" (৬ । ৪) এই সকল সূত্রে যে অথর্ব্বশব্দ আছে এবং আঙ্গিরস শব্দ আছে, তাহার অর্থ তৎকালে কি ছিল? আমরা দেখিতেছি, অথর্ব্ব শব্দের চতুর্থবেদবোধকতা ভিন্ন অন্য কোন অর্থ ছিল না। অথর্ব্ব শব্দের যদি চতুর্থ বেদ

কি তৎপ্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ থাকিত, তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই কেন ? এবিষয়ে তাঁহার হেতুবাদ এই যে, পাণিনি যখন অথর্ব্ববেদ বা অথর্ব্বাঙ্গিরস এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই তখন তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের এই যুক্তিকৌশল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। পাণিনি কেবল "**ছন্দসি**" "**ছন্দসি**" "**হস্তসাম**" বলিয়া গিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ,কোথাও এরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহার মতে বেদও ছিল না, বলা যাইতে পারে। পাণিনির সময়ে যদি কোন বেদই না থাকে তবে অথর্ব্ব বেদও থাকিবে না, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। ফল, পাণিনির বহু পূর্ব্বের ঋগ্বেদেও অথর্ব্ব শব্দের উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদে যে যে স্থানে 'অথর্ব্বন্' শব্দ আছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ ৬, ১৬, ১৪। পুনশ্চ ১০, ১৮, ২। তৎপরে ১০, ২১, ৫। ৮, ৯৭। পুনশ্চ ১০। ৮৭। ১২। —৯ ১১। ২। পুনশ্চ ১০, ১৪, ৬। ১। ৮০। ১৬। ৮৩। ৫। ৬। ১৬। ১৩। পুনরায়। ১০। ১২০। ৯। ১। ১১২। ১০। ঋগ্বেদ সংহিতা দেখ।

অনেকের ভ্রম আছে, অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনি অথর্ব্ববেদের রচক। কিন্তু অথর্ব্বাঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে ? তাহা অধিকাংশ ব্যক্তি জানেন না। মহর্ষি ব্যাস উদ্যোগপর্ব্বে ইহাঁর পরিচয় দিয়াছেন।

ইনি বৃহস্পতি। দেবতাদিগের গুরু এবং অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে অথর্ব্বাঙ্গিরস উপাধি প্রদান করেন, কারণ ইনি অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই বেদে ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পাণিনিসূত্রে যাস্কের উল্লেখ থাকায় আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর তাঁহাকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইক্ষণে সেই যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনির অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। ইহা ভিন্ন তৎকৃত নৈঘণ্টুককাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে "আঙ্গিরস" এবং "আথর্ব্বণিক" শব্দ আছে। ইত্যাদি।

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকর যে সিদ্ধান্তে পাণিনিবিচার করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না; কিন্তু তিনি যে, পাণিনি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ চিরকাল সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে, ইহাও নিশ্চিত আছে।

অতঃপর পাণিনির ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সর্ব্বাদৌ কি আকারের ভাষা মানবকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফল, সেই ভাষার পরিণাম বা সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদেশে ব্যাপ্ত হইলে, ঋষিরা সানন্দ চিত্তে স্তোত্র, মন্ত্র

(স্তব বিশেষ), গীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ভাষা তৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন আরম্ভ হইল। তৎপরে শিক্ষার সুগম উপায় করিবার নিমিত্ত সঞ্জাত শব্দের জাতিবিভাগ ও লক্ষণাদি নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা অধ্যেতৃগণের অনেক আয়াস লঘু হইয়া আসিল। ভাগুরি, গালব, ব্যাঘ্রপাৎ, গিমত, তৌকায়ন প্রভৃতি ঋষিরা উহার সূত্রপাত করেন। শাকটায়ন, যাস্ক, ব্যাড়ি প্রভৃতি ঋষিদিগের দ্বারা তাহার পূর্ণতা জন্মে। এতৎপরে অধিক সহজ উপায় অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখ সূত্র রচনার উপায় স্থিরীকৃত হয়। সূত্রনির্ম্মাতাদিগের মধ্যে পাণিনি মুনিই শ্রেষ্ঠ।

সূত্র দ্বিবিধ—সূচক ও সর্ব্বতোমুখ। সূচককারের সূত্র বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বতোমুখ সূত্র মহাত্মা ইন্দ্রদত্ত কর্তৃক প্রথম বিরচিত হয়। ইন্দ্রদত্তের ঐন্দ্র ব্যাকরণ, চন্দ্রাচার্য্যের চান্দ্র, কাশমুনির অঙ্গব্যাকরণ, কৃষ্ণাচার্য্যের ব্যাকরণ, আপিশলির আপিশল সূত্র, এতৎপরে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, তৎপরে অমরসিংহের বর্গসূত্র এবং অবশেষে জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদআচার্য্যের সংগ্রহসূত্র জন্মলাভ করে।

এত উন্নতির সময়েও, ভাষার অধিকার এত অধিক হইলেও, অনেক শব্দের রূপ নিষ্পত্তি সূত্র দ্বারা নির্ব্বাহ হইত না। "**উপসর্গ-নিপাতাঃ**" এই বলিয়া যাস্কাদি আর্ষ সময়েও নিপাতের প্রয়োজন হইয়াছিল। "নিপাত" শব্দের অর্থ এই যে

"**যদ্যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্বং নিপাতনাৎসিদ্ধম্** (কাতন্ত্রীয়ে দুর্গসিংহ) লক্ষণ দ্বারা যে সকল পদের রূপনিষ্পত্তি না হয়, সে সমস্ত নিপাতন-সিদ্ধ জানিবে।

যাস্ক বলিয়াছেন "**নিপতন্তি উচ্চাবচেষ্বর্থেষু ইতি নিপাতাঃ**" '**উচ্চাবচ**' অর্থাৎ শব্দ সকল বিচিত্র অর্থে নিপতিত হইয়া নিষ্পন্ন হইলে তাহা নিপাত নাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিপাতের প্রয়োজন পাণিনির সময়েও ছিল, পাণিনিও ইহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখ সূত্রদ্বারাও সকল শব্দকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পাণিনি সংজ্ঞাপ্রকরণে বলিয়াছেন, "**প্রাগীশ্বরান্নিপাতাঃ**" অর্থাৎ ঈশ্বর শব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিপাতের অধিকার। এই নিপাতের ন্যায় আর এক প্রকার সঙ্কেত আছে। তাহার নাম পৃষোদরাদি। ইহাও এক প্রকার নিপাতের জাতি। ইহার বলে নূতন বর্ণের আগম, স্থিতবর্ণের বিপর্য্যয় ঘটনা প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা সূত্র দ্বারা হয় না। সিংহ শব্দ পৃষোদরাদি-সিদ্ধ। হিংস্ ধাতু ঘঞ্, সকারের স্থান পরিবর্ত্তন ও অনুস্বারের আগম ঐ পৃষোদরাদি নিয়মে হইয়াছে। পাণিনিকেও এই নিয়মের অধীন থাকিতে হইয়াছিল।

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি, প্রভৃতি বৈয়াকরণিক আচার্য্যেরা বৈদিক ভাষার পরিবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বেও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের মধ্যে ছিল না। বৈদিক ভাষার উচ্ছেদ না হয়

এবং তাহা বুঝিতে পারা যায়, এই মাত্র রক্ষা করা উল্লিখিত আচার্য্যগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল আচার্য্যগণের মধ্যেও পাণিনি বৈদিক ভাষার জন্য এবং তাহার বাক্যবিন্যাস ও তাহার রূপনিষ্পত্তির আকার কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য 'ছান্দস' প্রকরণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এটী কাজে কাজেই ঘটিয়াছে, কেন না সে সকল বিষয় সূত্রনিয়মে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। সেই জন্য কেবল "ছন্দসি" "আর্ষে" ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন। বৈদিক পদ পদার্থ আর কেহ বলেন নাই, কেবল পাণিনিই বলিয়াছেন। লৌকিক ব্যাকরণে লকার দশটী, কিন্তু বৈদিক ব্যাকরণে ১১টী, সেই অতিরিক্তটীর নাম 'লেট্'। এই 'লেট্' লকারের রূপ 'লট্' ল-কারের তুল্য, কিন্তু তাহার অর্থ ভিন্ন। "**विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन**" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যস্থ "**विविदिषन्ति**" এই ক্রিয়াতে "লেট্" লকারের ব্যবহার হইয়াছে।

বেদের ব্যাকরণের জন্য প্রাতি-শাখ্য পৃথক্‌রূপে রচিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য* অতি প্রাচীন। ইহা পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকর

---

* আনন্দপুর (কাশী ?) বাসী বজ্রাতের পুত্র, উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। এই টীকার নাম পার্ষদ-ব্যাখ্যা। উয়ট ভোজ দেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

ও ওয়েষ্টর গার্ড, ইহা যে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। ভট্ট মোক্ষমূলর, মসুর রেণিয়ার ও সুপণ্ডিত বর্ণেল, ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য * ও বাজসনেয়ী বা কাত্যায়নপ্রতিশাখ্য† নামক যজুর্ব্বেদের প্রাতিশাখ্য ও অথর্ব্ববেদের প্রতিশাখ্য আছে। নাগোজী ভট্ট সামবেদের প্রাতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "**সামেষ্বন্যম্ মানিষ্যাস্থেম্**" কিন্তু এক্ষণে উহা এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক। অধ্যাপক হৌগ সাহেব কহেন সামবেদের কোন প্রকার প্রাতিশাখ্য এখনও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ‡

---

* তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের অনেক ভাষ্য ছিল, তন্মধ্যে এক্ষণে ত্রিভাষ্য রত্ন নামক ভাষ্যই প্রচলিত। এতৎ-পূর্ব্বে ইহার বররুচির আত্রেয় ও মাহেষী ভাষ্য ছিল।

† উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। ইহা ভিন্ন রামচন্দ্র-কৃত প্রাতিশাখ্যের-জ্যোৎস্না নামক একখানি আধুনিক টীকা আছে।

‡ "Ich Zweifle nicht, dass noch weitere Prātićá-khyas aufgefunden werdon ; so vermisse ich bis jetztdas Zuder Maitrāyanī Samhitá, die so veiles Eigenthümliche hat, und gewiss ein beson-deres Prātićā khya besitzt."

এই প্রস্তাব লেখার পর অবগত হওয়া গেল যে পণ্ডিতবর বর্ণেল সাহেব মান্দ্রাজ প্রদেশে সামবেদের প্রাতিশাখ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রাতিশাখ্য এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষ-ণই ইহাতে আছে। কেবল লৌকিক শব্দের জন্ম-বিবরণ নাই। ফল, বেদব্যাখ্যার জন্যই ইহার নির্ম্মাণ। প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস, সকলই আছে। কিন্তু তাহা কেবল বৈদিক পদসাধনের উপযোগী। তৈত্তিরীয় প্রাতি-শাখ্যের প্রথম সূত্র এই—"**अथ वर्णसमाम्नायः**" এই সূত্র দ্বারা বর্ণ উচ্চারণ, অধ্যয়ন এবং প্রযত্নাদি ভেদের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে অন্যান্য সূত্রে অন্যান্য প্রকার সাধ-নের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"**अथ नवादितः समा-नाक्षराणि**" (২) "**द्वे द्वे सवर्णे ह्रस्व दीर्घे**" (৩) "**न प्लुत पूर्व्वम्**" (৪) "**षोड़शादितः स्वराः**" (৫) "**शेषोव्यञ्जनानि**" (৬) ইত্যাদি।

পাণিনির পূর্ব্বে যে ব্যাকরণ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ পাণিনি স্বয়ং ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—"**खार्य्याः प्राचाम्**" অর্থাৎ খারী-শব্দান্ত দ্বিগু ও অর্দ্ধ শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হওয়া পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত। এইরূপ—"**लङः शाकटायनस्य**" ইত্যাদি অনেক আছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের আচার্য্য ছিল।

ব্যাড়ি-কৃত লক্ষ-শ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ পাণিনির পরবর্ত্তী, কারণ পাণিনি-ব্যাকরণের বিরুদ্ধ মত ইহাতে দেখা যায়। যিনি যিনি ব্যাকরণ করিয়াছেন সকলকেই পাণি-

নির নিয়মানুগত থাকিতে হইয়াছে ; কিন্তু ব্যাড়ি-কৃত ব্যাকরণ তদ্বিরুদ্ধ-মতাক্রান্ত এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রথিত। পাণিনি ইহা জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই ইহার বিরুদ্ধবাদিতার বিষয় স্বগ্রন্থে উল্লেখ করিতেন। ই, উ, ঋ, ৯, বর্ণের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে মধ্যে য, ব, র, ল, ব্যবধান হওয়া কেবল ব্যাড়ি ও গালব এই দুই ব্যক্তির মত। যথা—"**त्रियम्बकं संयमिनं ददर्श**" কালিদাসঃ। ত্রি + অম্বক। এই বিষয়ে পদ্মনাভ-কৃত পঞ্চাধ্যায়ী ব্যাকরণে এক সূত্র আছে যথা—

"**यणां व्यवधानं व्याड़ि-गालवयोः।**"

এতদ্ভিন্ন ভাগুরি-প্রোক্ত ব্যাকরণ ছিল। ইহাঁর মতে অব ও অপি এই উপসর্গ দ্বয়ের অকার লোপ হইয়া যায়, কিন্তু পাণিনির মতে তাহা হয় না।

কথিত আছে, পাণিনি মহেশ্বরের নিকট বর্ণমাত্রের উপদেশ পাইয়া ব্যাকরণ রচনা করেন যথা—

"**येनाक्षर-समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्।**
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः॥"

[লিঙ্গানুশাসনের বৃত্তিকার প্রভৃতি]

এই মহেশ্বর মনুষ্য কি মহাদেব তাহা বলা যায় না। বৃহৎকথায় লিখিত আছে যে, মহাদেবের তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করেন। যাহাই হউক, পাণিনি মুনি মহেশ্বরের নিকট যে বর্ণোপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং

লিখিয়াছেন, যথা অ ই উ ন্। ঋ ৯ ক্। এ ও ঙ। ঐ ঔ চ। ইত্যাদি ক্রমে বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "**ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি**" অর্থাৎ এই সকল মহেশ্বরপোদিষ্ট সূত্র। কেহ কেহ বলেন "**ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি**" এই বাক্য পাণিনির মুখ-নির্গত বাক্য নহে। ইহা বার্ত্তিক-কারের বাক্য।

পাণিনির ব্যাকরণ ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন্য ইহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী।" প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী করিয়া পাদ আছে। ইহার সূত্র সংখ্যা ৩৯৬৫। পাণিনি এই গুলি সূত্রদ্বারা সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি যে কিছু বৈয়াকরণিক বস্তু আছে সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে এই সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাঠ করিতে হইত; এক্ষণে আর তাহা হয় না। তজ্জন্য পৌর্ব্বকালিক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত গ্রন্থ প্রভৃতি বিরল-প্রচার হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণ যথার্থ সর্ব্বতোমুখ হওয়াতে লোক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি, বার্ত্তিক, ভাষ্য, টীকা লিখিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের মতসমালোচন ও প্রয়োগাদির পরিদর্শন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার একটী নামমালা এই প্রস্তাবের যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙের (ফরাশীস অনুবাদিত) জীবনচরিতে লিখিত আছে, তিনি খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীতে

ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাণিনি ব্যাকরণের মূল সূত্র ও তাহার সংশোধিত সূত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণেল মহোদয় এই কথায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের মতে এ কথা যুক্তি-সিদ্ধ নহে, কেননা পাণিনি-ব্যাকরণের পাঠ পরিবর্ত্ত হইলে তাহা অদ্যতনীয় আচার্য্যগণের গ্রন্থে অবশ্যই উল্লেখ থাকিত। বেদার্থ-প্রকাশক সায়নাচার্য্য, ভট্টভাস্কর, ও ভরতস্বামী বেদ-ভাষ্যে পাণিনির অনেক সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পরিবর্ত্তিত পাঠ কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না।

কাত্যায়ন পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিক-কর্ত্তা। ইহাঁর নামান্তর বররুচি, মেধাজিৎ, ও পুনর্ব্বসু। বৌদ্ধ কাত্যায়ন ও ধর্ম্মশাস্ত্র-বক্তা কাত্যায়ন হইতে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি, কাত্যায়নের বার্ত্তি-কের উপর পতঞ্জলি "**মহাভাষ্য**" লিখিয়াছেন। পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দ্দীয়। ইনি গোনর্দ্দবাসী এবং ইহাঁর মাতার নাম গোণিকা; যোগশাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি ও মহাভায্যকর্ত্তা পতঞ্জলি উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মতে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ১৪০ হইতে ১২০ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণ গোপালভাণ্ডারকর পতঞ্জলিকে পাটলীপুত্রাধিপতি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে মহাভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায় ১৪৪ হইতে ১৪২ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু

অধ্যাপক ওয়েবর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই তিন জনে ব্যাকরণের পূর্ণ অবয়ব প্রদান করিয়াছেন। এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় যে কীদৃশ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকার নাম ভাষ্যপ্রদীপ। কৈয়ট * ইহার প্রণেতা। কৈয়টের টীকার উপর নাগোজী ভট্ট টীকা লিখিয়াছেন; তাহার নাম "ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত" কৈয়টের টীকার আর এক খানি টীকা আছে, তাহার নাম ভাষ্য-প্রদীপ-বিবরণ, ইহা ঈশ্বরানন্দ কৃত।

কাত্যায়নের ন্যায়, বামন পাণিনির এক খানি বৃত্তি লিখিয়াছেন, উহার নাম কাশিকা-বৃত্তি। ইহা অতি মান্য গ্রন্থ, এবং আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট। যিনি একবার এই গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাঁহার আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর গ্রন্থকার ভট্টোজি-দীক্ষিত অষ্টক পাণিনীয় সূত্র-সমূহের ক্রম ভঙ্গ করিয়া বুৎক্রমে অর্থাৎ যেখান সেখান হইতে সূত্র আনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রন্থ সহজ করিবেন; কিন্তু

* ইনি কাশ্মীরদেশস্থ পামপুরবাসী। সুপণ্ডিত বর্ণেল সাহেবের মতানুসারে কৈয়ট ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

তাহা হয় নাই। **"মনোরমা" "শেখর"** প্রভৃতি ভূরি টীকা-তেও তাহার সাধুত্ব সম্পাদিত হয় নাই। তাহা পাঠ করিতে হইলে এখনও যেখানে সেখানে "ফাঁকি" উপস্থিত হয়। গ্রন্থ সকলের দোষেই ফাঁকি বা পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। বামন কাত্যায়ন অপেক্ষা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি এবং হীন, তথাপি ইনি যেরূপ সরলভাবে সূত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ সারল্য কাত্যায়নের বৃত্তিতে নাই। কাত্যায়নের বৃত্তি দেখি-য়াই বামন বৃত্তি লিখিয়াছেন, এজন্য কাশিকাবৃত্তি প্রাঞ্জল হইয়াছে। কাশিকাবৃত্তির দুই খানি টীকা আছে। হরদত্তমিশ্র-কৃত পদমঞ্জরী ও জিনেন্দ্রকৃত কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকা।

ফিট্‌সূত্র—ইহা শান্তনবাচার্য্য কি শান্তনু-আচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। যথা—**"ইতি শান্তনবাচার্য্য-প্রণীতেষু ফিট্‌সূত্রেষু তৃতীয়ঃ পাদঃ।"** **"ছায়াদীনাঞ্চ"** (৭, ৩, ৪) পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় হরদত্ত বলিয়াছেন, **"শান্তনবাচার্য্যঃ প্রণেতা"** শান্তনু আচার্য্য ইহার প্রণেতা।

ইহা ৪ পাদে বিভক্ত। ১ম পাদে ২৪ সূত্র, দ্বিতীয় পাদে ২৬টি, তৃতীয় পাদে ১৯টি, চতুর্থ পাদেও ১৯টি। বৈদিক পদের স্বর নির্ণয় রাখিবার জন্যই এই কএকটি সূত্রের রচনা। কিরূপ পদের কোন্ কোন্ বর্ণে কি কি স্বর কখন উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন করা ও তাহা আয়ত্ত রাখিবার জন্য ইহার সৃষ্টি। যথা প্রথম সূত্রে **"ফিষোঽন্তউদাত্তঃ"** প্রাতিপদিকের

অনেক মতে শ্রীরাগের প্রথমোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা : রাগ। ইহার লক্ষণ এই যে—

**"শ্রীরাগঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ সত্রয়েণ বিভূষিতঃ।
পূর্ণঃ সর্ব্বগুণোপেতো মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
কশ্চিত্তু কথয়ন্ত্যেনমৃষভত্রয়সংযুতম্॥"**

স-ত্রয়ে বিভূষিত প্রথম (ষড়জ) গ্রামীয় মূর্চ্ছনা। কে বলেন ইহা রি-ত্রয়যুক্ত। উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

রাগগুলির উদাহরণস্থলে এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা আছে তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিব না। কাল্পনিক ভাব উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিদর্শনের নিমিত্ত একটিমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

**"লীলাবিহারেণ বনান্তরালে চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ॥"**

উদ্যানের মধ্যে, হাব ভাব বিলাসের সহিত, বধূ-সমভি-ব্যাহারে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। কবিরা বলেন, এই শ্রীরাগের মূর্ত্তি স্বর্গীয় ও বিলাসোপযোগী বেশভূষায় পরিচ্ছন্ন।

এক্ষণে রাগরাগিণীর এরূপ বৃথা বেশভূষার বর্ণনা না করিয়া, যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ যে যে রাগে বা যে যে রাগি-ণীতে যে যে স্বর আছে, কোনটী ওড়ব, কোনটী খাড়ব, কোনটীই বা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

দেশী, দেবগিরী, বরাটী, তোড়ী, ললিতা, হিন্দোলী,—
রা বসন্তরাগের ভার্য্যা।

"ভৈরবী গুর্জ্জরী রামকিরী গুণকিরী তথা।
বঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবস্য বরাঙ্গনা॥"

ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী, সৈন্ধবী,—
হারা ভৈরব রাগের স্ত্রী।

"বিভাষী চাথ ভূপালী কর্ণাটী বড়হংসিকা।
মালবী পটমঞ্জর্য্যা সহৈতাঃ পঞ্চমাঙ্গনাঃ॥"

বিভাষী, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী,—
ইহারা পঞ্চম রাগের স্ত্রী।

"মল্লারী সৌরটী চৈব সাবেরী কৌশিকী তথা।
গান্ধারী হরশৃঙ্গারী মেঘরাগস্য যোষিতঃ॥"

মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী,
—ইহারা মেঘের ভার্য্যা।

"কামোদী চৈব কল্যাণী আভীরী নাটিকা তথা।
সারঙ্গী নট্টহম্বীরা নট্টনারায়ণাঙ্গনাঃ॥"

কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, নটহম্বিরা,—
ইহারা নটনারায়ণের স্ত্রী। এই ৩৬ রাগিণী।*

* ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা এই। মতবিশেষে ইহার অন্যথাও দৃষ্ট হয়। ফল, প্রথমে ছয় রাগ ও ছাত্রিশ রাগিণীই নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পরভাবী সঙ্গীতাচার্য্যেরা অনেক বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে অসংখ্য রাগরাগিণী হইয়াছে।

মালবশ্রী—"**মালবশ্রীস্তু রাগাঙ্গা পূর্ণা সপ্তযভূষিতা।**
মূর্চ্ছনোত্তরমন্দ্রা স্যাচ্ছৃঙ্গাররসমন্বিতা॥"

উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

ত্রিবণী—রি ও প বর্জ্জিত। ওড়ব রাগ।

উদাহ: —ধ নি স গ ম ধ।

ধৈবতে আরম্ভ ও ধৈবতে সমাপ্তি। যথা—

"**ত্রিবণী সা চ বিজ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসধৈবতা।**
ঔড়বা সা চ বিজ্ঞেয়া রিপহীনা প্রকীর্ত্তিতা॥"

গৌরী—ওড়ব, রি প বর্জিত, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর ষড়্জ।

উদাহরণ—স গ ম ধ নি সঁ। যথা—

ষড়্জগ্রহাংশকন্যাসা রিপহীনা তু ঔড়বা।
মূর্চ্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া গৌরী সা কথিতা বুধৈঃ॥

কেদারী—ওড়ব, রি-ধ-বর্জিত, তিন নিষাদযুক্ত, মার্গী মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স, উদাহরণ—(স গ ম প নি স)।

প্রমাণ—**কেদারী রিধহীনা স্যাদৌড়বা পরিকীর্ত্তিতা।**
নিত্রয়া মূর্চ্ছনা মার্গী কাকলিস্বরমন্বিতা॥

মধুমাধবী—ওড়ব, গ ধ হীন, প্রথম মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স।

উদাহরণ—(স রি ম প নিঁ স)।

প্রমাণ—**ষড়্জাংসকগ্রহন্যাসা গধহীনা তু মাধবী।**

প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া ঔড়বা পরিকীর্ত্তিতা॥

পাহাড়ী—ওড়ব রাগ, রি প বর্জিত, (তৈলঙ্গ দেশের) আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স।

উদাহরণ—(স গ ম ধ নি স)।

প্রমাণ—**ষড়্জন্যা পাহাড়ী স্যাৎ রিপহীনা চ কীর্ত্তিতা।**

ক্বাযা তৈলঙ্গদেশীয়া আলাপে ঔড়বা মতা॥

বসন্ত—ষড়্জ ও মধ্যম হইতেই ইহার উত্থান সুতরাং ষড়্জ স্বরই ইহার গ্রহ, ন্যাস ও অংশ। এই সম্পূর্ণ রাগটি বসন্তকালে গেয়।

প্রমাণ—**ষড়্জান্মধ্যমিকাজ্জাতঃ ষড়্জন্যাসগ্রহাংশকঃ।**

গেয়ো বসন্তরাগোঽয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ॥

তোড়ী—সম্পূর্ণ রাগ, মধ্যমে আরম্ভ, মধ্যমেই সমাপ্তি, মতান্তরে আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স। সৌবীরী মূর্চ্ছনা।

উদা—(ম প ধ নি স রি গ ম। কিম্বা স রি গ ম প ধ নি স)।

প্রমাণ—**মধ্যমাংশগ্রহন্যাসা সৌবীরী মূর্চ্ছনা মতা।**

সম্পূর্ণা কথিতা তজ্জ্ঞৈ স্তোড়ী শ্রীকৌশিকে মতা।

গ্রহাংশন্যাস ষড়্জা চ কৈশ্চিদত্র প্রচক্ষতে॥

ললিতা—ওড়ব, কোন মতে সম্পূর্ণ রাগ। রি-প-বর্জিত, শুদ্ধমধ্যা মূর্চ্ছনা, আরম্ভ সমাপ্তি স্বর স।

উদা—(স গ ম ধ নি স)।

প্রমাণ—রিপহীনা চ ললিতা ঔড়বা সত্রয়া মতা।

মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাত্ সম্পূর্ণাং কেচিদূচিরে ॥

হিন্দোলী—ওড়ব, রিধ বর্জিত, ৩ স, যুক্ত, শুদ্ধমধ্যমূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স। (স গ ম প নি স স)।

প্রমাণ—হিন্দোলিকা রিধত্যক্তা সত্রয়া গদিতা বুধৈঃ।

মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাদৌড়বা কাকলীযুতা ॥

ভৈরব—ওড়ব, রি-প-বর্জিত, ধৈবতাদি মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর ধ, অন্তে ম, বিকৃত ধ। উদাহরণ (ধ নি স গ ম ধ)।

প্রমাণ—ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো রিপহীনোঽয় মান্তগঃ।

ঔড়বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিকমূর্চ্ছনা।

ধৈবতো বিকৃতো যত্র ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

ইহার উদাহরণস্থলে এইরূপ মূর্ত্তি লিখিত আছে, যথা—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ

সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।

ভাস্বত্ত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী

শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ ॥

হনুমন্মতেও ইহা ওড়ব রাগ। যথা—

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসোরিপহীনত্বমাগতঃ।

ভৈরবঃ স তু বিজ্ঞেয়োধৈবতাদিকমূর্চ্ছনা।

ধৈবতোবিকৃতোযত্র ঔড়বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

ভৈরবী—সম্পূর্ণা, সৌবীরী মূর্চ্ছনা, মধ্যম গ্রাম ইহার গতি, আরম্ভ ও শেষ ম।

প্রমাণ—**সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসমধ্যমা।**

সৌবীরি মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামচারিণী॥

দেশী—ইহা পঞ্চমবর্জিত, রি-ত্রয়যুক্ত, বিকৃত রি, কলোপনতিকা নামক মূর্চ্ছনা। এটী ষাড়ব রাগ।

উদা—রি গ ম ধ নি স রি রি।

প্রমাণ—**দেশী পঞ্চমনামা স্যাত্ ঋষভত্রয়সংযুতা।**

কলোপনতিকা জ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা বিকৃতর্ষভা॥

বাঙ্গালী—ওড়ব, মতান্তরে পূর্ণ। রি-ধ-বর্জিত, গ্রহাংসন্যাস স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা।

উদা—স গ ম প নি স।

প্রমাণ—**বাঙ্গালী ঔড়বা জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসষড়্জভাক্।**

রিধহীনাচ বিজ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।

পূর্ণা বা মত্রয়োপেতা কল্লিনাথেন ভাষিতা॥

কল্লিনাথমতে ইহা সম্পূর্ণ, ৩ ম যুক্ত। আরম্ভ ও শেষ ম।

উদা—ম ধ নি স রি গ ম।

দেবগিরি—ইহাতে সারঙ্গীর তুল্য স্বর। যথা—

"**দেবগির্য্যাঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ সারঙ্গীসদৃশা মতাঃ।**"

সৈন্ধবী—পূর্ণ, কোন মতে খাড়ব, রি-বর্জিত, স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে—স গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—षड्जग्रहांशकन्यासा पूर्णा सैन्धविका मता।
मूर्च्छनोत्तरमन्द्रास्यात् केश्चित् षाड़विका मता॥

রামকিরী—সম্পূর্ণ, এক প্রহর মধ্যে গেয়, আরম্ভ সমাপ্তি স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা। উদা—স রি গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—प्रहराभ्यन्तरे ज्ञेया षड्जन्यासग्रहांशका।
प्रथमा मूर्च्छना ज्ञेया तज्ज्ञै रामकिरी मता॥

গুর্জ্জরী—সম্পূর্ণা, আরম্ভাদি রি, সপ্তমী মূর্চ্ছনা, বহুলীর সহিত মিশ্রিত।

উদা—রি গ ম প ধ নি স রি।

প্রমাণ—ग्रहांशन्यासऋषभा सम्पूर्णा गुर्ज्जरी मता।
सप्तमी मूर्च्छना तस्यां बहुल्या सह मिश्रिता॥

গুণকিরী—ওড়ব, রি-ধ-বর্জ্জিত, আরম্ভাদি নি, কোন মতে স, ইনি ভৈরবের আশ্রিতা।

উদা—নি স গ ম প নি, মতান্তরে স গ ম প নি স।

প্রমাণ—रिधहीना गुणकिरी औड़वा परिकीर्त्तिता।
निग्रहांशा तु निन्यासा केश्चित् षड्जत्रया मता॥

পঞ্চম—ইহা খাড়ব, প-বর্জ্জিত, প্রথমা মূর্চ্ছনা, আরম্ভাদি স, মতান্তরে পূর্ণ। ইহা শৃঙ্গার রসের উত্তেজক।

উদা—স রি গ ম ধ নি স। মতান্তরে স রি গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—रागः पञ्चमकोज्ञेयः प-हीनः खाडवो मतः।
प्रथमा मूर्च्छना यत्र'सत्रयेण विभूषितः।
केचिद्वदन्ति सम्पूर्णं शृङ्गाररसपूरकम्॥

বিভাষ—ইহা ললিতার ন্যায়, উদা স গ ম ধ নি স।

প্রমাণ—**ললিতাবদ্বিভাষা তু হি বা গুর্জ্জরীবৎ সদা।**

ভূপালী—সম্পূর্ণ, মতান্তরে ওড়ব, রি-প-বর্জিত, শান্তিরসের উত্তেজক, প্রথমা মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর স।

উদা—স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে স গ ম ধ নি স।

প্রমাণ—**গ্রহাংশন্যাস ষড়্জা সা ভূপালী কথিতা বুধৈঃ।**

প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া সম্পূর্ণা রসশান্তিকে।

রি-প-হীনৌড়বা কৈশ্চিদিয়মেব প্রকীর্ত্তিতা॥

কর্ণাটী—সম্পূর্ণ, ইহাতে বিকৃত নি, মার্গী নামক মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর নি।

উদা—নি স রি গ ম প ধ নি নি।

প্রমাণ—**নিষাদত্রয়সংযুক্তা বিকৃতোঽস্যা নিষাদকঃ।**

মার্গাখ্যা মূর্চ্ছনা প্রোক্তা কর্ণাটী চ সুখপ্রদা॥

বড়হংসিকা—ইহাতে কর্ণাটীকার ন্যায় স্বর, কেবল মূর্চ্ছনা ভিন্ন।

উদা—নি স রি গ ম প ধ নি নি।

প্রমাণ—**কর্ণাটীকাস্বরা জ্ঞেয়া বড়হংসা স্বরা বুধৈঃ।**

মালবী—ওড়ব, নিষাদে আরম্ভ ও শেষ, রঞ্জনী মূর্চ্ছনা, রি-প-বর্জিত।

উদা—নি স গ ম ধ নি নি।

প্রমাণ—**ঔডবা মালবী প্রোক্তা নিষাদত্রয়সংযুতা।**
রঞ্জনী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া রি-প-হীনা চ সর্ব্বদা ॥

পটমঞ্জরী—সম্পূর্ণ, গ্রহ অংশ ও ন্যাস স্বর পঞ্চম, হৃষ্যকা নামক মূর্চ্ছনা, ইহা রসিকদিগের প্রিয়।

উদা—প ধ নি স রি গ ম প।

প্রামণ—**পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা পটমঞ্জরী।**
মূর্চ্ছনা হৃষ্যকা জ্ঞেয়া রসিকৈঃ প্রার্থিতা সদা ॥

ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন মেঘ, মল্লারী, সৌরাটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গার; এই কয়েকটি রাগ পর পর লিখিত আছে।

তৎপরে নট্টনারায়ণ, কামোদী, কাল্যাণী, আভিরী, নাটকা, সারঙ্গ, হাম্বীরা, এই কয়টি নির্দ্দিষ্ট আছে। এ সমস্তই প্রাচীন রাগ-রাগিণী।

এইক্ষণে সঙ্গীত পারিজাত হইতে দুই একটী নবীন প্রণালীর রাগ-লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিতেছি। কেন না, পারিজাতের লিপির সহিত এক্ষণকার গান পদ্ধতির উত্তম মিল আছে। এবং ইনি রাগ রাগিণীর স্বরগুলি স্পষ্ট করিয়া বলেন। যথা—

রি-স্বরাদি স্বরারম্ভা রি-কোমলা ধ-কোমলা।
গ-তীব্রা ম-নি-তীব্রা চ গৌরীন্যংশস্বরা মতা ॥
আরোহে গ-ধ-হীনা সা নি-কম্পনমনোহরা।
আরোহে যদি গান্ধারো মধ্যমাবধি মূর্চ্ছনা ॥

উদাহরণ।

রি ম প নী সা নি ধ প ম গরি গরি সা,
নি সরি মা গরি গরি সা নি নি স নি স
নি ধ প ম প স ধ প ম প মা গরি গরি সা
নী সা নী সা, ম প ধ প ম গ রি স নী সা,
রি ম প ম গ রি ম গ রি নী সা, রি মা
গরি গরি সা নী ম সা সা রি ম প ধ ম ম ধ
প ম রি ম, ম স রি ম রি ম প ধ ধ সা সা ধ প ধ
রি স সা সা ধ ম ম প ধ ধ ম ম রি সা, স স রি
ম রি ম প ম রি স রি স রি ধ স সা।

ইতি মেঘ মল্লারঃ সর্ব্বঃ।

কোমলৌ রি-ধৌ তীব্রৌ গ-নী বাসন্তভৈরবে।
ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো মধ্যমাংশোঽপি সম্মতঃ।

উদাহরণ।

ধ নি স রি গ ম পা মা গ রী সা নী স।
রি নি সা নি ধা, ধ নি সা।
ম গ রি স নি স রি নি সা নি ধা,
ধ নী স স্সা, ধ নি স রি গ স্মা,
ধ ধ প ম প ম গ স্মা, স রি গ ম গরি স নি ধ নী সা সা।

ইতি বসন্তভৈরবঃ।

বসন্ত ভৈরবের ঋষভ ধৈবতগুলি কোমল, গান্ধার ও নিষাদ স্বর তীব্র। অংশ ও গ্রহ স্বর ধৈবত, কোন কোন মতে মধ্যমকে অংশ ও গ্রহ করিয়াও গান করা যাইতে পারে।

সঙ্গীত পারিজাত এইরূপ ভঙ্গীতে সকল কথাই বলিয়াছেন। প্রদর্শনের নিমিত্ত লক্ষণসহ দুইটী রাগ প্রদত্ত হইল।

নারদসংহিতায় নিম্নলিখিত রাগরাগিণীর নাম পাওয়া যায়। যথা—

"মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট; এই ছয় রাগ। ইহাদের ভার্য্যা যথা—ধমনী, মালসী, রামকিরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী, ভৈরবী; (মালব-ভার্য্যা)। বেলাবলী, পুরুবী, কনড়া, মাধবী, গোড়া, কেদারিকা; (মল্লারের স্ত্রী)। গান্ধারী, সুভগা, গৌরী, কৌমারী, বল্লরী, বৈরাগী; (শ্রীরাগের ভার্য্যা)। তুড়া, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী, বিভাষা; (বসন্ত রাগের প্রিয়া) মালবী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী, মারহাটী; (হিন্দোলের ভার্য্যা)। নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী, (কর্ণাটের ভার্য্যা)।

হনুমন্মতে রাগরাগিণীর অনেক প্রভেদ দেখা যায় যথা—ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘরাগ; এই ছয় পুরুষ রাগ। যথা—

ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥

ইহাদের স্ত্রীগণ।

মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী ; (ভৈরবের স্ত্রী)। তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী, ককুভা ; (কৌশিকের ভার্য্যা)। বেলবলী, রামকিরী, দেশা, পটমঞ্জরী, ললিতা ; (হিন্দোলের ভার্য্যা)। কেদারা, কানাড়া, দেশী, কামোদী, নাটিকা ; (দীপকের ভার্য্যা)। বাসন্তী, মালবী, মালশ্রী, ধনাসী, আশাবরী ; (শ্রীরাগের স্ত্রী)। মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জ্জরী, টঙ্গ, পঞ্চমী ; (মেঘরাগের পত্নী)।

এই সকল মতভেদ থাকায় বুঝা যায় না যে, কোন্ ছয় রাগ এবং কোন্ ছয় রাগিণী প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাগটি প্রায় সকল মতেই আছে। বস্তুতঃ—

“ন তালানাং ন রাগাণাং অন্তঃ কুত্রাপি বিদ্যতে।”

হনুমান্ বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীর ও তালের অন্ত নাই। তাহার পরেই বলিয়াছেন,—

“ইদানীং রাগরাগিণ্যোরুদাহরণমুচ্যতে॥”

তথাপি সম্প্রতি রাগরাগিণীর উদাহরণ ব্যক্ত করিতেছি। হনুমান্ এইরূপ ভূমিকা করিয়া বহুতর রাগরাগিণীর লক্ষণ, স্বর, অলঙ্কার, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই মতে রাগ-রাগিণীর স্বরঘটিত অবয়বের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল সুরগুলি যে পরিপাটীক্রমে বিন্যাস করা হইয়াছে, এ মতে তাহার কোন কোনটিতে ব্যতিক্রম

আছে; তাহা দেখান উচিত, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহা সম্ভবে না। হনুমান ভৈরবকেই আদিরাগ বলিয়াছেন যথা—

"সুত্রাম্বরী জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ।"

হনুমন্মতে এই ভৈরব রাগ ওড়ব। এতদ্ভিন্ন আর এক ভৈরব আছে, রাগার্ণব মতে তাহাকে "শুদ্ধ ভৈরব" বলে। এই শুদ্ধ ভৈরব সম্পূর্ণ। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসযুক্তঃ স্যাত্ শুদ্ধভৈরবঃ।
সকম্প-মন্দ্র-গান্ধারো গেয়ো মধ্যাহ্নতঃ পুরা॥"

ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, সকম্প সুগভীর গান্ধার প্রধান, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। যদি ওড়ব জাতীয় ভৈরব রাগ একটী না থাকিত, তাহা হইলে হনুমানোক্ত নিম্ন-লিখিত ভৈরবীর লক্ষণ সঙ্গতি হইত না। যথা—

"সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসমধ্যমা।
সৌবিরী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামচারিণী।
কৈশ্চিদেষা ভৈরববত্ স্বরা জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ॥"

ভৈরববৎ বলিয়া ধ নি স গ ম ধ ইতি ভৈরব স্বর।

এতদ্ভিন্ন রাগার্ণব নামক গ্রন্থেও অনেক মতভেদ এবং অধিক রাগরাগিণীর কথা আছে।

এখন আর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মতে গান দেখা যায় না। সকল ব্যক্তিই নানামত মিশ্রিত করিয়া গান করেন। এখন যেমন যে সে রাগ, যে সে রসে গীত হয়; পূর্ব্বে তাহা হইত

না। এক এক প্রকার রাগের এক একটি অনুগত রস আছে। পূর্ব্বকালে যে যে রাগ যে যে রসে গীত হইত, এক্ষণেও সেরূপ হওয়া উচিত সুতরাং তাহা বলা যাইতেছে। সঙ্গীতনারায়ণে ব্যক্ত আছে যে, নট্টরাগ সাংগ্রামিক। বেধগুপ্তরাগ বীররসে গেয়।

বসন্ত রাগ, বসন্ত সময়ে; যথা—

গেয়ো বসন্তরাগোऽয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ।

ভৈরব রাগ, প্রচণ্ড রসে। বঙ্গাল রাগ, করুণ ও হাস্যরসে গেয়; যথা—

"**প্রচণ্ডরূপঃ কিল ভৈরবোऽয়ম্,**

গেয়ঃ করুণহাস্যয়োঃ।" ইত্যাদি।

সোমরাগ, বীররসে এবং মেঘোদয় সময়ে গেয়; যথা—

"**রসে বীরে প্রযুজ্যতে।**

মেঘচ্ছায়াগমে গেয়ঃ সোমরাগো মতঃ সতাম্॥"

কামোদ, করুণ ও হাস্যরসে গেয় এবং ইহার কাল প্রথম প্রহরার্দ্ধ; যথা—

"**কামোদঃ করুণে হাস্যে যামার্দ্ধে গীয়তে সদা।**"

মেঘের সময়ে এবং বীররসে মেঘরাগ গেয়; যথা—

"**বীরে ধাংশগ্রহন্যাসঃ—**

গেয়ো ঘনাগমে মেঘরাগোऽয়ং মন্দ্রহীনকঃ।"

গৌড় অনেক প্রকার। তুরস্ক গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় প্রভৃতি। তন্মধ্যে দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয়; যথা—

"**गेयो द्रविड़गौडोऽयं वीरशृङ्गारयोर्निशि**।"

তুরস্ক গৌড় ওড়ব রাগ।

গুর্জ্জরী, রাত্রে এবং শৃঙ্গাররসে গেয়; যথা—

"**गुर्ज्जरी रात्रौ गेया शृङ्गारवर्द्धिनी**।"

তোড়িকা বা তোড়ী, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়; যথা—

"—**तोड़िका शुद्ध षाड़वा—**

ज्ञाता मध्याह्नसमये गेया शृङ्गारवीरयोः।"

মালবশ্রী, শরৎকালের রাগ (ইহাকেই মালসী বলিয়া থাকে) শরৎকালেই ইহা গেয়। যথা—"**मालवश्री शरद्गेया**"—

সৈন্ধবী বা সিন্ধুড়া, মধ্যাহ্নের পর, শৃঙ্গার এবং করুণ-রসে গেয়। যথা—

सैन्धवी—"मध्याह्नादूर्द्ध्वतो गेया शृङ्गारे करुणेऽपि च।"

দেবকৃতিরাগ—সকল ঋতুতে ও বীররসে গেয়। কৃষ্ণদত্ত বলেন এইটি শুদ্ধ বসন্তের জাতি; যথা—

"**देवकृतिर्मता—**

अस्यावृतुषु सर्व्वेषु गातव्या समयेषु च॥"

রামকিরী—এক প্রহরের মধ্যে গেয়। যথা—

"**प्रहराभ्यन्तरे गेया तज्ज्ञै रामकिरी मता**।"

প্রথমমঞ্জরী—প্রাতঃকালে এবং শৃঙ্গাররসে ও উৎসবকালে গেয়। যথা—

"শৃঙ্গারে চোৎসবে গেয়া প্রাতঃ প্রথমমঞ্জরী।"

নট্টরাগ—রাত্রে, মঙ্গলকার্য্যে ; শৃঙ্গার, হাস্য ও অদ্ভুত, এই তিনটী রসে গেয়। যথা—

"নট্টা নট্টবদাখ্যাতা—
হাস্যেঽদ্ভুতে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা নিশি মঙ্গলে॥"

বেলাবলী—শৃঙ্গার ও করুণরসে গেয়। নারদসংহিতায় ইহা ওড়ব রাগ বলিয়া উক্ত আছে। যথা—

"শৃঙ্গারে করুণে চৈব গেয়া বেলাবলী বুধৈঃ।"

গৌড়ী—বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"—গৌড়ী মালবকৌশিকাৎ।
বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়া সকম্পান্দোলিতস্বরা॥"

নাট রাগ—রাত্রে এবং শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। যথা—

"নাটো নিশি শুচৌ বীরে।"

নট্টনারায়ণ—দিবাতে গেয়। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো নট্টনারায়ণো দিবা।"

শঙ্করাভরণ—বীররসে এবং রাত্রে গেয়। যথা—

"বীরে নিশি নিষাদাংশঃ শঙ্করাভরণঃ সদা।"

রাগ হরিনায়কের সম্মত কতকগুলি আছে। ষট্ স্বরের তাহা এই—

গৌড়, কর্ণাট, দেশী, ধন্বাশিকা, কোলাহলা, বল্লারী, দেশাখ্যা, সৌবীরী, সুস্থাবতী হর্ষপুরী, মল্লারী, হুঞ্জিকা।

"ইত্যাদ্যাঃ ষট্ স্বরা রাগাঃ হরিনায়কসম্মতাঃ।"

গৌড়—বীর ও শৃঙ্গাররস ও দিনান্ত সময়ে গেয়। যথা—

"—গৌড়ঃ স্যাত্ পঞ্চমোজ্ঝিতঃ।

বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়ো দিনান্তে বিরলর্ষভঃ॥"

দেশী এক প্রহরের মধ্যে এবং শান্ত ও করুণরসে গেয়। যথা—

"বেরগুর্জোদ্ভবা দেশী—

প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া শান্তে চ করুণে রসে॥"

ধন্নাসিকা—বীর ও শৃঙ্গাররস এবং সকল সময়ে গেয়। যথা—

"ষষ্ঠা ধন্নাসিকা জ্ঞেয়া—

রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা সর্ব্বদা বুধৈঃ॥"

বল্লারী এক প্রহরের পর শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"বরাঙ্গোপাঙ্গা বল্লারী—

শৃঙ্গারাখ্যে রসে গেয়া হরিনায়কসম্মতা।"

গৌড়, আরও আছে। কর্ণাট গৌড় ও মালব গৌড়। মালব গৌড় বীররসে গেয়। যথা—"বীরে মালবগৌড়কঃ।"

সঙ্গীতসারের মতে মল্লার রাগ—মেঘাগমে এবং শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"মল্লারঃ স-প-হীনোঽয়ং—
শৃঙ্গারে চ রসে গেয়ঃ পয়োদাগমনে বুধৈঃ।

কেদারী—সায়ংকালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গেয়া সায়মিয়ং বুধৈঃ।"

ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকারী ও দেশপালী বলা হইয়াছে।

মালব—অপরাহ্নে, রাত্রে ও বীর এবং শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"——মালবোঽপি রি-পোজ্‌ঝিতঃ—
বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়ো দিনান্তে নিশি বা বুধৈঃ।"

হিন্দোল—সকল কালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"হিন্দোলো রি-প-বর্জিতঃ বীরশৃঙ্গারয়োঃ সদা।"

ভৈরব—মঙ্গলকার্য্যে গেয় ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। প্রমাণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

ললিতা—রাত্রিশেষে, দিনের প্রথমভাগে ও বীর, শৃঙ্গার-রসে গেয়।

"——ললিতা ললিতস্বরা।
শৃঙ্গারবীরয়োর্গেয়া নিশান্তে চ দিনাদিকে॥"

ছায়াতোড়ী—দিবাতে (তোড়ীর ন্যায়)। গান্ধার—সকল কালে ও করুণরসে গেয়।

"করুণে সদৈব"

বিহঙ্গড়া—মঙ্গলবিষয়ে ও অর্দ্ধরাত্রে গেয়। যথা—

"গেয়া বিহঙ্গড়া চৈষা নিশীথে মঙ্গলার্থিভিঃ।"

গৌড় সারঙ্গী—মধ্যাহ্নের পরে বীর ও শান্তিরসে গেয়। যথা—

"——বীরশান্তিরসাশ্রিতা।
সম্পূর্ণা গৌড়সারঙ্গী গেয়া মধ্যাহ্নতঃ পরম্।"

শ্যাম—প্রদোষকালে গেয়। যথা—

"সম্পূর্ণঃ শ্যামরাগঃ স্যাৎ—
প্রদোষো গানকালোঽস্য নির্ণীতো গানকোবিদৈঃ॥"

শঙ্করা—অর্দ্ধরাত্রের পর হাস্যরসে গেয়। যথা—

"——শঙ্করাভিধা।
নিশীথাচ্চ পরং গেয়া রসে হাস্যে প্রযুজ্যতে॥"

জয়তশ্রী—রাত্রিতে শৃঙ্গার ও করুণরসে। যথা—

"জয়তশ্রীশ্চ সম্পূর্ণা——
তমস্বিন্যাং প্রগাতব্যা শৃঙ্গারে করুণে রসে॥"

সংগীতদর্পণের মতানুসারে যে যে রাগ যে সময়ে গেয়, তাহা বলা যাইতেছে।

মধুমাধবী, দেশী, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী বল্লারী, সামগুজ্জরী, ধনাশ্রী, মালশ্রী, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশ-

কারী, ভৈরব, ললিতা, বসন্ত ;—এই সকল রাগ নিত্য প্রাতঃ-কালে গেয়। যথা—

"मधुमाधवी च देशाख्या भूपाली भैरवी तथा।
वेलावलीच मल्लारी वल्लारी सामगुर्ज्जरी।
धनाश्रीर्मालवश्रीश्च मेघरागश्च पञ्चमः।
देशकारी भैरवश्च ललिता च वसन्तकः।
एते रागा प्रगीयन्ते प्रातरारभ्य नित्यशः॥"

গুজ্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, সৌরাটী, এইগুলি এক প্রহরের পর গেয়। যথা—

"गुज्जरी कौशिकश्चैव सावेरी पटमञ्जरी।
रेवा गुणकिरी चैव भैरवी रामंकिर्य्यपि।
सौरटी च तथा गेया प्रथम प्रहरोत्तरम्॥"

বৈরাটী, তোড়ী, কামোদী, কুড়ায়িকা, গান্ধারী, নাগশব্দী, দেশী, শঙ্করাভরণ ;—এই সকল দুই প্রহরের পর গেয়। যথা—

"वैराटी तोड़िका चैव कामोदी च कुड़ायिका।
गान्धारी नागशब्दी च तथा देशी विशेषतः।
शङ्कराभरणो गेयो द्वितीयप्रहरात् परम्॥"

শ্রীরাগ, মালব, গৌড়ী, ত্রিবণী, নট্টকল্যাণ, সারঙ্গ নট্ট। সর্ব্ব প্রকারে নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আভারী, বড়হংসী

পাহাড়ী, এই সকল তিন প্রহরের পর এবং অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত গেয়। যথা—

"श्रीरागो मालवाख्यस्च गौड़ा त्रिवणसञ्ज्ञिका।
नट्टकल्याणसञ्ज्ञश्च सारङ्गनट्टकौ तथा।
सर्व्वे नाटाश्च केदारा कर्णाट्याभीरिका तथा।
बड़हंसो पाहाड़ी च तृतीयप्रहरात् परम्॥"

যথানির্দ্দিষ্ট কালেই গান করিবেক, রাজাজ্ঞাস্থলে কাল-বিচার করিবে না, সকল সময়েই গাইবেক। যথা—

"यथोक्तकाल एवैते गेयाः पूर्व्वविधानतः।
राजाज्ञया सदा गेया न तु कालं विचारयेत्॥"

(পঞ্চম সারসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।)

বিভাষা, ললিতা, কামোদী, পটমঞ্জরী, রামকেলী রাম-কিরা (এই দুইটী পরস্পর ভিন্ন, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রাম-কিরাকেই রামকেলী বলিয়া থাকেন) বড়ারী, গুর্জ্জরী, দেশ-কারী, সুভগা, ভাবী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী;—এই পঞ্চদশ রাগিণী পূর্ব্বাহ্নকালেই গান করিবেক। যথা—

"विभाषा ललिता चैव कामोदी पटमञ्जरी।
रामकेली रामकिरा वड़ारी गुर्ज्जरी तथा।
देशकारी च सुभगा भौरीच पञ्चमी गड़ा।
भैरवी चापि कौमारी रागिण्यो दश पञ्च च।
एताः पूर्व्वाह्नकाले तु गेयास्तद्गानकोविदैः॥"

বরাটী, মালবী, রৌদ্রা, রেবতী, ধামসী, বেলাবলী, মার-হাট্টী ;—এই সাতটী স্ত্রীরাগ বা রাগভার্য্যা মধ্যাহ্নকালে গান করিবে। যথা—

"বরাটী মালবী রৌদ্রা রেবতী চাপি ধানসী।
বেলাবলী মারহাট্টী সপ্তৈতা রাগযোষিতঃ।
গেয়া মধ্যাহ্নকালে চ যথা ভাবস্থ ভাষিতম্॥"

গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরাবরী, আঁশাবরী, কান্দুলা, গৌরী, কেদারী, পাহাড়ী ;—এই সকল রাগিণী পণ্ডিতেরা সায়াহ্নে গান করিয়া থাকেন। যথা—

"গান্ধারী দীপিকাচৈব কল্যাণী প্রবরাবরী।
আশাবরী কান্দুলাচ গৌরী কেদার পাহ্নিকা।
সায়াহ্নে রাগিণী হেতাঃ প্রগায়ন্তি মনীষিণঃ॥"

মেঘরাগ ও মল্লার কিম্বা মেঘমল্লার বর্ষাকালের সকল সময়েই গেয়। রাত্রে দশ দণ্ডের পর অন্য সকল রাগের গান হইতে পারে। যথা—

"মেঘ-মল্লার-রাগস্য গানং বর্ষাসু সর্ব্বদা।
দশ দণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্॥"

এস্থলে দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতেরা বা গায়কেরা বলেন—দেশাখ্যা, ভৈরবী, রক্তদংশী, মাহুলা, এই কয়েকটি রাত্রে মনোরঞ্জন হয় না, সায়ংকালে বিশেষ নিন্দিত। যথা—

অন্ত্যবর্ণ উদাত্ত স্বর হইবেক। "ফিষ্" এই শব্দটি সংজ্ঞাশব্দ ও ইহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের সঙ্কেত অথবা সংজ্ঞা। ইহা প্রাতিপদিকের সংজ্ঞান্তর মাত্র। এইরূপ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এই কয়েকটি স্বরের নির্ণয় ভিন্ন অন্য ফল এতদ্গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহাকে কেহ কেহ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, কেহ কেহ পরবর্ত্তী বলেন। পরবর্ত্তী হওয়াই সম্ভব। ফল, যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের প্রতি এই বলা যাইতে পারে যে, পাণিনি সমস্তই নির্ণয় করিয়াছেন, সুতরাং পুনরপি এই সূত্র ছিট্ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

উণাদি বৃত্তি—পাণিনির পূর্ব্বেও এতদ্বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। তাহা কিরূপ ছিল বলা যায় না। ফল, পাণিনি-কৃত কৃৎসূত্র এবং উণাদি সূত্র এই বৃত্তির অবলম্বন। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩২৫টী প্রত্যয় আছে, এবং "**উণাদয়োবহুলং**" (পাণিনি) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রকাশ আছে।

ব্যাকরণের উণাদি অংশের বৃত্তির মধ্যে উজ্জ্বল দত্তের বৃত্তিই প্রচলিত এবং মান্য। কাতন্ত্র ব্যাকরণের দৌর্গসিংহীয় বৃত্তিও মান্য। ব্যাকরণ মাত্রেই উণাদি সূত্র আছে। সকল ব্যাকরণে উহা সংক্ষেপ রূপে আছে, কেবল কলাপ ব্যাকরণের উণাদি কিছু বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলা-সম্পন্ন। তদ্ভিন্ন "উণাদি কোষ" নামক একখানি কোষ অর্থাৎ আভিধানিক গ্রন্থ আছে, তাহাও মন্দ নহে।

বৃত্তিকার উজ্জ্বল দত্ত মুখবন্ধ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "আমি গণপতি, ঈশ্বর ও গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া উত্তম বৃত্তি নির্ম্মাণ করিলাম। বৃত্তিন্যাস, অনুন্যাস, রক্ষিত, ভাগবৃত্তি, ভাষ্য, ধাতুপ্রদীপ, তাহার টীকা আর উপাধ্যায়ের সর্ব্বস্ব স্বরূপ সুভূতি, কলিঙ্গ, হড্ডচন্দ্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন এবং আলোচনা করিয়া ইহা প্রস্তুত করিলাম। উণাদি বৃত্তি অনেক আছে, সে সকল এখন সূত্র, শব্দ রূপ, ধাতুগত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে; তন্নিমিত্ত তন্মাত্রের উপর নির্ভর না করিয়া সে সকল এবং অন্যান্য গ্রন্থ বিচার করিয়া সে সকল হইতে সার আকর্ষণ করিয়া আমি এই বৃত্তি রচনা করিলাম।"

উজ্জ্বল দত্তের অপর নাম জাজলি। ইনি সুভূতিকারের শিষ্য। উজ্জ্বল দত্ত কোন্ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইনি অমরের পরবর্ত্তী, কেন না তাঁহার বৃত্তিতে অমরকোষের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৃত্তিকার মুখবন্ধ শ্লোকে এইরূপ খেদ করিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার এই বৃত্তি দেখিয়া নিজের পুরুষত্ব কামনায় আমার নাম লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হইবে।" (৭ শ্লোক)।

উণাদি সূত্র ৫ পাদে বিভক্ত। ইহা ভিন্ন, পাণিনি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার কতকগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

পুরুষোত্তমদেব-কৃত ভাষা-বৃত্তি। সৃষ্টিধর ইহার টীকাকার। টীকার নাম ভাষাবৃত্তার্থ-বিবৃতি।

ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত শব্দকৌস্তুভ। গ্রন্থকার এখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বালাম ভট্ট ইহার টীকাকার। টীকার নাম প্রভা।

রামচন্দ্র আচার্য্য-কৃত প্রক্রিয়া-কৌমুদী। ইহাতে পাণিনি-সূত্র সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থখানি পাণিনি ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার বিঠ্‌ঠল আচার্য্য-কৃত প্রসাদ এবং জয়ন্তচন্দ্র-কৃত তত্ত্বচন্দ্র নামক দুইখানি টীকা আছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী। ইহার মনোরমা, * তত্ত্ববোধিনী, শব্দেন্দুশেখর, লঘুশব্দেন্দুশেখর † প্রভৃতি টীকা আছে।

লঘুকৌমুদী ও মধ্যকৌমুদী—বরদরাজ-কৃত।

পরিভাষাসংগ্রহ, পরিভাষাবৃত্তি ও পরিভাষেন্দুশেখর—নাগেশভট্ট-কৃত। বৈদ্যনাথ পাগুণ্ড ইহার টীকাকার।

ভর্ত্তৃহরি-কারিকা বা বাক্যপদীয় ‡। ইহা আদ্যোপান্ত

---

* হরিদীক্ষিত মনোরমার টীকাকার, পুনরায় ইহার উপর ভাব-প্রকাশিকা নামক এক টীকা আছে।

† ইহার উপর এক টীকা আছে, তাহার নাম চিদস্থিমালা।

‡ কোলব্রুক্ বাক্যপদীয় ভ্রমে বাক্য-প্রদীপ ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত লিখিয়াছেন। বাক্য-প্রদীপ হরি-বৃষভ-কৃত, তাহার টীকাকার পুণ্যরাজ।

শ্লোকে রচিত। ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নামোল্লেখ করিলাম না।

কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ, অতি বিশদ এবং পাণিনি হইতে কিঞ্চিৎবিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার প্রত্যয়, সংজ্ঞা, প্রভৃতি পাণিনির অনুরূপ। ইহাতে পাণিনি, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রভৃতি ব্যাকরণের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। পাণিনির ২। ৩ সূত্র একত্র করিয়া ইহার এক একটি সূত্র হইয়াছে ইহার উদাহরণ; যথা পাণিনি—

"কৃ বা পা জি মি স্বদি সাধ্যশূভ্যউন্" "ছন্দসীণঃ" "দৃ সনি জনি চরি চটিভ্যোঞুণ্।"

এই তিনি সূত্র একত্র করিয়া কাতন্ত্রের এক সূত্র; যথা।—

"কৃ বাপা জি মি স্বদি সাধ্যশূ দৃসনিজনিচরি চটিভ্য উণ্"

কাতন্ত্রের অনেক স্থলে পাণিনির অবিকল সূত্র আছে, এবং কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রক্ষেপ নিক্ষেপ আছে। ইহাতে একটী পরিভাষা অংশ এবং একটী পরিশিষ্ট থাকাতে বড় সুগম হইয়াছে।

প্রয়োগ-রত্নমালা—ইহাতে পাণিনি এবং কলাপসূত্র একত্রে আছে। সূত্রগুলি পদ্য-গ্রথিত। এই সকল সূত্র পদ্যে রচনা করিতে গ্রন্থকার পুরুষোত্তম বিস্তর, পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"श्रीमल्लदेवस्य गुणैकसिन्धोर्महीमहेन्द्रस्य यथा निदेशम्।
यत्नात् प्रयोगोत्तम-रत्नमाला, वितन्यते श्रीपुरुषोत्तमेन॥"

এতদ্দ্বারা তিনি শ্রীমল্লদেব রাজার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমল্লদেব কুচবিহারের রাজা ছিলেন।

পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র-পাঠ ভিন্ন ধাতু-পাঠ, লিঙ্গানুশাসন ও শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীধরদাস-সঙ্কলিত সদুক্তি-কর্ণামৃত গ্রন্থে পাণিনির প্রণীত বলিয়া কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলবৎ-প্রমাণাভাবে তদীয়-লেখনী-প্রসূত বলিতে পারিলাম না।

রাগ-নির্ণয়।

রাগ ভবভঞ্জক কহেন মুনিগণ।
অথচ মনোরঞ্জক সর্ব্বসাধারণ ॥

সঙ্গীত তরঙ্গ।

রাগ-নির্ণয়।

আমরা স্বরবিজ্ঞান নামক প্রস্তাবে সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসারে অবশ্যজ্ঞাতব্য স্বরসম্বন্ধীয় উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাগরাগিণী সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই তিনের নাম সঙ্গীত। তন্মধ্যে গীত প্রধান। প্রথমোল্লিখিত গীতের যথার্থরূপটী বলিতে হইলে তাহার মূল কারণ যে নাদ, তাহা না বলিলে বা না বুঝিলে গীতের ভাব ও শরীর কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। এই জন্য প্রথমতঃ নাদ কাহাকে বলে, সঙ্গীতনারায়ণ তাহার নিরূপণ করিতেছেন—

तत्र प्रथमोद्दिष्टस्य गीतस्य वक्ष्यमाणत्वान्नादं विना तदनुपपत्तेः प्रथमं तमेवाह तदुक्तम्।

आत्मा विवक्षमाणोऽयं मनः प्रेरयते मनः।
देहस्थं वह्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्॥

ইত্যাদি।

অর্থ ;—শরীরসংস্থান ও শারীর পদার্থ সকল বলা হইয়াছে।

তন্মধ্যে আত্মা একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই আত্মার ইচ্ছানামক এক গুণ আছে, যে গুণের উদ্ভব হইলে মনুষ্যের চেষ্টা জন্মে। আত্মার তাদৃশ ইচ্ছা যখন কিছু বলিবার নিমিত্ত উদ্ভব হয়, তখন সেই ইচ্ছা প্রথমতঃ মনকে সঞ্চালিত করে, (মনের চেষ্টা হয়), মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত করে, তেজ দৈহিক বায়ুকে প্রেরণ করে। সুতরাং নাভিস্থানের আকাশে অর্থাৎ অবকাশময়স্থানে প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য নাড়ীকলাপ কম্পিত হইয়া এক অনির্বচনীয় প্রকার শব্দের উৎপত্তি করে। সেই উৎপন্ন শব্দটিকেই নাদ বলে। এই নাদ কতকগুলি সূক্ষ্ম ধ্বনির সমষ্টিমাত্র। এতাদৃশ নাদের অবয়বীভূত ধ্বনি-সূক্ষ্মাংশের নাম শ্রুতি। শ্রুতি ২২ টির অতিরিক্ত নহে।

সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্ত স্বরের উৎপত্তি ও পরিমাণকাল প্রভৃতির জ্ঞান জন্মানই শ্রুতিজ্ঞানের ফল, অর্থাৎ কার্য্য। শ্রুতি ৭টি স্বরের উপাদান কারণ। যথা—

"ষড্‌জাদিকপরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফলমেব নন্‌॥"

শ্রুতিগুলি শরীরের স্থানবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই স্থান ৩টি। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু। ২২টি শ্রুতি স্থানত্রয়ে উত্তরোত্তর ক্রমে দ্বিগুণিত ভাবাপন্ন; অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে উচ্চ, ত্রয়োবিংশতি শ্রুতি অর্থাৎ, পরস্থানস্থ প্রথম শ্রুতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ যথা—

"श्रुतयः स्थानसम्भूताः स्थानानि त्रीणि तत्र हि।
हृत् कण्ठ शिर इत्यासां द्विगुणश्चोत्तरोत्तरम्॥"

হৃদয়, মূর্দ্ধা ও নাভিসংলগ্ন প্রধানতঃ ২২টি নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীগুলি তির্য্যক্‌দিগে আছে, উর্দ্ধভাবেও আছে। এই নাড়ীগুলিই দেহযন্ত্রের তার স্বরূপ, দৈহিক বায়ুর আঘাত লাগিবামাত্র ঐ সকল নাড়ী কম্পিত হয়, তাহাতেই শ্রুতির উৎপত্তি হয়, তাহাই ক্রমে স্থূলতারূপে পরিণত হইয়া স্বররূপে প্রকাশ পায়। উদরকন্দর ও নাড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশময় স্থান শরীরাভ্যন্তরে আছে, আর পিত্তনামক তৈজস পদার্থ শরীরে আছে, এবং শ্বাস প্রশ্বাসাদি ব্যাপার যদ্দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে; সেই বায়ু আর ঐ পদার্থত্রয়ের বলেই প্রথমতঃ নাদ (সূক্ষ্ম অবিকৃতধ্বনি) জন্মে। পশ্চাৎ সেই নাদ ক্রমশঃ নাভির উর্দ্ধে সঞ্চালিত হইয়া ক্রমে হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ ও গলগহ্বর দিয়া বহির্গত হয়, তখন তাহা দন্ত, ওষ্ঠ, তালু অর্থাৎ ক্ষুদ্র জিহ্বা ও জিহ্বার সাহায্যে নানাপ্রকার বিস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়। যথা—

"हृन्मूर्द्धनाभिकालग्ना नाड्योद्वाविंशतिः शुभाः।
तास्व वक्त्रात्तथोर्द्धं स्था ध्वनिता मरुताहताः॥"
"आकाशाग्निमरुज्जातो नाभेरूर्द्धं समुच्चरन्।"

ইত্যাদি।

স্বর, বর্ণ ও মূর্চ্ছনাদিভূষিত করিয়া যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চা-

রিত হয়, সেই ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে বলিয়া তাহার নাম রাগ। যথা—

"যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥"

এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি প্রতিপোষক ক্রিয়া ও বস্তু আছে, তাহা রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত। রাগাঙ্গের ন্যায় ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে আরও কতকগুলি বিষয় আছে, তাহার লক্ষণ এই—

"রাগচ্ছায়ানুকারিত্বাদ্রাগাঙ্গমিতি কথ্যতে।"

যাহা রাগের ছায়ানুযায়ী তাহাকে রাগাঙ্গ বলে।

"ভাষাচ্ছায়াশ্রিতা যেন ভাষাঙ্গস্তেন কথ্যতে।"

যেহেতু ভাষার ছায়ার আশ্রিত, সেই হেতু তাহা ভাষাঙ্গ নামে কথিত হয়।

"করুণোৎসাহসংযুক্তং ক্রিয়াঙ্গং তেন হেতুনা।"

করুণ ও উৎসাহাদি রসগুলি যে ক্রিয়াতে সংযুক্ত থাকে তাহাই ক্রিয়াঙ্গ।

"কিঞ্চিচ্ছায়ানুকারিত্বাদুপাঙ্গমিতি কথ্যতে।"

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়া লাগিলে তাহা উপাঙ্গ।

এতদ্‌ভিন্ন কাণ্ডারণানামক আর একটি গীতাঙ্গ আছে, তাহার লক্ষণ যথা—

"কাণ্ডারণা তু কথিতা তারস্থানেষু শীঘ্রতা।
গমকৈর্বিবিধৈর্যুক্তা কৌশলেন বিভূষিতা ॥"

তারস্থানেতে শীঘ্রতা, নানাবিধ গমকযুক্ততা, সুকৌশলে স্থাপিতা হইলে তাহাকে কাণ্ডারণা বলা যায়।

রাগ ৩ প্রকার। শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালগ এবং সঙ্কীর্ণ। যথা—

"শুদ্ধাশ্ছায়ালগাঃ প্রোক্তাঃ সঙ্কীর্ণাশ্চ তথৈব চ।"

কল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উচ্চারিত স্বর রক্তিজনক হয়, এজন্য তাহা শুদ্ধ রাগ। অন্যের ছায়াগামী হইয়াও রক্তি জন্মায় সুতরাং তাহা ছায়ালগ রাগ। উভয়ের প্রাধান্যেও আনুরক্তি জন্মায় সুতরাং তাহা সঙ্কীর্ণ রাগ। যথা—

"তত্র শুদ্ধরাগত্বং নাম শাস্ত্রোক্তনিয়মাৎ রঞ্জকং ভবতি। ছায়ালগত্বং নাম অন্যচ্ছায়ালগত্বেন রক্তিহেতুত্বং ভবতি। সঙ্কীর্ণরাগত্বং নাম শুদ্ধচ্ছায়ালগমুখ্যত্বেন রক্তিহেতুত্বং ভবতি ॥"

রাগ ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। ৫ স্বরের রাগ ওড়ব। ৬ স্বরের রাগ ষাড়ব। ৭ স্বরের রাগ সম্পূর্ণ। যথা—

"ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তাঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগাস্ত্রিধা মতাঃ ॥"

৫ স্বরের ন্যূনে রাগ হয় না। মতবিশেষে সাধারণতঃ ২০টি রাগ প্রধান বা আদিম। শ্রী, নট্ট, বঙ্গাল, ভাষ, মধ্যম, ষাড়ব,

রক্তহংস, কোহ্লাস, প্রভব, ভৈরব, মেঘ, সোম, কামোদ, অম্র
পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, ককুভা, কৌশিক, নটনারায়ণ। যথা—

"श्रीरागनट्टौ बङ्गाली भाषमध्यमषाड़वौ।
रक्तहंसश्च कोल्लासः प्रभवोभैरवोध्वनिः॥
मेघरागः सोमरागः कामोदी चाम्रपञ्चमः।
स्यातां कन्दर्पदेशाख्यौ काकुभान्तश्च कौशिकः।
नट्टनारायणश्चेति रागा विंशतिरीरिताः॥"

প্রাচীনমতে প্রধান ছয় রাগ। শ্রীরাগ (১) বসন্ত (২) ভৈরব (৩) পঞ্চম (৪) মেঘরাগ (৫) বৃহন্নট (৬)। এই কএকটী রাগ পুরুষ জাতীয় বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

" श्रीरागोऽथ वसन्तश्च भैरवः पञ्चमस्तथा।
मेघरागो बृहन्नाटः षड़ेते पुरुषाह्वयाः॥"

রাগিণী অর্থাৎ রাগভার্য্যা। রাগের অনুগত বলিয়াই রাগভার্য্যা বা রাগিণী নাম দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রাগ-নামক কোন প্রাণী নাই সুতরাং তাহার পত্নীও নাই।

"मालश्री त्रिवणी गौरी केदारी मधुमाधवी।
ततः पहाड़िका ज्ञेया श्रीरागस्य वराङ्गनाः॥"

মালশ্রী, ত্রিবেণী বা ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পহাড়িকা বা পাহাড়ী,—ইহারা শ্রীরাগের ভার্য্যা।

" देशी देवगिरी चैव वराटी तोड़िका तथा।
ललिता चाथ हिन्दोली वसन्तस्य वराङ्गना॥"